This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google books

https://books.google.com

KAIS. KÖN. HOF BIBLIOTHEK
386-B
Alt-

1. H. 9.

Digitized by Google

386-B.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

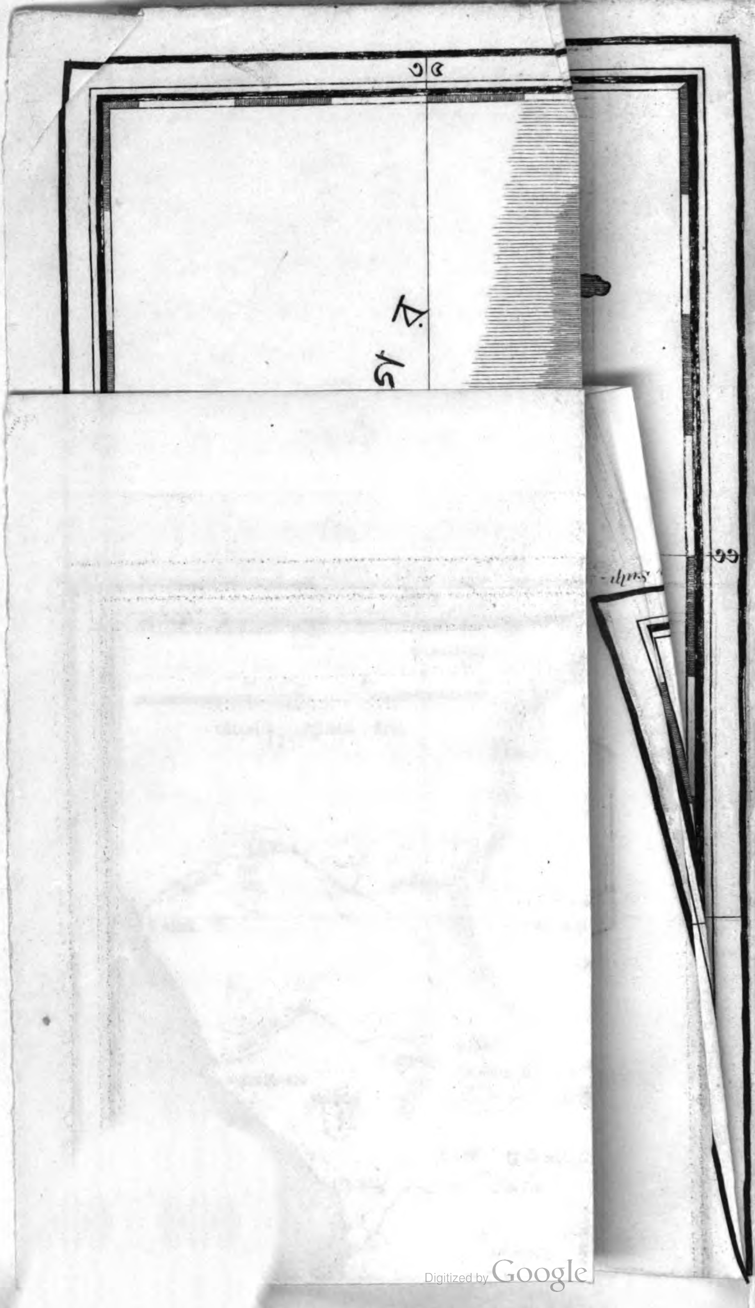

ধর্ম্মপুস্তক পাঠোপকারক

অর্থাৎ

ধর্ম্মপুস্তকান্তর্গত শিক্ষা ও ভবিষ্যদ্বাক্য ও ইতিহাস এবং ঐ গ্রন্থের সত্যতার প্রমাণ ও আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা ও নানা ভাষায় ভাষান্তরীকৃত হওয়া ইত্যাদির বৃত্তান্ত পাঠকগণের সহজ বোধার্থে রচিত হইল।

শ্রী রামকৃষ্ণ কবিরাজ দ্বারা ইংরাজি হইতে অনুবাদিত এবং শ্রী জর্জ পিয়র্স সাহেবকর্তৃক সংশোধিত।

COMPANION TO THE BIBLE

IN BENGÁLÍ.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS, FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY.

1846.

Digitized by Google

নির্ঘণ্ট।

প্রথম খণ্ড।

অধ্যায়।		পৃষ্ঠা।
১	ধর্ম্মপুস্তকের নাম	১
২	ধর্ম্মপুস্তকের প্রাচীনত্ব	২
৩	ধর্ম্মপুস্তকের উৎকৃষ্টতা	৪
৪	ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত	৭
৫	ধর্ম্মপুস্তক প্রদানের অভিপ্রায়	১০
৬	ধর্ম্মপুস্তকের সত্যতা	১২
৭	ধর্ম্মপুস্তক পাঠে মনের বিশেষ ভাবের আবশ্যকতা	২০
৮	ধর্ম্মপুস্তক পাঠের বিধি	২৫
৯	ধর্ম্মপুস্তকে উল্লেখিত দেশ নির্ণয়	৩৪
১০	ইব্রীয় লোকদের পদ বিষয়ক বিবরণ ..	৩৭
১১	ইব্রীয় পর্ব্ব ও কাল ও ঋতু নিরূপণ	৪১
১২	ধর্ম্মপুস্তকের বিভাগ	৫০
১৩	আদিভাগস্থ পুস্তক সমূহের বিভাগ বিষয় ..	৫২
১৪	কালক্রমিক আদিভাগের গ্রন্থাবলির শৃঙ্খলা	১৪১
১৫	আদি ও অন্তভাগের মধ্যবর্ত্তী সময়ের ইতিহাস	১৪৮

দ্বিতীয় খণ্ড।

১	ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগের বিবরণ..	১৬১
২	অন্তভাগের গ্রন্থকারদের বিবরণ	১৬২

Digitized by Google

৩ অন্তভাগস্থ গ্রন্থসমূহের সংক্ষেপ বিবরণ .. ১৭১
৪ সুসমাচার চতুষ্টয়ের ঐক্যতা ২৬৬
৫ কালক্রমিক অন্তভাগের গ্রন্থাবলী ২৭৪
৬ খ্রীষ্টের কৃত কতকগুলি আশ্চর্য্য ক্রিয়া.. .. ২৭৬
৭ খ্রীষ্টোক্ত দৃষ্টান্তকথা ২৭৮
৮ খ্রীষ্টের প্রসিদ্ধ উপদেশ ২৮০
৯ বিশেষ২ মতাবলম্বি যিহূদীয়দের বিবরণ .. ২৮২
১০ অন্তভাগে লিখিত বিধর্ম্ম ও বিধর্ম্মিদের বিবরণ ২৮৬
১১ ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত ভবিষ্যদ্বাক্যের সফলতা ২৮৯
১ অরবীয় লোকদের বিষয় ২৯০
২ যিহূদীয়দের বিষয় ২৯৩
৩ যিহূদিয়া দেশের বিষয় ২৯৭
৪ ইদোম দেশের বিষয় ৩০১
৫ মিসর দেশের বিষয় ৩০৭
৬ নিনিবী নগরের বিষয় ৩১১
৭ বাবিল নগরের বিষয় ৩১৫
১২ অপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাক্য ৩২৫
১৩ ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত রূপক বাক্যের বিষয় .. ৩৩৪
১৪ ধর্ম্মপুস্তকে ব্যবহৃত রূপক শব্দমালা ৩৩৯
১৫ খ্রীষ্টধর্ম্মের গুণ ও শক্তি ও গ্রহণীয়ত্ব .. ৩৫৬
১৬ দেশ নগরাদির নির্ণয় ৩৬১
১৭ ধর্ম্মপুস্তকান্তর্গত মুদ্রা ও পরিমাণাদির বিষয় ৩৭১
১৮ ধর্ম্মপুস্তকান্তর্গত বিশেষে২ ঘটনার নির্ঘণ্ট .. ৩৭৫
১৯ ধর্ম্মপুস্তকে উল্লেখিত মনুষ্য ও স্থানাদির নাম ৩৮৭

Digitized by Google

ধর্ম্মপুস্তক পাঠোপকারক।

প্রথম খণ্ড।

১ অধ্যায়।

ধর্ম্মপুস্তকের নাম।

ধর্ম্মপুস্তককে ইংরাজী ভাষায় বাইবেল্ বলা যায়, কারণ পুস্তক বাচক গ্রীক্ ভাষার বিব্লস্ শব্দহইতে তাহার উৎপত্তি হইয়াছে, এবং সর্ব্ব গ্রন্থাপেক্ষা তাহার অত্যুত্তমতা প্রযুক্ত অতি মান্য বোধে ইংলণ্ডীয় খ্রীষ্টীয়ানেরা তাহার নাম বাইবেল্ রাখিয়াছেন।

এই ধর্ম্মপুস্তক স্ক্রিপ্‌চর্ নামেতেও প্রসিদ্ধ আছে, যেংহেতু লিপি বাচক লাটিন্ ভাষার স্ক্রিপ্তূরা শব্দহইতে তাহার উৎপত্তি হয়; এবং এই পুস্তককে হোলি স্ক্রিপ্‌চর অর্থাৎ ধর্ম্মলিপিও বলা যায়, কারণ তন্মধ্যে ঈশ্বরের আজ্ঞা ও অঙ্গীকার প্রকাশার্থে ভিন্ন২ সময়ে নিযুক্ত ও উপদিষ্ট অনেক ধার্ম্মিক লোকের লিখন, এবং মনুষ্যের শিক্ষার ও পরিত্রাণের জন্যে ঈশ্বরের দয়া ও দণ্ডাজ্ঞা বিষয়ক লিপি আছে।

ধর্ম্মপুস্তকের আদি ও অন্তভাগকে পুরাতন ও নূতন নিয়মপুস্তক কহে, ২ করিন্থ, ৩; ৬, ১৪। কেননা ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে অদ্বিতীয় মধ্যস্থস্বরূপ ঈশ্বরের পুত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা পাপি লোকের মুক্তি ও গৌরবার্থে পরমেশ্বর মহাকৃপাতে যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহা তাহাতে প্রকাশিত আছে।

Digitized by Google

২ অধ্যায়।

ধর্ম্মপুস্তকের প্রাচীনত্ব।

ধর্ম্মপুস্তক অতি পূর্ব্বকালাবধি বিদ্যমান আছে, এ বিষয়ে অতি অজ্ঞান ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্য কেহ্ আপত্তি করিবে না। কারণ ইহার প্রাচীনত্ব বিষয়ে যতঅধিক প্রবোধজনক প্রমাণ পাওয়া যায়, পৃথিবীস্থ অন্য কোন পুস্তকের পক্ষে তদ্রূপ প্রমাণ পাওনের সম্ভাবনা নাই। এবং সর্ব্বকালে এই পুস্তকের বিজ্ঞ প্রমাণদাতা ও উৎসুক রক্ষক আছে। আর বিপক্ষেরাও ইহার প্রাচীনত্ব স্বীকার করিয়া আসিতেছে।

অপর যিহূদীয় লোকেরা ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ অতি সাবধানতা পূর্ব্বক ব্যগ্রমনে রক্ষা করিয়া আসিতেছে, এবং ঐ পুস্তকের শব্দ ও অক্ষরকে তাহারা প্রায় পূজনীয় করিয়া মানে, ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে তাহারা ঐ শাস্ত্রকে ঈশ্বরদত্ত জ্ঞান করে। যিহূদীয় লোকেরা আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন কথার প্রতি অমনোযোগ করণ দোষে কখনই দোষীকৃত হয় নাই। কারণ তাহারা ঐ শাস্ত্র এমত যত্নপূর্ব্বক প্রতিলিপি করিত ও মিলাইয়া দেখিত, যে ধর্ম্মপুস্তকের কোন্ খণ্ডে কোন অক্ষর কতবার ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা তাহারা বলিতে পারিত।

জগতের আদি বৃত্তান্ত ও যিহূদীয়দের রাজকীয় ও ধর্ম্ম বিধি, ও ইব্রাহীমের আহ্বানের কালাবধি তজ্জাতীয় ১৯০০ বৎসরের ইতিহাস, এবং অদ্যাপি যাহার পূর্ণতা হয় নাই

Digitized by Google

এমন অতি ভবিষ্যৎকাল সম্বন্ধীয় অনেক ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদি আদিভাগে আছে। প্রেরিতদের সময়ে টেসিটস্ নামে এক জন খ্যাত্যাপন্ন রুমি ইতিহাসবেত্তা ছিলেন, তিনি কহিয়াছেন যিহূদীয়দের শাস্ত্র অতি প্রাচীন। ২১০০ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক হইল ঐ গ্রন্থ ইব্রীয়হইতে গ্রীক ভাষায় অনুবাদিত হয়, আর ঐ দুই ভাষায় লিখিত পুস্তক যিহূদীয়দের হস্তে ছিল। যেমন স্বদেশীয় যিহূদীয়েরা ইব্রীয় ভাষার গ্রন্থ পাঠ করিত, তদ্রূপ গ্রীসদেশ প্রবাসি যিহূদীয়েরা প্রত্যেক শাবৎ দিবসে ভজনালয়ে গ্রীক ভাষান্তরীকৃত পুস্তক পাঠ করিত। আর তাহাদের পণ্ডিতেরা ঐ পুস্তকের টীকা লিখিয়াছিলেন, এবং তদ্গ্রন্থের প্রতিলিপি করিয়া যে২ দেশে যিহূদীয়েরা ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল সেই২ স্থানে পাঠাইয়াছিলেন, সুতরাং ধর্ম্মপুস্তকের সংখ্যা অগণ্য হইয়া উঠিল।

৩৩০০ বৎসরেরও অধিক হইল অর্থাৎ খ্রীষ্ট জন্মের ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে আদি, ও যাত্রা, ও লেবীয় ব্যবস্থা ও গণনা এবং দ্বিতীয় বিবরণ, মূসা রচিত এই পাঁচ পুস্তক লিখিত হয়। এবং খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ১০০০ বৎসরের অধিক হইল আর২ কতক গুলিন পুস্তক লেখা যায়। এবং খ্রীষ্ট আগমনের প্রায় ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রধান২ ভবিষ্যদ্বক্তাদের গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে।

কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকের সহিত অন্য২ প্রাচীন গ্রন্থকারদের গ্রন্থ তুলনা করিলে তাহা আধুনিক বলিতে হয়। কারণ সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থমধ্যে গ্রীকভাষায় লিখিত হিরডটসের গ্রন্থ অতি প্রাচীন বটে, তথাপি ধর্ম্মপুস্তকের আদি-

Digitized by Google

তাগের শেষ গ্রন্থ মলাখির পূর্ব্বে তাহা লেখা যায় নাই। অপর হিরডটসের গ্রন্থাপেক্ষা হোমর এবং হেসিয়ডের কবিতা কিছু প্রাচীন হইবে, কিন্তু ঐ কাব্য কোন সময়ে লিখিত হয় তাহার নির্ণয় করা ভার। যাঁহারা ঐ গ্রন্থ-দ্বয়কে অতি প্রাচীন বলেন তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, হোমরের কাব্য যিশয়িয়ের কালে ও হেসিয়ডের গ্রন্থ এলীয়ের সময়ে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু হেসিয়ড নামে কোন এক ব্যক্তি ছিলেন কি না, বিদ্বান্‌দের মধ্যে এ বিষয় কিছু স্থির হয় নাই। ঐ প্রাচীন সাধারণ গ্রন্থ-কারকদের রচিত গ্রন্থের ভাব ধর্ম্মপুস্তকের ভাবহইতে নিতান্ত বিভিন্ন, কেননা ঐ গ্রন্থ সমূহ নিরর্থক যুক্তিবিরুদ্ধ গল্পে ও অশুচি কথাতে পরিপূর্ণ। ঐ গ্রন্থসমূহে যদ্যপি অনেক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথা আছে, তথাপি অদ্বিতীয় জীবৎ সত্যেশ্বরের যথার্থ গুণ বর্ণিত নাই। হিরডটসের ইতিহাসের অধিকাংশ গল্প ও মিথ্যা কথা আছে; কিন্তু তাঁহার বর্ত্তমান সময়ে যে সকল কর্ম্ম হইয়াছিল ও তিনি তদ্‌বিষয়ে যাহা২ দেখিয়া বা শুনিয়া লিখিয়াছেন, তাহাতে ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মপুস্তকের লিখিত বিষয়ের সত্যতার প্রামাণ্য হয়।

---

৩ অধ্যায়।

ধর্ম্মপুস্তকের উৎকৃষ্টতা।

ধর্ম্মপুস্তক সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ ইহা ভক্ত পাঠকদিগের মনোমধ্যে সুস্বভাবের পবিত্রতাদি প্রভাব উপস্থিতিদ্বারা

Digitized by Google

দৃঢ়রূপে সপ্রমাণ হয়। অধিকন্তু ঈশ্বর ঐ গ্রন্থকর্ত্তা প্রযুক্ত ঐ শাস্ত্রের উত্তমতা আরো প্রকাশ পাইতেছে। এবং তিনিই যে ঐ গ্রন্থের কর্ত্তা তাহাও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে; যেহেতুক আমরা যেন তাঁহার কোপহইতে বাঁচিয়া প্রচুর অনুগ্রহ পাইয়া তাঁহার অব্যবহিত সম্মুখে চির-সুখে বাস করিতে পাই, এতদ্বিষয়ে ঈশ্বরের অভিমত্যানু-সারে আমাদের যাহা২ জ্ঞাতব্য ও প্রত্যয়িতব্য এবং কর্ত্তব্য, সে সমস্ত ঐ পুস্তকে লিখিত আছে। ফলতঃ ১ সৃষ্টিকার্য্যের নিগূঢ়ত্ব, ২ ঈশ্বরের ও দূতগণের এবং মনুষ্যের স্বভাব, ৩ আত্মার অমরত্ব, ৪ মনুষ্য সৃষ্টির অভিপ্রায়, ৫ পাপের মূল এবং পাপ ও দুঃখেতে যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, ৬ সংসারের অসারতা এবং সাধু-দিগের জন্যে ভাবি জগতে রক্ষিত গৌরব ইত্যাদিবিষয় আছে। এই পুস্তকে অতি শুদ্ধ নীতি আছে, ঐ নীতি প্রবলযুক্তিসিদ্ধ; আর ঈশ্বর আপনি আমাদের মধ্যে যে বিবেক স্থাপিত করিয়াছেন, তৎসম্মতও বটে। এবং মনুষ্যের মনোমধ্যে যে ভাব উৎপত্তি হয়, তাহা ঐ গ্রন্থে অবিকলরূপে বর্ণিত আছে, তাহাতেই জানা যায় এ শাস্ত্র অন্তর্দর্শির দত্ত বটে। এই পুস্তকে মনুষ্যের পারমার্থিক রোগের বিশেষ নির্ণয় আছে, এবং ঐ পীড়ার নানা লক্ষণ ও সুস্থতার উপায়ও আছে। নরকুল যেন পতিত অবস্থাহইতে উদ্ধৃত হইয়া পরিত্রাণ ও অমরতা পাইয়া মঙ্গলযুক্ত হয়, এতদর্থে এই পুস্তকরূপ উনুইহইতে পারমার্থিক ও স্বাস্থ্যজনক জ্ঞানরূপ নানা নির্ম্মল স্রোতঃ বহিতেছে। কেননা নানা সময়ে অতি জ্ঞানী

Digitized by Google

ও বিদ্বান্‌গণ কর্ত্তৃক রচিত লক্ষ২ গ্রন্থ মধ্যে সর্ব্বোত্তম পুস্তকও, ধর্ম্ম বা নীতি কিম্বা ইতিহাস সম্বন্ধে অথবা রচনার শুচিতা ও ঔৎকর্ষ্য বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকের সহিত উপমা ধারণ করিতে পারে না। বোধ করি এ বিষয় বিচার করিতে বিদ্বানগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত সর্ উইলম জোন্স ব্যতিরেকে অন্য কেহ উপযুক্ত নয়। তিনি বলেন "আমি নিয়মানুসারে মনোযোগ পূর্ব্বক ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়াছি, তদ্বিষয়ে আমার এই বোধ জন্মিয়াছে, এই পুস্তক ঈশ্বরের আবির্ভাবে লিখিত হইয়াছে। আর বাক্য প্রবন্ধের পারিপাট্য ও সৌন্দর্য্য ও অতি শুদ্ধ নীতি ও অতি আবশ্যক ইতিহাস ও অত্যুত্তম কবিতা ও সদ্বক্তৃতা এই সকল ধর্ম্মপুস্তকে যদ্রূপ পাওয়া যায়, পৃথিবীস্থ তাবৎ জাতির মধ্যে যে কালে যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তন্মধ্যে তদ্রূপ পাওয়া যায় না। ধর্ম্মপুস্তকের প্রাচীনত্ব বিষয়ে কোন ব্যক্তি সন্দেহ করে না। আর ধর্ম্মপুস্তকোক্ত ভবিষ্যদ্বাক্য পশ্চাৎ ঘটিত ঘটনার বিবরণে সম্যক্‌রূপে সংলগ্ন করিয়া দেখিলে অবশ্য এমত বিশ্বাস জন্মিবে, যে ঐ বাক্য সত্য সুতরাং ঈশ্বরদত্ত।"

বিশপ্‌ হর্ণ সাহেব দায়ূদের গীতের যে রূপ প্রশংসা করিয়াছেন, ধর্ম্মপুস্তকের সকল খণ্ড যে তদ্রূপ প্রশংসার যোগ্য ইহা তাবৎ গুণজ্ঞ সরল পাঠক অনায়াসে জানিতে পারিবেন। ঐ সাধু ধর্ম্মোপদেশক কহেন, "যাঁহার গোচরে তাবৎ অন্তঃকরণের ভাব ও গুপ্ত বিষয় বিদিত আছে তাঁহার দ্বারা এই পুস্তক লিখিত হই-

য়াছে। এ গ্রন্থ সর্ব্বাবস্থার লোকের প্রতি উপকারক ইহা স্বর্গাগত মান্না সদৃশ সুস্বাদু ও প্রত্যেক রসনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। মনুষ্যদিগের বিদ্যাদ্বারা যে২ উত্তম গ্রন্থ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা অল্প ক্ষণ অবলোকন করিলে হস্তস্থ পুষ্পগুচ্ছঝরণের ন্যায় ঝরিয়া পড়ে ও তাহার সৌগন্ধি থাকে না, কিন্তু এই সুখোদ্যানের বৃক্ষ সকল উত্তর২ সুশোভিত হইয়া উঠে, ইহাদের পুষ্প দিনে২ প্রফুল্লিত হইয়া নিত্য নূতনরূপে সৌরভ নির্গত করে, তাহাহইতে নবীন মধু আস্বাদিত হয়। যে জন একবার ইহার মধু আস্বাদন করিয়াছে সে পুনর্ব্বার তাহা আস্বাদন করিতে বাঞ্ছিত হয়, আর যে জন পুনঃ২ স্বাদ গ্রহণ করে সে তাহার পূর্ণাস্বাদন পাইবে।”

---

৪ অধ্যায়।

ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত।

আদিভাগের যত সংখ্যক পুস্তক যে ধারাতে আমাদের হস্তগত আছে সে সমুদয় যিহূদীয় মণ্ডলী ধর্ম্মশাস্ত্র রূপে মানিত। বিশেষতঃ পৌল প্রেরিত তদ্বিষয়ে ইহা কহেন যথা “ঐ সকল শাস্ত্র ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত” ২ তীম ৩; ১৬। এবং পিতর তৎ সম্বন্ধে এই প্রমাণ দেন যথা, “শাস্ত্রের লিখিত যে ভবিষ্যদ্বাক্য সে কাহারো নিজ অভিপ্রায়হইতে নয়, কারণ মনুষ্যের ইচ্ছাহইতে ভবিষ্যদ্বাক্য পূর্ব্বে উপস্থিত হয় নাই; কিন্তু ঈশ্বরের পবিত্র লোকেরা পবিত্র আত্মাদ্বারা প্রবৃত্তি পাইয়া ভবিষ্যদ্বাক্য কহিল।” ২ পি ১; ২০,২১।

Digitized by Google

ঈশ্বরকর্ত্তৃক আবির্ভূত হওনের অর্থ, পবিত্র আত্মাদ্বারা অদ্ভুত রূপে জ্ঞান বিশিষ্ট হওয়া, তদনুসারে পূর্ব্বকালের ভবিষ্যদ্বক্তারা ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছিলেন। ধর্ম্মপুস্তক লেখকদের প্রতি যে দৈবজ্ঞান দত্ত হইয়াছিল, তদ্ভাবার্থ এই, ১, গ্রন্থ রচনার্থে তাহারা অভ্রান্তরূপে প্রবৃত্তি পাইয়া উদ্যত হয়, ও ২, পূর্ব্বের অজ্ঞাত বিষয় ঈশ্বরের বিশেষ প্রত্যাদেশ দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, ও ৩, অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থে উপযুক্ত শব্দ গ্রহণবিষয়ে আদিষ্ট হয়, এবং ৪, ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে লিখিতে সর্ব্ববিষয়ে উপদিষ্ট হয়।

ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত ইহা ঐ গ্রন্থে ধর্ম্ম বিষয়ক দিব্য উপদেশ থাকাতে স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইতেছে। ১ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণন, ২ তদুক্ত নীতি শুদ্ধতা ও যুক্তিসিদ্ধি, ৩ বাক্‌প্রবন্ধের মহৎ প্রভাব ও সুস্পষ্টতা, ৪ বিশ্বাসকারিদের অন্তঃকরণে অদ্ভুত গুণকারিতা, ৫ গ্রন্থকারকদের বিশ্বস্ততা ও নিরাকাঙ্ক্ষতা, ৬ যদ্দ্বারা উপদেশ সাব্যস্থ হয় এমত আশ্চর্য্য ক্রিয়া, ৭ বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের আশ্চর্য্য রক্ষণ, ৮ বহুপ্রকার ভবিষ্যদ্বাক্যের পূর্ণতা।

এতদ্বিষয়ে ডক্টর গিল সাহেব বলেন, "ধর্ম্মশাস্ত্রের সকল পুস্তক ঈশ্বরের আবির্ভাবে লিখিত হইয়াছে, এবং তত্তৎ গ্রন্থকার ও তৎকথক সকলই দৈব জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু দেবপূজক গ্রন্থকর্ত্তাদের শাস্ত্রোদ্ধৃত বচন ও শয়তানের কথা ও অসাধুর কথা এবং

Digitized by Google

আয়ুব ও তাহার তিন বন্ধুর ঈশ্বর বিষয়ক অযথার্থ কথা, ধর্ম্ম পুস্তকস্থ এই সকল কথা যদ্যপি ঈশ্বরের নয় কিম্বা তাঁহার দ্বারা দত্ত হয় নাই, তথাপি যাহাতে ঐ সকল কথা আছে, সেই সকল পুস্তক লেখকেরা ঐশ্বরিক শক্তি ও জ্ঞান ও আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ঐ সকল কথা সত্যরূপে লিখিয়াছেন। ফলতঃ কোন২ কথা ইতিহাস পূরণার্থে, এবং কোন২ কথা ভূতাত্মার ও দুরাত্মা লোকের হিংসা জ্ঞাপনার্থে, এবং কোন২ কথা সাধুদের দৌর্ব্বল্য ও দোষ প্রকাশার্থে লিখিত হইয়াছে, আর এ সকলি আমাদের পক্ষে শিক্ষা ও চেতনা স্বরূপ আছে।"

হাল্‌ডেন্‌ সাহেব কহেন, "আদি লেখাতে কেবল ঈশ্বরের আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু নানা সময়ে তত্তৎ প্রতিলিপি কারকেরা যে আবির্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, এমন কেহ বলে না। পূর্ব্বকালে অসংখ্য২ প্রতিলিপি এবং নানা ভাষান্তরীকৃত লিপির মধ্যে যতখান শুদ্ধরূপে লিখিত হইয়াছিল, ঈশ্বরের অনুগ্রহে যিহূদীয় ও খ্রীষ্টীয়ান লোক ও অন্যান্য মতাবলম্বি লোকদ্বারা রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। আর আদি ভাগের ও অন্তভাগের অতি পূর্ব্ব কালের হস্ত লিখিত প্রতিলিপি পুস্তকের পরস্পর অত্যাশ্চর্য্য মেল আছে, ইহা বিশেষ পরীক্ষাদ্বারা জানা গিয়াছে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই একটি অতি গুরুতর বিষয় বটে।"

Digitized by Google

৫ অধ্যায়।

ধর্ম্মপুস্তক প্রদানের অভিপ্রায়।

ধর্ম্মপুস্তকের কর্ত্তা ঈশ্বর আপনি, যেহেতুক পবিত্র-আত্মার বিশেষ আবির্ভাবে তাহা লিখিত হইয়াছে, এই প্রযুক্ত আমাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে ঐ পুস্তক অতি গুরুতর কারণে লেখা গিয়াছে। ফলতঃ সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর তাবৎ বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, ও এদন উদ্যানে আমাদের আদি পিতা মাতা পবিত্র ও সুখাবস্থাতে ছি-লেন, এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘনদোষে তদবস্থাহইতে তাহাদের ভয়ঙ্কর পতন হওয়াতে আমাদের পাপের মূল কারণ হইল, আর যিনি আমাদের সর্ব্বশক্তিমান্ সৃষ্টিকর্ত্তা ও কৃপালু প্রতিপালনকর্ত্তা এবং যথার্থ বিচারকর্ত্তা তাঁহার প্রতি আমাদের কি২ কর্ত্তব্য, ও যাহাতে তাঁহার সহিত অনন্ত কালস্থায়ি বন্ধুত্ব থাকে ও তাঁহার গৌরবময় রাজ্যে চিরস্থায়ি বাসস্থান প্রাপ্ত্যর্থে যাহাতে আমরা প্রস্তুত হইতে পারি ইহার উপায়, এই সকল জ্ঞাপনার্থে ধর্ম্মপুস্তক লিখিত হইয়াছে ইহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে। বিশেষতঃ খ্রীষ্টেতে প্রত্যয়দ্বারা পরিত্রাণ বিষয়ে আমরা যেন জ্ঞানবান হই এতদর্থে ধর্ম্মপুস্তক লেখা গিয়াছে, অর্থাৎ ১ যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আমাদের প্রতি ঈশ্বরের দয়া প্রকাশ করণ, ও ২ আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের মূর্ত্ত্যনুসারে আমাদের মনের মূর্ত্তি করণ, ও ৩ আমাদের অন্তঃকরণকে জ্ঞান ও বিশ্বাসে ও প্রেমে এবং পবিত্রতাতে প্রস্তুত করণ, ও ৪ সৎকর্ম্মেতে আমা-

Digitized by Google

দিগকে সসজ্জ করিয়া পৃথিবীতে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করণার্থে আমাদিগকে পারক করণ, ও ৫ যাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছেন এমত যাথার্থিক আত্মাগণ মধ্যে অক্ষয় অধিকারে প্রেরণ করণ, এবং শেষে স্বর্গে খ্রীষ্টের সহিত গৌরবযুক্ত হওন, এতদভিপ্রায়ে ঐ পুস্তক লিখিত হইয়াছে।

ধর্ম্মপুস্তকের ভাবই যদি এইরূপ হইল, তবে প্রত্যেক জনের গাম্ভীর্য্যপূর্ব্বক উপযুক্তরূপে তদুক্ত বিষয়ে মনোযোগ করা অতি আবশ্যক। প্রার্থনাশীল হইয়া ধর্ম্মপুস্তকে মনোযোগ করিতে হয় এতদ্বিষয়ে ঐ শাস্ত্রে অনেক প্রবৃত্তিজনক উপদেশ আছে। আরো দেখ ঐ শাস্ত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহ সম্বলিত বাক্যে সমাপ্ত হইয়াছে, যথা "যে কেহ ইচ্ছা করে সে বিনামূল্যে অমৃত জল গ্রহণ করুক।" প্র ২২, ১৭।

পাপিদের প্রতি ঈশ্বরের যে প্রেম প্রবাহ তাহা মনুষ্য সন্তানদিগের প্রতি ধর্ম্মগ্রন্থকারকদের বাক্যেতে বহিতেছে এবং মহিমান্বিত প্রভুর অতি সকরুণ অঙ্গীকারও তন্মধ্যে আছে। কিন্তু যাহারা অতি আশ্চর্য্য অনুগ্রহ সম্বলিত ধর্ম্মপুস্তকের অভিপ্রায়ের বাধা জন্মায়, তাহারা প্রভুর মহাবিচারের দিনে নিরপরাধী গণিত হইবে না। এতদ্বিষয়ে এক জন প্রেরিত কহেন যথা, "এমত মহাপরিত্রাণ অবজ্ঞা করিয়া আমরা কি প্রকারে বাঁচিব?" ইব্রী ২; ৩। ধর্ম্মপুস্তক তুচ্ছ করিলে ঈশ্বরের পরম অনুগ্রহ ও করুণা অবজ্ঞা করা হয়। উক্ত প্রেরিত পবিত্র আত্মাদ্বারা শিক্ষিত হইয়া নিশ্চিন্ত ব্যক্তির প্রতি এইরূপ ভয়ঙ্কর চেতনা জনক

Digitized by Google

বাক্য কহিয়াছেন যথা, “মূসার ব্যবস্থা তুচ্ছ করাতে মনুষ্য যদি দুই তিন সাক্ষিদ্বারা নির্দ্দয়রূপে হত হইল তবে বুঝ, যে জন ঈশ্বরের পুত্রকে অবজ্ঞা করে, ও যে নিয়মের রক্তদ্বারা পবিত্রীকৃত হইল, তাহা অপবিত্র জ্ঞান করে ও অনুগ্রহরূপ আত্মাকে অপমান করে, সে কত বড় দণ্ডের যোগ্য হইবে?” ইব্রী ১০; ২৮,২৯। “যে বিশ্বাস না করিবে তাহার দণ্ড হইবে।” মার্ক ১৬; ১৬।

---

৬ অধ্যায়।

ধর্ম্মপুস্তকের সত্যতা।

ধর্ম্মপুস্তক কৃত্রিম নয় ইহার সন্দেহ ভঞ্জক বিস্তর প্রমাণ আছে। দৈবজ্ঞান প্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ আদিভাগের গ্রন্থ সকল অতি যত্ন পূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া সমাপ্ত করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীক ভাষা প্রচলিত দেশনিবাসি যিহূদীয় লোকদের উপকারার্থে আদিভাগ গ্রীক ভাষান্তরীকৃত হয়, তাহাতে ঈশ্বরের বিশেষ তত্ত্বাবধারণ স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছে। যিহূদা দেশ নিবাসি যিহূদীয় লোকদ্বারা ব্যবহৃত আদিভাগের পক্ষে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা প্রমাণ দিয়াছিলেন, ও অন্তভাগের লেখকেরা ঐ পুস্তকহইতে বিশেষত গ্রীক ভাষান্তরীকৃত পুস্তকহইতে যে সকল বচন তুলিয়া লইয়া প্রমাণ দিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা ধর্ম্মপুস্তকের প্রাচীনত্ব বিষয়ে পূর্ব্বে যাহা কহা গিয়াছে, তাহা কেবল সপ্রমাণ হয় এমত নয়, উহার সত্যতাও সপ্রমাণ

Digitized by Google

হয়। অধিকন্তু ঐ পুস্তক মধ্যে যিহূদীয়দের অবিশ্বাসের বিষয় ও খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি এবং বিস্তার-ক্রমে ব্যাপন ইত্যাদি বিষয়ে অতি আশ্চর্য্য ভবিষ্যদ্বাণী থাকাতেও তজ্জাতীয়েরা তাহার যত্নবান রক্ষক ছিল, ইহা পাঠকগণ স্মরণ করিলে উক্ত পুস্তকের সত্যতা আরো দৃঢ়ীভূত হয়।

অন্তভাগান্তর্গত পুস্তকদ্বারা আমরা যে সকল ঘটনার বিবরণ জ্ঞাত হইতেছি সেই সকল পুস্তক যাহাদের নামে খ্যাত আছে উক্ত ঘটনার কালে তাহারা বিদ্যমান ছিল এবং তাহারাই সে সকল লিখিয়া অবিলম্বে প্রকাশ করিয়াছিল ইহা সম্যক্ প্রকারে সাভ্যস্থ হইয়াছে। ফলতঃ প্রেরিতদের কালাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তাবৎ খ্রীষ্টীয়ান্ গ্রন্থকারকের দ্বারা, ও সর্ব্বশ্রেণীস্থ খ্রীষ্টীয়ান-দিগের সম্মতি ও বিশ্বাসের দ্বারা, এবং খ্রীষ্টীয়ান্ ধর্ম্মের শত্রু অতি বিদ্বান্ লোকদের দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয়।

মথী ও মার্ক ও লূক এবং যোহন নামক পুস্তক চতুষ্টয়, যাহাদের নামেতে খ্যাত হইয়াছে তাহারাই ঐ চারিগ্রন্থ লিখিয়াছে এ বিষয়ে কোন সরল বিজ্ঞ ব্যক্তি কোন সন্দেহ করিতে পারেন না। কেননা ঐ সকল পুস্তক প্রথম বার প্রকাশিত হওনাবধি তাবৎ খ্রীষ্টীয়ান লোক কহিয়া আসিতেছে যে উক্ত ব্যক্তিরা পূর্ব্বকথিত পুস্তক চতুষ্টয় লিখিয়াছে। ঐ সকল পুস্তকে যে২ ঘট-নার বিবরণ, ও ত্রাণকর্ত্তার উপদেশ ও কর্ম্মের বৃত্তান্ত লেখা আছে সে সকল অতি সত্য ইহা প্রত্যয় কর-ণের প্রকৃত কারণ আছে। দেখ মথী এবং যোহন এই

Digitized by Google

দুই জন যীশুখ্রীষ্টের প্রেরিত লোক, ইহারা তাঁহার কার্য্যকালে সঙ্গে২ থাকিয়া যাহা২ ঘটিল তাহা স্বং চক্ষুতে দেখিয়া এবং যে২ কথোপকথন হইল সে সমস্ত আপন২ কর্ণে শ্রবণ করিয়া নিজ২ পুস্তকে লিখিয়াছে। মার্ক ও লূক ইহারা দুই জন দ্বাদশ প্রেরিতের মধ্যে গণিত নয় বটে কিন্তু ইহারা তাহাদের সমকালস্থায়ী সঙ্গী ছিল এবং ইহারা যে২ বিষয় লিখিয়াছে সে সকল কর্ম্ম যাহারা দেখিয়াছিল তাহাদের সহিত ইহাদের বন্ধুত্ব ও আলাপ ছিল। খ্রীষ্ট যে সত্তরি শিষ্যকে সুসমাচার প্রচার করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, লূক তাহাদের মধ্যে এক জন গণিত ছিল অনেকেই এমত অনুমান করেন, যদি তাহা হয়, তবে সে প্রায় প্রেরিত-দের ন্যায় খ্রীষ্টের বিষয় জ্ঞাত ছিল। যদি লূক সত্তরি শিষ্যের মধ্যে গণিত না হয়, তথাপি অনেক বৎসর পর্য্যন্ত পৌলের নিত্য সঙ্গী থাকাতে যাহা২ লিখিয়াছে সে সমস্ত ভালরূপে অবগত ছিল এই হেতু সে আত্ম-লিখিত সুসমাচারের আরম্ভে ইহা ব্যক্ত করিয়া কহি-য়াছে, যথা লূক ১; ১-৪ “যাহারা প্রথমাবধি সাক্ষী এবং বাক্যের প্রচারক, তাহারা আমাদের মধ্যে যে২ সপ্রমাণ বিষয় অর্পণ করিয়াছে তদনুসারে অন্য২ অনেকেই সে বিষয়ের বৃত্তান্ত রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। অতএব হে মহামহিম থিয়ফিল, তুমি যে সকল কথা শিক্ষিত হই-য়াছ তাহার দৃঢ় প্রমাণ যেন প্রাপ্ত হও, এই জন্যে প্রথমাবধি সে সমস্ত অবগত হইয়া আমিও আনুপূর্ব্বিক তাবৎ বিবরণ তোমাকে লিখিতে মনস্থ করিলাম।”

Digitized by Google

লূক প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ গ্রন্থের লেখক ও বটে সুতরাং প্রথম পাঁচ পুস্তকের লেখকেরা হয় তো তাহাদের লিখিত বিষয়ের বিবরণ স্বয়ং সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞাত ছিল নতুবা ঐ সকল বিষয় যাহারা দেখিয়াছিল ও শুনিয়াছিল তাহাদের দ্বারা অবগত হইয়াছিল। অতএব তাহারা আপনারা তদ্বিষয়ে প্রবঞ্চিত হয় নাই এবং অন্যলোকদিগকে বঞ্চনা করিতে তাহাদের অভিপ্রায় বা বাঞ্ছা ছিল না; কেননা তাহারা সাধু, ও অকপট লোক প্রযুক্ত তাহাদের অতিশয় সরল ও প্রীতিজনক স্বভাব ছিল, এই সকল গুণ তাহাদের লিপিতে অপূর্ব্বমতে প্রকাশ পাইতেছে, অধিক কি বলিব তাহাদের পরম শত্রুরাও তাহাদের নির্ম্মল গুণে কলঙ্ক জন্মাইতে কখনই চেষ্টা পায় নাই। মিথ্যা বিবরণ লিখিয়া কিছু লাভ করা তাহাদের সম্ভাবনা ছিল না আর তাহারা যে ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করিয়াছিল অবশেষে আপনাদের প্রাণ দিয়া তাহা সাভ্যস্থ করিল। মনুষ্যের ত্রাণজনক সুসমাচার পুস্তক রচনার্থে পূর্ব্বোক্ত গুণ সমূহ ব্যতিরেকে তাহারা মনুষ্যের আত্মার প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া পবিত্রাত্মার সদ্গুণের প্রভাবেতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; এবং তাবৎ জাতীয় লোকদের ও তাহাদের ভাবি বংশের উপদেশার্থ পবিত্রতাজনক গ্রন্থ রচনাকালে তাহারা সম্ভবনীয় প্রত্যেক ভ্রম ও দোষহইতে পবিত্রাত্মার অনুগ্রহজনক ও অমোঘ শিক্ষাদ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল।

অপর নূতন স্থাপিত মণ্ডলীর প্রতি পত্র লিখন কালে

Digitized by Google

প্রেরিতেরা আপনাদের প্রভু খ্রীষ্টের অঙ্গীকারানুসারে পবিত্রাত্মার পূর্ব্বোক্ত ফলজনক প্রবৃত্তি পাইয়াছিল। একশত শালের পরেই অন্তভাগের অনেক পুস্তক সংগৃহীত হইয়া এক গ্রন্থ করা যায়। প্রথমে সকল বিষয় সম্পূর্ণ জ্ঞাত না থাকাতে ও সুসমাচার গ্রন্থ সকল এবং পত্র সকল দূরস্থ নানা মণ্ডলীতে থাকাতে এবং কতক গুলি গ্রন্থ প্রেরিতদের নামে মিথ্যারূপে প্রকাশিত হইয়া নানা স্থানে প্রেরিত হইবাতে কোন২ মণ্ডলীস্থ লোকেরা ইব্রীদের প্রতি পত্র ও পিতরের দ্বিতীয় পত্র এবং যোহনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রও যিহূদার পত্র এবং প্রকাশিত গ্রন্থ এই সকল পুস্তক গ্রহণ করিতে সন্দেহ করিয়াছিল এ কথা সত্য। কিন্তু তৎপরে বিশেষ অনুসন্ধান ও বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়া স্পষ্টরূপে জানা-গেল যে ঐ সকল পুস্তক খ্রীষ্টের প্রেরিতেরা পবিত্রাত্মার আবির্ভাবে লিখিয়াছে বটে। অতএব ঐ সকল গ্রন্থ অন্ত-ভাগের আর২ গ্রন্থের ন্যায় তাবৎ মণ্ডলীর সম্মত্যনুসারে গ্রাহ্য হইল। ঐ ধর্ম্মপুস্তক বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, ফলতঃ অন্তভাগের আদিলিপি যদ্যপি নষ্ট হইয়া থাকে তথাপি অন্তভাগের গ্রন্থ সকল মূলবিষ-য়ের কোন পরিবর্ত্তন না হইয়া প্রতিলিপিদ্বারা প্রায় অবিকল রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং তাবৎ সার-বিষয়ে ঐ পুস্তক প্রেরিতদের লিখিত লিপির তুল্য আছে। পূর্ব্বকালে ছাপা বিদ্যা প্রকাশিত না হওয়াতে সময়ে২ ঐ পুস্তকের প্রতিলিপি করণ কালে কোন১ অক্ষর কিম্বা শব্দের একাংশ অথবা সম্পূর্ণ শব্দ পরিবর্ত্ত বা পরিত্যক্ত

Digitized by Google

হইয়া থাকিবে এবং কোন২ হস্ত লিপিতে একের স্থানে অন্যের আদেশও বা হইয়া থাকিবে কিন্তু কোন গুরুতর ধর্ম্মোপদেশ বা বিধি কিম্বা ইতিহাস সম্বন্ধীয় কোন কথা জ্ঞাতসারে প্রবঞ্চনার মানসে পরিবর্ত্ত করা যায় নাই উক্তরূপ করা অসাধ্য, কেননা আদি লিপি প্রকাশিত হইবামাত্র অনেক প্রতিলিপি করিয়া সুসমাচার প্রচারকেরা যে২ স্থানে গিয়াছিল তত্তৎ২ স্থানে আপনাদের সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল এবং দূর দেশস্থ মণ্ডলীতে পাঠাইয়া দিয়াছিল। পরে ঐ সমস্ত গ্রন্থ নানা ভাষান্তরীকৃত হইয়া অতি দূরদেশস্থ মণ্ডলীতে প্রেরিত হইয়াছিল ইহাই কেবল নয় ঐ সকল পুস্তক অনেক খ্রীষ্টীয়ান সমাজে এবং অনেক খ্রীষ্টীয়ান লোককর্ত্তৃক অনবরত পাঠ হইয়াছিল। আর কোন২ খ্রীষ্টাশ্রিত ব্যক্তি কোন২ পুস্তক সমুদয় মুখস্থ অভ্যাস করিয়াছিল এবং অনেক গ্রন্থকারকেরা ঐ শাস্ত্র ঈশ্বরদত্ত বুঝিয়া তাহাহইতে অনেক বচন তুলিয়া লইয়া নানা বিষয়ে প্রমাণ দিয়াছিল। আর কোন ভারি বিষয়ের মতান্তর হইলে নানা শ্রেণীস্থ খ্রীষ্টমতাবলম্বিরা ঐ পুস্তক বিবাদভঞ্জক জানিয়া তদ্দ্বারা মত স্থির করিয়া আসিতেছে। এবং পাছে কেহ ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্রের বাক্যে অন্য কোন কথা মিশ্রিত বা পরিবর্ত্ত করে এতদ্বিষয়ে সকলে অতি সতর্ক হইয়া আসিতেছে।

ডক্তর হুইটবি সাহেব বলেন "ঈশ্বর ধর্ম্মোপদেশ প্রকাশ করিতে আপন পুত্রকে ও তাঁহার প্রেরিতগণকে প্রেরণ করিলেন এবং নানা আশ্চর্য্য ক্রিয়াদ্বারা তাহা

Digitized by Google

জগতে প্রতিপন্ন করিয়া, শেষে মনুষ্যের সুখজনক সেই কথার পরিবর্ত্তন করিয়া নষ্ট করিতে দুষ্ট লোককে অনুমতি দিবেন, এমন বিশ্বাস কে করিতে পারে? পরমেশ্বর ধর্ম্মপুস্তক দানদ্বারা একবার মনুষ্যের প্রতি আপন শুভ ইচ্ছা ও দয়া প্রকাশ করিয়া পরে অনুতাপ করিয়াছেন এরূপ কথন অতি অসঙ্গত। কিম্বা তিনি মনুষ্যের মঙ্গলজনক শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া পশ্চাৎ তাহাদের ভাবি বংশের প্রতি দ্বেষ করিয়া তাহা নষ্ট করিতে দুষ্ট লোকদিগকে অনুমতি দিয়াছেন, এমত কথা বলাও যুক্তিবিরুদ্ধ।"

ধর্ম্মপুস্তকের হস্ত লিপির পরস্পর কিছু২ অমেল থাকা দেখিয়া কোন ব্যক্তি দোষ জ্ঞান করিতে পারে না। কারণ ছাপা বিদ্যা প্রকাশিত হওনের অর্থাৎ ১৫০০ শালের, পূর্ব্বে সকল পুস্তকই হস্ত দ্বারা প্রতিলিপি হইত প্রতিলিপি কারকদের মধ্যে কেহ২ অজ্ঞান ও কেহ২ অবিবেচক এবং কেহ বা অমনোযোগী থাকার সম্ভাবনা, তাহারা লিপিকরণে কেবল নিপুণ ছিল, আর সম্ভবনীয় ভ্রান্তিহইতে ঐশ্বরিক শক্তিদ্বারা রক্ষিত হয় নাই। একটি অশুদ্ধ শব্দযুক্ত লিপিহইতে যত প্রতিলিপি করা গেল সে সমস্ত প্রতিলিপিতে অশুদ্ধ থাকিল সুতরাং সে প্রত্যেক পুস্তকে এক বিশেষ দোষ থাকিল, এই প্রকারে আদি লিপির সংখ্যানুসারে ভিন্নতা ও অশুদ্ধির বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। অপর লেখকদের ভ্রম বশতঃ দোষ ব্যতিরেকে তাহারা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত এক অক্ষর বা এক শব্দের স্থানে অন্য অক্ষর বা শব্দ লিখিয়া বিভিন্নতার বৃদ্ধি করিয়া থাকিবে, কিম্বা অমনোযোগ প্রযুক্ত এক পঙ্ক্তি অথবা

Digitized by Google

এক সম্পূর্ণ বাক্য ছাড়িয়া গিয়া থাকিবে। এইরূপ নানা মতে অর্থাৎ এক শব্দ বা শব্দাংশ অথবা অক্ষর ইত্যাদি ক্ষুদ্র২ বিষয়ে হস্ত লিখিত পুস্তকে কিছু২ দোষ আছে, সুতরাং ধর্ম্মপুস্তকের শত২ হস্তলিপি পরীক্ষা করিলে সহস্র২ দোষ পাওয়া যাইতে পারে। খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম প্রচলিত তাবৎ দেশের প্রাচীন পুস্তকাগারে হস্ত লিখিত সহস্র২ ধর্ম্মপুস্তক পাওয়া যায়। পণ্ডিত লোকেরা প্রায় পাঁচ শত লিপি অতি যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, সে সকলের মধ্যে কোন২ লিপি আটশত সালে কতক সাতশত সালে কতক ছয়শত সালে এবং কতক গুলি বা চারিশত সালে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে প্রেরিতদের ও আত্মার আবির্ভাবে লিখিত পুস্তকের প্রকাশিত হওনের অতি নিকট সময় পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্ট হইতেছে। হস্ত লিপির অতিশয় সংখ্যা, ও অতি দূর দেশে ঐ লিপি সকল সংগৃহীত হওন, এবং ভিন্ন২ সময়ে খ্রীষ্টমতাবলম্বি পণ্ডিতগণোদ্ধৃত বচনের ঐক্য, এই সকল বিষয়েতে অন্তভাগের সত্যতার প্রামাণ্য হয়। বিদ্বানেরা বলেন, যদি ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ লোপ পায় তবে প্রথম চারিশত বৎসরের মণ্ডলীর পণ্ডিতগণ ঐ পুস্তকহইতে যে সকল বচন লইয়া আপনাদের গ্রন্থমধ্যে লিখিয়াছেন তাহাদ্বারা অন্তভাগের সংগ্রহ সম্যক্রূপে হইতে পারে।

৭ অধ্যায়।

ধর্ম্মপুস্তক পাঠে মনের বিশেষ ভাবের আবশ্যকতা।

ধর্ম্মপুস্তক সম্বন্ধে আপন দাসগণের প্রতি পরমেশ্বর যে জ্ঞান ও নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অমূল্য অনুগ্রহ আশ্চর্য্যরূপে দৃষ্ট হইতেছে। এবং তাঁহার দয়া সম্বলিত কর্তৃত্বদ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্র বর্তমানকাল পর্য্যন্ত রক্ষিত হইয়া সাধুলোককর্তৃক আমাদের ভাষায় ভাষান্তরীকৃত হইয়াছে, তাহা কেবল নয়, ঈশ্বরের সেই কৃপাতে শিল্পকরেরা বিশেষ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া অতি চমৎকার ছাপা বিদ্যা প্রকাশ করাতে, তদ্দ্বারা ধর্ম্মপুস্তক এমত সাধারণ গ্রন্থ হইয়াছে যে আমরা বাল্যকালাবধি তাহা পাঠ করিতে পাইয়াছি। কিন্তু চারিশত বৎসরের পূর্ব্বে এক খানি ধর্ম্মপুস্তক ক্রয় করিতে গেলে বিস্তর টাকা ব্যয় হইত, তাহাও সর্ব্বত্র সর্ব্বদা পাওয়া ভার ছিল। কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকহইতে ত্রাণজনক জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে হইলে পাঠশালাতে পাঠ করণের ন্যায় পাঠ না করিয়া আপনাকে ঐ গ্রন্থের ভাবার্থের লাভালাভের ভাগী জানিয়া অধ্যয়ন আবশ্যক; ফলতঃ আপনাকে অনন্ত পরমায়ুর উত্তরাধিকারী এবং গৌরবযুক্ত অমরতান্বেষী জ্ঞান করিয়া তাহা পাঠ করিতে হয়। কিন্তু তাহা না করিয়া কতক লোক আমোদের নিমিত্তে ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া থাকে, ও কেহ২ ঐ গ্রন্থকে অতি প্রাচীন সত্য ইতিহাস বলিয়া পড়ে, আর কেহ২ বা আপনাকে

Digitized by Google

অত্যুত্তম প্রাচীন ভাষার সুবিচারক পণ্ডিত জানিয়া বা জানাইবার জন্যে এবং বাক্য প্রবন্ধের ও রচনার পারিপাট্য জ্ঞাত হইবার নিমিত্তে তাহা অধ্যয়ন করে। তথাচ অনেকেই ঐ শাস্ত্রের মূল অভিপ্রায়ানুসারে ঐশ্বরিক দীপ্তি ও পবিত্রাত্মার পবিত্রতাজনক শক্তি পাইবার আশয়ে ভক্তি ও আদরপূর্ব্বক স্থিরমন হইয়া প্রার্থনা করণানন্তর তাহা পাঠ করে।

পরিত্রাণজনক উপকার প্রাপ্তির আশয়ে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে হইলে অন্তঃকরণের বিশেষ ভাবের আবশ্যকতা হয়। ১, ধর্ম্মপুস্তক সাদরে পাঠ করিতে হইবে। ফলতঃ উহা যে সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু পরমেশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট বাণী ইহা স্মরণ করিতে হইবে। এইরূপ করা যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম ইহা অনেকেই বিশেষতঃ অনেক সাধু লোক বিস্মৃত হয় এ অতি দুঃখের বিষয়। অনাদরে ঐ শাস্ত্রে অনবরত দৃষ্টি করিতে২ তাহা আমাদের গোচরে এক সামান্য গ্রন্থের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহা যে ঐশ্বরিক অমূল্য দয়ার নিরূপিত আশ্চর্য্য কার্য্য ইহা বিশেষরূপে মনে করিতে হয়। দায়ূদ রাজা বলেন, "তোমার বাক্যহইতে আমার মন ভীত হয়।" গীত ১১৯; ১৬১। ঐ পুস্তক ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান মনুষ্যের মনে অঙ্কিত করে, তাহা কেবল নয়, ঈশ্বরই যে তচ্ছাস্ত্রের কর্ত্তা এমত জ্ঞানও জন্মায়। আর ঐ গ্রন্থ আমাদের জীবনকালের কর্ত্তব্য কর্ম্মের অদ্বিতীয় বিধিস্বরূপ এবং শেষদিনে আমরা যদ্দ্বারা বিচারিত হইব এমত ব্যবস্থাস্বরূপও বটে। যথা "পরমেশ্বর কহেন যে জন নম্র ও ক্ষুণ্নমনাঃ ও আমার

Digitized by Google

কথাতে কম্পিত এমত লোকের প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করিব।" যিশ ৬৬; ২। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের শাস্ত্র অনাদরে অমনোযোগপূর্ব্বক ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য রূপে পাঠ করণের ন্যায় অনুচিত কর্ম্ম আর নাই, দেখ ইহার পর ভয়ঙ্কর কার্য্য আর কি আছে। ২, উপকার প্রাপ্তির আ-শয়ে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে গেলে, মেধা অর্থাৎ শিক্ষা-শীলতার আবশ্যক হয়, কেননা সে সকল ঈশ্বরের বাক্য, যে ব্যক্তি ধর্ম্মের বৃদ্ধির ও পরিত্রাণের সিদ্ধির নিমিত্তে তাহা পাঠ করিতে বাঞ্ছা করে সে জনকে ঐ গ্রন্থ অনন্ত জ্ঞানময় পরমেশ্বরের আদেশ জ্ঞান করিয়া নম্রতাপূর্ব্বক তদুক্ত নির্ভ্রম উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়। সেই প্রকার, শাস্ত্রে উক্ত আছে যথা, "তিনি নম্র লোকদিগকে বিচারের পথে গমন করান ও আপন পথে তাহাদিগকে শিক্ষা দেন। পরমেশ্বরের ভয়কারিদিগের সহিত তাঁহার নিগূঢ় কথা আছে, তিনি তাহাদিগকে আপন নিয়ম জ্ঞাত করি-বেন।" গীত ২৫; ৯,১৪। পূর্ব্ব সংস্কার ও পূর্ব্বকম্পিত উপলব্ধি এবং প্রিয় মত এ সকল ত্যাগ করিয়া মুদ্রাঙ্ক-প্রার্থে যেরূপ লাক্ষা তদ্রূপ পরমেশ্বরের তত্ত্বের প্রতি মন রাখিতে হইবে। এবং প্রত্যেক সুখদায়ক শারী-রিক অভিলাষ ও তাবৎ প্রিয়তম পাপ ত্যাগ করিতে হইবে। যাকূব প্রেরিত এতদ্বিষয়ে এই উপদেশ দেন, যথা, "তোমরা তাবৎ অশুচিক্রিয়া ও দ্বেষ সমূহ পরি-ত্যাগ করিয়া তোমাদের আত্মা রক্ষা করিতে সমর্থ এমত যে উপদিষ্ট বাক্য তাহা নম্র হইয়া গ্রহণ কর।" যা ১; ২১। পূর্ব্বকালের খ্রীষ্টমতাবলম্বিরা ধর্ম্মপুস্তককে

Digitized by Google

অতি নম্রতা ও ভক্তিপূর্ব্বক মান্য করিত ইহার প্রমাণ শাস্ত্রে বিলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে; যথা, "তোমরা যে সময়ে আমাদের প্রমুখাৎ ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়াছ, তৎকালে মনুষ্যের কথার ন্যায় গ্রহণ না করিয়া বিশ্বাসকারি তোমাদের সর্ব্বসাধক যে ঈশ্বরের বাক্য তাহা সত্যজ্ঞান করিয়া গ্রহণ করিয়াছ।" ১ থিষ্ ২; ১৩।

৩। ধর্ম্মপুস্তক অধ্যয়নকালে পবিত্রাত্মার শক্তির প্রতি অকপট বিশ্বাস করা অতি আবশ্যক। সাংসারিক মনুষ্য নির্দ্দোষাচারি ও বিবিধগুণবিশিষ্ট হইলেও প্রার্থনাশীল না হইলে, "ঈশ্বরের আত্মাসম্বন্ধীয় উপদেশকে মূঢ়তাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া গ্রাহ্য করে তাহার তত্ত্বও বুঝিতে পারে না, যেহেতুক কেবল পারমার্থিক জ্ঞানদ্বারাই বোধগম্য হয়।" ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্তপুস্তকের প্রতি মনোনিবেশ করণার্থে আমাদের ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত মন যেন প্রস্তুত হয় এতদর্থে স্বর্গীয় পিতা যাচকদিগকে পবিত্র আত্মার দান বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়াছেন, যথা "যদি তোমাদের কাহারো জ্ঞানের ত্রুটি থাকে, তবে ভর্ৎসনা ব্যতিরেকে বাহুল্যরূপে সকলের দাতা যে ঈশ্বর তাঁহার নিকটে সে যাচ্ঞা করুক, তাহাতে তাহাকে দত্ত হইবে।" যা ১; ৫। পুনশ্চ "অতএব তোমরা মন্দ হইয়া যদি আপন ২ বালকদিগকে উত্তম সামগ্রী দিতে জান তবে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা কি আপন যাচকদিগকে পবিত্র আত্মা দিবেন না।" লূ ১১,১৩।

"ডক্তর ওএন সাহেব কহেন "ধর্ম্মপুস্তকে ঈশ্বরবিষয়ক বিস্তর নিগূঢ় কথা আছে, তাঁহার আত্মার সাহায্য ব্যতি-

Digitized by Google

রেকে তদর্থ পাওয়া দুঃসাধ্য। যাহারা উক্ত গ্রন্থে ঈশ্বরের মানস জানিতে ইচ্ছা করে তাহাদের পক্ষে তদুক্ত কথা প্রধান মুখ্যবিধি স্বরূপ হয়। এবং গন্তব্য পথ দর্শাইতেও তৎপথে গমন করাইতেও উপদেশ দেওনার্থে এবং ধর্ম্ম পুস্তক বুঝাইবার জন্যে জ্ঞান চক্ষুঃ প্রসন্ন করাইতে পরমেশ্বর স্বীয় অঙ্গীকারানুসারে অনুগ্রহ পূর্ব্বক যেন সদাত্মাকে প্রেরণ করেন, এতদর্থে পাঠকেরা প্রার্থনাতে সচেষ্ট ও নিরালস্য ও নিত্য প্রবৃত্ত এবং ব্যগ্র হউক। তাঁহার উপদেশ না পাইলে তদ্বিষয়ে আমাদের পণ্ডশ্রম মাত্র হইবে। অধিকন্তু যে ব্যক্তি উক্ত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার জন্যে নিজ বুদ্ধির প্রতি ভরসা রাখে, তাহার সন্তাপ হইবে।”

৪ ধর্ম্মপুস্তকোক্ত সান্ত্বনার অত্যন্ত ভোগাশয়ে ও তদুক্ত উপদেশ মান্য করিবার মানসে ঐ গ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে। দেখ ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরের আবির্ভাবে আমাদিগকে দত্ত হইয়াছে এবং যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করণদ্বারা পাপিদিগকে পরিত্রাণ বিষয়ে জ্ঞানবান করিতে ইহার তাৎপর্য্যও আছে এবং এই পৃথিবীতে বাস করণকালে ঈশ্বরের সহিত আলাপ করিতে সমর্থ করাইতে আমাদিগকে বিশ্বাসে ও পবিত্রতাতে বলবান্ করিতে পারক হয়, আর যীশু খ্রীষ্টেতে প্রত্যয়দ্বারা যাহারা পবিত্রীকৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অধিকার দিতে উহার সামর্থ্য আছে, এই হেতু নম্র হইয়া বিশ্বাস পূর্ব্বক প্রার্থনাশীল অন্তঃকরণে তাহা পাঠ করিতে হয়, এরূপ করিলে তদুক্ত মনঃপরিবর্ত্তক উপদেশ বোধগম্য ও প্রিয় বোধহইতে পারে। এবং তদুক্ত আদেশ অন্তঃকরণের

Digitized by Google

সহিত সর্ব্বত্র মান্য হইতে পারে। সাধু দায়ূদ রাজ এই প্রকারে ঈশ্বরের শাস্ত্র অভ্যাস করিয়া তদুক্ত ঐশ্বরিক আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপুস্তক উপযুক্ত মতে পাঠ করণের সুন্দর আদর্শ হইয়াছে তাহার ১৯ এবং ১১৯ গীত। আমার বাঞ্ছা এই যেন প্রত্যেক পাঠক সদাত্মার সাহায্য প্রাপ্ত হইবার জন্যে দায়ূদের এই কথানুসারে প্রার্থনা করে, "আমার চক্ষুঃ প্রসন্ন কর, তাহাতে তোমার শাস্ত্রে আশ্চর্য্য দর্শন করিব। তোমার মুখের ব্যবস্থা আমার নিকটে সহস্র ২ সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা হইতেও উত্তম হয়। আমি যেন লজ্জিত না হই, একারণ আমার মন তোমার বিধিতে সিদ্ধ হউক। তোমার প্রমাণ বাক্য আমার মনের আনন্দজনক হয়, এই নিমিত্তে তাহা আপন নিত্যাধিকারের ন্যায় গ্রহণ করি।" গীত ১১৯; ১৮, ৭২, ৮০, ১১১। "যে জন তাহার আজ্ঞা পালন করিবে, সে আমার উপদেশ আমাহইতে হয় কি ঈশ্বরহইতে হয় তাহা জানিতে পারিবে।" যোহন ৭; ১৭।

---

৮ অধ্যায়।

ধর্ম্মপুস্তক পাঠের বিধি।

মানসিক ভাবের আবশ্যকতা ব্যতিরেকেও ধর্ম্মপুস্তক পাঠ বিষয়ে অতি প্রয়োজনার্হ অল্প বিস্তর ফলদায়ক অনেক বিধি আছে, তাহা মানিলে উক্ত কর্ম্মের সম্পূর্ণ উপকার দর্শে। সেই বিধির মধ্যে যে গুলি অত্যুপকারি তাহা পশ্চাতে লিখি।

Digitized by Google

১. বিধি। ধর্ম্মপুস্তক প্রতিদিন পাঠ কর। মেং তমস্ গৌজ নামে এক জন প্রসিদ্ধ উপদেশক প্রতিদিন পোনের ২ অধ্যায় পাঠ করিতেন। আর ক্রিসষ্টম্ নামক পূর্ব্বকালীন এক জন ধর্ম্মোপদেশক শাস্ত্রের অন্যান্য স্থানের পাঠ ব্যতিরেকেও সপ্তাহের মধ্যে রোম নিবাসিদের প্রতি পত্রের আদ্যন্ত দুই বার অধ্যয়ন করিতেন, কিন্তু সকলের এতাদৃক পাঠ করা কিম্বা প্রত্যহ তুল্যাংশ অধ্যয়ন করা সাধ্য নহে, সুতরাং এমত পরামর্শ দিই না। যাহা হউক, বোধ হয় প্রাতঃকালে এক অধ্যায় ও সায়ংকালে এক অধ্যায় পাঠ করিতে না পারে প্রায় এমন কেহই নাই, অথবা ঐ দুই সময়ে এক ২ পদ করিয়া পড়িয়া রবিবারে অধিকাংশ পাঠ করিলে ধ্যানশীল ভক্ত লোকের মহদুপকার দর্শিতে পারে। "যে জন পরমেশ্বরের শাস্ত্রেতে সন্তুষ্ট থাকে এবং দিবারাত্রি তাঁহার শাস্ত্র ধ্যান করে, সেই ধন্য।" গীত ১; ২। "যে জন আমার দ্বারে জাগৃত থাকে ও আমার কথা শুনে ও আমার দ্বারের চৌকাঠে থাকিয়া অপেক্ষা করে সেই ধন্য।" হি ৮; ৩৪।

২। ধর্ম্মপুস্তকের প্রত্যেক গ্রন্থ ক্রমাগত আদ্যন্ত পাঠ কর। কোন ব্যক্তি কোন প্রধান পুস্তকের মধ্যে কখন একাংশ কখন বা অন্যাংশ অনিয়মিত রূপে পাঠ করিলে তাহার বুদ্ধির অধমতা প্রকাশ পায়। ফলতঃ এই দোষ প্রায় অনেকেরই আছে, কিন্তু ঈশ্বরের শাস্ত্র বিষয়ে তদ্রূপ করিলে ততোধিক অজ্ঞানতা ও দোষের কর্ম্ম হইবে। অপর পুস্তকের প্রতি বিশেষতঃ ধর্ম্মপুস্তকের

Digitized by Google

প্রতি কেবল দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিলেই গ্রন্থকর্ত্তার সম্পূর্ণ অভিপ্রায় বোধগম্য হয় না। দেখ ধর্ম্মপুস্তকের অনেক গ্রন্থে ভিন্ন২ ভাব আছে, এই প্রযুক্ত আদিপুস্তক ও চারি সুসমাচার ও প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ ও রোম নিবাসিদের প্রতি পত্র ও ইব্রীয়দের প্রতি পত্র এই সকল গ্রন্থের স্থানে২ কিছু২ পাঠ করিলে সম্পূর্ণ অর্থ বোধ হইতে পারে না। অতএব গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ ভাবার্থ বোধগম্য হওনার্থে একখানি গ্রন্থ ধারামতে আদ্যন্ত পাঠ সমাপ্ত না করিলে অন্য খান আরম্ভ করা উচিত নয়।

যদ্যপি সমুদয় পুস্তক প্রয়োজনীয় এবং আমাদের শিক্ষার্থে রচিত হইয়াছে বটে, তথাপি সকল পুস্তক সমানরূপে সামান্য খ্রীষ্টীয়ান ব্যক্তির পক্ষে উপকারি নয়, এই হেতু সকল পুস্তকে সেই ব্যক্তির অধিক মনোযোগের আবশ্যক রাখে না। দেখ পরস্পর ভিন্ন ভাবযুক্ত দায়ূদের প্রত্যেক গীতেতে আর সুসমাচারে এবং পত্র সমুদয়ে প্রায় ভক্ত লোকমাত্রেই অতিশয় মনোযোগ করেন, কারণ সে সকল গ্রন্থ তাহাদিগকে ধর্ম্ম যাত্রায় বর্দ্ধিষ্ণু ও পবিত্র এবং সান্ত্বনাযুক্ত করিতে বিশেষরূপে যোগ্য ইহা বোধ করায়। ফলতঃ প্রত্যেক পুস্তক ক্রমাগত আদ্যন্ত পাঠ না করিলে তাহার ভাব, ও শক্তি ও আভাষ ও উপকারিতা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না।

৩। প্রত্যেক পুস্তকের ভাবের প্রতি মনোযোগ কর। কেননা সাধুলোকেরাও কখন২ অধ্যায়ের সমুদয় কথার প্রতি মনোযোগ না করিয়া তন্মধ্যস্থ কেবল দুই এক পদের কথায় মন দিয়া সেই স্থানের পবিত্রাত্মার

অভিপ্রায় বুঝিতে অপারক হয়। আর আমাদের ত্রাণকর্ত্তাকে পরীক্ষা করণ কালে শয়তান্ যেমন করিয়াছিল, তদ্রূপ অধার্ম্মিকেরাও ঈশ্বরের বাক্যের অর্থান্তর করিয়া থাকে। মথী ৪; ৬। পিতর প্রেরিত আপন ভ্রাতৃগণকে শিক্ষা দেওন কালে উক্ত প্রকার দোষের বিষয়ে বিশেষতঃ পৌল প্রেরিতের পত্রের কঠিন২ বিষয়ে ইহা কহেন যথা "যাহারা অশিক্ষিত ও চঞ্চল, তাহারা আপনাদের বিনাশার্থে অন্য শাস্ত্রীয় বচনের ন্যায় তাহার অর্থান্তর করে।" ২ পিতর ৩; ১৬। রোম নিবাসিদের প্রতি ও ইব্রীয়দের প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র পাঠ করিলে এই বিধি স্পষ্ট বুঝিতে পারিবা। পরিত্রাণ বিষয়ক ঐশ্বরিক উপদেশ দুই গ্রন্থমধ্যে একই ভাব আছে বটে, কিন্তু তাহার লিখনমতে অনেক প্রভেদ আছে। দেখ রোম নিবাসিদের প্রতি পত্র সাধারণ লোকদের নিমিত্তে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইব্রীয়দের প্রতি পত্র বিশেষ রূপে যিহূদীয়দের প্রতি লেখা গিয়াছে। ফলতঃ মূসার দ্বারা স্থাপিত যে সকল ক্রিয়াসম্বন্ধীয় বিধি সে কেবল কিছুকালের নিমিত্তে হইয়াছিল এবং যাজকত্বের ও বলিদানের এবং শুচি হওনের যে নানা প্রকার ক্রিয়া সে সকল কেবল আমাদের প্রতিভূস্বরূপ খ্রীষ্টের গৌরবযুক্ত পৌরহিত্যের ও প্রায়শ্চিত্তের এবং তাঁহার অনুগ্রহের সদ্গুণে মণ্ডলীর পবিত্রতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিল; এসমস্ত বুঝাইবার অভিপ্রায়ে ইব্রীয়দের প্রতি পত্র লিখিত হয়।

৪। ধর্ম্মপুস্তকের আদ্যন্ত সর্ব্বত্র ঐক্য আছে, ইহা মনে

Digitized by Google

রাখহ। ডক্টর গীল সাহেব বলেন, ধর্ম্মপুস্তকের গ্রন্থকারেরা স্ব২ ইচ্ছানুসারে ধর্ম্মশাস্ত্র লিখে নাই কিন্তু পবিত্রাত্মা দ্বারা প্রবৃত্তি পাইয়া লিখিল ইহা তাহারা স্পষ্টরূপে দর্শাইতেছে। যদ্যপি ঐ গ্রন্থকর্ত্তারা ভিন্ন২ কালে পৃথিবীর ভিন্ন২ স্থানে বাস করিত এবং তাহাদের কর্ম্ম ও কার্য্যদক্ষতা ও অবস্থা এ সকলই ভিন্ন২ ছিল, তথাপি তাহাদের মত একই রূপ ছিল। তাহারা এক মত কথা কহিল ও এক রূপ লিখিল এবং একই প্রকার উপদেশ ও সত্যতা প্রকাশ করিল। তাহারা যে২ কালে লিখিল সেই২ কালোপযুক্ত ধর্ম্মের নীতি সম্পর্কীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে ও বিধি বিষয়ে একই রূপ শিক্ষা দিল এবং তত্তৎকাল ঘটিত বিবরণ লিখিল, তথাপি তাহাদের লিখনের মধ্যে পরস্পর কোন বিরুদ্ধ বা কর্কশ ভাব কিম্বা অনৈক্য কিছু নাই সকলই সমভাব। স্থানে২ যে কিছু২ বৈপরীত্যভাব হঠাৎ দেখায়, কিঞ্চিৎ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে সেই২ স্থানের বিলক্ষণ ঐক্য আছে ইহা অনায়াসে জানা যাইতে পারে।

৫। পূর্ব্বকালের ভবিষ্যদ্বক্তারা খ্রীষ্টের বিষয়ে যে সকল প্রমাণ দিয়াছিলেন, তাহাতে মনোযোগ কর। সমুদয় ধর্ম্মপুস্তকের মর্ম্ম এই যে তাহা পাঠকদিগকে খ্রীষ্ট বিষয়ক জ্ঞান দান করে। একজন তেজস্বী প্রাচীন যোহনের নিকট প্রকাশ করিলেন, "যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য ভবিষ্যদ্বাক্যের সার।" প্র ১৯; ১০। আর সেই রূপ আমাদের প্রভু আপনি কহিলেন "ধর্ম্মপুস্তকের কথা আলোচনা কর; সেই পুস্তক আমার বিষয়ে প্রমাণ দিতেছে।"

Digitized by Google

যো ৫;৩৯। এবং আপন পুনরুত্থানের পরে তিনি স্বীয় দুই জন শিষ্যের সহিত উক্ত বিষয়ক কথোপকথন করিলেন, যথা "যীশু মূসা ও তাবৎ ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে আপন বিষয়ের লিখিত সকল প্রসঙ্গের ভাব বুঝাইয়া দিলেন, আর কহিলেন মূসার ব্যবস্থাতে ও ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থে এবং গীতপুস্তকে আমার বিষয়ে যে সকল বচন লিখিত আছে, তদনুসারে ঘটিবে, তোমাদের সঙ্গে থাকিয়া এই যে কথা আমি কহিয়াছিলাম, তাহা এখন প্রত্যক্ষ হইল।" লূক ২৪;২৭,৪৪। পিতর প্রেরিত ও কহিলেন, "যে জন তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে তাঁহার নামের গুণেতে পাপহইতে মুক্ত হইবে; তাঁহার বিষয়ে তাবৎ ভবিষ্যদ্বক্তাও এমনি সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে।" প্রে ১০; ৪৩। ইহার দ্বারা বলা যায় না যে ধর্ম্মপুস্তকের প্রত্যেক পদ যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু সমুদয় ধর্ম্মপুস্তকের উপদেশের ভাব ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে মধ্যস্থ খ্রীষ্টের আবশ্যকতা ও প্রচুরতা ও আশীর্ব্বাদের বিষয়ে প্রমাণ দেয়। বিশেষতঃ পাপিদের অদ্বিতীয় ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের মহিমা ও পদ এবং অনুগ্রহের বিষয় দর্শায় এমন অনেক কথা ধর্ম্মপুস্তকে আছে। অতএব ধর্ম্মপুস্তকের সার হইয়াছে ত্রাণকর্ত্ত ও তৎকর্ত্তৃক সাধিত পরিত্রাণ ইহা মনে রাখিয়া আইস আমরা পরিশ্রম পূর্ব্বক মনোনিবেশ করিয়া ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করি।

৬। ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা তৎপুস্তকের ব্যাখ্যা কর। রেফরেন্স বাইবেল অর্থাৎ যে ধর্ম্মপুস্তকের পার্শ্বে তুল্য কথা

Digitized by Google

প্রদর্শক সঙ্কেত আছে তদ্দ্বারা কিম্বা কন্‌কোর্ডেন্স অর্থাৎ ধর্ম্মপুস্তকের শব্দ নির্ঘণ্ট গ্রন্থ দ্বারা তুল্য কথা দেখিলে ও আলোচনা করিলে অসংখ্য ফল দর্শিতে পারে। দেখ ধর্ম্মপুস্তকের কথা আলোচনা করিতে আমরা যে রূপ আজ্ঞাপিত হইয়াছি, তদ্রূপ পরিশ্রম পূর্ব্বক পারমার্থিক কথাতে পারমার্থিক উপদেশ দিতেও আদিষ্ট হইয়াছি। ১ করি ২; ১৩। আমি নিঃসন্দেহে কহিতে পারি যে অতি অবিদ্বান্‌ খ্রীষ্টীয়ান যদি পরিশ্রম পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত মতে ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করে তবে, সে পরিত্রাণের আবশ্যক জ্ঞান মাত্র পাইতে পারে এমন নয়, বরং ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে ধর্ম্ম সম্পর্কীয় তাবৎ বিষয়ে এমত জ্ঞানবান হইয়া উঠিবে, যে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিপক্ষ লোকদের সূক্ষ্ম বিতণ্ডা ও দৃঢ় কুতর্কেতে কখনই ভ্রান্ত হইবে না। সে ব্যক্তি অন্যান্য বিদ্যার কৌশল বিষয়ে অজ্ঞাত থাকিলেও অল্পবুদ্ধি লোকেরও বোধগম্য উৎকৃষ্ট বিদ্যা সম্বলিত ধর্ম্মপুস্তক বিষয়ে জ্ঞানী হয়। এবং সে জন অন্যান্য ইতিহাস বিষয়ে অজ্ঞান হয় বটে, কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত যীহুদীয় ও খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর আদি ইতিহাস বিলক্ষণ জ্ঞাত হইতে পারে। পূর্ব্ব আদেশমতে সে ব্যক্তি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করুক এবং যদ্দ্বারা শাস্ত্রার্থ বোধ গম্য হয় এমন পবিত্রাত্মার শক্তি প্রার্থনা বিষয়ে নিবৃত্ত না হউক, দেখি কোন গভীর বিদ্যার পণ্ডিতও দুর্জ্ঞেয় ইতিহাসবেত্তা কুতর্ক করিয়া পূর্ব্বোক্ত খ্রীষ্টীয়ানের বিশ্বাস টলাইতে পারে?

৭। ঈশ্বর গোচরে পাপিলোক কি প্রকারে পুণ্যবান্‌

গণিত হয় তদ্বিষয় ভালমতে বুঝহ। ইংগ্লণ্ডীয় মণ্ডলীর ১১ বিধিতে লিখিত আছে যথা, "আমরা আপনাদের কর্ম্ম ও যোগ্যতা দ্বারা নয়, কিন্তু বিশ্বাসে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের গুণের দ্বারা আমরা ঈশ্বর সমীপে পুণ্যবান্ গণিত হইয়াছি।" আর স্কটল্যাণ্ড মণ্ডলীর কাটিকিসমে লেখা আছে যথা, "পাপিলোকের পাপ মোচন কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে হয়। তদ্দ্বারা তিনি আমাদের পাপের দণ্ড না দিয়া খ্রীষ্টের পুণ্য আমাদের প্রতি অর্পণ করিয়া তাঁহার গোচরে আমাদিগকে পুণ্যবানরূপে গ্রাহ্য করেন। এবং সেই পুণ্য বিশ্বাসদ্বারা প্রাপ্ত হয়।"

পবিত্রীকৃত হওন বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকের উপদেশ সম্যক্ প্রকারে বুঝিতে হইবে। পাপগ্রস্ত প্রাণী কেবল পুনর্জন্মদ্বারা ঈশ্বর রাজ্যের নিবাসার্থে প্রস্তুত হইতে পারে। পরিত্যক্ত ও অপবিত্র মানুষ ও পবিত্রাত্মা কর্তৃক পুনর্জাত ও পবিত্রীকৃত হয়। শাস্ত্রে লেখে "তিনি আমাদের স্বকৃত পুণ্যকর্ম্মদ্বারা নয়, কিন্তু পুনর্জন্মরূপ প্রক্ষালনেতে ও আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টকর্তৃক আমাদের উপরে সম্পূর্ণরূপে বর্ষিত যে পবিত্র আত্মা, তাহাহইতে পরিষ্কার করণদ্বারা আপন দয়ানুসারে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন।" তীত ৩; ৬, ৭। এই মূল বিষয় মনে রাখিলে ধর্ম্মপুস্তকের অনেক কথা বুঝা যাইতে পারে, নত্তবা অস্পষ্ট ও অবোধ্য হইবে।

৮। ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগে খ্রীষ্টের এবং তৎকর্তৃক মণ্ডলীর সহিত তাঁহার যে সম্পর্ক আছে তাহার নিদর্শন বোধক অনেক বিষয় আছে ইহা মনে রাখহ। যেমন

Digitized by Google

পৌল প্রেরিত কহেন, "ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ মঙ্গলের ছায়া স্বরূপা ছিল।" ইব্রী ৮; ৫। ৯; ৮। ১০; ১। এই কথা খ্রীষ্টের মধ্যস্থালির ও তাঁহার মণ্ডলীর মুক্তি সম্বন্ধীয় অনেকবিষয়ের নিদর্শনস্বরূপ হয়।

রূপক কথার অর্থ করণ সময়ে অতিশয় সাবধানতার আবশ্যক। কেননা অনেকেই অবিবেচনা ও নিরর্থক অনুভবদ্বারা রূপক কথা সম্বলিত উপদেশের অর্থান্তর করিয়া উপদেশের তুচ্ছনীয়ত্ব এবং আপনাদের হাস্যাস্পদত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। রূপক কথার অর্থ করিবার একনিশ্চিত ও ভ্রম রহিত বিধি আছে যথা, বিসপ মার্শ বলেন, "আদিভাগে লিখিত যে২ ব্যক্তি বা বস্তু বিষয়ে খ্রীষ্ট কিম্বা কোন প্রেরিত নিদর্শনরূপে কহিয়াছেন, আদিভাগে লিখিত সেই২ ব্যক্তি বা বস্তু অন্তভাগোক্ত ব্যক্তি বা বস্তুর সহিত সাদৃশ্য হয়। অপর অনেক ব্যক্তি নিদর্শন স্বরূপ হয় যথা, আদম্, মল্কীসেদক, ও মূসা এবং দায়ূদ। অনেক বস্তু নিদর্শনস্বরূপ আছে যেমন, নোহের জাহাজ ও মান্না ও পবিত্র তাম্বু। এবং অনেক স্থান নিদর্শনস্বরূপ আছে যথা, কনআন, যীরূশালম, ও আশুয় নগর। আর অনেক ক্রিয়া দৃষ্টান্তস্বরূপ হয় যথা, নিস্তারপর্ব্ব, ও নানা প্রকার প্রায়শ্চিত্ত, ও শৌচক্রিয়া। এ সমস্ত ইব্রীয়দের প্রতি পত্রে বিলক্ষণ রূপে ব্যাখ্যা করা আছে।

Digitized by Google

৯ অধ্যায়।

ধর্ম্মপুস্তকে উল্লেখিত দেশ নির্ণয়।

ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগে যে২ প্রধান দেশ উল্লেখিত হইয়াছে, মিসর্ ছাড়া সে সকল দেশ আশিয়া খণ্ডের পশ্চিম পার্শ্বে আছে। পৃথিবীর ঐ অংশে আদি মনুষ্য সৃষ্ট হইয়াছিল। তথায় দীর্ঘজীবি পূর্ব্ব পুরুষেরা বাস করিতেন, এবং নোহের সন্তানেরা জল প্লাবনের পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত সেখানে অবস্থিতি করিত। এবং ঐ অঞ্চলে অশূরীয় ও বাবিলীয় এবং পারসীয় মহারাজ্য স্থাপিত হইয়া বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছিল। আর যে২ দেশে অশূরীয় ও বাবিলীয় ও পারসীয় এবং আশিয়ার মধ্যে গ্রীক ও রোমি রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, সেই২ দেশের সর্ব্বত্র সুশোভিত রাজ বাটীর ও অন্যান্য অট্টালিকার অবশিষ্ট কাঁথড়া অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। তাহাতে তত্রস্থ নিবাসিদের বহুসংখ্যা ও ধনবত্তা জানা যায়, এবং নানা ইতিহাস লেখকেরা যে২ আশ্চর্য্য বিবরণ লিখিয়া গিয়াছে তাহাও সপ্রমাণ হয়।

অপর বোধ হয় অর্মণ্ দেশে ফরাৎ নদীর নিকটে এদেন উদ্যান ছিল। আদিভাগে এই২ দেশ উক্ত হইয়াছে, পিলেষ্টিয়া অর্থাৎ যিহূদীয়া দেশ ও ফৈনীকিয়া শুদ্ধা সুরিয়া দেশ ও ক্ষুদ্র আশিয়া, যাহাকে এক্ষণে নেটোলিয়া বলে, ও মিসপতেমিয়া অর্থাৎ অরাম-নহ-রয়িম দেশ, যাহা এক্ষণে ডায়েরবেক নামে খ্যাত, ও কল্‌দিয়া ও অশূরীয় এবং অরবিয়া, এ সমস্তই আশিয়া

Digitized by Google

খণ্ডে আছে। আর আফ্রিকার উত্তর পূর্ব্বাংশে মিসর দেশ আছে, সুয়েজ ডমরুমধ্যযোগে আফ্রিকা আশিয়ার সহিত সংযুক্ত। ও সূফ সমুদ্র দ্বারা ঐ দুই খণ্ড বিভিন্ন হইয়াছে।

আফ্রিকা ও ইউরপ অপেক্ষা আশিয়া স্বাস্থ্যজনক বায়ু এবং ভূমির উর্ব্বরাত্ব বিষয়ে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ, কেননা তথায় অতি উপাদেয় ফল ও অতি সুগন্ধি এবং রোগোপশম কারক বৃক্ষ ও আঠা এবং মসলা জন্মে।

সে যাহা হউক, পিলেষ্টিয়া অর্থাৎ কিনান দেশে যে ২ মহাঘটনা হইয়াছিল, ধর্ম্মপুস্তক তাহাই বিশেষরূপে জ্ঞাত করায়। দেখ তথায় ইস্রায়েলীয় ও যিহূদীয় রাজ্য বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছিল, সেখানে সুলেমান রাজা ঈশ্বরোদ্দেশে এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিল, এবং ঐখানে ধর্ম্ম-পুস্তকের অনেক গ্রন্থ লিখিত হয়। ও তদ্দেশে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মনুষ্যের পরিত্রাণের তাবৎ আবশ্যক কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছিলেন, আর তাবৎ জাতীয় লোক-দের নিকটে যাইয়া অনন্ত পরিত্রাণের সুসমাচার প্রচার করত পাপিদিগকে খ্রীষ্টের রাজ্যে আনয়নে পারক হওনার্থে প্রেরিতেরা অলৌকিক রূপে তথায় ক্ষমতা পাইয়াছিল।

নোহের পুত্র হাম, তৎপুত্র কিনানের নামানুসারে পিলেষ্টিয়া দেশের নাম কিনান হইয়াছিল। ঐ দেশ ভূমধ্যস্থ সাগর ও অরবীয় পর্ব্বতের মধ্যে আছে, ঐ দেশ দক্ষিণে মিসর দেশাবধি উত্তরে ফৈনীকিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে, ইহার পূর্ব্বসীমায় অরবীয় অরণ্য ও দক্ষি-

Digitized by Google

ণে অরবীয় পিট্রা ও ইদোমিয় ও মিসর দেশ এবং পশ্চিম সীমা ভূমধ্যস্থ সাগর তাহা ধর্ম্মপুস্তকে মহাসাগর বলিয়া খ্যাত আছে, এবং উত্তর সীমা সুরিয়া দেশের লিবানন্ পর্ব্বতশ্রেণী। কিনান্ দেশ ঐ পর্ব্বত শ্রেণীর নিকটস্থ দান নগরহইতে দেশের দক্ষিণ সীমাস্থিত বের্শেবা পর্য্যন্ত দীর্ঘে প্রায় এক শত ক্রোশ, এবং ভূমধ্যস্থ সাগরের তীর অবধি পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত প্রস্থে প্রায় পঁয়তাল্লিশ ক্রোশ। এই দেশের কিনান্ নাম ছাড়া আরো কএকটি অর্থঘটিত নাম আছে ফলতঃ পিলেষ্টীয় লোকহইতে উহার এক নাম পিলেষ্টিয়া হয়। আর ঐ দেশের অতি ফলবতী প্রদেশে যিহূদার সন্তানেরা বসতি করিত, এই হেতু তাহার আর একটি নাম যিহূদীয়া হইয়াছে। আর ঐ দেশঘটিত নানা বিবরণ অর্থাৎ আমাদের পরিত্রাণার্থে ত্রাণকর্ত্তা ঐ দেশে সুসমাচার প্রচার ও মৃত্যুভোগ এবং পুনরুত্থান করিয়াছিলেন, এ সমস্ত ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত প্রযুক্ত ঐ দেশ হোলীল্যাণ্ড অর্থাৎ পবিত্রভূমি সংজ্ঞাতে খ্যাত আছে।

আমাদের ত্রাণকার্য্য সম্পন্ন হইলে পর সমুদয় জগতে যাইয়া প্রত্যেক প্রাণির নিকট সুসমাচার প্রচার করিতে প্রেরিতেরা ভারার্পিত হইয়া যখন তৎকর্ম্ম করিতে গেল তখন অনেক২ নূতন দেশ প্রকাশিত হইল। তাহাদের কালে ক্ষুদ্র আশিয়া ও গ্রীক ও রোম রাজ্যান্তর্গত অনেক দেশ বিশেষতঃ ভূমধ্যস্থ সাগর তটস্থ দেশ সমূহ জানা গেল। এ সকল বিষয় এ স্থলে লেখা কর্ত্তব্য বটে কিন্তু এ পুস্তক ক্ষুদ্র প্রযুক্ত তাহা হইল না। অতএব

Digitized by Google

পাঠকেরা দ্বিতীয় ভাগের সতের অধ্যায়ের অন্তভাগোক্ত দেশ বিবরণ অবশ্য পাঠ করিবে।

১০ অধ্যায়।

ইব্রীয় লোকদের পদ বিষয়ক বিবরণ।

ইব্রীয় লোকদের পদ বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান পাইলে ধর্ম্মপুস্তক পাঠকের অতি উপকার দর্শিবে।

১। যাঁহারা পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম কালে বর্ত্তমান ছিলেন; তাঁহাদিগকে আদিপুরুষ বলা যায়। তাঁহারা দীর্ঘায়ু ও বংশ বাহুল্যপ্রযুক্ত প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। জলপ্লাবনের পূর্ব্বে আদম ও শেত ও হনোক প্রভৃতি কএক জন বিখ্যাত ছিলেন। এবং ঐ ঘটনার পরে নোহ ও তাঁহার সন্তানেরা খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন। আদি ভাগোক্ত আদিপুরুষদের মধ্যে আয়ুব ও ইব্রাহীম ও ইস্হাক্ ও যাকূব ও তাঁহার পুত্রগণ অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইহাঁরা প্রধান২ বংশের আদি পুরুষ ছিলেন। তাঁহারা আপন২ পরিজনের উপরে যাজক ও কর্ত্তা হওন প্রযুক্ত এক প্রকার রাজত্ব করিতেন। আদিপুরুষদ্বারা লোক শাসনের উত্তম দৃষ্টান্ত আমরা আয়ুব ও ইব্রাহীমের বিবরণেতে দেখিতে পাই।

২। যে সকল সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশ করিবার জন্যে ইস্রায়েল লোকদের মধ্যহইতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক উত্থিত হইয়াছিল তাহারাই ভবিষ্যদ্বক্তা। মূসা অবধি মলাকী পর্য্যন্ত এক সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল

Digitized by Google

ব্যাপিয়া তাঁহারা একাভিপ্রায়ে একাত্মাতে ঐক্য হইয়া একই রূপ উপদেশ এবং মনুষ্যের প্রতি মঙ্গল বিষয়ে একই রূপ ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করিলেন।

৩। যাজকগণ। তাহারা ঈশ্বরোদ্দেশে বলি উৎসর্গ এবং তাঁহার নিকটে লোকদের পক্ষে নিবেদন করিতে পৃথককৃত হইয়াছিল। হারোণের আহূত হওনের পূর্ব্বে পরিবারের মধ্যে আদিপুরুষেরা বা জ্যেষ্ঠভ্রাতারা কিম্বা কর্ত্তারা অথবা প্রত্যেক মনুষ্য আপনার জন্যে বলিদান করিত, ফলতঃ কয়িন ও হাবিল ও নোহ ও আয়ুব ও ইব্রাহীম প্রভৃতির ইতিহাস পাঠ করিলে এতদ্বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু মিসর দেশহইতে ইস্রায়েল লোকের প্রস্থান করণের পরে তাহাদের মধ্যে কেবল এক গোষ্ঠী যাজকত্ব পদ পাইয়া আসিতেছিল, ঐ পদ তিন প্রকারে বিভক্ত ছিল, যথা মহাযাজক ও যাজক এবং লেবীয়।

ইস্রায়েল লোকদের মধ্যে মহাযাজকই প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, কেননা লোকেরা তাঁহার দ্বারা ঈশ্বরের সহিত আলাপ করিত। বিধি অনুযায়ি কোন দোষ না থাকিলে হারোণ বংশের পরম্পরায় জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাযাজকত্ব পদ পাইতেন। ঐ ব্যক্তি অতি গম্ভীর মহোৎসব পূর্ব্বক অভিষিক্ত হইতেন, তিনি বহু মূল্য সুন্দর পরিচ্ছদান্বিত হইয়া দিবসিক বলি উৎসর্গ করিতেন, বিশেষতঃ প্রায়শ্চিত্তের দিনে মণিপ্রস্তরের উপরে ইস্রায়েলের দ্বাদশ গোষ্ঠীর নাম লিখিত বহুমূল্য পদক ধারণ করিতেন। তাহার তাৎপর্য্য এই, ঐ অভরণে লিখিত দ্বাদশ গোষ্ঠীর নাম প্রভুর

Digitized by Google

গোচরে যেন স্মরণ হয়। উক্ত পদে অভিষিক্ত হইয়া বলিদান ও লোকদের নিমিত্তে সাধনা করাতে মহাযাজক যীশু খ্রীষ্টের প্রধান নিদর্শন স্বরূপ ছিলেন। যাত্রা ২৮, ২৯। লে ১৬। ইব্রু ৩, ৫, ৭, ৮, ৯, ১০ অধ্যায়।

যাজকত্ব পদও হারোণের বংশোদ্ভব লোকের প্রতি অর্পিত হইত। যাজকেরা সাধারণ ধর্ম্মকর্ম্মের পরিচারক ছিলেন। তাঁহারা মহাযাজকের আদেশানুসারে দিবসিক ও অন্যান্য বলিদান এবং পবিত্র তাম্বুর নানাবিধ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং লোকদের ক্রিয়া করাইতেন আর ঈশ্বরের বিধি শিক্ষা দিতেন। ঐ যাজকেরা চতুর্ব্বিংশতি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া এক ২ দলস্থ লোক এক ২ সপ্তাহ মন্দিরের কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন। প্রায়শ্চিত্ত ও প্রার্থনা করা দ্বারা ঈশ্বরের নিকটে মধ্যস্থালী করণ বিষয়ে মহাযাজক যীশু খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত রূপে এবং যাজকগণ সুসমাচার প্রচারকদের নিদর্শন রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

৪। লেবীয় লোক লেবীর সন্তান, হারোণের কুলোদ্ভূত নয়। তাহারা যাজক হইতে হীনপদস্থ ছিল, ইহারা যাজকদের সাহায্যার্থে ক্রিয়া কাণ্ডের ক্ষুদ্র ২ কর্ম্ম করিত। পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলেতে মূসার সন্তানদের কোন অধিকার ছিল না, ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে মূসা লোভের দ্বারা নয় পরন্তু পরমেশ্বরের আদেশেতে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। লেবীয়েরা ব্যবস্থা শিক্ষা করিত, এবং তাহারা দেশের নানা স্থানে গমন করিয়া লোকদের শিক্ষক ও বিচারকর্ত্তা

Digitized by Google

হইত। তাহারা আটচল্লিশখান নগর ব্যতিরেকে অন্য ভূম্যধিকার পায় নাই, পরন্তু ঈশ্বরই তাহাদের অধিকার স্বরূপ হইয়া লোকদের কার্য্য নির্বাহ জন্য ভূমির উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ পুরস্কার স্বরূপ তাহাদের প্রতিপালনার্থে দিতে নিরূপণ করিয়াছিলেন। গণ ১৮; ২০-৩২। ৩৫; ১-৮।

৫। নিথীনীম্ নামে এক প্রকার পরিচারক লোক ছিল, তাহারা পবিত্র তাম্বুর ও মন্দিরের পরিচর্য্যা করণার্থে নিযুক্ত হইয়া কাষ্ঠ ও জল আনয়নাদি কঠিন২ কর্ম্ম করিত। যুদ্ধকালে যে কিনানীয় লোকদিগকে রক্ষা করা গিয়াছিল, তাহারা সেই লোক। ইযু। ৮; ২০।

৬। নাসরীয় লোক। ইহারা বিশেষ২ ব্রত করণার্থে কেহ এক সপ্তাহ কেহ বা এক মাস কেহ বা এক বৎসর কেহ বা যাবজ্জীবন ঈশ্বরোদ্দেশে সমর্পিত হইত। শিমশোন ও যোহন অবগাহক ইহারা আজন্ম নাসরতীয় কিন্তু অন্যান্য লোকেরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তৎপদ গ্রহণ করিত। গণনা, ৬। প্রেরিত ১৮; ১৮। ২১; ২৩-২৬ আর রেখবীয়েরা ঐ দলের মধ্যে গণিত ছিল।

৭। ইস্রায়েল লোকদের মধ্যে ব্যবস্থাপক নামে এক দল ছিল, তাহারা শাস্ত্র লিখিতে নিপুণ, প্রথমে তাহারা ব্যবস্থা প্রতিলিপিকারক বা রাজসংক্রান্ত লেখক ছিল, তাহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিলিপি করিতে২ ব্যবস্থাপকের পদ গ্রহণ করিয়া খ্রীষ্টের সময় পর্য্যন্ত তৎউপাধিতে বিখ্যাত হইল। তাহাদের কৃত টীকাগ্রন্থে ধর্ম্মশাস্ত্র বহির্ভূত অনেক কথা ছিল।

Digitized by Google

১১ অধ্যায়।

ইব্রীয় পর্ব্ব ও কাল ও ঋতু নিরূপণ।

ইব্রীয় লোকদের কাল নিরূপণাদির বিবরণ জ্ঞাত হওয়া ধর্ম্মপুস্তক পাঠকের অত্যাবশ্যক। তাহাদের মধ্যে বৎসর গণনার দুই প্রকার ধারা ছিল, ফলতঃ একের দ্বারা সাধারণ কার্য্য নির্ব্বাহ হইত, অন্যের দ্বারা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পর্ব্বাদি দিন স্থির করা যাইত। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বৎসরের আরম্ভ আবিবাবধি অর্থাৎ মার্চমাস হইতে গণনা করা যাইত, কারণ ঐ মাসে ইস্রায়েল লোকেরা মিস্রী দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইয়াছিল। অপর সাধারণ কার্য্যে ব্যবহৃত বৎসর টিস্রি, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসে আরম্ভ হইত। ইব্রীয় লোকদের মাস গণনার রীতি ইংরাজদের মত নহে, কেননা তাহাদের মধ্যে চান্দ্র মাস প্রচলিত ছিল, সুতরাং তাহাদের নিরূপিত মাস ইংরাজদের ব্যবহৃত মাসের সহিত ঐক্য হইতে পারে না, ফলত তাহারা প্রথম এক মাস ২৯ দিন তৎপর মাস ৩০ দিন গণনা করিত। আর সৌর বৎসরের সহিত আপনাদের বৎসর ঐক্য করণার্থে তাহারা তিন বৎসরান্তর আডর মাসের সহিত বিআডর অর্থাৎ দ্বিতীয় আডর নামে এক মাস যোগ করিত।

ইব্রীয় লোকদের মধ্যে দিবস গণনারও দুই প্রকার রীতি ছিল। এক স্বাভাবিক, দ্বিতীয় ব্যাবহারিক। সূর্য্যের উদয়াবধি অস্ত পর্য্যন্ত ব্যাবহারিক দিন নিরূপিত ছিল, আর সূর্য্যের অস্তাবধি ২৪ ঘণ্টা ব্যাপিকাল স্বাভাবিক

Digitized by Google

দিবস গণিত হইত। এবং তাহারা রাত্রিকে চারি প্রহরে বিভাগ করিত, প্রত্যেক প্রহর প্রায় তিন ঘণ্টা কাল।

এই পুস্তকের শেষে ইব্রীয় কাল নিরূপণ নির্ঘণ্ট পত্র লেখা গেল, তাহাতে তাহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উৎসব কাল স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইবে, সেই উৎসবের বিশেষ এই ২।

১। শাবত অর্থাৎ বিশ্রাম দিন নামে এক প্রধান ও অতিগুরুতর পর্ব্ব প্রতি সপ্তমবারে পালিত হইত, যে হেতুক ঐ দিবসে পরমেশ্বর সৃষ্টি কার্য্য হইতে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। জগতের আরম্ভাবধি ধর্ম্মকর্ম্ম করণার্থে ঐ দিবসকে পৃথক করা গিয়াছে, এবং পরমেশ্বরের আজ্ঞাতে যিহূদীয়েরা ঐ দিনকে পবিত্র রূপে পালন করিত। ফলতঃ সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের সম্ভ্রমার্থে এবং মিসর দেশীয় দাসত্ব হইতে তাহাদের মুক্তির স্মরণার্থে নানাবিধ ধর্ম্মকর্ম্ম করত ঐ দিবসকে পবিত্র রূপে পালন করিতে যিহূদীয়েরা বিশেষ রূপে আজ্ঞা পাইয়াছিল।

২। দিবসিক বলিদান। যিহূদীয়েরা বহুপ্রকার বলিদান করিত, বৃষ ও মেষ ও কপোত ও ঘুঘু ইত্যাদি পশু পক্ষির বলিদান ঈশ্বর কর্তৃক নিরূপিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে বিশেষ চারি প্রকার বলিদান হইত, কেননা কেবল এক প্রকার বলিদানে ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের অদ্বিতীয় বলির জ্ঞাপক হইতে বিহিত বুঝিলেন না। পরে সম্যক্ এক বলি পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে এবং অন্য বলি ঈশ্বরের দয়া ও আশীর্ব্বাদের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে, এই দুই প্রকার বলিদান সাধারণ ছিল।

যিহূদীয়দের দিবসিক বলিদান অতি আশ্চর্য্য, তাহা

Digitized by Google

বলি শুন। পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে একটি নির্দ্দোষ মেষ শাবককে ঈশ্বরোদ্দেশে অগ্নিতে আহূতি দেওয়া যাইত। ফলতঃ দেশস্থ তাবৎ লোকের রাত্রিকৃত পাপের জন্যে প্রতি প্রাতঃকালে এক পশু এবং দিবসে কৃত পাপনিমিত্ত আর এক পশু সন্ধ্যাকালে বলিদান করিত। ঐ বলিদান করণের পূর্ব্বে যাজক ঐ পশুর উপরে তাবৎ লোকের পাপ স্বীকার করিতেন, এবং তিনি লোকদের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া ঐ জন্তুর মস্তকোপরি হস্তার্পণ করিয়া বিশেষ ক্রিয়া দ্বারা লোকদের অপরাধ বলিদেয় পশুর প্রতি অর্পণ করিতেন। তৎপরে সেই পশু ছেদ করিয়া লোকদের কল্যাণার্থে হোম করিতেন, তৎকালে সাধারণ লোকেরা প্রাঙ্গণে আরাধনা করিত, এবং পুরোহিতেরা স্বর্ণবেদির উপরে ধূপ জ্বালাইয়া তাহাদের জন্যে প্রার্থনা করিতেন। অপর বিশ্রাম দিনে তদ্দ্বিগুণ বলিদান হইত, অর্থাৎ প্রাতঃকালে দুই মেষ শাবক ও সন্ধ্যাকালে দুই মেষশাবক উৎসৃষ্ট হইত। যাত্রা, ২৯; ৩৮-৪২। লে, ৬; ৯। গণ, ২৮; ৩-১০।

৩। প্রায়শ্চিত্তের দিবসে অতি গাম্ভীর্য্যমতে বার্ষিক বলিদান হইত, এ প্রযুক্ত সে এক বিশেষ দিন ছিল। তাহাতে যাজক আপনার ও নিজ পরিবারের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্তে এক বৃষ উৎসর্গ করিয়া তৎপরে সাধারণ লোকদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু দুইটা ছাগ বলিদান করিতেন। সে বলিদানের যে রীতি ছিল সে অতি খেদ ও জ্ঞান জনক। ফলতঃ পুরোহিত বলিদেয় পশুর মস্তকোপরি লোকদের পাপ স্বীকার করিলে পর

Digitized by Google

উক্ত দুইটার মধ্যে একটাকে ছেদন করিয়া নিত্য হোম-বলির রীত্যনুসারে অগ্নিতে আহূতি দিয়া অন্য ছাগকে অরণ্যে ছাড়িয়া দিত, তাহাতে সে লোকদের সমস্ত পাপ মস্তকে বহন করিয়া যাইত, আর দৃষ্ট হইত না। লে, ১৬। অপর আধুনিক ইব্রীয় পণ্ডিতদের মতানুসারে যিহূদীয়-দের পাপস্বীকারের বচন পশ্চাতে লিখিতেছি, যথা, "হে প্রভো তোমার লোক অর্থাৎ সমস্ত ইস্রায়েল লোক দুষ্টতা পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়াছে, তোমার গোচরে পাপ করিয়াছে, হে প্রভো, এক্ষণে আমি তোমাকে বিনতি করিতেছি, যে২ প্রকারে লোকেরা অর্থাৎ সমস্ত ইস্রায়েল লোক পাপ ও দুষ্টতা এবং আজ্ঞাতিক্রম করিয়াছে তা-হাদের সেই পাপ ও দুষ্টতা এবং আজ্ঞাতিক্রম দোষ ক্ষমা করহ, কেননা তোমার দাস মূসার ব্যবস্থাতে এই রূপ লেখা আছে, তিনি তোমার নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবেন ও তোমরা যেন প্রভুর সাক্ষাতে পরিষ্কৃত হও এ জন্যে তিনি তোমাদিগকে পরিষ্কার করিবেন।" ডাক্তর ঔট্রাম বলেন, বলিদানের সময়ে কোন২ লোক নি-র্জ্জনে এই প্রকারে পাপ স্বীকার করিত, "হে প্রভো আমি পাপ করিয়াছি আমি দুষ্টতা করিয়াছি, আমি তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি, আমি অনুতাপ করত তোমার সাক্ষাতে ফিরিয়া আসিতেছি, এই আমার প্রায়শ্চিত্ত হউক।"

৪। ইস্রায়েল লোকেরা প্রতি অমাবস্যার দিনে অতি গভীর রূপে উৎসব করিত, এবং তদ্দিনের জন্যে বলিদান নির্দ্দিষ্ট ছিল। আর আনন্দ করণের সময়ে যাজকেরা

Digitized by Google

রৌপ্যময় তূরী বাজাইতেন। গণনা, ১০; ১০। ২৮; ১১-১৫। ইস্রায়েল লোকেরা বৎসরে তিনবার প্রধান উৎসব করিত, সেই সময়ে দ্বাদশ বর্ষের অধিক বয়স্ক পুরুষদিগকে পবিত্র প্রাঙ্গণে ঈশ্বরের সাক্ষাতে আসিতে হইত। দ্বি, ১৬; ১৬।

৫। নিস্তার পর্ব্ব, তাহা বার্ষিক উৎসবের মধ্যে প্রধান ছিল। যে রাত্রিতে নাশক দূত মিসর দেশস্থ তাবৎ পরিবারের প্রত্যেক প্রথম জাত সন্তানকে নষ্ট করিল, কিন্তু সন্ধ্যাকালের মেষ বলির রক্ত ইস্রায়েল লোকদের চৌকাঠে প্রক্ষিপ্ত দেখিয়া তাহাদের কোন হিংসা করে নাই, সেই রাত্রিতে ইব্রীয় লোকেরা চমৎকার রূপে মুক্তি পাইয়াছিল, তাহা স্মরণার্থে তাহারা পূর্ব্বোক্ত পর্ব্ব পালন করিত। ঐ রাত্রি ইব্রাহীমের সময়াবধি ইস্রায়েল লোকদের পরদেশে ৪৩০ বৎসর অবস্থিতির শেষ হইল। আ, ১৫; ১৩, ১৪। যাত্রা ১২; ৪১, ৪২। ঐ দিন আবিব মাসের চতুর্দশ দিবস অর্থাৎ আপ্রেল মাসের আরম্ভ হয়। উক্ত ঘটনা প্রযুক্ত ঐ মাস তাহাদের প্রধান রূপে মান্য হইল, এবং ঐ মাস আরম্ভ করিয়া ধর্ম্ম সংক্রান্ত বৎসর গণনা করিয়া আসিতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে কেবল দেশ চলিত বৎসরের গণনা ছিল। যাত্রা ১২; ২-১৮। ২৩; ১৫।

নিস্তার পর্ব্ব আমাদের ত্রাণকর্ত্তার নিদর্শন স্বরূপ, এই হেতুক পৌল প্রেরিত বলেন, "নিস্তার পর্ব্বের মেষস্বরূপ যে খ্রীষ্ট তিনি আমাদের নিমিত্তে বলীকৃত হইয়াছেন।" ১ করি, ৫; ৭। নিস্তার পর্ব্বের নির্দ্দোষ মেষশাবক তাঁ-

Digitized by Google

হার নির্ম্মল অন্তঃকরণ ও চরিত্রের দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিল। অতএব লিখিত আছে খ্রীষ্টাশ্রিতেরা "রৌপ্য ও স্বর্ণবস্তুর দ্বারা মুক্ত না হইয়া নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষ শাবকের ন্যায় খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্ত দ্বারা মুক্ত হইয়াছে।" ১ পি, ১; ১৮, ১৯। অপর নিস্তার পর্ব্বের মেষশাবকের রক্ত প্রক্ষেপ ও মাংস ভোজন করিয়া যেমন ইস্রায়েল লোকেরা নিস্তার পাইয়াছিল, সেই রূপ খ্রীষ্টাশ্রিতেরা খ্রীষ্টের রক্ত মাংস প্রত্যয়রূপ ভোজন পান করিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছে। যোহন, ৬; ৫২-৬২।

৬। পেন্তিকস্ত পর্ব্ব। পেণ্টিকষ্ট গ্রীকভাষা, ইহার অর্থ পঞ্চাশত্তম, ঐ পর্ব্বের উক্তরূপ নাম হইবার তাৎপর্য্য এই যে নিস্তার পর্ব্বের দ্বিতীয় দিনের পর পঞ্চাশত্তম দিবসে তাহা পালন করা যাইত। ইস্রায়েল লোকদের মিসর দেশ হইতে মুক্তি পাওনের পর পঞ্চাশত্তম দিনে সীনয় পর্ব্বতে যে ব্যবস্থা দত্ত হইয়াছিল তৎস্মরণার্থে ঐ পর্ব্ব স্থাপিত হয়। ঐ পর্ব্বের আর এক নাম হইয়াছিল শস্যোৎসর্গ পর্ব্ব, কারণ গোম কাটনের শেষ সময়ে তাহা পালিত হইত, এবং সেই সময়ে লোকেরা প্রথমোৎপন্ন শস্য চূর্ণের দুই খান পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া ধন্যবাদ পূর্ব্বক বলিদান ও আনন্দধ্বনি করত ঈশ্বরোদ্দেশে উৎসর্গ করিত। তৎকালে প্রথম বর্ষীয় নির্দ্দোষ সাত মেষশাবক ও এক যুব বৃষ ও দুই মেষকে হোমবলি দিত, এবং মঙ্গলার্থক বলি জন্য দুই মেষবৎস এবং প্রায়শ্চিত্ত বলির কারণ এক ছাগবৎস বলিদান করিত। লে, ২৩; ১৫, ১৭।

Digitized by Google

এস্থানে মনোযোগের যোগ্য একটি কথা আছে তাহা এই, যে বৎসরে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ক্রুশে হত হইলেন সেই বৎসরের রবিবারে ঐ পর্ব্ব উপস্থিত হয়। আর খ্রীষ্টরাজ্য সংস্থাপন করণের যোগ্য হওনার্থে প্রেরিতেরা ঐ দিনে পবিত্রাত্মা কর্তৃক আশ্চর্য্যরূপে শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা কেবল নয় ঐ সময়ে একেবারে তিন সহস্র লোক খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

৭। তাম্বুবাস পর্ব্ব। পরমেশ্বর দয়া করিয়া বৎসরের শস্য দিয়াছেন, ইহা স্বীকার করণার্থে ইস্রায়েল লোকেরা শস্য কাটনের ও দ্রাক্ষা সংগ্রহ করণের প্রায় শেষ সময়ে তাম্বুবাস পর্ব্ব পালন করিত। দ্বি, ১৬; ১৩। পরমেশ্বর অরণ্য মধ্যে ইস্রায়েল লোকদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করণাভিপ্রায়ে ঐ পর্ব্ব স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ পর্ব্বকালে তাহারা বৃক্ষের শাখাদিতে নির্ম্মিত কুটীরে সাত দিবস বাস করিত, তাহাতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের অরণ্যে প্রবাস স্মরণ হইত। আবাস উৎসব টিস্রি মাসের পঞ্চদশ দিবসে অর্থাৎ দেশ ব্যবহৃত প্রথম মাসে পালিত হইত। ফলতঃ তূরীবাদনের কি জয়ের কিম্বা আনন্দধ্বনির স্মরণার্থে প্রথমদিনে তূরীবাদন নামে এক উৎসব হইত। ঐ দিবসে বৎসরের আরম্ভ হইত এবং দশম দিবসে প্রায়শ্চিত্তের দিন নিরূপিত ছিল। লে, ২৩; ২৭, এবং ৩৪-৪৩। দ্বি ১৬; ১৩-১৫।

৮। বিশ্রাম বৎসর, বা যোবেল অর্থাৎ মুক্তির বৎসর নামে পর্ব্ব প্রতি সপ্তম বৎসরে হইত। যেমন শাবতের ভাবার্থ লোকেরা প্রভুর হয়, আর তন্নিমিত্তে তাহারা

Digitized by Google

প্রভুর সেবা করণার্থে অন্যান্য কর্ম্মে বিরত হইত, তেমনি লোক ও ভূমি উভয়ই প্রভুর, ইহা স্মরণ করাইবার জন্যে বিশ্রাম বৎসর হয়। এই পর্ব্বে দুই বিষয় বিশেষরূপে পালন করিত, এক, লোকেরা ভূমি কর্ষণ করিত না এবং দ্রাক্ষালতা ঝুড়িত না। লে ২৫; ৬। দ্বিতীয়, মহাজন ও খাতকের দেনা পাওনা পরিষ্কার করা যাইত। দ্বি ১৫; ২-৯। পরমেশ্বর লোকদের অন্তঃকরণস্থ শস্যাভাব ভয় দূর করণার্থে কহিয়াছিলেন, আমি ষষ্ঠ বর্ষকে আশীর্ব্বাদ করিব তাহাতে তিন বৎসরের শস্য ঐ বৎসরে উৎপন্ন হইবে। লে, ২৫; ২০-২২। আর সর্ব্ব সাধারণ লোকদের অন্তঃকরণে যেন ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান ও ভয় থাকে, এতদর্থে ভৃত্য ও দরিদ্রদিগকে ঐ মুক্তির বৎসরে ধর্ম্ম বিষয়ক উপদেশ দেওয়া যাইত। দ্বি, ৩১; ১০-১৩।

৯। মহা যোবেল অর্থাৎ প্রধান বিশ্রামবর্ষ নামক পর্ব্ব। সপ্ত ক্ষুদ্র যোবেল বৎসরান্তে প্রতি পঞ্চাশত্তম বৎসরে ইহা পালিত হইত। এই সর্ব্বসাধারণ মুক্তি বর্ষে ঋণ ও তাবৎ ক্রীতদাস ও বন্দীলোক ও ভূমি ও কোন সম্পত্তি বিক্রীত বা বদ্ধ থাকুক সকলই মুক্ত হইত। প্রায়শ্চিত্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পর সন্ধ্যাকালে ঐ আনন্দ দায়ক সমাচার প্রকাশ করা যাইত। অতি বিজ্ঞতা পূর্ব্বক এই সময় স্থিরীকৃত হইয়াছিল, কারণ যে সময়ে পরমেশ্বরের নিকট লোকদের পক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করা যাইত, সেই সময়ে ভ্রাতৃগণের ঋণ পরিশোধ বা মুক্তি করিতে ধনী এবং দুঃখী উভয় লোকেরই মন প্রস্তুত হইত।

Digitized by Google

আর যে সময়ে প্রায়শ্চিত্ত বলি দ্বারা ঈশ্বরের সহিত লোকদের মিলন হইত, সেই সময়ে দেশাবচ্ছিন্ন লোকের স্বাধীনতা ও আনন্দ ঘোষণার উপযুক্ত কাল বটে। এই পর্ব্বের দুই অভিপ্রায় ছিল, এক রাজ্য সম্পর্কীয় অন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়। প্রথমতঃ রাজনীতি বিষয়ক অভিপ্রায় এই যে যোবেল বর্ষ পর্ব্ব দ্বারা দরিদ্রগণের প্রতি দৌরাত্ম্য ও চিরদাসত্ব নিবারিত হইত, তাহাতে ধনিলোকেরা অন্যের সমুদয় অধিকার লইতে পারিত না সুতরাং সকল গোষ্ঠীর অধিকারে সমান সম্পত্তি থাকিত। ইহার দ্বারা সম্পত্তি ও পরিজন সম্বন্ধে প্রত্যেক গোষ্ঠী পৃথক ২ থাকিত, তাহাতে কোন্ গোষ্ঠীহইতে খ্রীষ্ট অবতীর্ণ হইলেন তাহা নিশ্চয় জানা গেল।

এই যোবেল বর্ষ পর্ব্বের যে বিশেষ ভাব ছিল, তাহা যিশয়িয় ভবিষ্যদ্বক্তা খ্রীষ্টের চরিত্র ও কার্য্য বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রকাশ করিয়াছেন; যিশ, ৬১ ; ১, ২। লু ৪ ; ১৭-২১। ঐ ভবিষ্যদ্বাক্যে যত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেক কথা কেবল যোবেল বর্ষ সম্বন্ধীয় মঙ্গলার্থে প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু সে সকলের পূর্ণভাব সুসমাচারের শ্রেষ্ঠতর মঙ্গল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়াছেন। ফলত পাপ ও শয়তান হইতে মুক্তি এবং যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা স্বর্গীয় অধিকারে পুনর্গমনের স্বাধীনতা, এবং ভবিষ্যতে স্বর্গীয় গৌরব প্রাপ্তির জন্যে পৃথিবীতে অনুগ্রহরূপ ধনে ধনী করণের অঙ্গীকার, এ সমস্ত বিষয় ঐ সুসমাচারে প্রকাশিত আছে।

Digitized by Google

১২ অধ্যায়।

ধর্ম্ম পুস্তকের বিভাগ।

ধর্ম্ম পুস্তকের আদি ও অন্ত দুই ভাগ আছে। খ্রীষ্টের আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইব্রীয়দের প্রতি অর্থাৎ ইস্রায়েল এবং যিহূদীয়দের প্রতি পরমেশ্বর ক্রমাগত যে সকল ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন সে সমস্ত আদি ভাগে লিখিত আছে, এবং আমাদের প্রভু ত্রাণকর্ত্তার প্রেরিতেরা ও সুসমাচার লেখকেরা পবিত্রাত্মার আবির্ভাবে যে সমস্ত কথা লিখিয়াছে তাহাকেই অন্তভাগ বলে। এই দুই ভাগের গ্রন্থ সংখ্যা ছেষট্টি খান। অপর আদি ভাগে যে ঊনচল্লিশ খান গ্রন্থ আছে তাহা প্রাচীন যিহূদীয়দের কর্ত্তৃক তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়। ঐ ২ ভাগের নাম এই, ১ ব্যবস্থা, ২ ভবিষ্যদ্বাণী, ৩ ধর্ম্মলিপি। ফলতঃ মূসালিখিত পাঁচ পুস্তককে ব্যবস্থা গ্রন্থ কহিত। এবং যিহোশূয় ও বিচার কর্ত্তৃ বিবরণ ও শিমূয়েলের প্রথম এবং দ্বিতীয় পুস্তক এবং রাজাবলির প্রথম এবং দ্বিতীয় পুস্তক, এই সকল গ্রন্থকে আদি ভবিষ্যদ্বাণী বলা যাইত। এবং যিশয়িয় ও যিরিমিয় ও যিহিষ্কেল এই কএক গ্রন্থ নব্য ভবিষ্যদ্বাণী রূপে প্রসিদ্ধ ছিল। আর হোশেয় অবধি মলাখি পর্য্যন্ত দ্বাদশ ভবিষ্যদ্বক্তাদের ক্ষুদ্র ২ গ্রন্থকে এক পুস্তক গণনা করা যাইত। অপর দায়ূদের গীত ও হিতোপদেশ ও আয়ুবের পুস্তক ও সুলেমানের গীত ও বৃত্তাখ্যান ও বিলাপ ও উপদেশক ও ইষ্টের ও দানিয়েলের পুস্তক ও ইস্রা ও নিহিমিয় ও প্রথম এবং

Digitized by Google

দ্বিতীয় বংশাবলী, এই সকল গ্রন্থকে হাগিওগ্রেফা অর্থাৎ ধর্ম্ম লিপি বলা যাইত।

অপর ধর্ম্মপুস্তকের গ্রন্থ সকল যে প্রকার শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখা গিয়াছে তাহা কালানুক্রমে হয় নাই। সে যাহা হউক আদি পুস্তক যে প্রথমে লিখিত হইয়াছে ইহা সকলেই স্বীকার করে। আয়ুবের পুস্তকও প্রায় ঐ সময়ে লেখা গিয়াছে আর মলাখি ভবিষ্যদ্বক্তার পুস্তক আদি ভাগের শেষ গ্রন্থ।

দায়ূদের প্রত্যেক গীত প্রথমাবধি ভিন্ন২ ভাব বিশিষ্ট, কিন্তু ধর্ম্ম পুস্তকের অপর গ্রন্থ সকল ছোট বড় ৫৩ প্রকরণেতে বিভক্ত করা গিয়াছিল, তাহাতে প্রত্যেক বিশ্রাম বারে ভজনালয়ে এক২ প্রকরণ পাঠ করিতে২ বৎসরের মধ্যে সমুদয় আদি ভাগের একবার পাঠ সমাপ্ত হইত।

১২৪০ শালে হিউগো নামক এক জন ধর্ম্মাধ্যক্ষ ধর্ম্ম-পুস্তক অধ্যায় ও পদের দ্বারা বিভাগ করেন। নাথন নামে যিহূদীয়দের এক গুরু, হিউগোর মত অবগত হইয়া ১৫০০ শালে অধ্যায় সকল অবিকল রাখিয়া পদবিভা-গের রীতি শোধন করিয়া ইব্রীয় ভাষায় আদি ভাগের এক শব্দ নির্ঘণ্ট পুস্তক প্রস্তুত করিলেন। আর ফ্রান্সীয় রাজার ছাপাকর রবর্ট স্তীবেন্স নামে এক অতি বিদ্বান্ ফ্রান্সীয় লোক ১৫৪৫ শালে অন্তভাগ পদের দ্বারা বিভক্ত করিয়া তাহাতে অঙ্কাঙ্কিত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপুস্তকস্থ কোন কথা অনায়াসে ত্বরায় বাহির করিবার নিমিত্তে পূর্ব্বোক্ত বিভাগ করা গিয়াছিল, তাহাতে আমাদের

Digitized by Google

পক্ষে উপকার দর্শিয়াছে বটে, কিন্তু কোন২ বিষয়ে এক ভাব বিশিষ্ট কথার একাংশের সহিত অন্যাংশের যোগের বিচ্ছেদ জন্মাইয়াছে, অতএব কোন অধ্যায় কিম্বা কোন কথা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য জ্ঞাত হওয়া অতি আবশ্যক, আর গ্রন্থের পূর্ব্বাপর লিখিত বিষয় পাঠ করিলে তাহা অনায়াসে জানা যায়।

---

১৩ অধ্যায়।

আদি ভাগস্থ পুস্তক সমূহের বিভাগ বিষয়।

আদি পুস্তকের বিবরণ।

অর্থাৎ আদি অবধি ২৩৬৯ বৎসরের ইতিহাস।

সর্ব্ব শক্তিমান্ পরমেশ্বরের বাক্যদ্বারা তাবদ্বস্তুর সৃষ্টি এবং তাঁহার তত্ত্বাবধারণে ও আশীর্ব্বাদে পৃথিবীতে প্রাণিগণের বসতি হইয়াছিল, এতদ্ বিবরণ ধর্ম্ম পুস্তকের প্রথম গ্রন্থে আছে এই জন্যে সেই গ্রন্থকে আদি পুস্তক বলা যায়। এই পুস্তক পৃথিবীস্থ সকল পুস্তক হইতে প্রাচীন আর ইহাতে অনেক বিষয়ের বিবরণ আছে। মিসর দেশহইতে ইস্রায়েল লোকদিগের দাসত্ব মোচনকারি মূসা কর্ত্তৃক ইহা লিখিত হইয়াছে। আর ইহাতে সৃষ্টি কালাবধি যুসফের মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রায় ২৩৬৯ বৎসরের বৃত্তান্ত লেখা আছে।

আদি পুস্তক পঞ্চাশ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক অধ্যায়ে কেবল এক বিষয় কিম্বা সম্পূর্ণ কোন

Digitized by Google

বিবরণ নাই, কোন২ অধ্যায়ে এক বিষয়ের একাংশ আছে। সমুদয় আদি পুস্তকের মধ্যে একাদশ প্রধান প্রস্তাব আছে।

১ প্র। প্রথম এবং দ্বিতীয়াধ্যায়ে পৃথিবীস্থ এবং গগণস্থ তাবৎ বস্তুর সৃষ্টি বিষয়ক আশ্চর্য্য ইতিহাস আছে।

২ প্র। ঈশ্বরের আজ্ঞাতিক্রম করাতে পবিত্রতা ও সুখাবস্থা হইতে আদম ও হবার পতন, ও তাহাদের মৃত্যু পর্য্যন্ত দুঃখ ও পরিশ্রম করিতে সুখোদ্যান হইতে তাহাদের দূরীভূত হওন, এবং খ্রীষ্ট ত্রাণকর্ত্তা বিষয়ক ঈশ্বরের অঙ্গীকার করণ। অধ্য ৩।

৩ প্র। আদমের এবং নোহ পর্য্যন্ত তাহার বংশের বিবরণ। অধ্য ৪,৫।

৪ প্র। পৃথিবীতে মনুষ্যের দুষ্টতার বৃদ্ধি এবং নোহ ও তৎপরিবার ব্যতিরেকে মহা জলপ্লাবনদ্বারা সকল প্রাণির বিনাশ। অধ্য ৭, ৮।

৫ প্র। নোহের পরিজন দ্বারা পৃথিবীতে পুনর্লোক বসতি। অধ্য ৮–১০।

৬ প্র। বাবিল দুর্গ নির্ম্মাণার্থে পাষণ্ডদের চেষ্টা ও ভাষা ভেদ এবং পৃথিবীর নানা স্থানে লোকদের ছিন্ন ভিন্ন হওন। অধ্য ১১।

৭ প্র। ইব্রাহীম ও তাহার পরিজনগণের ইতিহাস। অধ্য ১২-২৫।

৮ প্র। ইস্‌হাক্ ও তাহার পরিবারের উপাখ্যান। অধ্য ২৬,২৭।

Digitized by Google

৯ প্র। যাকুব ও তাহার সন্তানদের বৃত্তান্ত। অধ্য ২৮-৩৫।

১০ প্র। যূষফ এবং তাহার ভ্রাতাদের বিবরণ। অধ্য ৩৭-৪০।

১১ প্র। মিসর দেশ জাত যূষফের বংশের বৃত্তান্ত এবং তাহার পিতা ও ভ্রাতৃগণের প্রতি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দয়া। অধ্য ৪১-৫০।

আদি পুস্তকে বিবেচনা ও স্মরণযোগ্য অনেক বিষয় আছে, পাঠকেরা সে সমস্ত অবশ্যই মনে রাখিবে। ফলতঃ তাহাতে সাত বিশেষ বিষয় আছে, তাহার যথার্থ বিবরণ অন্য কোন পুস্তকে নাই।

১। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের বাক্যেতে তাবদ্বস্তুর সৃজন।

২। সৃষ্টিকর্ত্তার বিপরীতে পাপ করাতে নির্দ্দোষতা ও সুখাবস্থাহইতে আদি জনক জননীর পতন ও তাহাতে পাপগ্রস্ত হইয়া তাবল্লোকের পীড়া ও বেদনা ও মৃত্যুর অধীন হওন।

৩। এক ত্রাণকর্ত্তা বিষয়ে দয়ালু ঈশ্বরের অঙ্গীকার।

৪। পূর্ব্বকালের মনুষ্যের দীর্ঘায়ুতা।

৫। সার্ব্বত্রিক মনুষ্যদের মহাপাপ হেতু পৃথিবীস্থ প্রাণির বিনাশ।

৬। বাবিল দুর্গেতে মনুষ্যের ভাষাভেদ ও তৎপ্রযুক্ত তাবজ্জাতির ভাষা ভিন্ন হওন।

৭। জগতে সত্যধর্ম্ম রক্ষার্থে ঈশ্বরকর্ত্তৃক কস্‌দিয় দেশের প্রতিমা পুজাহইতে ইব্রাহীমের আহ্বান, এবং

Digitized by Google

তদ্বংশে অঙ্গীকৃত নিস্তারকর্ত্তা অবতীর্ণ হইবেন এপ্রযুক্ত ইব্রাহীমের বংশকে পৃথক করণ।

এই সকল এবং আর কতক গুলি স্মরণযোগ্য বিষয় ব্যতিরেকে পৃথিবীর প্রথম কালীন অতি প্রসিদ্ধ অনেক লোকের বিবরণ মনে রাখা কর্ত্তব্য। ফলতঃ আদম ও হবা মনুষ্যমাত্রের আদি পিতা মাতা অর্থাৎ আদি নর ও নারী প্রযুক্ত তাঁহারা প্রসিদ্ধ ছিলেন। ও হাবিল আপন দুষ্ট ভ্রাতা কাবিল্ কর্ত্তৃক হত হইলেন অর্থাৎ মনুষ্যগণের মধ্যে প্রথমে মরিলেন এপ্রযুক্ত স্মরণীয় বটে। এবং হনোক সদাচরণেতে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়া মৃত্যুভোগ ব্যতিরেকে স্বর্গেতে নীত হইলেন। এবং মিথূশেলহ্ মনুষ্যের মধ্যে দীর্ঘজীবী অর্থাৎ তিনি ৯৯৬ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। ও নোহ জলপ্লাবনের সময়ে সপরিবারে রক্ষা পাইয়াছিলেন। এবং ইব্রাহীম্ বিশ্বাস হেতু ঈশ্বরাজ্ঞাতে আপন পুত্রকে বলিদান করিতে উদ্যত ছিলেন। আর যূষফও প্রসিদ্ধ বটে কেননা তিনি স্বীয় ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক দাসরূপে বিক্রীত হইয়াও অবশেষে সমুদয় মিসর দেশের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন।

ঈশ্বরের চমৎকার সৃষ্টিকার্য্য ও তত্ত্বাবধারকতা বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে তাহাহইতে পূর্ব্বকালের প্রায় তাবৎ দার্শনিকেরা ও জ্যোতির্বেত্তারা ও কালনিরূপকেরা এবং ইতিহাসবেত্তারা মূলসূত্র লইয়া আপন২ গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং এক্ষণে যত বিদ্যা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে ও প্রকাশ হইয়াছে সে সকলের

Digitized by Google

দ্বারা মূসাকর্ত্তৃক প্রকাশিত বিষয় সপ্রমাণ হইতেছে। অন্যান্য বিবরণ ছাড়িয়া দিয়া কেবল জলপ্লাবন ঘটনার বিষয় বলি, দেখ সামুদ্রিক জন্তুর অস্থ্যাদি পৃথিবীর নানা স্থানে দৃষ্ট হওয়াতে সর্ব্বত্র জলপ্লাবন হওয়ার প্রামাণ্য হয় তাহা কেবল নয়, কিঞ্চিদধিক বৈলক্ষণ্য ব্যতিরেকে প্রাচীন অনেক দেবপূজক পণ্ডিতও তদ্বিষয়ে প্রমাণ দিয়াছেন। অধিক কি বলিব, ধর্ম্মপুস্তকে সৃষ্টির বিবরণ না থাকিলে জগৎ প্রায় অন্ধকারময় হইত, অর্থাৎ এই পৃথিবী কোথাহইতে আইল কোথায়ই বা যাইবে ইহা কেহই বলিতে পারিত না। আর এক জন বালক ধর্ম্মপুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠা এক দণ্ড পাঠ করিলে যত জ্ঞান পাইবে পৃথিবীস্থ মহা২ পণ্ডিতগণ তাহা পাঠ না করিয়া যদি সহস্র২ বৎসর অধ্যয়ন করেন তথাপি ঐ বালকের সদৃশ জ্ঞানী হইতে পারিবেন না।

হে পাঠক, পৃথিবীস্থ তাবৎ পুস্তকাপেক্ষা অতি প্রাচীন ও সত্য ইতিহাস তুমি পাইয়াছ, ফলতঃ পরমেশ্বর আত্ম বিষয়ক তত্ত্ব মনুষ্যের প্রতি যাহা প্রকাশ করেন তাহা ঐ ইতিহাসে আছে। তিনি ঐ তত্ত্বশাস্ত্রে তোমার ও পৃথিবীস্থ তাবৎ মনুষ্যের মঙ্গলজনক স্বীয়জ্ঞান আপন জ্ঞানে ও শক্তিতে ও ভদ্রতাতে প্রকাশ করিয়াছেন। যিনি আপনি তোমাকে ঐ তত্ত্ব জ্ঞান দিতে পারেন, এবং ঐ শাস্ত্র তোমার নিতান্ত মাননীয় ইহা তোমাকে জানাইতে পারেন, এবং ঐ শাস্ত্রে নিজ জ্ঞান এবং দয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার কাছে তুমি কি পর্য্যন্ত ঋণী আছ, তাহা স্মরণ কর। ঈশ্বর

Digitized by Google

তোমাকে ও সমুদয় জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং নিজ মন্ত্রণানুসারে সকলের শাসন করেন। যাবৎ তুমি তাঁহার মন্ত্রণানুসারে গতি কর, তাবৎ তোমার কোন ভ্রান্তি জন্মিতে পারে না, যাবৎ তাঁহার মন্ত্রণানুগত থাক তাবৎ তুমি দুর্ভাগ্যান্বিত নহ। অতএব তাঁহার উপদেশ গ্রহণ কর ও তাঁহার কর্ত্তৃত্বের বশীভূত হও, তাহা হইলে তিনি ইহকালে তোমাকে নিজ পরামর্শানুসারে গমন করাইয়া পরকালে তোমাকে গৌরবময় রাজ্যে আনয়ন করিবেন।

আদিপুস্তকের যেং কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ১; ১। ইব্রু ১১; ৩	—১৪; ১৮। ইব্রু ৭; ১।
— ৩; ৪। ২ক ১১; ৩	—১৫; ৬। রো ৪; ৩।
— — ৬। ১ তী ২; ১৪	যা ২; ২৩।
— —১৭। যো ৮; ৪৪	—১৬; ১৫। গল ৪; ২২।
১ যো ৩; ৮	—১৮; ১২। ১ পি ৩; ৬।
ম ১; ২৩	—১৯; ২৫। ২ পি ২; ৬।
— ৪; ৪। ইব্রু ১১; ৪	—— ২৬। লূক ১৭; ৩২।
— — ৮। ১ যো ৩; ১২	—২২; ১-১০। ইব্রু ১১; ১৭।
— ৫; ২৪। ইব্রু ১১; ৫	যা ২; ২১।
— ৬; ১২। ১ পি ৩; ২০	—২৫; ৩৩। ইব্রু ১২; ১৬।
— —১৪। ইব্রু ১১; ৭	—৪৮; ১৫। ইব্রু ১১; ২১।
— ৭; ৪। ম ২৪; ৩৭	—৪৯; ১০। মথি ২; ৬।
৩৮।	লূক ১; ৩২,৩৩।
— ১২; ১। ইব্রু ১১; ৮	—৫০; ২৪। ইব্রু ১২; ২২।

যাত্রা পুস্তকের বিবরণ।

জগৎ সৃষ্টির ২৩৬৯ শালাবধি ২৫১৪ শাল পর্য্যন্ত ১৪৫ বৎসরের ইতিহাস।

মিসর দেশহইতে ইস্রায়েল সন্তানদের যাত্রার বিবরণ ধর্ম্ম পুস্তকের দ্বিতীয় গ্রন্থে লিখিত আছে এই হেতু সেই গ্রন্থকে যাত্রা পুস্তক বলা যায়। এই পুস্তক মূসা কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে, তাহাতে স্মরণীয় এইং বিষয় আছে। ১। মিসর দেশীয় ভয়ানক দাসত্ব হইতে ইস্রায়েলীয়দের আশ্চর্য্য রূপে মুক্তি পাওন। ২। ঈশ্বরের প্রকাশিত ভজনা রক্ষার্থে অরণ্যেতে তাহাদের ধর্ম্ম সম্পর্কীয় মণ্ডলী স্থাপন। ৩। তাহাদের ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় বিধি ঈশ্বর কর্ত্তৃক স্থাপিত এবং তাহা পালন করিতে তাহারা তাঁহা কর্ত্তৃক আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। আর ঈশ্বর তাহাদের রাজা ও পিতা হইতে স্বীকৃত হইয়া অসীম নম্রতা প্রকাশ করেন। পূর্ব্বকালোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী এবং তোমার সন্তানেরা পরদেশে ক্লেশ ভোগ করিয়া চতুর্থ পুরুষের কালে বহু সম্পত্তি লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিবে, ইব্রাহীমের নিকট ঈশ্বর যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন সে সকলের পূর্ণতা দর্শাইবার অভিপ্রায়ে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। আদি ১৫; ৫-১৬। যাত্রা ১২; ৩৫, ৩৬, ৪০, ৪১।

যাত্রা পুস্তক চল্লিশ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান অষ্ট প্রকরণ আছে।

Digitized by Google

১ প্র। মিসরদেশে যাকুব বংশের আশ্চর্য্যরূপে বৃদ্ধি এবং তাহাদের অত্যন্ত দুঃখভোগ। অধ্য ১।

২ প্র। মূসার জন্ম এবং দাসত্ব হইতে ইস্রায়েলীয়দিগকে মুক্ত করণার্থে ঈশ্বর কর্তৃক উদ্ধারক রূপে নিযুক্ত হওন পর্য্যন্ত তাঁহার আয়ুর বিবরণ। অধ্য ২-৬।

৩ প্র। ফিরৌণের দুষ্টতা এবং মিসর দেশের ও তন্নিবাসিদের প্রতি ঘটিত দশ প্রকার ক্লেশের বৃত্তান্ত। অধ্য ৭-১১।

৪ প্র। নিস্তার পর্ব্বের স্থাপন এবং ইস্রায়েল লোকদের নিস্তার পাওন। অধ্য ১২-১৩।

৫ প্র। সূফ সমুদ্র মধ্য দিয়া ইস্রায়েলীয়দের নিমিত্তে আশ্চর্য্য রূপে পথ প্রস্তুত হওন এবং সৈন্যসামন্তের সহিত ফিরৌণ রাজের বিনাশ। অধ্য ১৪-১৫।

৬ প্র। অরবিয়া অরণ্যেতে ইস্রায়েল লোকদের রক্ষার্থে নানা আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বিবরণ। অধ্য ১৬-১৮।

৭ প্র। সীনয় পর্ব্বতে পরমেশ্বর মূসাকে বিধি দেন তদ্‌বিবরণ। অধ্য ১৯-২২।

৮ প্র। নানা প্রকার ক্রিয়াকাণ্ড, বলি হোম সম্বলিত ঈশ্বর সেবার রীতি স্থাপন। অধ্য ২৩-৪০।

যাত্রা পুস্তকে লিখিত অতি স্মরণীয় সাত বিষয় আছে।

১। দুষ্ট মিস্রীয়দের শাস্তির নিমিত্তে ঈশ্বর হইতে দশ প্রকার ক্লেশ উপস্থিত হওন।

২। ইস্রায়েলীয়দের নিস্তারের দিন স্মরণার্থে নিস্তার পর্ব্বের স্থাপন।

Digitized by Google

৩। ইস্রায়েল লোকদের রক্ষার্থে সূফ সমুদ্রের পথ বিস্তার করণ, এবং মিস্রীয় লোকদের বিনাশার্থে ঐ সাগরের মুখ বন্ধ করণ।

৪। ইস্রায়েল লোকদের অরবিয়া অরণ্যে ৪০ বৎসর ভ্রমণ কালে তাহাদের প্রতিপালনার্থে ঈশ্বরের বহু প্রকার আশ্চর্য্য ক্রিয়া করণ।

৫। অরবিয়া প্রান্তরস্থ সীনয় পর্ব্বতে ভয়ঙ্কর রূপে পরমেশ্বরের বিধি দেওন।

৬। মূর্খ ও দুষ্ট ইস্রায়েলীয়দের গোবৎসাকৃতি স্বর্ণ-ময়ী প্রতিমার পূজা করণ।

৭। ইস্রায়েল লোকদের নানা প্রকার ক্রিয়া সম্বলিত ঈশ্বর সেবার বিশেষ যে নিয়ম তাহা যীশু খ্রীষ্ট কর্তৃক সিদ্ধ পরিত্রাণের সূচক ছিল।

যাত্রা পুস্তকের যে২ কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ২; ২। ইব্রু ১১; ২৩	অধ্য ১৬; ১৫। ১ক ১০; ৩।
— —১১। — — ২৪	— ১৭; ৬। — — ৪।
প্রে ৭; ২৪	— ১৯; ৬। ১পি ২; ৯।
— ৩; ২। প্রে ৭; ৩০	— — ১২। ইব্রু ১২;
— ১২; ৭। ইব্রু ১২; ২৪	১৮-২০।
— ১৪; ২২। ১ক ১০; ২	— ২৪; ৬-৮। ৯; ১৯-২২।
ইব্রু ১১; ২৯	— ২৬; ৩৫। — —২।
— ১৬; ১৫। যো ৬; ৩১	৩২; ৬। ১ক ১০; ৭।
২৯-৪৯	

Digitized by Google

মিসর দেশে ঘটিত দশ প্রকার ক্লেশ বিষয়ক কথা।

মিসর দেশের প্রতি দশ প্রকার দুঃখ যে প্রকারে ঘটিয়াছিল, তাহাতে দেখা যাইতেছে ঐ নির্ব্বোধ দেবপূজক লোকদের ভয়ানক দুষ্টতা ও অকথ্য নিষ্ঠুরতার উপযুক্ত প্রতিফল হইয়াছিল, তাহা পশ্চাৎ লিখিত কথায় মনো যোগ করিলে বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারিবা।

১। জল রক্ত হইয়াছিল। মিসর দেশীয় পুরোহিতেরা রক্তকে অতিশয় ঘৃণা করিত, তথাপি তাহারা বন্দী ইস্রায়েল লোকদের রক্তেতে নৈষ্ঠুর্য্য পূর্ব্বক ক্রীড়া করিত, অর্থাৎ তাহারা ইস্রায়েলীয় সন্তানদিগকে নদীতে নিঃক্ষেপ করাইত। আর মিস্রীয়েরা নীল নদীকে মহাসাগর বলিয়া পূজা করিত, অতএব তন্নদীর জল রক্ত হইলে তৎপ্রতি তাহাদের অত্যন্ত ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা জন্মিয়া উঠিল, এবং তাহারা অপ্রস্তুত ও লজ্জিত হইয়াছিল, কেননা তত্রস্থ মৎস্য নষ্ট হইবাতে তাহাদের দেবতা অপবিত্রীকৃত হইয়াছিল।

২। সমুদয় মিসর দেশে ভেক ব্যাপ্ত হওন। মিস্রীয়েরা আপনাদের ওসাইরীশ দেবোদ্দেশে ভেক সকলকে উৎসর্গ করিত, তাহাদের পুরোহিতেরা মণ্ডূকের স্ফীতত্বাকে দৈববাণীর লক্ষণ কহিত। অতএব যখন উক্ত জন্তু সমূহ তাহাদের পবিত্র নদীকে আশ্চর্য্য রূপে অপবিত্র করিয়া দেশ ব্যাপ্ত হইল অর্থাৎ তাহাদের গৃহেতে ও শয্যাতে ও ভাজনপাত্রেতে পরিপূর্ণ হইয়া সমুদয় দেশে

Digitized by Google

ক্লেশ দায়ক হইল, তখন তাহাদের অমূলক অতি ভক্তির সমুচিত দণ্ড হইল।

৩। উকুন দ্বারা ক্লেশ। মিস্রীয়দের পূজাকালে বিশেষ ২ ক্রিয়া কাণ্ড হইত, সেই সকল ক্রিয়া বাস্তবিক অতি অশুচি ও কদর্য্য ও লজ্জাকর হইলেও ক্রিয়া করণ কালে লোকেরা বাহ্য বিষয়ে শুচি হইত, বিশেষতঃ পুরোহিতেরা এমত পরিষ্কৃত হইত যেন একটি উকুন বস্ত্রে না থাকে এজন্যে সতত তাহারা অতি সতর্ক থাকিত। অতএব উকুন আনয়নরূপ ক্লেশ দ্বারা মিস্রীয়দের অমূলক পূর্ব্ব প্রবৃত্তিরূপ ভ্রান্তিতে একেবারে অতিশয় আঘাত লাগিল, এবং লোক সাধারণ ও যাজকবর্গ অপমান সাগরে মগ্ন হইল।

৪। মক্ষিকা দ্বারা ক্লেশ। মিস্রীয়েরা মক্ষিকা অপসরণকারি দেবগণের পূজা করিত। ঐ হেয় পতঙ্গের বিনাশার্থে তাহারা অনেক স্থানে বৃষ বলিদান করিত। ইক্রোণের দেবতা যে বাল্‌সিবুব (২ রাজা ১; ২) সে লোকদের মক্ষিকেশ্বর ছিল। ইহাতে জানা যায় মক্ষিকা তাহাদের অতি ক্লেশদায়ক ছিল, এই হেতু মক্ষিকা আনয়নেতে তাহাদের দেবতা ভ্রষ্ট হওন প্রযুক্ত লোকদের পক্ষে অতি দুঃখের বিষয় হইয়াছিল।

৫। পশু মধ্যে মহামারী। মিস্রীয়েরা অনেক পশুকে দেবজ্ঞানে সেবা করিত। ফলতঃ বন্য পশু মধ্যে সিংহ ও ব্যাঘ্র ও নেকড়িয়াবাঘ ও কুক্কুর ও বিড়াল ও বানর ও ছাগল এই সকল পূজ্য ছিল, বিশেষতঃ বৃষ ও গোবৎস এবং মেষ পূজনীয় ছিল। আর ওসাইরীশ

Digitized by Google

দেবের আত্মা আপিষ নামক বৃষমধ্যে অবস্থিতি করে মিস্রীয়েরা এমত বিশ্বাস করিত। তথাপি পরমেশ্বরের দূত মূসা ঈশ্বরাজ্ঞাতে যখন পশুমধ্যে মহামারী আনাইলেন; তখন তাহাদের ওসাইরীশ কিম্বা অন্য কোন দেবতা তাহা রক্ষা করিতে পারিল না।

৬। বিস্ফোটক যন্ত্রণা। মিস্রীয়দের অনেক রোগোপশম কারি দেবতা ছিল। লোকেরা বিশেষ২ সময়ে তাহাদের উদ্দেশে নর বলি দিত, আর বোধ হয় তাহারা ইস্রায়েল লোকদের মধ্যহইতে মানুষ লইয়া বলিদান করিত। ফলত বলিদেয় নরকে এক উচ্চ বেদির উপরে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া তদ্ভস্ম শূন্য মার্গে নিঃক্ষেপ করিয়া বোধ করিত, যে ভস্মের পরমাণুর সংখ্যানুসারে আমাদের প্রতি আশীর্ব্বাদ বর্ত্তিবে। এই হেতুক মূসা চুলা হইতে এক মুষ্টি ভস্ম লইয়া আকাশের দিগে ছড়াইয়া দিলে তাহা বায়ুতে চালিত হইয়া পশু ও মনুষ্যের প্রতি পতিত হইবাতে যন্ত্রণাদায়ক বিস্ফোটক হইল, তাহাতে তাহাদের পূজ্য দেবগণ রক্ষা করিতে না পারিয়া লজ্জিত হইল।

৭। শিলাবৃষ্টি ও অগ্নিদ্বারা ক্লেশ। মিসর দেশে শিলাবৃষ্টি কিছুই হইত না, সুতরাং উক্ত ক্লেশ তাহাদের পক্ষে বড়ই ভয়ানক হইয়াছিল, তাহাতে তাহাদের যব শস্য নষ্ট হইবাতে খাদ্য দ্রব্যের অতিশয় অভাব হইয়াছিল। আর যাহাতে উত্তম চেলী বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া তদ্দেশে অতিশয় বাণিজ্য হইত এমত কোষ্টা গাছ নষ্ট হওয়াতে তাহাদের বড়ই ক্ষতি হইয়াছিল।

Digitized by Google

৮। পঙ্গপাল দ্বারা ক্লেশ। আফ্রিকা খণ্ডে ঐ নাশক পতঙ্গ এতোধিক ছিল যে কখন২ তাহাদের ঝাঁকেতে দীর্ঘে প্রস্থে ৫০ ক্রোশ ভূমি আবৃত হইত। এবং তাহারা এক রাত্রির মধ্যে তাবৎ হরিদ্বর্ণ কোমল তৃণ বৃক্ষাদি খাইয়া ফেলিত, তাহাতে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইত, ঐ পতঙ্গের আগমনে মিসর দেশে নিশ্চয় আকাল ঘটিত। সে যাহা হউক ঈশ্বরহইতে প্রেরিতত্বের চিহ্ন স্বরূপ মূসার দণ্ড হইতে মিস্রীয় আইসিষ ও সিরাপিষ প্রভৃতি কোন দেবতা পূর্ব্বোক্ত ক্লেশ নিবারণ করিয়া লোকদিগকে রক্ষা করিতে পারিল না।

৯। অন্ধকারস্বরূপ ক্লেশ। মিস্রীয়েরা অন্ধকারকে দেবগণের আদি জ্ঞানে পূজা করিত। ওর্ফিয়স নামক একজন দেব পূজক গ্রন্থকর্ত্তা মিস্রীয়লোক হইতে ভাব লইয়া আপন কৃত গীতে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন "আমি দেব ও মনুষ্যের মাতা রাত্রি বিষয়ে গান করিব কেননা রজনী তাবৎ বস্তুর জননী।" এই কারণ মিস্রীয়দিগকে অকথ্য ভয়ঙ্কর অন্ধকার দ্বারা ক্লেশ দেওয়া গিয়াছিল, সেই অন্ধকারের এতোধিক কৃষ্ণবর্ণতা যে তাহা প্রায় স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা বোধ হইত, তাহা নিবারণ বা হ্রাস করিতে মিস্রীয়দের কোন দেবতার ক্ষমতা ছিল না, অন্যপক্ষে ইস্রায়েল লোকেরা স্ব২ বাসস্থানে আলো পাইয়াছিল।

১০। প্রত্যেক পরিবারের প্রথম জাত সন্তানের বিনাশ। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কালে এবং স্বজনদিগের পীড়ার সময়ে তাবৎ জাতীয় লোকাপেক্ষা মিস্রীয়েরা অতি উৎকট ক্রন্দনধ্বনি করিত, কিন্তু এক্ষণে তাহারা বিলাপের কারণ

Digitized by Google

পাইল। এই শেষস্থ অতি ভারী ক্লেশের মূলাভিপ্রায় ইস্রায়েলীয়দের প্রতি তাহাদের অকথ্য নিষ্ঠুরাচরণের প্রতিফল জানিবা। তাহারা তদ্বংশের এক জনহইতে পুর্ব্বে রক্ষিত হইয়াও শেষে তাহাদিগকে দাস করিল ও তাহাদের পুরুষ সন্তানদিগকে নষ্ট করিল কিন্তু এক্ষনে পরমেশ্বরের ক্রোধ ভয়ঙ্কররূপে প্রজ্বলিত হইলে প্রত্যেক পরিবারস্থদিগকে প্রতিফল দিলেন।

লেবীয় পুস্তকের বিবরণ।

ধর্ম্মপুস্তকের তৃতীয় গ্রন্থকে লেবীয় পুস্তক বলা যায়, কেননা তন্মধ্যে ইস্রায়েল লোকদের মাননীয় নানা ক্রিয়া সম্বলিত ঈশ্বর সেবার বিধি আছে, আর ঐ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে লেবীয়েরা পরিচারকরূপে ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিল। লেবীয় পুস্তক মূসাকর্ত্তৃক লিখিত হয়, তাহা সাতাইশ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে আর তন্মধ্যে প্রধান চারি প্রকরণ আছে।

১ প্র। নানাবিধ বলিদান সম্বন্ধীয় বিধি। অধ্য ১-৭।

২ প্র। প্রধান যাজকের অভিষেক সম্বন্ধীয় বিধি ও আচার। অধ্য ৮-১০।

৩ প্র। নানা মত শুচি হওন বিষয়ক ব্যবস্থা। অধ্য ১১-২২।

৪ প্র। পবিত্র উৎসব সম্বন্ধীয় বিধি। অধ্য ২৩-২৭।

লেবীয় পুস্তক মধ্যে বলিদান ও ধর্ম্মাচার সম্বন্ধীয় এবং শিষ্টাচার ও বিচার বিষয়ক ব্যবস্থা আছে, ঐ ব্যবস্থার

Digitized by Google

নীতিতত্ত্বের শুচিতা, ও ন্যায় এবং ব্যবস্থা চলিত হইলে যে সকল মঙ্গল হইতে পারে ও সরলতা ও মহত্ত্ব ও মর্ম্মভেদক শক্তি ইত্যাদি গুণপ্রযুক্ত তাহা অতুল্য এবং ঈশ্বরদত্ত জানা যায়। মূসার ব্যবস্থাতে যে সকল আচার নির্দ্দিষ্ট আছে, সে সকল অতিভারী এবং সার্থক। ফলতঃ ঈশ্বরের পবিত্রতা ও মনুষ্যের পাপিষ্ঠতা ও প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা এবং দয়াময় অনুগ্রাহক সৃষ্টিকর্ত্তা মনুষ্যকে যে অবস্থা প্রাপ্ত করাইতে মনন করিয়াছেন, এমত মনের উত্তম ভাব এ সকল ব্যবস্থা স্পষ্টরূপে দর্শায়। আর যাহার সহিত ঐ ব্যবস্থার যোগ আছে এবং যাহাহইতে তাহার পূর্ণতা হয় এমত ঈশ্বরপুত্রের সুসমাচারও লক্ষ্য করে। অপর পূর্ব্বকালে বলিদান ও নৈবেদ্য খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তের জ্ঞাপক ছিল, আর সেই সকল বলিদেয় পশু পক্ষির যে সকল গুণের আবশ্যক হইত সে সকল খ্রীষ্টের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের নিদর্শন স্বরূপ ছিল, এবং পূর্ব্বকালের বলিদানের যে রীতি ও নির্দ্দিষ্ট নিগূঢ় ক্রিয়া সে সকল সাঙ্কেতিক বিধি ছিল, ফলতঃ তদ্দ্বারা যিহূদীয়দিগের জ্ঞান উজ্জ্বল করিয়া সুসমাচার গ্রহণ করিতে তাহাদের মনকে প্রস্তুত করিত। আর যীশু মহাযাজকের নিদর্শন স্বরূপ তাহাদের মহাযাজক ছিল, কেননা যীশুর যাজকত্ব পদ অটল, সুতরাং যে কেহ তাঁহার দ্বারা ঈশ্বরের নিকটে আইলে তিনি তাহাকে ত্রাণ করিতে সমর্থ হন। এইরূপে লেবীয় বিধি সাধু যিহূদীয়দিগকে জগতের পাপ মোচনকারি ঈশ্বরীয় মেষ শাবককে দর্শাইল।

Digitized by Google

ইব্রীয়দের প্রতি পত্র লেবীয় পুস্তকের ঈশ্বর দত্ত টীকা স্বরূপ জানিবা, তদ্দ্বারা আমরা জ্ঞাত হইতেছি যে ইব্রীয় পদ্ধতি খ্রীষ্টের সুসমাচার, বিশেষ এই তাহা কেবল দৃষ্টান্ত স্বরূপ কর্ম্মেতে প্রকাশিত হইয়াছে।

লেবীয় ব্যবস্থাতে লিখিত এই কর্ম্মগুলি মনোযোগের যোগ্য, যথা লোক সাধারণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্তে দিবসিক ও বার্ষিক বলিদানের বিধি। ফলতঃ রাত্রিকৃত পাপের জন্য প্রাতঃকালে এক মেষ এবং দিবসে কৃত পাপের নিমিত্তে সন্ধ্যাকালে অন্য এক মেষ বলিদান করিত, এইরূপ প্রতিদিনই হইত। যাত্রা ২৯; ৩৮-৪২। সেই সময়ে যাজক স্বর্ণবেদির উপরে ধূপ জ্বালাইত এবং সমস্ত ইস্রায়েল লোকের নিমিত্তে প্রার্থনা করিত। অপর প্রায়শ্চিত্তের দিনে বার্ষিক বলিদান করা যাইত তাহার রীতি এই দুইটা ছাগ বলি হইত, অর্থাৎ দিবসিক বলিদানের রীত্যনুসারে বলিদেয় পশুর উপরে লোকদের পাপ স্বীকার করিলে পর একটাকে হোম বলি করা যাইত, এবং সমুদায় লোকের পাপ যেন বহিয়া লইয়া যায় ও পুনরায় দৃষ্ট না হয় এতদর্থে আর একটা ছাগলকে বনে ছাড়িয়া দিত। লৈ ১৬; ১৫-২১।

অহোরণের পুত্র নাদব ও অবিহূ ইহারা পাপ করাতে ঈশ্বরের কোপে পড়িয়াছিল, লেবীয় পুস্তকের নীতি বিবরণের মধ্যে এইটি অতি স্মরণীয়।

Digitized by Google

মূসার ব্যবস্থার ক্রিয়া সুসমাচারের নিদর্শন।

১ পূর্ব্বে দেখে ইস্রেল লোক
সীনয় গিরি অগ্নিময়,
স্বপাপ ভাবি হইল শোক,
এবং অতি কম্পিত কায়।
কিন্তু ঈশ্বর কৃপাবান
কৈলেন ত্রাণের লক্ষণ দান॥

২ নিস্তার পর্ব্বের বলিদান
যাহার রক্তে সিক্ত দ্বার,
তাহা জন্মায় এই জ্ঞান
যাহার মনে সুবিচার।
রক্ত বিনা পাপের ক্ষয়
কোন মতে সম্ভব নয়॥

৩ পরের পাপ যে বহিবে,
আছে তাহার প্রয়োজন,
পূর্ণভাবে হইবে
তাহার শুদ্ধসত্ব মন।
জানায় ইথে কপোত মেষ,
নাহি যীশুর পাপের লেশ॥

৪ সচল ছাগের শিরেতে
দিয়া লোকের পাপের ভার,
ছেড়্যে দিলে বনেতে
দেখা যাইত নাহি আর।
তদ্রূপ যীশু নরের পাপ
দূর করিলেন ভুগি শাপ॥

Digitized by Google

৫ অন্য পক্ষির রুধিরে,
আর এক পক্ষী মগ্ন হয়,
সেই পক্ষী তৎপরে
মুক্তি পায়্যা উড়ে যায়।
যীশুর রক্তে ধৌত নর
তে নি পাবে মুক্তি বর ॥

৬ যীশু তব গ্রন্থেতে
হর্ষে করি দৃষ্টিপাত,
তাহার সকল পৃষ্ঠাতে
তোমার বিষয় পূর্ণ নাথ।
অতেব যেন আমার মন
করে তাহা সুপালন ॥

লেবীয় পুস্তকের যে২ কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য;	৪; ২১। ২২।	ইব্রু ১৩; ১১।
—	১২; ৬।	লূ ২; ২১—২৪।
—	১৪; ৪।	ম ৮; ৪।
—	১৬; ১৪-১৬,	ই ৯; ১৩।
—	— ১৭।	লূ ১; ১০।
—	১৮; ৫।	রো ১০; ৪, ৫।
—	১৯; ১৫।	যা ২; ১।
—	১৭।	ম ১৮; ১৫।
—	— ১৮।	গল ৫; ১৪।
—	২০; ১০।	যো ৮; ৫।
—	২৩; ৩৪ ৩৬।	৭; ২-৩৭।
—	২৬; ১২।	২ক ৬; ১৬।

Digitized by Google

গণনা পুস্তকের বিবরণ।

ধর্ম্মপুস্তকের চতুর্থ গ্রন্থের নাম গণনা পুস্তক, কারণ ইস্রায়েল লোকদের গণনার বিবরণ এবং অরণ্যেতে প্রায় চল্লিশ বৎসর ব্যাপিয়া তাহাদের ভ্রমণের বৃত্তান্ত তন্মধ্যে লিখিত আছে। গণনাপুস্তকও মূসাকর্ত্তৃক লিখিত বটে। তাহা ৩৬ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে আর তাহার মধ্যে চারি প্রধান প্রকরণ আছে।

১ প্র। ইস্রায়েলীয়দের গণনার বিবরণ, ও শৃঙ্খলা মতে তাহাদের শিবির স্থাপিত হওন, এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পাদন করিতে ও লোকদিগকে উপদেশ দিতে লেবীয়দিগকে নিযুক্ত করণ। অধ্য ১-৪।

২ প্র। নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানা প্রকার বিধি স্থাপন। অধ্য ৫-১০।

৩ প্র। সীনয় পর্ব্বত হইতে মোয়াবীয়দের দেশ পর্য্যন্ত ইস্রায়েলীয়দের ভ্রমণের বিবরণ। অধ্য ১১-২১।

৪ প্র। মোয়াবীয়দের প্রান্তরে ইস্রায়েলীয়দের শিবির স্থাপন। অধ্য ২২-৩৬।

গণনা পুস্তকমধ্যে অতি প্রসিদ্ধ এই কএকটি বিষয় আছে।

১। অরণ্যেতে চল্লিশ বৎসর ইস্রায়েল লোকদের আশ্চর্য্যরূপে খাদ্য ও পেয় প্রাপ্ত হওন।

২। অবিশ্বাসি লোকদের পুনঃ২ বৈরক্তি।

৩। তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ প্রযুক্ত তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের ভয়ঙ্কর দণ্ড, তাহা আমাদের পক্ষে চেতনা স্বরূপ।

৪। ঈশ্বরাজ্ঞায় স্থাপিত পিত্তলময় সর্পের প্রতি দৃষ্টি করাতে সর্পদংশিত মৃতকল্প ইস্রায়েলীয়দের আশ্চর্য্য রক্ষা।

Digitized by Google

৫। বালম নামক দুষ্ট ভবিষ্যদ্বক্তা দ্বারা ইস্রায়েল লোকদিগকে অভিসম্পাত করিতে মোয়াবের রাজা বালাকের চেষ্টা বিফল হওন।

গণনা পুস্তকে লিখিত অতি প্রসিদ্ধ লোক এই২। মূসার বিশ্বস্ত ধার্ম্মিক পরিচারক যিহোশূয় তিনি তাঁহার প্রভুর মৃত্যুর পরে ইস্রায়েলীয় লোকদিগকে অঙ্গীকৃত দেশে লইয়া যাওনার্থে ঈশ্বরকর্ত্তৃক পথদর্শকরূপে নিযুক্ত হয়েন। এবং কোরা ও দাথন ও অবীরাম এবং ইহাদের সঙ্গিগণ ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করণ প্রযুক্ত পৃথিবী কর্ত্তৃক আশ্চর্য্যরূপে গ্রাসিত হয়। এবং দুষ্ট ভবিষ্যদ্বক্তা বালাম ধন লোভ প্রযুক্ত মোয়াবীয় রাজার মন্ত্রণানুসারে ইস্রায়েল লোকদিগকে শাপ দিতে চেষ্টা করিয়াছিল, অর্থাৎ তাহার বিনষ্ট হওন।

গণনা পুস্তকের যে২ কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য; ৮; ১৬।	লূক; ২; ২৩।	— ২১; ৫, ৬।	— — ৯।
— ৯; ১৭-১৯।	১ক; ১০; ১।	অধ্য; ২১; ৯।	যো ৩; ১৪।
— ১১; ৪।	— — ৬।	— ২২; ২১-২৮।	২ পি ২; ১৫।
— ১২; ৭।	ইব্রু; ৩; ২।		যি ১১।
— ১৪; ২৭।	১ক; ১০।	— — ২৩।	২পি ২; ১৬।
	১০।	— ২৪; ১৪।	প্রে ২; ১৪।
— — ২৯।	ইব্রু; ৩; ১৭।	— ২৫; ৯।	১ক ১০; ৮।
— — ৩।	— ১৩; ১১।	— ২৬; ৬৫।	— — ৫।
— ২০; ৮।	১ক; ১০; ৪।	— ২৮; ৯।	ম; ১২; ৫।

Digitized by Google

দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তক।

দ্বিতীয় বিবরণের অর্থ দ্বিতীয় ব্যবস্থা। ধর্ম্মপুস্তকের পঞ্চম গ্রন্থকে উক্তরূপ নাম দিবার তাৎপর্য্য এই যে ঐ গ্রন্থে ব্যবহার বিষয়ক বিধি বিশেষ ব্যাখ্যার সহিত পুনর্ব্বার লেখা গিয়াছে। ঐ পুস্তকও মূসা লিখিয়াছে, এবং তাহা ৩৪ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান চারি প্রকরণ আছে।

১ প্র। মিসর দেশহইতে বহির্গমনাবধি চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েল লোকদের প্রতি পরমেশ্বরের ব্যবহারের বিবরণ আছে। অধ্য ১-৪।

২ প্র। কিনান্ দেশে প্রবেশোদ্যত ইস্রায়েলীয়দের পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি দত্ত বিধির পুনরুক্তি এবং তদ্ব্যাখ্যা করণ। অধ্য ৫-২৬।

৩ প্র। খেদজনক অনেক উপদেশ সম্বলিত পরস্পরের কর্ত্তব্যতার বিধি। অধ্য ২৭-৩০।

৪ প্র। মূসার উত্তরাধিকারিত্বপদে যিহোশূয়ের নিযুক্ত হওন এবং ঈশ্বরের বিশ্বস্ত সেবক ও ভবিষ্যদ্বক্তা মূসার মরণ কালীন উপদেশ। অধ্য ৩১-৩৪।

দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তক মধ্যে অতি স্মরণীয় এই ২ বিষয় আছে।

১। খ্রীষ্টের আগমন বিষয়ক অত্যাশ্চর্য্য ভবিষ্যদ্বাণী। অধ্য ১৮; ১৫-১৯।

২। প্রভু পরমেশ্বর ও তাঁহার স্থাপিত আরাধনার নিয়ম যেন কখন ত্যাগ না করে তদর্থে ইস্রায়েল লোক-

Digitized by Google

দিগকে নিত্য উপদেশ দেওনের অভিপ্রায়ে ভবিষ্যদ্বাক্য সম্বলিত মূসারচিত গীত।

৩। ঈশ্বরের ভক্ত মূসার সচ্চরিত্রের ও আশ্চর্য্য মৃত্যুর বিবরণ।

ধর্ম্মপুস্তকের প্রথম পাঁচ পুস্তক মূসা কর্তৃক লিখিত হয়, তন্মধ্যে শেষপুস্তকের শেষাধ্যায় অন্য গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়া তাহাতে যোগ করিয়া দিয়াছেন, বোধ হয় ইতিহাস পূর্ণ করণার্থে তাহা করিয়া থাকিবেন।

হইতে পারে যিহোশূয় মূসার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে অধ্যায়ের প্রথম আট পদ তাহাতে যোগ করেন, তৎপরে যে চারি পদ আছে তাহা শিমূয়েল কিম্বা ইস্রা লিখিয়া থাকিবেন, সে যাহা হউক, খ্রীষ্টের জন্মের ১৪৫১ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ২৫৫৩ বৎসরের ইতিহাস ঐ পাঁচ পুস্তকে লেখা আছে।

পূর্ব্বোক্ত পাঁচ পুস্তককে সাধারণমতে মূসার ব্যবস্থা গ্রন্থ বলা যায়, এবং ঐ গ্রন্থ ঈশ্বরহইতে হইয়াছে ইহা সর্ব্বতোভাবে সপ্রমাণ হয়। এবং তাহা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ব্যবস্থা অর্থাৎ সুসমাচারের প্রায় তুল্য প্রয়োজনীয়। আর এই পুস্তক পৃথিবীস্থ তাবৎ পুস্তকাপেক্ষা প্রাচীন, ও তন্মধ্যে নানাবিধ আশ্চর্য্য বিবরণ থাকাতে সমস্ত সভ্য লোকের নিকট বহু মূল্যরূপে গ্রাহ্য হয়। অপর তাহাতে পদার্থ জ্ঞান ও ইতিহাস ও ভূবৃত্তান্ত ও কালনিরূপণাদি বিষয়ের যে২ কথা আছে, সেই সকল মনুষ্যমাত্রেরই আবশ্যক বটে, আর তাহাতে যে তত্ত্ব ও ধর্ম্মজ্ঞান পাওয়া যায় তাহাতে নিশ্চয় জানা যায় যে ঐ শাস্ত্র ঈশ্বরদত্ত বটে।

Digitized by Google

দ্বিতীয় বিবরণ গ্রন্থের যেং কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ৬; ১৩।	ম ৪; ১০।	অধ্য ১৮;১৮।	যো ১; ৪৫।		
— ১৬।	— — ৭।		প্রে ৩; ২২।		
— ৮; ৩।	— — ৪।		৭; ৩৭।		
— ১০; ১৭।	প্রে ১০; ৩৪।	— ২৪; ১।	ম ৫; ৩১।		
	রো ২; ১১।		১৯; ৭।		
	কল ৩; ২৫।		মার্ক ১০; ৪।		
	ইফ্ ৬; ৯।	— ২৫; ৪।	১ ক ৯; ৯।		
— ১৭; ৬।	ইব্রী ১০; ২৮।	— ২৭;২৬।	গল ৩; ১০।		
— ১৮; ১।	১ ক ৯; ১৩।	—৩০;১২-১৪।	রো১০; ৬-৯।		

যিহোশূয় পুস্তকের বিবরণ।

মূসার উত্তরাধিকারি যিহোশূয়ের কর্ত্তৃত্ব কালীন ইস্রায়েল লোকদের বিবরণ ঐ পুস্তকে লিখিত আছে, এই হেতু তাহাকে যিহোশূয় পুস্তক বলা যায়। ফলতঃ মূসার মরণকালাবধি প্রায় ত্রিশ বৎসরের ইতিহাস আছে, ঐ ইতিহাস ইস্রায়েল জাতীয় বিবরণশ্রেণীর অতি প্রয়োজনীয় অংশ। আর সুসমাচারের পক্ষে যেমন প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ, তেমনি মূসার গ্রন্থের পক্ষে যিহোশূয়ের পুস্তক। তদ্গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের কিঞ্চিদংশ ব্যতিরেকে সমুদয় পুস্তক যিহোশূয় কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। আর ইস্রায়েল লোকদের পূর্ব্বপুরুষের প্রতি পরমেশ্বর যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ করিতে তাঁহার বিশ্বস্ততা, এবং দোষী ও ভ্রষ্ট ও ঘৃণিত কিনান-

Digitized by Google

নিবাসিদিগকে বিনাশ করিতে তাঁহার প্রতিফলজনক যথার্থতা এ দুই বিষয় দর্শাইবার অভিপ্রায়ে যিহোশূয়ের পুস্তক লিখিত হইয়াছে।

ঐ গ্রন্থ চব্বিশ অধ্যায়ে বিভক্ত ও তন্মধ্যে তিন প্রধান প্রকরণ আছে।

প্রথম প্রকরণ। যিহোশূয় দ্বারা কিনান্‌দেশের জয়। অধ্য ১-১২।

২ প্র। ইস্রায়েল গোষ্ঠী সমূহকে তদ্দেশ বিভাগ করিয়া দেওন। অধ্য ১৩-২২।

৩ প্র। যিহোশূয়ের মৃত্যু কালীন খেদযুক্ত উপদেশ এবং তাঁহার সুখে মরণ। অধ্য ২৩,২৪।

যিহোশূয় গ্রন্থ মধ্যে স্মরণীয় ও বিশেষ মনোযোগ্য পাঁচ বিষয় আছে যথা।

১। যাজক এবং লোকদের কিনান্‌দেশে গমন সময়ে যর্দ্দন নদীর বিভাগ হওন। অধ্য ৩।

২। কিনান্‌দেশ জয় করণ বিষয়ে যিহোশূয়কে সাহসী করণার্থে সৈন্যাধ্যক্ষরূপে যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত হওন। অধ্য ৫।

৩। মেষ শৃঙ্গ নির্ম্মিত তূরীর নিরূপিত ধ্বনিতে যিরীহো নগরের প্রাচীর পতন। অধ্য ৬।

৪। যিহোশূয়ের আজ্ঞাতে চন্দ্র সূর্য্যের এক দিন স্থগিত হওন। অধ্য ১০।

৫। যীশু খ্রীষ্টের চরিত্রের ছায়া স্বরূপ যিহোশূয়ের চরিত্র জানিবা, কেননা যীশু শব্দের যে অর্থ ইব্রীয় ভাষাতে যিহোশূয় শব্দের সেই অর্থ, ফল দুই শব্দের

Digitized by Google

অর্থই ত্রাণকর্ত্তা। আর যেমন যিহোশূয় তাবৎ বাধা উত্তীর্ণ করিয়া ইস্রায়েল লোকদিগকে অঙ্গীকৃত দেশে লইয়া গিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমাদের ধর্ম্ম সেনাধ্যক্ষ যীশু খ্রীষ্ট তাবৎ বিপদ ও মৃত্যুহইতে উদ্ধার করিয়া আপন লোকদিগকে স্বর্গীয় গৌরবে আনেন।

যিহোশূয় পুস্তকের যে২ কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ১; ৫। ইব্রু ১৩; ৫	অধ্য ৬; ২০। ইব্রু ১১; ৩০।
— ২; ১। — ১১; ৩১	— — ২৩। — — ৩১।
যা ২; ২৫	— ১৪; ১,২। প্রে১৩; ১৯।
— — ১৯। ম ১৭; ২৫	— ২৪; ৩২। — ৭; ১৬।
— ৩; ১৪। প্রে ৭; ৪৪, ৪৫	

বিচারকর্ত্তৃবিবরণ পুস্তক।

ত্রয়োদশ বিচারকর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব কালীন ইস্রায়েলীয় লোকদের ইতিহাস ঐ পুস্তকে লিখিত আছে এই হেতু ঐ গ্রন্থ বিচারকর্ত্তৃ বিবরণ নামে খ্যাত হয়। যিহোশূয়ের মৃত্যু অবধি শিম্‌শোনের মরণ পর্য্যন্ত ৩০৫ বৎসরের বিবরণ তাহাতে লিখিত আছে। ইস্রায়েলীয় লোকদিগের উদ্ধার ও শাসনার্থে পরমেশ্বর নানা সময়ে ভিন্ন২ গোষ্ঠী হইতে যে২ লোকদিগকে মনোনীত করিয়া অসাধারণ সাহস ও জ্ঞান ও ধর্ম্মনিষ্ঠা দিয়া যোগ্য পাত্র করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বিচারকর্ত্তৃ নামে খ্যাত ছিলেন। বিচার-

Digitized by Google

কর্ত্তৃ পুস্তক একবিংশতি অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে তিন প্রধান প্রকরণ আছে।

১ প্রকরণ। যিহোশূয়ের মৃত্যুর পরে যে অধ্যক্ষেরা জীবৎ ছিলেন, তাহাদের সাময়িক ইস্রায়েলীয়দের সংক্ষেপ বিবরণ, এবং পর বংশীয়দের দুষ্টতা। অধ্য ১-২।

২ প্র। প্রতিমা পূজা করত ইস্রায়েলীয়েরা ঈশ্বরের প্রতিকূলে পাপ করাতে তিনি অন্যদেশীয় লোকদ্বারা তাহাদিগকে দুঃখ দেন তদ্বৃত্তান্ত। এবং তাহারা ঈশ্বরের নিকটে কৃত দোষের জন্যে অনুতাপ করাতে অৎনীয়েল অবধি শিমশোন পর্য্যন্ত তাবৎ বিচারকর্ত্তাদের দ্বারা আশ্চর্য্য রূপে তাহারা অনেক বার যে রক্ষা পাইয়াছিল তদ্বিবরণ। অধ্য ৩-১৬।

৩ প্র। গ্রন্থের পূর্ব্বাংশের শেষে লিখিত বিষয় অবশিষ্ট বিশেষ কথা পাঁচ অধ্যায়ে আছে, ফলতঃ ইস্রায়েল লোকদের মধ্যে প্রতিমা পূজা স্থাপন, ও যিহোশূয়ের মৃত্যুর পরে তাহাদের ভ্রষ্টতা ঘটন। এবং দুষ্কর্ম্মকারিদিগকে উপকার করাতে বিন্যামীন গোষ্ঠীর প্রতি পরমেশ্বর হইতে ভয়ানক দুর্দ্দশা ঘটন। অধ্য ১৭-২১।

ইস্রায়েল জাতীয় দুষ্টতার ভয়ঙ্কর প্রতিফল এবং রাজ্য অরাজক হইলে কি প্রকার দুঃখ ঘটে এ দুই বিচারকর্ত্তৃ বিবরণে বিলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে।

ইহা ইস্রায়েল লোকদের প্রতি পরমেশ্বরের দীর্ঘকাল সহিষ্ণুতার অত্যাশ্চর্য্য আখ্যান, ইহাতে তাঁহার দণ্ড ও দয়া উভয়ই দেখিতে পাই, ফলতঃ লোকেরা পাপ করিলে তাঁহাহইতে দণ্ড প্রাপ্ত হইল, এবং তাহারা অনুতাপ

Digitized by Google

করিলে ক্ষমাও পাইল। এ সমস্ত আমাদের চেতনার নিমিত্তে লিখিত হইয়াছে, অতএব কেহ দুঃসাহসী না হউক, কেননা ঈশ্বর ন্যায়কারী, এবং কেহ নিরাশও না হউক কারণ, তিনি দয়াময় আছেন। এই পুস্তকে লিখিত বিবরণ মধ্যে গিদিয়োন ও বারক্ ও যিপ্তহ্ ও শিমশোন এই কএক জনের বৃত্তান্ত অতি আশ্চর্য্য জানিবা।

বিচার কর্ত্তৃ পুস্তকের যেং কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ২ ; ১৬। প্রে ১৩; ২০।

বিচার কর্ত্তৃদের কার্য্য, ইব্রি ১১; ৩২-৪০।

রূতের পুস্তক।

রূৎ নাম্নী এক স্ত্রীর উপাখ্যান ইহাতে লিখিত আছে এ প্রযুক্ত ইহা রূতের পুস্তক নামে প্রসিদ্ধ। ঐ স্ত্রী মোয়াব দেশ জাত। দুর্ভিক্ষ কালে ইস্রায়েলীয় এক জন সপরিবারে তদ্দেশে গমন করাতে তাহার এক পুত্রের সহিত রূতের বিবাহ হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে অল্প দিনের মধ্যে তাহার স্বামির মৃত্যু হইলে শাশুড়ীর প্রতি স্নেহ এবং সত্য ধর্ম্মে প্রেম প্রযুক্ত সে নারী ঈশ্বরপরায়ণ লোকদের সহিত কালক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিয়া স্বদেশ ত্যাগ করিয়া যিহূদা দেশে আসিয়া বসতি করিতে লাগিল। বোধ হয় শিমূয়েল ভবিষ্যদ্বক্তা রূতাখ্য পুস্তক লিখিয়া থাকিবেন, এবং তাহা বিচারকর্ত্তৃ বিবরণ পুস্তকের অতি প্রয়োজনীয় অংশ করিয়া মানিতে হইবে,

Digitized by Google

কেননা পূর্ব্ব কালের যিহূদীয়েরা উক্ত পুস্তকের অংশ জানিয়া তাহার সঙ্গে যোগ করিয়াছিল, আর তাহা শিমূয়েল গ্রন্থের উপযুক্ত আভাস লিপিও বটে।

রূতাখ্য পুস্তকের চারি অধ্যায় এবং তন্মধ্যে দুই অভিপ্রায় আছে।

১। যিহূদা অবধি দায়ূদ পর্য্যন্ত ত্রাণকর্ত্তার পিতৃকুলেতে ভিন্ন দেশীয় অন্য এক কুল মিলিত হইয়াছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ।

২। যাহারা পরমেশ্বরকে সত্যরূপে আদর করে এবং তাঁহাতে ভারার্পণ করে, প্রভু তাহাদিগকে কোন প্রকারে রক্ষা করেন ইহাও দেখান গিয়াছে।

খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে অন্য দেশীয় আহূত লোকদিগের প্রতিরূপ ঐ রূৎকে বোধ করা যায়। হে পাঠক; রূৎ যেমন নাওমীর পশ্চাদ্গামিনী হইয়াছিল, তেমন তুমিও চিরকালের নিমিত্তে খ্রীষ্টের অনুবর্ত্তী হও। অধ্য ১; ১৬, ১৭।

রূতাখ্য পুস্তকের যে২ কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ৪; ৫, ৬। ম ২২; ২৪।

— ৪; ১৮। ম ১; ৩। লূ ৩; ৩১-৩৩।

শিমূয়েলের প্রথম পুস্তক।

প্রথম ও দ্বিতীয় শিমূয়েল পুস্তককে প্রথম ও দ্বিতীয় রাজাবলি গ্রন্থ বলা যায়। এবং ঐ গ্রন্থ শিমূয়েল পুস্তক নামেও খ্যাত আছে, কারণ শিমূয়েল ভবিষ্যদ্বক্তা ঐ

পুস্তক আরম্ভ করিয়া প্রথম গ্রন্থের চব্বিশ অধ্যায় পর্য্যন্ত লিখিয়াছিলেন। বোধ হয়, নাথন ও গাদ এই দুই ভবিষ্যদ্বক্তা ঐ পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছিলেন, যথা ১ বং ২৯; ২৯। এই পুস্তক ইস্রায়েল জাতীয় ইতিহাসের অংশ এবং লোকদিগকে শিক্ষা দানের জন্যে পরমেশ্বর যে২ ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলেন তাহাদের কর্তৃক তাহা রক্ষিত হইয়াছে।

প্রথম শিমূয়েল পুস্তকে শিমূয়েলের জন্মাবধি শৌলের মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রায় আশী বৎসরের ইতিহাস লিখিত আছে। এই পুস্তক ৩১ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে তিন প্রধান প্রকরণ আছে।

১ প্র। এলীয় যাজক ও বিচারকর্ত্তার বিবরণ এবং তাঁহার দুষ্ট পুত্রদের বৃত্তান্ত এবং শিমূয়েলের জন্ম কথা লিখিত আছে। অধ্য ১-৪।

২ প্র। শিমূয়েলের বিবরণ এবং ঈশ্বরকর্ত্তৃক তাহার যাজক ও বিচারকর্ত্তৃরূপে নিযুক্ত হওনের কথা। অধ্য ৫-১২।

৩ প্র। শৌলের বৃত্তান্ত, তিনি ইস্রায়েলের রাজারূপে ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রথমে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তদ্বিবরণ। অধ্য ১৩-৩১।

শিমূয়েলের প্রথম পুস্তকে বিস্তর মনোহর বিবরণ আছে, তন্মধ্যে শিমূয়েল ও দায়ূদের উপাখ্যান অতি চমৎকার। পরমেশ্বরের উপাসনাহইতে শৌলের বিমুখ হওন ও মতিচ্ছন্ন হইয়া দায়ূদের প্রতি অত্যন্ত তাড়না করণ এবং তাঁহার রাজ্যচ্যুত ও মৃত্যু হওন এবং পরিবারের

Digitized by Google

বিনাশ, এ সকল বিবরণ পাঠকের পক্ষে অতি মনোহর এবং উপদেশ জনক জানিবা।

এলীয়ের পুত্রগণের চরিত্র ও শিমূয়েলের চরিত্র মধ্যে এবং শৌল ও দায়ূদের আচরণের মধ্যে আমরা কেমন বিপরীত ভাব দেখিতে পাই। প্রকৃত ধর্ম্মস্বভাবে মনুষ্যের বিবেচনা ও আচারের অতিশয় বিশেষ বটে। পাপের কঠিন প্রতিফলস্বরূপ যে অপমান ও দুঃখ ও মৃত্যু ইহা আমরা এলীয়ের পুত্রগণ ও শৌল ও নাবলের বিবরণে বিলক্ষণ দেখিতে পাই।

আর দায়ূদ সিংহাসনোপবিষ্ট হওনে বিস্তর তাড়না ভোগ করিয়া অবশেষে তাবৎ শত্রুর উপরে জয়ী হন, এই বিষয়ে তাঁহাকে খ্রীষ্টের স্বরূপ বলা যায়। দায়ূদের সন্তান আমাদের পূজ্য রাজা, ও প্রভুতে আমরা যেন নিষ্ঠ হইয়া তাঁহার অনন্ত রাজ্যের সুখের ভাগী হই, ঈশ্বর এমত অনুগ্রহ করুন।

শিমূয়েলের পুস্তকের যে২ কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ২; ১। লূ ১;৪৬	অধ্য ১৬; ৭। ২ক ১০;৭।
— ৮; ৩। ১তীম৩; ৩	— ২১; ৬। ম ১২;৩,৪।
— ১৩; ১৪। প্রে ১৩;২২	মার্ক ২; ২৫,২৬।
— ১৫; ২২। মার্ক ১২;৩৩	লূ ৬; ৩, ৪।

শিমূয়েলের দ্বিতীয় পুস্তক।

এই পুস্তকে প্রায় চল্লিশ বৎসরের বিবরণ আছে।

Digitized by Google

ইহা দায়ূদ রাজের কর্ত্তৃত্ব কালীন ইস্রায়েল জাতির ইতিহাস প্রণালী। শৌলের মৃত্যুর পরে দায়ূদ যিহূদা বংশের রাজা হন, পরে সাত বৎসরানন্তর শৌলের পুত্র ঈশবোশৎ হত হইলে সমুদয় লোকের উপরে রাজা হইয়াছিলেন। এ পুস্তক ২৪ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাতে প্রধান তিন প্রকরণ আছে।

১ প্র। দায়ূদের রাজত্ব করণেতে বিস্তর জয় লাভ ও সুখ হওন। অধ্য ১-১০।

২ প্র। দায়ূদ ঈশ্বরহইতে বিস্তর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার বিরুদ্ধে পাপ করাতে তাহার বিস্তর দুঃখ ঘটন। অধ্য ১১-১৯।

৩ প্র। পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কৃত পাপের নিমিত্তে প্রকৃত রূপে অনুতাপ করিলে দায়ূদের পুনর্ব্বার সিংহাসন প্রাপ্তি এবং বৃদ্ধকালে বিস্তারিত রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব হইল এতদ্বৃত্তান্ত। অধ্য ২০-২৪।

দ্বিতীয় শিমূয়েল পুস্তকে অতিশয় মনোযোগ যোগ্য এই কএকটি বিষয় আছে, যথা উরিয় ও তাহার ভার্য্যা বিষয়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দায়ূদের পাপ করণ, ও সেই পাপ জন্য তাঁহার অতিশয় অনুতাপ ও নম্রতা। আর দায়ূদের প্রিয়তম পুত্র অবশালোমের অসঙ্গত রাজবিরুদ্ধাচরণ, ও আপন দয়াশীল প্রেমিক পিতার প্রাণ নাশার্থে অনুসন্ধান করণ কালে ঐ রাজ কুমারের অসম্ভ্রম জনক মরণ।

দায়ূদের ভয়ঙ্কর পতনদ্বারা মনুষ্যের ভ্রষ্ট স্বভাবের অত্যন্ত শক্তি দেখিতে পাই, ফলত ঈশ্বর নিজ বলবান

Digitized by Google

হস্তদ্বারা যদি রক্ষা না করেন এবং আপন অনুগ্রহের উত্তমতানুসারে নূতনীকৃত করিয়া পুনর্গ্রহণ না করেন তবে সাধুদিগেরও বিনাশ হয়।

শিমূয়েলের দ্বিতীয় পুস্তকের যে২ কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ৩; ৩৯।	২তীম ৪; ১৪		অধ্য ১২; ২৪।	ম	১; ৬।
—	৭; ১২।	প্রে ১৩; ৩৬	— ১৫; ২৩।	যো	১৮; ১।
—	— ১৬।	যো ১২; ৩৪	— ২০; ৯।	লূ	২২;৪৭।

রাজাবলি পুস্তক।

রাজাবলিগ্রন্থে সুলেমানের অভিষেকের কালাবধি যিরুশালমের বিনাশ কাল পর্য্যন্ত ইস্রায়েলীয় রাজগণের রাজত্ব কালের ৪২৬ বৎসরের ইতিহাস আছে। সুলেমানের রাজত্বকালে ইস্রায়েলীয়দের শ্রীবৃদ্ধি ও রিহবিয়ামের সময়ে লোকদের বিভাগ হওয়াতে দুই রাজ্য স্থাপন ও তদ্দুই রাজ্যের হ্রাসতা ও ইস্রায়েল রাজ্যের সম্পূর্ণ ধ্বংস, এবং যিহূদার নাশ ও দাসত্ব ইত্যাদি বিবরণ, ঐ রাজাবলি পুস্তকে লিখিত আছে।

কেহ২ বোধ করেন, যে দায়ূদ ও সুলেমান ও হিস্কিয় ইহাঁরা আপন২ রাজত্বের বিবরণ লিখিয়াছেন, এবং নাথন ও গাদ ও যিশয়িয় ও যিদ্দো আদি ভবিষ্যদ্বক্তারা আপন২ সময়ের ইতিহাস লিখিয়াছেন এবং সমুদয় বিবরণ যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তা কর্তৃক শ্রেণীবদ্ধ হয়।

Digitized by Google

প্রথম রাজাবলি পুস্তক।

প্রথম রাজাবলিগ্রন্থে সুলেমানের অভিষিক্ত হওনাবধি অর্থাৎ খ্রীষ্ট জন্মের ১০১৫ বৎসর পূর্ব্বাবধি যিহোশাফটের মৃত্যু পর্য্যন্ত অর্থাৎ খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্ব ৮৮৯ বৎসর পর্য্যন্ত ১২৬ বৎসরের বিবরণ লিখিত আছে। এই পুস্তক ২২ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে আর তন্মধ্যে দুই প্রধান প্রকরণ আছে।

১ প্র। দায়ূদের জীবন কালে সুলেমানের সিংহাসনে উপবেশনের বিবরণ, এবং কিনান দেশের অধিপতি হইলে তাঁহার প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পায় তদ্বৃত্তান্ত। অধ্য ১-১১।

২ প্র। সুলেমানের পুত্র রিহবিয়ামের অহঙ্কার ও অজ্ঞানতা দোষে ইস্রায়েল দেশ দুই রাজ্যেতে বিভক্ত হয় এবং যিহোশাফটের মৃত্যু পর্য্যন্ত ঐ রাজদ্বয়ের বিবরণ। অধ্য ১২-২৫।

প্রথম রাজাবলি গ্রন্থে অনেক অপূর্ব্ব কথা আছে, তন্মধ্যে বিশেষ মনোযোগযোগ্য এই ২ বিষয়।

১। পরমেশ্বর দত্ত নিদর্শনানুসারে অতি নিপুণ লোক দ্বারা সুলেমানের অদ্ভুত মন্দির নির্ম্মাণ ও তৎপ্রতিষ্ঠা।

২। সুলেমানের রাজ্যোন্নতি খ্রীষ্টের শান্তি ও উন্নতিযুক্ত রাজত্বের নিদর্শনস্বরূপ।

৩। ইস্রায়েল দুই রাজ্যে বিভক্ত হয়।

৪। মিসর দেশের রাজা শীশক যিরূশালম নগর

হস্তগত করিলে মন্দির ও রাজবাটীর স্বর্ণাদি ধন অপহৃত হওয়াতে ইস্রায়েল রাজ্যের মহত্ত্ব লুপ্ত হইল। রিহবিয়ামের রাজত্বের পঞ্চম বৎসরে এই দুর্দশা ঘটিয়াছিল। ইহা পাপের প্রতিফলদাতা পবিত্র পরমেশ্বর কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছিল, ফলতঃ পরমেশ্বরের সেবা ত্যাগ করিয়া প্রতিমা পূজার রীতি স্থাপন জন্য রিহবিয়ামের দুষ্টতার সমুচিত দণ্ড প্রদানার্থে তাহা ঘটিল। ১ রাজা ১৪; ২১২৮। ২ বং ১২; ১-১১।

৫। এলীয় ভবিষ্যদ্বক্তার অদ্ভুত সেবাকার্য্য এবং বাল দেবতার যাজকদের বিনাশ।

রাজাবলির প্রথম পুস্তকের যে২ কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ২; ১০। প্রে ২; ২৯	অধ্য ১৩; ৬। প্রে ৮; ২৪।
—১৩; ৩৬	—১৭; ১-৯। লূ ৪; ২৫, ২৬।
—৭; ৬-১২। যো ১০; ২৩	—১৮; ৪২। যাক্৫; ১৭, ১৮।
প্রে ৩; ১১	-১৯; ১০-১৮। রো ১১; ৩, ৪।
—৮; ৪৬। ১যো ১; ৮-১০	—২১; ১০। প্রে ৬; ১১।
— ১০; ১। ম ১২; ৪২	
—১০; ১। লূ ১১; ৩১	

দ্বিতীয় রাজাবলি পুস্তক।

দ্বিতীয় রাজাবলি ইস্রায়েল জাতির ইতিহাসের অংশ, ফলতঃ যিহোশাফটের মৃত্যু কালাবধি (খ্রীষ্ট জন্মের ৮৮৯

Digitized by Google

পূর্ব্ব) বাবিলের রাজা নিবুখদ্নিৎসর কর্তৃক যিরূশালম নগর ও তত্রস্থ সুশোভিত মন্দিরের ধ্বংস কাল পর্য্যন্ত (খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৫৮৮ বৎসর) অর্থাৎ ৩০০ বৎসরের ইতিহাস ইহাতে লিখিত আছে, এই গ্রন্থ ২৫ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাতে দুই প্রধান প্রকরণ আছে।

১ প্র। অশূরীয়দের দ্বারা ইস্রায়েল রাজ্যের নাশ ও লোকদের দাসত্বে নীত হওন পর্য্যন্ত ইস্রায়েল ও যিহূদা দুই রাজ্যের পরম্পরানুক্রমে বিবরণ। অধ্য ১—১৭।

২ প্র। নিবুখদ্নিৎসর কর্তৃক যিহূদা রাজ্যের জয় ও যিরূশালম নগরের বিনাশ কাল পর্য্যন্ত, যিহূদা রাজ্যের অবশিষ্ট ইতিহাস। এবং রাজ্য জয়ের পর যাহারা বাঁচিয়া ছিল, তন্মধ্যে কতক গুলি কৃষক লোক ছাড়া আর সকলে বন্দিরূপে বাবিল নগরে নীত হইয়াছিল তদ্ বিবরণ।

দ্বিতীয় রাজাবলি গ্রন্থে লিখিত অত্যাশ্চর্য্য কথা এই।

১। এলিয়ের কার্য্য সিদ্ধ হওন প্রযুক্ত অগ্নিবৎ রথারোহে স্বর্গারোহণ।

২। ইলীশা ভবিষ্যদ্বক্তার কার্য্য।

৩। অত্যন্ত দুষ্টতা প্রযুক্ত ইস্রায়েল রাজ্যের সম্পূর্ণ বিনাশ।

৪। যিরূশালম নগর ও তত্রস্থ মন্দিরের ধ্বংস।

৫। সত্যেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া প্রতিমার পূজা করাতে এবং দেবপূজকদের ন্যায় অতি কুকর্ম্ম প্রযুক্ত বাবিলে যিহূদীয়দের বন্দিরূপে নীত হওন। ইহার মধ্যে অতি মনোযোগ যোগ্য একটি কথা আছে, সে

Digitized by Google

এই, দশগোষ্ঠার উপরে যে ঊনবিংশতি জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিল, তাহারা সকলেই অধার্ম্মিক ও পাষণ্ড ছিল, তাহাদের দুর্নীতিতে প্রজাদের দোষের বৃদ্ধি হওয়াতে অবশেষে তাহাদের সর্ব্বনাশ হইল। আর যিহূদা রাজ্যেতেও অনেক দুষ্ট রাজা ছিল বটে, কিন্তু সেই রাজ্যেতে ঈশ্বরকে ভয়কারি অনেক অধিপতিও ছিলেন, তাঁহারা লোকদের আচার শোধনার্থে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত ঈশ্বর তাঁহাদের শাস্তি প্রদান করিতে কতক দিনের নিমিত্তে ক্ষান্ত ছিলেন।

দ্বিতীয় রাজাবলি গ্রন্থের যে ২ কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ১; ৮।	ম ৩; ৪	অধ্য ৪;৪২-৪৪।	লূ ৯;১৩-১৭।
— — ১০।	লূ ৯; ৫৪	— ৫; ১৪	—৪; ২৭।
— ৪; ২৯।	— ১০; ৪	— ৬; ২২	রো ১২;২০।
— — ৩৪।	প্রে ২০; ১০		

প্রথম ও দ্বিতীয় বংশাবলি।

ইষ্রা ভবিষ্যদ্বক্তা সাধারণ স্মরণার্থক লিপিহইতে সংগ্রহ করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় বংশাবলি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন, এই পুস্তকদ্বয়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ইতিহাসের সার অংশ আছে। ফলতঃ সৃষ্টিকালাবধি বাবিল নগরে যিহূদীয়দের দাসত্বে নীত হওন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম পুস্তকোক্ত ৩৪৬৮ বৎসরের সংক্ষেপ বিবরণ।

Digitized by Google

কালক্রমিক প্রাচীন সত্য ইতিহাস জ্ঞাপনার্থে এবং ঈশ্বর প্রকাশিত কথা যাহা অন্য কোন পুস্তকে লিখিত হয় নাই, তাহা লিখিয়া ইতিহাস পূর্ণ করণাভিপ্রায়ে বংশাবলি পুস্তক লিখিত হইয়াছে। ঈশ্বরের অতি অনুগৃহীত অথচ অকৃতজ্ঞ লোকের প্রতি তাঁহার যে ব্যবহার তদ্বৃত্তান্ত এই পুস্তকদ্বয়ে দেখিতে পাই। এই পুস্তকে লিখিত দায়ূদ ও যিহোশাফট ও হিষ্কিয়ের বিবরণ দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে রাজ্যে সাধু রাজা হইলে প্রজাদের অতিশয় মঙ্গল, আর রাজ্যে অধর্ম্ম ও দুষ্টতার বৃদ্ধি হইলে রাজ্যস্থ লোকের অতিশয় অমঙ্গল হয়।

বংশাবলি গ্রন্থদ্বয়েতে চারি প্রধান প্রকরণ আছে।

১ প্র। আদম অবধি ইস্রা পর্য্যন্ত বংশাবলির বিবরণ। অধ্য ১-৯।

২ প্র। শৌল ও দায়ূদ রাজের কর্তৃত্ব কালীন ইস্রায়েলীয়দের ইতিহাস। অধ্য ১০-২৮।

৩ প্র। সুলেমানের রাজত্ব কালের সংযুক্ত রাজ্যোন্নতির বিবরণ। অধ্য ২৯। ২ বং ৯।

৪ প্র। দশ গোষ্ঠীর উপরে ভিন্ন২ রাজাদের কর্তৃত্ব কালাবধি বাবিলীয় লোকদের কর্তৃক ইস্রায়েলীয়দের দাসত্ব পর্য্যন্ত যিহূদা রাজ্যের বৃত্তান্ত। অধ্য ১০-৩৬।

এই গ্রন্থদ্বয় মধ্যে বংশাবলির বিবরণ আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু ইব্রাহীমের বংশশ্রেণীর মধ্যে খ্রীষ্টের জন্ম হইয়াছিল, তদ্বংশ বিবরণ অত্যাশ্চর্য্য।

Digitized by Google

প্রথম বংশাবলি গ্রন্থের যে২ কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ১৭; ১৪। লূ ১; ৩৩
— ২৩; ১৩। ইব্রু ৫; ৪
— ২৯; ২। প্র ২১; ১৮-২১
২৯; ৯।২ক ৯; ৭

অধ্য২৯; ১১। মথি ৬; ১৩।
১তীম ১; ১৭।
প্র ৫; ১৩।
—২৯; ১২।রো১১; ৩৬।

দ্বিতীয় বংশাবলি।

অধ্য ৩; ১৪। ম ২৭; ৫১
ইব্রু ৯; ৩
— ১২; ৬। যাক ৪; ১০
— ১৫; ৬। ম ২৪; ৭
— ১৬; ১৪। যো ১৯; ৩৯, ৪০

অধ্য১৯; ৭। রো ২; ১১।
— ২৮; ১৫। লূ ৬; ২৭-২৮।
রো১২; ২০।
-৩৬; ১৫-১৭। ম ২৩; ৩৪।

ইস্রা।

ইস্রা যাজক এই গ্রন্থ লিখিবাতে তাঁহার নামানুসারে ইহাকে ইস্রা পুস্তক বলা যায়। এ গ্রন্থ যিহূদীয় ইতিহাসের অতি প্রয়োজনীয় অংশ, ফলতঃ যিহূদীয়েরা বাবিলে ৭০ বৎসর দাসত্বে থাকিয়া যে সময়ে স্বদেশে পুনরাগমন করিল, তৎকালাবধি অর্থাৎ খসু রাজের আজ্ঞা দেওনাবধি ইস্রা দ্বারা পুনর্ব্যবস্থা স্থাপন

Digitized by Google

পর্য্যন্ত যিহূদীয়দের ১০০ বৎসরের বিবরণ ইহাতে লিখিত আছে।

ইস্রা পুস্তক দশ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে দুই প্রকরণ আছে।

১ প্র। সিরুব্বাবিলের কর্তৃত্বাধীনে যিহূদীয়দের স্বদেশে পুনরাগমন, এবং অনেক বাধা সত্ত্বেও যিরূশালমের মন্দির নির্ম্মাণ। অধ্য ১-৬।

২ প্র। ইস্রা যাজকের যিরূশালমে উপস্থিত হওন, এবং মূসার ব্যবস্থানুসারে ধর্ম্ম কর্ম্মের বিধি স্থাপন। অধ্য ৭-১০।

খসু রাজা আপন মাতুল বাবিলের রাজার পদাভিষিক্ত হইয়া যিহূদীয় বন্দিদিগের মুক্তি আজ্ঞা ঘোষণা করান, তাহাতেই তাহারা স্বদেশ প্রাপ্ত হইল। খসুরাজ করুণাময় পরমেশ্বরহইতে প্রবৃত্তি পাইয়া যিহূদীয়দিগকে কেবল মুক্তি দিলেন তাহা নয়, যিরূশালমস্থ ঈশ্বরমন্দিরহইতে পূর্ব্বে যে সকল স্বর্ণ রৌপ্য পাত্র হৃত হইয়াছিল, সে সমস্ত ফিরাইয়া দেন।

ইস্রাগ্রন্থ মধ্যে এইটি অতি অপূর্ব্ব কথা। ফলতঃ ঈশ্বরেচ্ছাধীনে দানিয়েলের প্রাদুর্ভাবে যিহূদীয়দের মুক্তি ও পবিত্র পাত্রের পুনর্দান হইল। ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা পরম জ্ঞানী ও সরল ও সাধু ছিলেন, ইহা বাবিলস্থ সকল লোক স্বীকার করিত। তিনি ঐ সকল সদ্গুণ হেতু উচ্চপদাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহা কেবল নয়, শত্রুদিগের পাপজনক কুমন্ত্রণার প্রতি জয়ী হওনানন্তর খসুরাজের অবর্ত্তমানে তিনি সিংহের খাতহইতে ঈশ্বর

Digitized by Google

কর্ত্তৃক আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার সারল্য বিলক্ষণরূপে প্রকাশিত হওয়াতে রাজা তাঁহার প্রতি আরো বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। অপর রাজার সহিত ধর্ম্ম বিষয়ক কথোপকথন কালে তিনি তাঁহাকে যিশয়িয় ও যিরিমিয় কর্ত্তৃক কথিত ভবিষ্যদ্বাণী অবগত করাইলেন, ঐ ভাবিবাক্যে যিহূদীয়দের মুক্তির বিষয় বিশেষ রূপে কথিত ছিল। এবং বাবিলের জয়কারী খসু রাজ স্বকীয় নাম পর্য্যন্ত উল্লেখিত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন, কেননা যিহূদীয়দের মুক্তি ঘোষণা করিতে তিনি যে আজ্ঞা প্রকাশ করেন তাহাতে ভবিষ্যদ্বাক্যোক্ত মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছিল। ফলতঃ ঐ আজ্ঞায় তিনি ইহা প্রকাশ করেন, "স্বর্গীয় প্রভু পরমেশ্বর পৃথিবীর সকল রাজ্য আমাকে দিলেন, এবং যিহূদা দেশস্থ যিরূশালমে তাঁহার মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করাইতে আমাকে আজ্ঞা দিলেন।" ইস্রা ১; ২।

ইস্রার তাবৎ কর্ম্মেতে তাঁহার ঔৎসুক্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠা অতিশয় রূপে প্রকাশিত আছে। যিহূদীয়েরা তাঁহাকে দ্বিতীয় মূসা জ্ঞান করাতে তাঁহার নাম স্মরণ মাত্রে তাঁহার সম্মান বোধক ভাব প্রকাশ করিত। তিনি যিহূদীয়দের ধর্ম্ম মত শোধন করিয়া প্রাচীন পবিত্রতা প্রাপ্ত করাইতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্ম গ্রন্থ যত্নপূর্ব্বক শুদ্ধ করিয়া সুশৃঙ্খলামতে স্থাপন করিয়াছিলেন, আর প্রাচীন পুস্তকহইতে সার সংগ্রহ করিয়া সুধারামতে বংশাবলি পুস্তক প্রস্তুত করেন, তাহাতে আপন সময়ের ইতিহাসও লিখিয়া

Digitized by Google

১২০ বৎসর বয়সে মরিয়াছিলেন, ঐ গ্রন্থ নিহিমিয় কর্ত্তৃক সমাপ্ত হয়।

ইষ্রাগ্রন্থের যে২ কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য	১;	৫।	ফি	২;	১৩।
—	৩;	৭।	প্রে	১২;	২০।
—	৮;	২২।	রো	৮;	২৮।
—	৯;	৬।	প্র	১৮;	৫।
—	-	১৪।	যো	৫;	১৪।
—	—	১৫।	রো	৩;	১৯।

নিহিমিয়।

যিরূশালম নগরের কর্ত্তা নিহিমিয় কর্ত্তৃক ঐ নগরের সংস্কার ও লোকাচার শোধন বিষয় নিহিমিয় পুস্তকে লিখিত আছে। ঐ খ্যাত্যাপন্ন ব্যক্তি যিহূদীয় বন্দিদের মধ্যে এক জন ছিলেন। পারস্য রাজা তাঁহাকে মনোনীত করিয়া আপন পানপাত্রধারী করিয়া নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ইহা আশিয়াখণ্ডস্থ লোকদের নিকটে অতি সম্ভ্রমের কার্য্য রূপে গণিত হয়।

ইষ্রা যে কালের বিবরণ লিখিয়াছিলেন, নিহিমিয় তাহার পর কতক বৎসরের ইতিহাস লিখিয়াছেন। ইষ্রার মৃত্যুর প্রায় তের বৎসর পরে নিহিমিয় যিরূশালমে উপস্থিত হন। তিনি প্রায় দ্বাদশ বৎসর যিহূদা দেশের

Digitized by Google

শাসন করিয়া অর্ত্তসস্ত রাজার নিকটে গমন করিলেন এবং তাঁহাহইতে এক পত্র পাইয়া যিরূশালমে পুনরাগমন করিলেন। সর্ব্বসুদ্ধা যিহূদা দেশে ৩৪ বৎসর কর্ত্তৃত্ব করিলেন, এই গ্রন্থ আদিভাগের শেষ ইতিহাস পুস্তক। ফলত জগৎ সৃষ্টির ৩৫৮৪ বৎসরের পর অর্থাৎ খ্রীষ্ট জন্মের ৪২০ বৎসর পূর্ব্বে নিহিমিয়ের মরণকাল পর্য্যন্ত আদিভাগের ইতিহাসের শেষ হয়।

নিহিমিয় পুস্তক ৩ অধ্যায়ে বিভক্ত, তন্মধ্যে চারি প্রকরণ আছে।

১ প্র। রাজার পত্র লইয়া যিরূশালমে নিহিমিয়ের গমন। অধ্য ১-২।

২ প্র। যিরূশালমের প্রাচীর গ্রন্থন। অধ্য ৩-৬।

৩ প্র। ধর্ম্ম কর্ম্ম বিষয়ক বিধির শোধন এবং পরমেশ্বরের সেবার্থে পত্র মুদ্রাঙ্কন। অধ্য ৭-১২।

৪ প্র। দ্বিতীয় বার লোকাচার শোধন। অধ্য ১৩। নিহিমিয় পুস্তক মধ্যে অতি খ্যাত্যাপন্ন নিহিমিয়ের দুর্লভ সদ্গুণের কথা অত্যাশ্চর্য্য ও স্মরণীয়। কেননা নিরাকাঙ্ক্ষতা, ও সর্ব্বহিতৈষিতা, ও স্বদেশ মঙ্গল চেষ্টা ও পরিণামদর্শিতা, ও সাহস ও ঔৎসুক্য এবং যে সকল গুণ থাকিলে মনকে উদার করে, ও যাহাতে ঈশ্বর পরায়ণতা ব্যক্ত হয়, এ সকল গুণ প্রযুক্ত ইব্রীয় লোক মধ্যে নিহিমিয় চিরস্মরণীয় এবং স্বদেশ মঙ্গলেচ্ছুকদের আদর্শ স্বরূপ জানিবা।

Digitized by Google

নিহিমিয় গ্রন্থের যে ২ কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ৩; ১। যো ৫; ২।
— ৮; ৬। ১ক ১৪; ১৬। ১ তীম ২; ৮।
– ৯; ৬। প্র ১৪; ৭।
— ৯; ১৩। রো ৭; ১২।
— — ১৯। ১ক ১০; ১।
— — ২৯। গল ৩; ১২।

ইষ্টের।

এই পুস্তকে ইষ্টের নাম্নী এক স্ত্রীর বিবরণ আছে, এই হেতু ইহাকে ইষ্টের পুস্তক বলা যায়। পিতৃমাতৃ হীনা যিহূদীয়া বন্দী এক কন্যা পারস্ব সিংহাসনের অধিকারিণী হওয়াতে যিহূদীয়েরা রক্ষা পাইয়াছিল, ইহাতে ঈশ্বরের যে আশ্চর্য্য তত্ত্বাবধারণ প্রকাশ তাহা এই পুস্তকে লিখিত আছে, এই ঘটনা ইষ্রার সময়ে হইয়াছিল। আর ইষ্রা গ্রন্থ মধ্যে যে অর্তসস্ত উক্ত আছে, বোধ হয়, তাঁহারই নামান্তর অহস্বের।

ইষ্টের পুস্তক দশ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, এবং তাহাতে তিন প্রকরণ আছে।

১ প্র। বন্দিত্ব দুঃখাবস্থাহইতে ইষ্টেরের পারস্ব রাজের রাণী হওন, এবং রাজ সন্নিধানে তাঁহার পিতৃব্যের বিশেষ কার্য্য করণ। অধ্য ১-২।

২ প্র। হামনের উন্নতি ও যিহূদীয়দের বিনাশার্থে তাহার কৌশল। অধ্য ৩-৫।

Digitized by Google

৩ প্র। হামনের কুমন্ত্রণা বিফল হওন, এবং তাহার লজ্জাকর উপযুক্ত দণ্ড। অধ্য ৬-১০। যিহূদীয়দের এইরূপ রক্ষার স্মরণার্থে পিউরিম নামে পর্ব্ব স্থাপিত হয়, তাহারা অদ্যাপি ঐ পর্ব্ব পালন করিয়া থাকে।

ইষ্টের গ্রন্থের যে২ কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ৩; ৮।	প্রে ১৬; ২০।
— ৫; ৩।	মা ৬; ২৩।

কবিতা রচিত পুস্তকের বিবরণ।

ধর্ম্ম পুস্তকের যে২ গ্রন্থের বিবরণ পূর্ব্বে লিখিলাম, তন্মধ্যে কোন২ অংশ ছাড়া সে সমস্ত গদ্যেতে রচিত আছে, কিন্তু পশ্চাল্লিখিতব্য পাঁচ গ্রন্থ এবং ভবিষ্যদ্বক্তাদের গ্রন্থের অধিকাংশ ইব্রীয় ছন্দেতে লিখিত আছে জানিবা। ফলতঃ আয়ূবের বিবরণ ও দায়ূদের গীতও হিতোপদেশ, ও উপদেশ গ্রন্থ ও সুলেমানের পরম গীত এই কএক গ্রন্থ কবিতাতে রচিত আছে। পূর্ব্ব উল্লেখিত গ্রন্থাপেক্ষা এই কএক গ্রন্থে তত্ত্ব জ্ঞানের কথা অধিক আছে, তন্মধ্যে লিখিত বিশেষ উপদেশ প্রযুক্ত এসকল গ্রন্থ খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। এ সকল পুস্তকেতে লিখিত বিষয়ের ভাবজ্ঞ হইতে গেলে সে সকল গ্রন্থ অতি ভক্তি পূর্ব্বক মনোনিবেশ করিয়া পাঠ করিতে হইবে। বিশেষ উপদেশ প্রযুক্ত আয়ূবের

Digitized by Google

বিবরণ পুস্তক প্রসিদ্ধ, ও দায়ূদের গীত প্রার্থনাদি ধর্ম্মকর্ম্ম ও ভবিষ্যদ্বাক্য সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ও হিতোপদেশ গ্রন্থ ব্যবহার সম্বন্ধীয় এবং উপদেশ পুস্তক পশ্চাত্তাপ সম্বন্ধীয়, আর সুলেমানের পরম গীত খ্রীষ্টের প্রতি ভক্তদের প্রেমাদি বিষয়ক গ্রন্থ জানিবা।

আয়ূবের বিবরণ পুস্তক।

আয়ূবের বিবরণ এই পুস্তকে লিখিত আছে, এই প্রযুক্ত ইহার নাম আয়ূবের বিবরণ পুস্তক। ইহাতে ঐ বিশিষ্ট ব্যক্তির অপূর্ব্ব ঈশ্বরপরায়ণতা ও ধনবত্তা ও দুঃখ এবং পূর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্তি ইত্যাদি বিবরণ আছে। ঐ ব্যক্তি অরবীয় ও মিসর এই উভয় দেশের সীমাস্থিত ইদোম দেশে বসতি করিতেন। বোধ হয় এসৌর প্রপৌত্র যে যোবব তিনিই আয়ূব ছিলেন; ১ বং১; ৪৪। তিনি মূসার কতক বৎসর পূর্ব্ব বা সমকালস্থায়ী ছিলেন; সে যাহা হউক, অনেক টীকাকারেরা বলেন, তিনি ইব্রাহীমের এক শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। তাহা হইলে আয়ূব নোহ অবধি ইব্রাহীম পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের ভক্তশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী ছিলেন। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে আয়ূবের বিবরণ পুস্তক আয়ূব আপনি লিখিয়াছেন, এবং যে প্রকার শ্রেণীবদ্ধ রূপে আমাদের হস্তগত আছে, বোধ হয় তাহা মূসা করিয়া থাকিবেন। আর আদিপুস্তককে যদি প্রাচীন বোধ করা যায়, তবে আয়ূবের বিবরণ পুস্তককে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গণিতে হইবে।

Digitized by Google

আয়ূবের বিবরণ পুস্তক বেয়াল্লিশ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে পাঁচ প্রকরণ আছে।

১ প্র। আয়ূবের সাধুতা ও পরিবার ও ঐশ্বর্য্য ও দুঃখ এবং বন্ধুগণের বিবরণ। অধ্য ১-২।

২ প্র। আয়ূব ও তাঁহার তিন বন্ধুর মধ্যে যে বাদানুবাদ হয় তদ্বিষয়ক কথা। অধ্য ২-৩১।

৩ প্র। আয়ূবের অল্প বয়স্ক ইলীহূ নামক এক মিত্রের জ্ঞানদায়ক উপদেশ। অধ্য ৩২-৩৭।

৪ প্র। পরমেশ্বর ঘূর্ণবায়ু মধ্যে থাকিয়া ভয়ঙ্কররূপে যে মহাজ্ঞান প্রকাশ করেন তদ্বিবরণ। অধ্য ৩৮-৪১।

৫ প্র। আয়ূবের সুস্থতা, ও বন্ধুবান্ধব সম্পত্তি পরিজন পুনঃপ্রাপ্তি ও বলিদান করণ এবং অপবাদকারি মিত্রদের কারণ মধ্যস্থালী করণ। অধ্য ৪২।

এই সকল সাধু ব্যক্তিদের যে ২ কথোপকথন হইয়াছিল তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনার যোগ্য বটে। আয়ূবের চরিত্র বিষয়ে তাঁহার মিত্রদের অতিশয় ভ্রম ছিল, অর্থাৎ তাহারা বোধ করিয়াছিল, যে পরমেশ্বর আপন সরল সেবকদিগকে কখন দুঃখ দেন না, ফলতঃ আয়ূব যে প্রকার দুঃখভোগ করিতেছে, তিনি নিজ দাসকে এমত উৎকট ক্লেশ কদাচ দেন না, এই প্রকার বিতর্ক করিয়া তাহারা আয়ূবকে পাপিষ্ঠ ও কাল্পনিক কহিয়া তাঁহাকে কঠিন রূপে তিরস্কার করিয়া ঈশ্বর নিকটে অনুতাপ করিতে তাঁহাকে পরামর্শ দিল।

আয়ূব আপন সরলতা ও নির্দ্দোষতার পক্ষের দোষ খণ্ডনার্থে দৃঢ়রূপে কহিলেন, যে ঈশ্বর সাধুদের বিশ্বাস

Digitized by Google

ও আজ্ঞাবহত্বের পরীক্ষার্থে তাহাদিগকে দুঃখ দিয়া থা-কেন। কিন্তু আয়ূবের অনেক কথা অনুপযুক্ত বটে, কারণ তিনি তাহাদের কথায় মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া স্বচরিত্রের বিষয়ে অপবাদকারি বন্ধুদের নিকটে গর্ব্ব করিয়াছেন, তাহা কেবল নয়, বরং ঈশ্বরের নিকটেও করিয়াছেন।

ইলীহূ যিনি তাহাদের মধ্যে মধ্যস্থ হইলেম, তিনি আয়ূবের অপবাদকারি মিত্রদিগকে দোষ দিলেন, যেহেতু তাহারা অধার্ম্মিকের ন্যায় আয়ূবকে ভৎর্সনা করিয়াছিল। আর তিনি আয়ূবকেও ভৎর্সনা করিলেন, কেননা তিনি অবিবেচকের ন্যায় অনেক অসৎ উক্তি করিয়াছিলেন।

আয়ূবের বিবরণপুস্তকে অতি পূর্ব্বকাল সম্বন্ধীয় অত্যা-পূর্ব্ব কথা আছে, তদ্দারা আমরা অবগত হইতেছি, যে অতি পূর্ব্বকালীন লোকদেরও সত্য ধর্ম্মের মূল বিষয় ছিল, এই হেতু এই গ্রন্থ অতি প্রসিদ্ধ।

আয়ূবের বিবরণপুস্তকে অন্যান্য অত্যাবশ্যক বিষয় ছাড়া পশ্চাল্লিখিত এই২ বিবরণ আছে।

১। সর্ব্বশক্তিমান্ অনাদি অনন্ত অদ্বিতীয় পরমেশ্বর কর্ত্তৃক জগতের সৃষ্টি।

২। ঐ সৃষ্টিকর্ত্তার তত্ত্বাবধারণ দ্বারা জগতের সর্ব্বত্র সর্ব্বদা শাসন।

৩। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর বুদ্ধিবিশিষ্ট প্রাণিদ্বারা জগতের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পন্ন করেন।

৪। ঐ প্রাণিদের মধ্যে কতক গুলি জীব আদিবিশ্বস্ততা ও গৌরব ও সুখানন্দহইতে পতিত হইল, তাহাদের মধ্যে শয়তান প্রধান।

Digitized by Google

৫। ঐ প্রাণি সকল সৃষ্টিকর্ত্তার অধীন, এবং তাঁহার নিকটে নিরূপিত সময়ে তাহাদের সকলের আপন২ কর্ম্মের নিকাশ দিতে হইবে।

৬। আদম বংশজাত প্রত্যেক মনুষ্য ভ্রষ্টস্বভাব বিশিষ্ট এবং পাপজাত।

৭। পাপিলোকেরা স্বকৃত অধর্ম্মের কারণ প্রায়শ্চিত্তার্থক বলিদান করিলে তাহাদের প্রতি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর তুষ্ট হন।

৮। পরমেশ্বর কখন২ স্বীয় গৌরবার্থে এবং নিজ সেবকের হিতার্থে উৎকট দুঃখ প্রদানদ্বারা অতিপ্রিয় সেবকদেরও প্রত্যয় ও প্রেমের পরীক্ষা করেন।

৯। অতি পূর্ব্বকালীন অনেক দেশীয়েরা অপেক্ষিত ত্রাণকর্ত্তার প্রত্যাশা করিয়াছিল।

১০। মৃত লোকদের পুনরুত্থান এবং সাধুদের পরকালে সুখাবস্থা হইবে, ইহা প্রত্যয় করিয়া ঈশ্বর পরায়ণ লোকেরা প্রকৃত সান্ত্বনা পাইয়াছিল।

Digitized by Google

আয়ূব পুস্তকের যে ২ কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ১; ৭। ১ পি ৫; ৮
— — — প্র ১২; ৯, ১০
— —২১। ১ তীম ৬; ৭
— — — ইফি ৫; ২০
— — —১ থিস্ ৫; ১৮
—২; ১০। যাক্ ৫; ১১
—৪; ১৮। ২ পি ২; ৪
—৫; ১৩। ১ ক ৩; ১৯
— —১৭। ইব্রু ১২; ৫
— —১৯। ১ ক ১০; ১৩

অধ্য ১২; ১০। প্রে ১৭; ২৮।
— ১৪; ১২। — ৩; ২১।
— ১৯; ২৫। ২ তীম ১; ১২।
— — ২৬, ফি ৩; ২০
— — —২৭। ২১।
— — — ১ যো ৩; ২।
— — — ১ ক ১৩; ১২।
—২২; ৬, ৭। ম ২৫; ৪২।
—২৭; ৮। —১৬; ২৬।
—৩৩; ২৭। লূ ১৫; ১০, ২১।
—৪২; ৮। যাক ৫; ১৬।

গীতপুস্তকের বৃত্তান্ত।

গীত পুস্তকে পারমার্থিক গীত ও ধ্যান ও প্রার্থনা বিষয়ক কথা আছে। এবং কথিত আছে, যে ইহার আদি গ্রন্থ নানাবিধ ইব্রীয় ছন্দেতে রচিত হইয়াছিল। দায়ূদ এই গ্রন্থের অধিকাংশ লিখিয়াছিলেন, এই হেতু ইহার প্রসিদ্ধ নাম দায়ূদের গীত পুস্তক হইয়াছে। এবং মূসা ও হেমন ও আসফ্ ও যিদূথূন্ এবং অন্যান্য ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ কর্ত্তৃক অবশিষ্টাংশ লিখিত হয়।

বোধ হয় দায়ূদের গীত পুস্তক, সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রের সারসংগ্রহ, ও প্রার্থনাদি ধর্ম্মকর্ম্মের উপযোগি। আর

Digitized by Google

ঈশ্বরের আরাধনা বিষয়ে মণ্ডলীস্থ লোকেরা যেন শিক্ষা পায় ও সাধুলোকেরা যেন সাহায্য প্রাপ্ত হয়, তদভিপ্রায়ে এগ্রন্থ লিখিত হয়। ফলতঃ বিস্তর গীত নানা প্রকার ছন্দে রচিত হওয়াতে, যিহূদীয়েরা ঈশ্বরের ভজনাকালে যন্ত্রের সহিত সে সমস্ত গান করিত। এই পুস্তক দ্বারাতে ধার্ম্মিক লোক সর্ব্বকালে যথেষ্ট উপকার পাইয়াছে।

ত্রাণকর্ত্তাকে প্রকাশ করণ ও সাধুদের নানা প্রকার অবস্থা দর্শাওন এই দুইটি বিষয় হইয়াছে এই গ্রন্থের বিশেষ তাৎপর্য্য। দায়ূদ আশ্চর্য্যরূপে ইস্রায়েলের রাজা ও ভবিষ্যদ্বক্তা হইবাতে খ্রীষ্টের প্রধান প্রতিবিম্বস্বরূপ ছিলেন। আর যিহূদীয়েরা খ্রীষ্টাশ্রিত লোকদের দৃষ্টান্তস্বরূপ, ও তাহাদের শত্রুগণ খ্রীষ্ট মণ্ডলীর শত্রুগণের ছায়াস্বরূপ, এবং তাহাদের প্রাপ্ত জয় খ্রীষ্টীয়ানদের প্রাপ্তব্য জয়ের প্রতিবিম্বস্বরূপ ছিল।

দায়ূদের গীত পুস্তক পাঠ করিয়া তন্মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে নিম্নের লিখিত বিষয়ে মনোযোগ করা উচিত।

১। আমরা যেন প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তকের জ্ঞান প্রাপ্ত হই, বিশেষতঃ শিমূয়েল গ্রন্থে ও ১ বংশাবলি গ্রন্থে যেমত লিখিত আছে তদনুযায়ি দায়ূদের বিবরণ জ্ঞাত হই।

২। অন্তভাগের লেখকেরা খ্রীষ্ট ও তন্মণ্ডলীর প্রতি গীতের যে২ ভাব দিয়াছে তাহাতে মনোযোগ করা আমাদের অত্যাবশ্যক।

৩। আমাদের নূতন ও পারমার্থিক মনের প্রয়োজন আছে। প্রত্যয়িজন যতই ধার্ম্মিকতাতে বৃদ্ধি পাইবে, ততই ঐ গীতেতে ঐশ্বরিক উত্তমতা অনুভব করিতে

Digitized by Google

পারিবে, এবং ঐ গীতের স্বর্গীয় সান্ত্বনাদায়ক গুণও জানিতে পারিবে।

আর গীতের নানা স্থানে যে শেলা শব্দ পাওয়া যায় সে কেবল মিষ্টরূপে উচ্চৈঃস্বরে গান করিবার চিহ্ন জানিবা।

পাপজন্য অনুতাপকারি বিশ্বাসিজন স্বীয় পাপ স্বীকারার্থে ৫১ গীতে অতি উপযুক্ত সাহায্য পাইবে। ও ঈশ্বরের ধন্যবাদ করণ সময়ে ১০৩ গীত দ্বারা তাহার অন্তঃকরণ হর্ষান্বিত হইবে। এবং সাধু জন অনুগ্রহ প্রার্থনা ও ধর্ম্মপুস্তক প্রাপ্তি হেতুক ঈশ্বরের স্তুতি করণ বিষয়ে ১১৯ গীত দ্বারা অতিশয় লাভ পাইবে। এবং মণ্ডলীর উন্নতি প্রার্থনা করণ বিষয়ে তাহার মন ১২২ গীত দ্বারা অতি প্রফুল্লিত হইবে। আর দেবপূজকদের পরিত্রাণ প্রাপ্তি দ্বারা যেন মণ্ডলীর বৃদ্ধি হয় এমন প্রার্থনাকাঙ্ক্ষী হইলে ৬৭ গীত তাহার অন্তঃকরণে সদ্ভাব বৃদ্ধি করিবে।

এগ্রন্থ মধ্যে এক শত পঞ্চাশ গীত আছে, তাহা ছয় ভাগে বিভক্ত।

প্রথম, প্রার্থনা বিষয়ক।

পাপক্ষমা নিমিত্তে গীত, ৬। ২৫। ৩৮। ৫১। ১৩০।

পাপের জন্যে অনুতাপ সূচক গীত। ৬। ৩২। ৫১। ১০২। ১৩০। ১৪৩।

ঈশ্বরের আরাধনা করণার্থে ভজনালয়ে যাওনের ব্যাঘাত হওনকালীন গীত। ৪২। ৪৩। ৬৩। ৮৪।

বিপদ কালীন গীত। ৩। ১৩। ২২। ৬৯। ৭৭। ৮৮। ১৪৩।

দুঃখ কালীন গীত। ৪। ৫। ২৮। ৪১। ৪৪। ৫৫। ৬৪। ৭৯। ৮০। ৮৩। ১০৯। ১২০। ১৪০। ১৪১। ১৪২।

Digitized by Google

দ্বিতীয়, ধন্যবাদের গীত।

আপনার প্রতি মঙ্গলের নিমিত্ত, গীত ৯, ১৮, ৩০, ৩৪, ৪০, ৭৫, ১০৩, ১০৮, ১১৬, ১১৮, ১৩৮, ১৪৪, ১৪৫।

মণ্ডলীর প্রতি প্রকাশিত মঙ্গলার্থক গীত। ৪৬, ৪৮, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৭৬, ৮১, ৮৮, ৯৮, ১০৫, ১১৬, ১১৭, ১২৪, ১২৬, ১২৯, ১৩৫, ১৩৬, ১৪৯।

তৃতীয়, আরাধনার্থক গীত।

ঈশ্বরের মহত্ত্বাদি গুণ বিষয়ক গীত ৮, ১৯, ২৪, ২৯, ৩৩, ৪৭, ৫০, ৬৫, ৬৬, ৭৬, ৭৭, ৮৯, ৯৩, ৯৬, ৯৯, ১০৪, ১১১, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১৩৪, ১৩৯, ১৪৮, ১৫০।

সাধুগণের প্রতি ঈশ্বরের তত্ত্বাবধারণ বিষয়ক গীত, ২৩, ৩৪, ৩৬, ৯১, ১০০, ১০৩, ১০৭, ১১৭, ১২১, ১৪৫, ১৪৬।

চতুর্থ, বিশেষ উপদেশার্থক গীত।

ধর্ম্মপুস্তকের উত্তমতা বিষয়ক গীত ১৯, ১১৯।

মর্ত্ত্য মনুষ্যের অসারতা বিষয়ক গীত, ৩৯, ৪৯, ৯০।

সাধু অসাধু লোকের চরিত্র ও গতি বিষয়ক গীত, ১, ৫, ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৫, ১৭, ২৪, ৩২, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৫০, ৫২, ৫৮, ৭৩, ৭৫, ৮৪, ৯১, ৯২, ৯৪, ১১২, ১১৯, ১২১, ১২৫, ১২৭, ১২৮, ১৩৩।

পঞ্চম, যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাক্য বিষয়ক গীত।

২, ৮, ১৬, ২২, ৪০, ৪৫, ৬৮, ৭২, ৮৭, ১০৯, ১১০, ১১৮।

ষষ্ঠ, ইতিহাস সম্বন্ধীয় গীত।

৭৮, ১০৫, ১০৬, ১৩৫, ১৩৬।

এই সকল গীতের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ গীতের কোন২ কথা অন্তভাগে উল্লেখিত আছে।

Digitized by Google

গীতপুস্তকের যে২ কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

গীত ২; ১। প্রে ৪; ২৫, ২৬
— — ৭। — ১৩; ৩৩
— — — ইব্রু ১; ৫
— ৫; ৫
— ৮; ২। ম ২১; ১৬
— — ৪। ইব্রু ২; ৬
—১৪; ১,৩। রো ৩; ১২
—১৬; ১০। প্রে ১৩; ৩৫
—১৮; ৪৯। রো ১৫; ৯
—১৯; ৪। — ১০; ১৮
—২২; —। ম ২৭ —
— — — মা ১৫; —
— — — লূ ২৩; —
— — — যো ১৯; —
— ৩১; ৫। লূ ২৩; ৪৬
— ৩২; ১২। রো ৪; ৬, ৮
—৪০; ৬। ইব্রু ১০; ৫
—৪১; ৯। যো ১৩; ১৮
—৪৪; ২২। রো ৮; ৩৬

গীত৪৫; ৬। ইব্রু ১; ৮।
—৬৮; ১৮। ইফ ৪; ৮।
—৬৯; ২১। যো ১৯; ২৯।
২২ ২৩। রো ১১; ৯, ১০।
—৭৮; ২। ম ১৩; ৩৫।
—৯১; ১১। — ৪; ৬,৭।
—৯৫; ।ইব্রু ৩; ৯, ১৫।
— ৪; ৭।
—১০৯; ৮। প্রে ১; ২০।
—১১০; ১। ম ২২; ৪৪।
লূ ২০; ৪২।
—১১৭; ১। রো ১৫; ১১।
—১১৮;২২। ম ২১; ৪২।
— — — প্রে ৪; ১১।
— — — ইফ ২; ২০।
— — — ১পি ২; ৪, ৭।
—১৩২; ৫। প্রে ৭; ৪৬।
—১৩৮; ৮। ফিল ১; ৬।

Digitized by Google

হিতোপদেশ পুস্তকের বিবরণ।

যাহা অনায়াসে মনে রাখা যায় এমত অনেক হিত জনক সংক্ষিপ্ত কথা এই গ্রন্থমধ্যে আছে, ঐ সকল কথা ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত এবং পদ্যেতে রচিত, তাহা সকল নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক কথা জানিবা। আর মণ্ডলীস্থ লোকেরা বোধ করেন যে সে সকল কথা ঈশ্বরের আদেশানুযায়ি ধর্ম্ম পথে গমন করিবার পথ প্রদর্শক। এই হিতোপদেশের অধিকাংশ ইস্রায়েলের জ্ঞানবান রাজা সুলেমান কর্ত্তৃক লিখিত হয়, এই হেতু তাহার প্রসিদ্ধ নাম সুলেমানের হিতোপদেশ। এই পুস্তক একত্রিশ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে তিন প্রধান প্রকরণ আছে।

১ প্র। নয় অধ্যায় পর্য্যন্ত ঈশ্বর বিষয়ক ভয় রূপ জ্ঞান উপার্জ্জনে লোকদিগকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য প্রেম পূর্ব্বক দৃঢ়মতে উপদেশ দত্ত। অধ্য ১-৯।

২ প্র। জ্ঞানদায়ক সুলেমানের নীতিবাক্য, সেই সকলকে যথার্থরূপে হিতোপদেশ বলা যায়। অধ্য ১০-২৯।

৩ প্র। শেষ দুই অধ্যায়ের প্রথমাধ্যায়ে ইথীয়েল ও উকল নামক দুই শিষ্যের প্রতি অগুরের হিতোপদেশ। অপরাধ্যায়ে লিমূয়েল রাজের প্রতি তাহার মাতার সদুপদেশ।

হিতোপদেশ গ্রন্থ মধ্যে মনুষ্যের প্রতি বিদ্যার দান অর্থাৎ খ্রীষ্টের যে নিমন্ত্রণ ও পরামর্শ দান এই দুইটি অপূর্ব্ব কথা।

Digitized by Google

হিতোপদেশের যে২ কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ১; ২০। যো ৭; ৩৭
—৩; ১১, ১২। ইব্রু ১২; ৫, ৬
— — ৩৪। যাক ৪; ৬
১পি ৫; ৫
— ১০; ১২। যাক ৫; ২০
— ১১; ৩০। — — —
— ১৭; ২৭। — ১; ১৯
— ১৮; ২১। ম ১২; ৩৭
— ১৯; ১৭। — ২৫; ৪০
—২০; ৯। ১যো ১; ৮
—২২; ৬। ইফ ৬; ৪।
—২৪; ২৩। যাক ২; ১।
—২৫; ৬, ৭। লূ ১৪; ৮,
১০।
—২৫; ২১, ২২। রো ১২; ২০।
—২৭; ১। যাক ৪; ১৩,
১৪।
—২৮; ৫। ১ক ২; ১৫।
১যো ২; ২০-২৭।
—৩০; ৮। ম ৬; ১১।

উপদেশক গ্রন্থের বিবরণ।

এই গ্রন্থে ধর্ম্মোপদেশ ও বিশেষ অভিপ্রায় থাকা প্রযুক্ত ইহাকে উপদেশক পুস্তক বলা যায়। সুলেমান রাজা দেবপরায়ণ ভার্য্যাগণ কর্ত্তৃক ভ্রান্ত হওনোত্তর শেষাবস্থায় এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই পুস্তক তাঁহার অকপট অনুতাপ ও প্রভুর প্রতি মন ফিরাওনের স্তম্ভ স্বরূপ জানিবা।

উপদেশক গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত ক্রমিক যে ধর্ম্মোপদেশ আছে তাহার দুই ভাবার্থ।

প্রথম। পৃথিবীস্থ ধন ও সম্ভ্রম ও সমস্তাধিকার ও ইন্দ্রিয় সুখাদি কোন ক্রমে মনুষ্যের মনস্তৃপ্তিকর নহে

Digitized by Google

ইহা জ্ঞানবান ও ঐশ্বর্য্যবান সুলেমান রাজার পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ। এবং মানবেরা যে সাংসারিক বিষয়কে পরম বস্তু বোধ করিয়া তাহা প্রাপণের অভিলাষ করিয়া থাকে, সে সকল বিষয় হইতে তাহাদের মন পরাবৃত্ত করিয়া মনুষ্য জন্মের প্রধান কারণ ও তাহার পরম সুখ ও সম্ভ্রমের বিষয় যে ঈশ্বরসেবা তাহাতে মন প্রবৃত্ত করণ এ গ্রন্থের দ্বিতীয়াভিপ্রায়।

উপদেশক গ্রন্থমধ্যে জগতীয় বস্তুর সৌন্দর্য্য ও রক্তের গতি ও মানব দেহের গঠন এবং তদ্ধ্বংস ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা অতি আশ্চর্য্য কথা জানিবা।

উপদেশক গ্রন্থের যে ২ কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য	১; ২।	রো	৮; ২০।
—	৩; ১৭।	২ ক	৫; ১০।
—	৬; ১২।	যাক	৪; ১৪।
—	৭; ২০।	রো	৩; ২৩।
—	৮; ১২।	ম	২৫; ৩৪—৪১।
—	১১; ৯।	রো	২; ৬।
—	১২; ১৪।	২ ক	৫; ১০।

পরম গীত পুস্তকের বিবরণ।

পরমগীত পুস্তক ধর্ম্মবিষয়ক কাব্যবিশেষ, ইহা ইস্রায়েল দেশের রাজা সুলেমান কর্তৃক রচিত হয়।

Digitized by Google

ধর্ম্মপুস্তকের বিজ্ঞ টীকাকারেরা বলেন, যে এই গ্রন্থে পবিত্র মণ্ডলীর সহিত যীশু খ্রীষ্টের সংযোগ বিষয়ক পরম ভাব সূচক নিগূঢ় রূপক কথা আছে। অর্থাৎ বর কন্যার স্বাভাবিক মধুর ভাবদ্বারা মণ্ডলীর প্রতি খ্রীষ্টের প্রেমভাব প্রকাশিত আছে। ফলত খ্রীষ্ট স্বর্গীয় বরও স্বামিরূপে, এবং উপদেশকগণ তাঁহার মিত্ররূপে, আর সত্য বিশ্বাসিগণ সম্বলিত মণ্ডলী কন্যা রূপে, এবং মণ্ডলী প্রেম-কারিগণ তৎ সহচরীরূপে বর্ণিত আছে। ঐ প্রকার ত্রাণকর্ত্তা আদি ও অন্তভাগের নানা স্থানে স্বামী ও বর রূপে কথিত হইয়াছেন, যথা, গীত ৪৫। যিরি ৩; ১২-১৪। হো ২; ১৪-২৩। ম ৯; ১৫। ২৫; ১-১৩। যো ৩; ২৯। ২ ক ১১; ২। ইফ ৫; ২৩-২৭। প্র ১৯; ৭-৯। ২১; ২-৯। ২২; ১৭।

যাহার পুনর্জন্ম হয় নাই, এমন ইন্দ্রিয় সুখাসক্ত ব্যক্তি এই গ্রন্থার্থ বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু স্বর্গীয়মনা যে ব্যক্তি খ্রীষ্টের বিষয়ে ইহা কহিতে পারে, যে ইনি আমার প্রিয়তম, ও ইনি আমার পরম মিত্র, কেবল সেই জন পরম গীত পুস্তকের ভাব বুঝিতে পারিবে।

Digitized by Google

পরম গীত পুস্তকের যে২ কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্দ্দেশ্ট।

অধ্য	১; ৪।	যো	৬; ৪৪।
		ফিল	৩; ১২, ১৩।
—	২; ৩।	প্র	২২; ১, ২।
—	৪; ৭।	ইফ	৫; ২৭।
—	— ১৫।	যো	৪; ১০।
—	৪; ১৫।	—	৭; ৩৮।
—	৫; ২।	প্র	৩; ২০।
—	৭; ১।	ইফ	৬; ১৫।
—	৮; ১১।	ম	২১; ৩৩—৪৩।
—	— ১৪।	প্র	২২; ২০।

ভবিষ্যদ্বক্তাদের গ্রন্থের বিবরণ।

বিলাপ গ্রন্থ যিরিমিয় পুস্তকান্তর্গত গণনা করিলে পশ্চাৎ লিখিত ষোড়শ পুস্তক ভবিষ্যদ্বাক্য সম্বন্ধীয় হয়, জানিবা। ঈশ্বর সেবকের এক বর্গস্থ লোকেরা ঐ সকল গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, পূর্ব্বকালে তাঁহারা ভবিষ্যদ্দর্শী ও ঈশ্বরের পবিত্র লোক ও ভবিষ্যদ্বক্তৃ রূপে খ্যাত ছিলেন। তাঁহারা বিজ্ঞান শাস্ত্রের ও ধর্ম্মশাস্ত্রের পণ্ডিত এবং ইব্রীয় লোকদের ধর্ম্মোপদেশক ছিলেন। বোধ হয়, ইলীশা ও মীখায় প্রভৃতি প্রথমকালীন ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ নিজে কোন গ্রন্থ লিখেন নাই, কিন্তু যাঁহারা ভবিষ্যদ্বাক্য কহিতে উৎকৃষ্ট রূপে ক্ষমতা

Digitized by Google

পাইয়াছিলেন, কিম্বা বহুকাল পরে পূর্ণ হইবে এমত ভবিষ্যদ্বিষয় কহিতে যাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই ভবিষ্যদ্বাণী লিখিতে বা লেখাইতে ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

ভবিষ্যদ্বাক্য পাঠ কালে পিতর প্রেরিতের এই গুরুতর কথায় বিশেষ মনোযোগ করা আমাদের অতি কর্ত্তব্য, যথা, "শাস্ত্রের লিখিত যে ভবিষ্যদ্বাক্য সে কাহারো নিজ অভিপ্রায়হইতে নয়; কারণ মনুষ্যের ইচ্ছাহইতে ভবিষ্যদ্বাক্য পূর্ব্বে উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু ঈশ্বরের পবিত্র লোকেরা পবিত্র আত্মাদ্বারা প্রবৃত্তি পাইয়া ভবিষ্যদ্বাক্য কহিল, ইহা বিশেষ রূপে জ্ঞাত হও।" ২ পি ১; ২০, ২১।

ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাক্যে নানা বিষয়ের প্রস্তাব আছে, অর্থাৎ যিহূদীয় জাতি সম্বন্ধে এবং খ্রীষ্ট ও তন্মণ্ডলী বিষয়ক অনেক কথা আছে। পৃথিবীস্থ অনেক বর্ত্তমান্ ও ভাবি রাজ্য এবং জাতি বিষয়েরও উল্লেখ আছে; অর্থাৎ ঈশ্বরের মণ্ডলী সম্বন্ধে সে সকল কেমন ছিল বা কি প্রকার হইবে এতদ্বিষয়ের কথা আছে।

ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থ সকল ছন্দে অথচ রূপক কথা-তে লিখিত, তদুক্ত উপমা ও সাঙ্কেতিক কথাতে ভক্তি পূর্ব্বক মনোনিবেশ করিতে হয়। ফলত সূর্য্য, চন্দ্র ও তারাগণ শব্দে রাজা রাণী ও বিচারকর্তৃগণ বুঝায়, এবং পর্ব্বত উপপর্ব্বত শব্দেতে রাজ্য ও নগর বুঝায়, আর বিহিত বিবাহ শব্দেতে ঈশ্বর সেবাতে অনুরক্ত এবং ব্যভিচার পদে তাঁহার সেবাহইতে বিমুখ হওন বঝায়।

Digitized by Google

অপর ইতিহাস জ্ঞাত থাকিলে অনেক ভবিষ্যদ্বাক্যার্থ বুঝা যায়, কিন্তু যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী অদ্যাপি পূর্ণ হয় নাই তাহার অস্পষ্টার্থ প্রযুক্ত বুঝা দুঃসাধ্য, কেবল সময়েতে সে সকল বোধগম্য হইতে পারে, এক্ষণে অতি নম্রতা পূর্ব্বক সে সকল পাঠ করিতে হইবে।

যিশয়িয় গ্রন্থের বিবরণ।

যিশয়িয় ভবিষ্যদ্বক্তা যিহূদা দেশে বাস করিতেন, অনুমান হয় তিনি রাজকুলোদ্ভব ছিলেন। খ্রীষ্টের ৭৫৮ বৎসর পূর্ব্বে যে উষিয় রাজা মরিয়াছিলেন, তাঁহার রাজত্বের সময়ে যিশয়িয় ভবিষ্যদ্বাক্য কহিতে আরম্ভ করিয়া হিস্কিয় রাজের মৃত্যু পর্য্যন্ত (খ্রী. পূ. ৬৯৮ বৎসর) তৎকর্ম্ম করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি ৬০ বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এমত কথিত আছে, যে সময়ে মিনশি রাজা অতি পাষণ্ড হইয়া উঠিয়াছিলেন, তৎকালে উক্ত নৃপতির আজ্ঞাতে যিশয়িয় হত হইয়াছিলেন। তাহাকে সুসমাচার অনুযায়ি ভবিষ্যদ্বক্তা বলা যায়, কারণ তিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্ম, ও কর্ম্ম ও দুঃখভোগ ও মৃত্যুর বিষয়ে এবং সুসমাচারের সুসময়ের বিষয়ে অনেক কথা কহিয়াছিলেন, এই গ্রন্থের অধিকাংশ বিশেষতঃ শেষস্থ ২৭ অধ্যায়ে সাধুদের ধর্ম্ম বৃদ্ধি ও সান্ত্বনাজনক অনেক কথা আছে।

যিশয়িয়ের ভবিষ্যদ্বাক্যের তিন অভিপ্রায় আছে।

Digitized by Google

১। যিহূদীয় লোকদের নিকটে তাহাদেরই অত্যন্ত দুষ্টতা প্রকাশ করণ।

২। আজ্ঞাতিক্রম করণ জন্য অনুতাপ করিতে তাহাদিগকে উপদেশ দেওন।

৩। যাহারা ঈশ্বরকে প্রকৃতরূপে ভয় করে তাহাদিগকে তিনি রক্ষা করিবেন, এ কথা কহিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দেওন, এবং ভবিষ্যৎকালে তাহাদের উন্নতি হইবে, আর মণ্ডলীর গৌরব চিরস্থায়ি হইবে, ইহা বলিয়া তাহাদিগকে সাহস দেওন।

যিশয়িয় গ্রন্থ ছেষট্টি অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে ছয় প্রধান প্রকরণ আছে।

১ প্র। উষিয় রাজের রাজত্বকালে অনেক উপদেশ ও ভবিষ্যদ্বাক্য। অধ্য ১- ৫।

২ প্র। বোথম ও আহস্ রাজার কালীন ভবিষ্যদ্বাক্য। অধ্য ৬- ১২।

৩ প্র। যাহাদের দৌরাত্ম্যে ইস্রায়েল লোকদের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে এমত বাবিলীয় ও অশূরীয় এবং অন্যান্য জাতীয় লোকদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাক্য। অধ্য ১৩-২৪।

৪ প্র। ঈশ্বরের লোকদের প্রতি যে মহা বিপদ ঘটিবে তদ্বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী। ও করুণাময় পরমেশ্বরদ্বারা তাহাদের অবশিষ্ট কতক লোকের রক্ষা এবং পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তি, এবং খ্রীষ্টের প্রতি তাহাদের মনঃপরিবর্ত্তন, আর তাহাদের শত্রু সমূহের এবং ভাক্ত খ্রীষ্টের বিনাশ। অধ্য ২৫- ৩৫।

৫ প্র। সনহেরীব রাজাদ্বারা যিরূশালম নগরের আ-

Digitized by Google

ক্রমণ ও হিস্কিয়ের প্রার্থনাতে তাঁহার সৈন্যের বিনাশ, এবং হিস্কিয় রাজার পীড়িত এবং আশ্চর্য্যরূপে সুস্থ হওন। অধ্য ৩৬-৩৯।

৬ প্র। যিশয়িয় আয়ুর শেষকালে বিস্তর ভবিষ্যদ্বাক্য কহেন। ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগের মধ্যে তাঁহার গ্রন্থের এই ভাগ অতি পরিপাটিরূপে লিখিত হয়, এবং তাহাতে সুসমাচারের কথা আছে এ প্রযুক্ত সেই ভাগ অতি প্রয়োজনীয় জানিবা। তন্মধ্যে মণ্ডলীর রক্ষাই প্রধান বিষয় এবং বাবিলহইতে লোকদের উদ্ধারের কথার সহিত যীশু খ্রীষ্টদ্বারা পারমার্থিক অর্থাৎ অনন্ত মুক্তির কথার বিলক্ষণ মেল রাখিয়াছেন।

যিশয়িয় ভারী তিন বিষয়েতে অতি প্রসিদ্ধ উপকারজনক ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছিলেন।

১। যিহূদীয়দের পাপ প্রযুক্ত বাবিলে দাসরূপে নীত হওন এবং পারসিক খস্রু রাজের দ্বারা ঐ দেবপূজার নগরহইতে তাহাদের মুক্তি পাওন। যিশয়িয় উক্ত নৃপতির জন্মের ২০০ বৎসর পূর্ব্বে তাহার নামোল্লেখ করিয়া ভবিষ্যৎকথা কহিয়াছিলেন। অধ্য ৪৪; ২৮। ৪৫; ১-৪, ১৩।

২। খ্রীষ্টের জন্ম ও কর্ম্ম ও দুঃখভোগ ও পাপিদের কারণ প্রায়শ্চিত্ত হেতু তাঁহার মরণ ইত্যাদির বিশেষ বিবরণ তৎকর্ত্তৃক এমত সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে, যে ঐ বাক্যের পূর্ণতা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের লিখিত কথার সহিত ভবিষ্যদ্বক্তার উক্ত বাক্যের বিলক্ষণ মেল আছে। অধ্য ৯। ৩৫। ৫৩। ৬৫।

Digitized by Google

৩। সুসমাচার প্রচার কালে মণ্ডলীর বৃদ্ধিশীল উন্নতি অর্থাৎ পরমেশ্বর বিষয়ক জ্ঞানেতে পৃথিবী পরিপূর্ণা হওন পর্য্যন্ত মণ্ডলী লোক সংখ্যাতে এবং উন্নতিতে বৃদ্ধি পাওন।

যিশয়িয় গ্রন্থে মনোযোগ যোগ্য অনেক ঘটনার বিষয় লেখা আছে।

১। অশূরীয় সৈন্যগণ যিরূশালম নগর আক্রমণ করিলে এক রাত্রি মধ্যে ঈশ্বরের প্রেরিত দূতদ্বারা তাহাদের ১৮৫০০০ লোকের বিনাশ হয়।

২। হিষ্কিয় রাজের ভয়ঙ্কর পীড়া এবং চমৎকার রূপে তাহার স্বাস্থ্য এবং কৃপাবান পরমেশ্বর কর্তৃক পঞ্চদশ বৎসর তাহার আয়ুর বৃদ্ধি। অধ্য ৩৮-৩৯।

যিশয়িয় গ্রন্থের যে২ কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ১; ৯। রো ৯; ২৯	—৪০; ৬। ১পি ১; ২৪।
— ৫; ১,২। ম ২১; ৩৩	— — ১১। যো ১০; ১১।
—৬; ৯, ১০। যো ১২; ৪০, ৪১	—৪২; ১-৪। ম ১২; ১৮-২১।
মা ৪; ১১, ১২	—৪৪; ৩। যো ৭; ৩৮, ৩৯।
— ৭; ১৪। ম ১; ২৩	—৪৫; ৯। রো ৯; ২০।
— ৮; ১৪। ১পি ২; ৮	—২৩। — ১৪; ১১।
— — ১৮। ইব্রি ২; ১৩	— ২৪। ১ক ১; ৩০

Digitized by Google

— ৯, ১,২ । ম ৪; ১৬
— — ৭ । লূ ১; ৩২,৩৩
—১১; ১০ । রো ১৫; ১০-১২
— ১৩; ১০ । ম ২৪; ২৯
মা ১৩; ২৪
—২১; ৯ । প্র ১৮; ২
—২২; ২২ । — ৩; ৭
—২৫; ৮ । ১ক ১৫; ৫৪
—২৮; ১৬ । রো ৯; ৩৩
— — — ১পি ২; ৬-৮
—২৯; ১৩ । ম ১৫; ৮,৯
—৩৫; ৫,৬ । — ১১; ৫
— ১৫; ৩০
—৪০; ৩ । — ৩; ৩
লূ ৩; ৪
—৪৯; ৬ । প্রে ১৩; ৪৭।
—৫১; ৬ । ২পি ৩; ১০-১৩।
—৫২; ৭ । রো ১০; ১৫।
—৫৩; ৪ । ম ৮; ১৭।
— — ৫ । ১পি ২; ২৪।
— — ১০ । ১ক ৫; ২১।
— — ১২ । ইব্রু ৭; ২৫।
—৫৪; ১ । গল ৪; ২৭।
— — ১৩ । যো ৬; ৪৫।
—৫৮; ৭ । ম ২৫; ৩৫।
—৫৯; ২০ । রো ১১; ২৬
—৬১; ১ । লূ ৪; ১৮।
—৬৩; ১,২ । প্র ১৯; ১৩।
—৬৫; ১ । রো ১০; ২০।
—৬৬; ২৪ । মা ৯; ৪৪।

যিরিমিয় গ্রন্থের বিবরণ।

খ্রীষ্ট জন্মের ৫৮৮ বৎসর পূর্ব্বে যিরূশালম নগরের একবার ধ্বংস হয়, তৎপূর্ব্ব ও পরে ৪৩ বৎসর ব্যাপিয়া যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছিলেন। উক্ত নগর বিনাশের পরে কতক যিহূদীয়েরা মিসর দেশে পলায়ন করিলে, তিনি তাহাদের সহিত তথায় গিয়া অবস্থিতি

Digitized by Google

করিলেন, কিন্তু পরম্পরা কথিত আছে যে তৎকালে তিনি প্রতিমা পূজা দোষ প্রযুক্ত যিহূদীয়দিগকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত তাহারা তাঁহাকে প্রস্তরাঘাত করাতে তিনি নিজ রক্তদ্বারা আপন ঈশ্বর সেবকত্ব পদের সত্যতা বিষয়ে প্রমাণ দিলেন, অর্থাৎ ধর্ম্মের নিমিত্তে তিনি প্রাণ নাশ স্বীকার করিলেন। ইহাতে ঈশ্বরের পবিত্র কর্ত্তৃত্বের বিপক্ষে দুষ্ট লোকদের অন্তঃকরণে যে বদ্ধমূল শত্রুতা আছে, ইহা আমরা মনুষ্য মধ্যে দেখিতে পাই।

যিরিমিয় গ্রন্থ বায়ান্ন অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, আর তাহাতে চারি প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী আছে, কিন্তু সে সকল কালক্রমিক লিখিত নহে।

১। যোশিয় ভূপতির রাজত্বকালীন কথিত ভবিষ্যদ্বাণী। অধ্য ১- ১২।

২। যিহোয়াকীম রাজার কালীন কথিত ভবিষ্যদ্বাক্য। অধ্য ১৩। ২০। ২২। ২৩। ৩৫। ৪৫। ৪৮। ৪৯; ১- ৩৩।

৩। সিদিকিয় রাজার সময়ে কথিত ভাবি কথা। অধ্য ২১। ২৪। ২৭। ৩৪। ৩৭। ৩৯। ৪৯; ৩৪-৩৯। ৫০। ৫১।

৪। যিরূশালম নগরাক্রান্ত হওন কালাবধি মিসর দেশে যিহূদীয়দের পলায়ন পর্য্যন্ত গিদলীয়ের রাজত্বসময়ে কথিত ভবিষ্যদ্বাক্য, এবং মিসরদেশে যিহূদীয়দের প্রবাস করণ কালে কথিত ভবিষ্যৎ কথা। অধ্য ৪০-৪৪।

Digitized by Google

বোধ হয় পুস্তকের দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ইস্রা বিলাপ গ্রন্থের ভূমিকারূপে এই গ্রন্থে যোগ করেন।

যিরিমিয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য তিন প্রধান বিষয়ে কথিত হইয়াছে।

১। প্রতিমা পূজাতে পবিত্র মন্দির অপবিত্র হওন প্রযুক্ত ঐ প্রসিদ্ধ মন্দিরের বিনাশ নিশ্চয় রূপে ত্বরায় হইবে, এবং তাহাদের ধর্ম্ম ভ্রষ্টতা ও দুষ্টতার শাস্তি প্রদানার্থে তাহাদের দেশ বিনষ্ট হইবে, এই বিষয়ে যিহূদীয়দিগকে চেতনা প্রদান।

২। ঈশ্বর তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন এবং ৭০ বৎসর গত হইলে বাবিলহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন এই আশ্বাসজনক কথাদ্বারা অনুতাপ করিতে যিহূদীয়দিগকে আহ্বান।

৩। খ্রীষ্টের আগমন ও তাঁহার রাজ্যের মঙ্গল বিষয়ক ভরসা জনক কথাদ্বারা সাধুদিগকে সান্ত্বনা-প্রদান।

যিরিমিয় গ্রন্থ মধ্যে এই তিনটি কথা অতি অপূর্ব্ব।

১। যিরিমিয় ঈশ্বরের দূতরূপে বিশ্বস্ততা পূর্ব্বক সেবা নিষ্পন্ন করাতে ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা ক্রমিক তাড়না ও দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন, এ প্রযুক্ত এবং তাঁহার কথার সখেদ ভাব নিমিত্ত যিরিমিয় রোদনকারী ভবিষ্যদ্বক্তা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

২। ভবিষ্যদ্বাক্যেতে খ্রীষ্ট ধর্ম্মশিক্ষক এবং ধর্ম্মশাখা ও পরমেশ্বর আমাদের ধর্ম্ম, এই ২ নামেতে কথিত হইয়াছেন। অধ্য ২৩; ৫, ৬।

Digitized by Google

৩। মণ্ডলীর প্রতি ঈশ্বরের নিয়মিত খ্রীষ্টের পুণ্য ও বলিদানের ফলস্বরূপ পারমার্থিক ও অনন্ত সুখ দত্ত হইবে। অধ্য ৩১ ; ৩১, ৩৬। ৩৩; ৮, ১৪-১৬।

যিরিমিয় গ্রন্থের যে২ কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ২; ১৩।	যো	৪; ১৪
— — ২১।	ম	২১; ৩৩
	মা	১২; ১
	লূ	২০; ৯
— — ৩০।	প্রে	৭; ৫২
— ৬; ১৬।	ম	১১; ২৯
— ৭; ১১।	—	২১; ১৩
—৯;২৩,২৪।	১ক	১; ২৯-৩১

অধ্য ১৮; ৬।	রো	৯; ২০।
—২৩; ৬।	১ক	১; ৩০।
—২৯; ৭।	১তি	২; ২।
—৩১; ১৫।	ম	২; ১৭, ১৮।
— — ৩১।	ইব্রু	৮; ৮-১০।
	—	১০; ১৬, ১৭।
—৩৩; ১৬।	১ক	১; ৩০।

বিলাপ গ্রন্থের বিবরণ।

এই বিলাপগ্রন্থ সমস্ত খেদসূচক গীত বিশেষ। যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তা যিরূশালম নগর ও তত্রস্থ মন্দিরকে উচ্ছিন্ন দশাগ্রস্ত দেখিয়া তদ্বিষয়ক বিলপনীয় গান রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ স্মরণীয় বিশেষ ভাব ও ধারাপ্রযুক্ত প্রসিদ্ধ। তাহাতে পাঁচ অধ্যায় মাত্র আছে। এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে ২২ পদ, কেবল তৃতীয় অধ্যায়ে ৬৬ পদ আছে।

Digitized by Google

বিলাপ গ্রন্থের বিশেষ কথা এই, যে নির্ব্বোধ ও নির্দ্দয় বাবিলীয় সৈন্যদ্বারা যিহূদীয়দের নানা প্রকার দুঃখ ঘটনা। কিন্তু এ বিষয়ের ভাবান্তর এই গৌরবের অধিপতিকে ক্রুশে বিদ্ধ করাতে স্বর্গহইতে কোপ প্রকাশিত হইবে, অর্থাৎ রূমি সৈন্যেরা যিরূশালম নগর ও তন্মধ্যস্থ মন্দির চিরকালের নিমিত্তে বিনষ্ট করিবাতে যিহূদীয়দের প্রতি যে অতিশয় দুঃখ ঘটিবে তাহাও বুঝায়।

বিলাপ গ্রন্থের যে২ কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ২; ১। ম ১১; ২৩	অধ্য ৩; ৪৫। ১ক ৪; ১৩।
— ৩; ৩৩। ইব্রি ১২; ১০	— ৪; ১৩। ম ২৩; ৩১-৩৭।

যিহিষ্কেল গ্রন্থের বিবরণ।

যিহিষ্কেল ভবিষ্যদ্বক্তা যাজক কুলোদ্ভব, এবং বাবিলে যে যিহূদীয়েরা প্রথমবার বন্দিরূপে নীত হইয়াছিল, তাহাদের সঙ্গী ছিলেন। তিনি যিহূদীয়দের দাসত্ব দশার আরম্ভে ভবিষ্যদ্বাক্য কহেন, অর্থাৎ খ্রীষ্ট জন্মের ৫৯০ বৎসর পূর্ব্বে সেবকত্ব কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। বন্দি লোকদিগকে উপদেশ দেওয়া তাঁহার ভবিষ্যদ্বাক্যের তাৎপর্য্য, কারণ যে যিহূদীয়েরা প্রথমবার বন্দিরূপে বাবিলে নীত হইয়াছিল, তাহারা যিরিমিয়ের বাক্যানুযায়ি যিরূশালম নাশের কোন লক্ষণ না দে-

Digitized by Google

খিতে পাইয়া কস্‌দীয়দের বশীভূতত্ব স্বীকার রূপ দুর্দশাহেতু বিলাপ করাতে তাহাদিগকে সান্ত্বনাজনক উপদেশ দেওনার্থে যিহিস্কেল নিযুক্ত হইলেন।

১। লোকদের প্রতিমা পূজা ও দুষ্কর্ম্ম প্রযুক্ত যিরূশালম নগরের আশু বিনাশ বিষয়ে যিরিমিয় যে কথা কহিয়াছিলেন, সেই কথা যিহিস্কেল দৃঢ় করিয়া তদ্বিষয়ে আরো ভবিষ্যদ্বাক্য কহেন।

২। অল্প দিন পরে তোমাদের মুক্তি নিশ্চয় হইবে, এবং ঈশ্বর তোমাদের নিষ্ঠুর শত্রুদিগকে শাস্তি দিবেন, ইহা কহিয়া বন্দি সাধুদিগকে সান্ত্বনা দেন।

৩। খ্রীষ্টের সময়ে মণ্ডলীর উন্নতি ও সুখাবস্থা হইবে ইহা জ্ঞাত করেন।

যিহিস্কেলের গ্রন্থ ৪৮ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে চারি প্রকরণ আছে।

১ প্র। যিহিস্কেলের আহূত ও ভবিষ্যদ্বক্তা রূপে নিযুক্ত হওনের বিবরণ। অধ্য ১-৩; ২১ পদ।

২ প্র। প্রতিমা পূজা ও দুষ্কর্ম্ম করণ প্রযুক্ত যিহূদীয়দের প্রতি দণ্ড উপস্থিত হইতেছে, এতদ্বিষয়ে বিস্তর ভবিষ্যদ্বাণী। অধ্য ৩; ২২-অধ্য ২৪।

৩ প্র। পার্শ্ববর্ত্তি শত্রু ও উপদ্রবিদের প্রতি মহা শাস্তি বিষয়ক ভয় প্রদর্শনবাক্য। অধ্য ২৫-৩২।

৪ প্র। ভবিষ্যৎকালে যিহূদীয়দের পূর্ব্বের ন্যায় সুদশা এবং খ্রীষ্টের রাজত্বের সময়ে তাহাদের পারমার্থিক মঙ্গল হইবে এবং শত্রুদের বিনাশ ঘটিবে, এতদ্বিষয়ক কথা অধ্য ৩৩-৪৮।

Digitized by Google

যিহিস্কেল ভবিষ্যদ্বক্তা যে২ আশ্চর্য্য বিষয় লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে সাধু পাঠকদের মনোরঞ্জক দুইটি বিষয় আছে।

১। ইস্রায়েল লোকদের ভাবি মঙ্গল সূচক শুষ্ক অস্থির উত্থান বিষয়ক দর্শন। অধ্য ৩৭।

২। সুসমাচার দ্বারা সর্ব্ব জাতীয়দের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশীল পারমার্থিক মঙ্গল বোধক পবিত্র জল বিষয়ক দর্শন। যথা অধ্য ৪৭। প্র ২২।

যিহিস্কেল ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থের যে২ কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ১; ৫	প্র ৪; ১৬	অধ্য১২;২২-২৭	২পি ৩; ৪।
— — ১০	— — ৭	— ১৮; ৭	ম ২৫; ৩৫।
— — ১৩	— — ৫	— ২৭; ২৭	প্র ১৮; ১৯।
— — ২৭	—১;১৩-১৫	— ৩৪; ২৩	যো১০; ১১।
— — ২৮	— ৪; ৩	— ৩৮; ২	প্র ২০; ৮।
	— ১; ১৭	— ৪৭; ১-৮	— ২২;১,২।
— ৯; ৪	— ৭; ১-৩		
— — ৬	১পি ৪; ১৭		

দানিয়েল গ্রন্থের বিবরণ।

দানিয়েল ভবিষ্যদ্বক্তা যে সময়ে বন্দিদের সঙ্গে নীত হন, তখন তিনি অল্প বয়স্ক ছিলেন। তৎকালাবধি

Digitized by Google

কুররাজের স্বমাতুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওন পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ৭০ বৎসরের অধিক কাল ব্যাপিয়া দানিয়েল ভবিষ্যদ্বাক্য কহেন।

পরমেশ্বর আপন ইচ্ছা পূর্ণকরণাভিপ্রায়ে দানিয়েলকে অসাধারণ শুদ্ধসত্ত্ব স্বভাব ও জ্ঞান দিয়া প্রধান অস্ত্র স্বরূপ করিয়া নিযুক্ত করিলেন। অন্যং ভবিষ্যদ্বাক্য সকলের মধ্যে দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণী অত্যুত্তম ও নানার্থক জানিবা, কেননা তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে জগতের ইতিহাস এবং তাঁহার সময়াবধি তাবদ্বস্তুর শেষ হওন পর্য্যন্ত যিহূদী ও খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর অবস্থার বিবরণ আছে। আর ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ মধ্যে কেবল তিনি খ্রীষ্টের আগমন ও মনুষ্যের পরিত্রাণার্থে মহা কার্য্য সাধনের নিশ্চিত সময় স্থির করিয়া ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছিলেন।

দানিয়েলের লিখিত গ্রন্থ দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত ও তন্মধ্যে দুই প্রকরণ আছে, একেতে ইতিহাস, অন্যেতে ভবিষ্যৎ কথা।

১ প্র। বাবিলের রাজগণের অধীনে দানিয়েলের ও যিহূদীয়দের ইতিহাস সম্বন্ধে নানা কথা। অধ্য ১-৬।

২ প্র। যিহূদীয় ও তৎপার্শ্ববর্ত্তি জাতীয়দের ভাবি দশা সম্বন্ধীয় এবং খ্রীষ্টের আগমন অর্থাৎ লোকদের অধর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতে ও নিত্যস্থায়ি ধর্ম্ম আনয়ন করিতে তাঁহার প্রেরিত হওন, এবং যিহূদীয়দের খ্রীষ্টের প্রতি ফিরণ এবং মৃত লোকদের পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তর ভবিষ্যদ্বাক্য আছে। অধ্য ৭-১২।

দানিয়েল গ্রন্থ মধ্যে অনেক অপূর্ব্ব কথা আছে।

Digitized by Google

১। দানিয়েল ও তাঁহার বন্ধুত্রয়ের অসাধারণ ঈশ্বর নিষ্ঠা ও সৌজন্য ও জ্ঞান বিষয়ক কথা।

২। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হইতে তিন জন সাধু ইব্রীয় লোকের আশ্চর্য্য রক্ষার কথা।

৩। নিবুখদ্নিৎসর রাজা অত্যন্ত অহঙ্কার করাতে তাঁহার শাস্তির নিমিত্ত পরমেশ্বর তাহাকে উন্মত্ত করিলেন, তাহাতে রাজা মনুষ্য সংসর্গ ত্যাগ করিয়া ক্ষেত্রস্থ পশুগণের সহিত অবস্থিতি করিয়া তৃণ ভক্ষণ করিত, তদ্বৃত্তান্ত।

৪। চারি মহারাজ্যের বিষয়ক ভবিষ্যৎ কথা, ফলত দানিয়েল সে সকলের উৎপত্তি ও পর্তনের বর্ণনা করেন, এবং শেষোক্ত রূম রাজ্য দশ অংশে বিভক্ত হওনের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য কহেন।

৫। বেলশৎসর রাজা মহা ভোজ প্রস্তুত করিয়া দেবতার প্রশংসা করত যিরূশালমস্থিত ঈশ্বর মন্দির হইতে আনীত স্বর্ণ পাত্রে মদ্যপান করণ রূপ দুঃসাহসিক পাপকর্ম্ম করণের বিবরণ।

৬। মধ্যরাত্রি সময়ে যখন ঐ রাজা অমাত্য বন্ধু বান্ধব সমভিব্যাহারে মদ্যপানে আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহাকে পরমেশ্বর ভয় প্রদর্শন করাইলেন। পরে শত্রুরা নগর অবরোধ করিয়া রাজা ও তৎসঙ্গিদিগকে নষ্ট করিল, তদ্বিবরণ।

৭। দানিয়েলের বিরুদ্ধে লোকদের কুমন্ত্রণা এবং সিংহের খাতহইতে তাঁহার আশ্চর্য্য রূপে রক্ষার কথা।

৮। স্বদেশীয় লোকেরা যেন নিজ দেশ পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হয় এনিমিত্তে দানিয়েলের প্রার্থনা।

Digitized by Google

৯। পৃথিবীতে খ্রীষ্টের আগমন ও পাপিদের নিমিত্তে তাঁহার মরণের নিশ্চিত সময় বিষয়ক ভবিষ্যৎ কথা।

দানিয়েল ভবিষ্যদ্বক্তার যে২ কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ২; ৪৪। ১ক ১৫; ২৪	অধ্য ৯; ২৬। ম ২৪;২,১৫।
— ৪; ৩৭। প্র ১৫; ৩	— —২৭। ম ২৬; ২৮।
— ৬; ১৪। মা ৬; ২৬	—১০; ১১। প্র ১; ১৭।
— —২৩। ইব্রু ১১; ৩৩	—১১; ৩৫। ১পি ১; ৭।
— ৭; ১০। প্র ৫; ১১	—১২; ১। প্র ১৩; ৮।
— ২০; ১২	— —০। লূ ১০; ২০।
— —১৩। ম ২৪; ৩০	— — ২। ম ২৫; ৪৬।
— ৯; ১৭। যো ১৬; ২৪	— — — যো৫;২৮,২৯।
— —২৪। ইব্রু ৯; ১২	— — ৩। ১ক ১৫; ৪১, ৪২।
২ক ৫; ২১	
— —২৬। ১পি ২; ২১	

হোশেয় গ্রন্থের বিবরণ।

যে সময়ে ইস্রায়েল লোকেরা প্রতিমা পূজাতে অত্যন্ত মগ্নচিত্ত হইয়াছিল, এবং যখন যিশয়িয় যিহূদীয় দেশে ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছিলেন, তৎকালে হোশেয় ইস্রায়েল লোকদিগকে শিক্ষা দিতে নিযুক্ত হন। তিনি যিশয়িয়ের কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ কথা কহিয়া প্রায় ৬০ বৎসর ব্যাপিয়া ঈশ্বরের সেবা কার্য্য করিয়াছিলেন। হোশেয়ের গ্রন্থের এই সকল অভিপ্রায় আছে।

Digitized by Google

১। ইস্রায়েল লোকেরা পিতৃপুরুষদের উপাস্য জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া হস্তকৃত জড় প্রতিমার পূজা করাতে মহা পাপ কর্ম্ম করা হইয়াছিল, তাহাদের অন্তঃকরণে এ বিষয়ের প্রবোধ জন্মাইতে ভবিষ্যদ্বক্তা এক ব্যভিচারিণী স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দেন।

২। তাহাদের অধর্ম্ম কর্ম্ম প্রযুক্ত পরমেশ্বর তাহাদিগকে ভয়ঙ্কর রূপে শাস্তি দিবেন, এ বিষয়ে ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা তাহাদিগকে চেতনা দেন।

৩। তোমরা যদি ঈশ্বর নিকটে পাপ জন্য সত্যরূপে অনুতাপ কর, তবে তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, হোশেয় ভবিষ্যদ্বক্তা এ কথা কহিয়া ইস্রায়েলদিগকে আহ্বান করেন, এবং ঈশ্বর প্রতি ফিরিবার মতের উপদেশ দেন।

হোশেয় গ্রন্থ চৌদ্দ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে পাঁচ প্রকরণ আছে।

১ প্র। প্রতিমা পূজা করণ জন্য ইস্রায়েলদিগকে গম্ভীর রূপে ভর্ৎসনা করণ এবং যে জন পাপ নিমিত্তে অনুতাপী হইবে, সে ক্ষমা পাইবে এমত অঙ্গীকার। অধ্য ১-৩।

২ প্র। বধ ও নানা দুষ্কর্ম্ম করণ জন্য লোকদিগকে দোষ দেওন, এবং সুসমাচার সম্বন্ধীয় বিস্তর অঙ্গীকার। অধ্য ৪-৬; ৩ প।

৩ প্র। প্রতিমা পূজা ও নানা দুষ্কর্ম্ম জন্য লোকদের দাসত্ব প্রকাশ করণ। অধ্য ৬;৪-৮; পর্য্যন্ত।

৪ প্র। তাহাদের প্রতি দণ্ড প্রকাশ করণ। অধ্য ৯-১৩; ৮।

Digitized by Google

৫ প্র। পাপের জন্যে খেদ করিতে আহ্বান, এবং কি প্রকারে ও কোন২ কথাতে পরমেশ্বরের নিকটে ফিরিবে তদ্বিষয়ের উপদেশ। অধ্য ১৩; ৯।১৪। পরমেশ্বরের প্রতি ফিরিতে পাপিদিগকে স্নেহ ভাবে আহ্বান, এবং ক্ষমা করিতে তাঁহার অনুগ্রহ সম্বলিত অঙ্গীকার। অধ্য ৬;১৩,১৪। এই সকল কথাতে আমাদের বিশেষ মনোযোগ করিতে হইবে, কেননা সে সকল কথাতে আমাদের সান্ত্বনা জন্মিতে পারে।

হোশেয় গ্রন্থের যে২ কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ১;৯;১০।রো৯;২৫,২৬।	— ৬; ৬। ম৯; ১৩।
১ পি ২; ১০।	— ১০; ৮। লূ ২৩; ৩০।
— ২; ৭। লূ ১৫; ১৮।	প্র ৬; ১৬।
— — ২৩। রো ৯; ২৬।	——১২,১৩।গল ৬; ৭,৮।
১পি ২;৯,১০।	— ১১; ১। ম ২; ১৫।
— ৫; ৬। যো ৭; ৩৮।	— ১৩; ১৪। ১ক ১৫;
— ৬; ৫। ইব্রু ৪; ১২।	৫৪-৫৬।

যোয়েল গ্রন্থের বিবরণ।

বোধ হয়, যোয়েল ভবিষ্যদ্বক্তা যিশ্‌য়িয়ের সময়ে সেবকত্ব কার্য্য করিয়াছিলেন। যোয়েল গ্রন্থে তিন অধ্যায় এবং তিন প্রকরণ আছে, তদ্গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই২।

Digitized by Google

১। আক্রমণকারি সৈন্য সদৃশ পঙ্গপাল, শুয়া পোকা, ও যালেখ কীটদ্বারা তোমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে, এই ভয় দর্শাইয়া মন ফিরাইতে যিহূদীয়দিগকে উপদেশ প্রদান।

২। পরমেশ্বরের প্রতি নম্রতা ও প্রার্থনা পূর্ব্বক ফিরিবেক এমত উপদেশ দান।

৩। তাহারা মন ফিরাইলে পরমেশ্বর তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন, এবং ভাবিকালে তাহাদের পারমার্থিক মঙ্গল হইবে, এতদ্বিষয় তাহাদিগকে দৃঢ়রূপে জ্ঞাত করণ।

যোয়েল ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থমধ্যে পবিত্রাত্মার আগমন বিষয়ক ভবিষ্যৎ কথাই অত্যাশ্চর্য্য, তাহা নিস্তার পর্ব্বের পর পঞ্চাশ দিনের দিন পূর্ণ হইয়াছিল।

যোয়েল গ্রন্থের যে২ কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ২;	২৮,২৯।		প্রে	২.	১৬-২১।
— —	৩২।		রো	১০;	১৩।
— — ৩;	১৭।		প্র	২১;	২৭।
— —	১৮।		—	২২;	১।

আমোস্ গ্রন্থের বিবরণ।

আমোস্ ভবিষ্যদ্বক্তা তিকোয় নিবাসি এক জন গোপালক ছিলেন, পরে ঈশ্বর কর্তৃক ভবিষ্যদ্বক্তৃরূপে নিযুক্ত

Digitized by Google

হন, এতদ্ব্যতিরেকে তাঁহার বিষয় কিছুই জানা নাই তিনি যিশয়িয়ের সেবা কর্ম্মের প্রথম সময়ে ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছিলেন। আমোসের গ্রন্থ নয় অধ্যায়ে বিভক্ত, ও তাহাতে তিন প্রকরণ আছে।

১ প্র। সুরীয় ও সোরীয় ও ইদোমীয় ও অম্মোনীয় ও মোয়াবীয় ইত্যাদি লোকের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের কোপের কথা। অধ্য ১-২; ৩।

২ প্র। অননুতাপি যিহূদীয় লোকদের বিরুদ্ধে পরমেশ্বরের ভয় প্রদর্শন বাক্য, এবং পাপের নিমিত্ত সত্যরূপে অনুতাপ করিতে তাহাদিগকে আহ্বান। অধ্য ২; ৪-৯; ১০ প।

৩ প্র। সাধুদিগকে সান্ত্বনা দেওনার্থে তাহাদের নিকট সুসমাচার সম্বন্ধীয় অঙ্গীকার প্রকাশ করণ। অধ্য ৯; ১১ শেষ পর্য্যন্ত।

আমোস গ্রন্থের যে২ কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ২; ৮। ১ক	৮; ১০	অধ্য৫; ২৭।	২৫-প্রে৭; ৪২, ৪৩।
— ৩; ৭। যো	১৫; ১৫	— ৯; ১১।	— ১৫; ১৫-১৭।

ওবদিয় গ্রন্থের বিবরণ।

ওবদিয় ভবিষ্যদ্বক্তা কোন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা নিশ্চয় জানা যায় নাই। কেহ২ বোধ করে,

Digitized by Google

আহাব রাজার বাটীর অধ্যক্ষ যে ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি এলীয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল, তিনি এই ওবদিয় হইবেন। (১ রা ১৮, ৩-৭।) কিন্তু আর২ লোকেরা অনুমান করেন, যে তিনি যিরিমিয়ের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। ওবদিয়ের গ্রন্থে কেবল ২১ পদ আছে, তন্মধ্যে দুই প্রকরণ।

১ প্র। যিহূদীয়দের প্রতি অহঙ্কার ও নিষ্ঠুরাচরণ প্রযুক্ত ইদোমীয়দের প্রতি ঈশ্বরের তর্জ্জন বাক্য। পদ ১-১৬।

২ প্র। ঈশ্বর পরায়ণ লোকদের সান্ত্বনার নিমিত্তে সুসমাচার সম্বন্ধীয় অঙ্গীকার প্রকাশ করণ। পদ ১৭-২১।

ওবদিয় গ্রন্থের যে২ কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

পদ ৩।	প্র ১৮; ৭।
— ২১।	— ১১; ১৫।

যূনস গ্রন্থের বিবরণ।

ইস্রায়েল লোকের যোয়াশ রাজের পুত্র যারবিয়ামের রাজত্বকালে, অর্থাৎ যিশয়িয়ের প্রায় আশী বৎসর পূর্ব্বে যূনস ভবিষ্যদ্বাক্য কহেন। অশূরীয় রাজ্যের রাজধানী নিনিবী নগরে উক্ত ভবিষ্যদ্বক্তা প্রেরিত হইয়া

লোকদিগকে চেতনা দানে কৃতকার্য্য হন, এই প্রসঙ্গ এই গ্রন্থ মধ্যে আছে। এ পুস্তকের তাৎপর্য্য এই, যে নিনিবীয় লোকদের দৃষ্টান্তদ্বারা পাপিদের প্রতি পরমেশ্বরের দীর্ঘ সহিষ্ণুতা দর্শাওন, এবং যাহারা পাপের নিমিত্ত প্রকৃতরূপে খেদান্বিত হয়, তাহাদের রক্ষা পাওন।

যূনসের গ্রন্থ চারি অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুই প্রকরণ আছে।

১ প্র। যূনসের ভবিষ্যদ্বক্তৃরূপে নিযুক্ত হওন এবং তাঁহার অনাজ্ঞাবহত্বের ও শাস্তির বিবরণ। অধ্য ১,২।

২ প্র। যুনস ভবিষ্যদ্বক্তার দ্বিতীয়বার প্রেরিত হওন ও তাঁহার কৃতকার্য্যতার কথা। অধ্য ৩, ৪।

যূনসের গ্রন্থ মধ্যে মনোযোগ যোগ্য চারি বিষয় আছে।

১। নিনিবীয় লোকেরা পাপ জন্য খেদ করিলে যদি নগরের রক্ষা হয়, তবে আমি ভাক্ত ভবিষ্যদ্বক্তারূপে গণিত হইব, এই ভয় করিয়া যূনস ঈশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করেন।

২। যূনস সাগরে নিক্ষিপ্ত হইলে ঈশ্বরের কৃত এক বৃহৎ মৎস্যদ্বারা গ্রাসিত হয়েন।

৩। মৎস্যের উদর রূপ জলীয় কারাগারহইতে অনুতাপকারি ঐ ভবিষ্যদ্বক্তার রক্ষার বৃত্তান্ত।

৪। নিনিবীয়দের মধ্যে যূনসের কর্ম্মের সফলতা।

মৎস্যের উদর হইতে যূনসের রক্ষা হওয়াতে ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা আমাদের ত্রাণকর্ত্তার কবরহইতে পুনরুত্থানের প্রতিরূপ হয়েন। যূনসের মৎস্য কর্তৃক গ্রাসিত হওনের

Digitized by Google

বিবরণে অনেকে যে আপত্তি করে তদ্বিষয়ে কোন কথা কহনের বড় প্রয়োজন নাই, যে হেতুক ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা স্পষ্ট রূপে কহেন, যে পরমেশ্বর যূনসকে গ্রাস করিবার কারণ এক বৃহৎমৎস্যকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সন্দিগ্ধমনা লোকেরা জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা যূনসের ঈশ্বর পরমেশ্বরের শক্তি বিস্মৃত হয়। কিন্তু অল্প দিন হইল বৃহৎ২ মৎস্যোদরে বস্ত্রান্বিত সমুদয় মনুষ্যশরীর পাওয়া গিয়াছে, বিশেষত একটা মৎস্যের উদরে অস্ত্র শস্ত্রের সহিত এক জন যোদ্ধাকে পাওয়া গিয়াছে, অতএব যূনষের বৃত্তান্ত অসম্ভব নহে।

যূনস গ্রন্থের যেং কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ১; ১৭। ম ১২; ৩৯, ৪০। লূ ১১; ২৯, ৩০।
— ২; ৯। ইব্রি ১৩; ১৫।
— ৩; ৫। ম ১২; ৪১। লূ ১১; ৩২।

মীখা গ্রন্থের বিবরণ।

মীখা যিহূদা দেশের ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন, তিনি যিশয়িয়ের সময়ে ভবিষ্যৎ কথা কহেন। ইস্রায়েল ও যিহূদার বিরুদ্ধে যিশয়িয় যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা সাভ্যস্থ করিবার জন্যে মীখা নিযুক্ত হন। তিনি দণ্ডভয় ও অঙ্গীকৃত দয়া দেখাইয়া অনুতাপ করিতে তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। মীখার গ্রন্থ সপ্ত অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাতে তিন প্রকরণ আছে।

Digitized by Google

১ প্র। যোথম রাজার রাজত্বকালে কথিত ভবিষ্যৎ কথা। অধ্য ১।

২ প্র। আহস্ নৃপতির সময়ে কথিত ভাবি কথা। অধ্য ২-৪।

৩ প্র। হিস্কিয় ভূপতির কালে উক্ত ভবিষ্যদ্বাক্য। অধ্য ৪; ৯-৭।

আদি পুস্তকের মধ্যে মীখার গ্রন্থে অতি গুরুতর ভবিষ্যৎ কথা আছে, ফলতঃ খ্রীষ্টের জন্মস্থান ও তাঁহার চরিত্র এবং পৃথিবীতে তাঁহার রাজ্যদ্বারা মঙ্গল হওন ইত্যাদি বিষয়ে এই গ্রন্থ প্রসিদ্ধ।

মীখা গ্রন্থের যেং কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ২; ৩।	ইফ ৫; ১৬।		
— — ১০।	ইব্রু ১৩; ১৩, ১৪।		
— ৩; ৫।	ম ৭; ১৫।		
— ৪; ৭।	লূ ১; ৩৩।	প্র ১১; ১৫।	
— ৫; ২।	ম ২; ৬।	যো ১;১। ৭; ৪২।	
— ৭; ৬।	— ১০; ২১, ৩৫, ৩৬।		
— — ২০।	লূ ১; ৭২, ৭৩।		

নহূম্ গ্রন্থের বিবরণ।

নহূম গালীল প্রদেশস্থ ইলকোশ নগর নিবাসী ছিলেন, বোধ হয় তিনি যিশয়িয়ের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। নহূমের ভবিষ্যৎবাক্য সকলই কবিতা, সম্প্রতি

Digitized by Google

তিন অধ্যায়ে বিভাগ করা গিয়াছে, এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই।

১। সুসমাচার সম্বন্ধীয় নানা অঙ্গীকার দ্বারা ঈশ্বর সেবকদিগকে সান্ত্বনা দেওন। অধ্য ১।

২। যুনস নিনিবীয় লোকদিগকে চেতনা দিলে পর পুনর্ব্বার তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় দুষ্কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবাতে তাহাদের নিনিবী নগরের নিশ্চিত বিনাশ প্রকাশ। অধ্য ২-৩।

নিনিবী মহানগরের বিনাশ এবং ঐ ভয়ঙ্কর ঘটনার বিষয় নহূম ভবিষ্যদ্বক্তা অতি গাম্ভীর্য্যভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার কথা এমত সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছে, যে কোন পথিক নিনিবী নগরের চিহ্ন অনুসন্ধান করিলেও দেখিতে পাওয়া ভার।

ঐ নগরের বিনাশ হইবাতে আমরা শিক্ষা পাই যে ঈশ্বর দত্ত চেতনা বাক্য অবহেলা করা অতি ভয়ানক বিষয়।

নহূম গ্রন্থের যে২ কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য	১; ১৫।	রো	১০; ১৫।
—	৩; ৪।	প্র	১৮; ২, ৩।

হবক্কূক গ্রন্থের বিবরণ।

হবক্কূক ভবিষ্যদ্বক্তা যিরিমিয়ের সময়ে অর্থাৎ যিরূ-

Digitized by Google

শালম নগরের আক্রমণ ও ধ্বংসের কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে ভবিষ্যৎকথা কহেন। হবক্কুক গ্রন্থ ৩ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুই প্রকরণ আছে।

১ প্র। যিহূদীয়দের দুষ্টাচার ও নিষ্ঠুর কস্‌দীয় সৈন্য-দ্বারা তাহাদের শাস্তি বিষয়ে ঈশ্বরের সহিত ঐ ভবিষ্য-দ্বক্তার কথোপকথনরূপ ভবিষ্যদ্বাণী। অধ্য ১-২।

২ প্র। ভবিষ্যদ্বক্তার গীত, অর্থাৎ সুশ্রাব্য কোমল ভাষাতে যিহূদীয় সাধু লোকদিগকে ত্রাণেশ্বরের প্রতি ভরসা করিতে সাহস প্রদান।

পরমেশ্বরকে ত্রাণেশ্বর স্থির করিয়া কাল যাপনকারি খ্রীষ্টীয়ানের ভাব এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

হবক্কুক গ্রন্থের যে২ কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ১; ৫। প্রে ১৩; ৪১।

— ২; ৪। রো ১; ১৭। ইব্রি ১০; ৩৭,৩৮।

সিফনিয় গ্রন্থের বিবরণ।

সিফনিয় ভবিষ্যদ্বক্তা যিরিমিয়ের পূর্ব্বে ভবিষ্যৎকথা কহেন। তাঁহার গ্রন্থের আশয় এই।

১। পাপ প্রযুক্ত যিহূদীয় ও তৎপার্শ্বস্থ কএক জাতীয় লোকের প্রতি ঈশ্বর দত্ত ভয়ঙ্কর শাস্তি কথন।

২। অনুতাপ করিতে লোকদিগকে প্রবৃত্তি প্রদান।

৩। সুসমাচার সম্বন্ধীয় অঙ্গীকারদ্বারা ঈশ্বরপরায়ণ লোকদিগকে সান্ত্বনা দান।

Digitized by Google

সিফনিয় গ্রন্থের তিন অধ্যায়ে চারি প্রকরণ আছে।

১ প্র। প্রতিমা পূজা ও দুষ্টাচরণ নিমিত্ত যিহূদীয়দের প্রতি তর্জ্জন বাক্য। অধ্য ১।

২ প্র। অবিলম্বে অনুতাপ করিতে তাহাদিগকে আহ্বান। অধ্য ২; ১-৩।

৩ প্র। পিলেষ্টীয় ও অম্মোনীয় ও মোয়াবীয় ও কূশীয় প্রভৃতি লোকের প্রতি ভয় প্রদর্শন বাক্য।

৪ প্র। খ্রীষ্টের রাজত্ব কালে সাধু লোকদের নিস্তার ও মঙ্গল বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী।

সিফনিয় গ্রন্থের যে২ কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ১; ৭,৮। প্র ১৯; ১৭-১৯	অধ্য ৩; ১২। যাক ২; ৫।
— — ১১। যাক ৫; ১	— — ১৬। ইব্রি ১২; ১২।
— ২; ১১। যো ৪; ২১	

হগয় গ্রন্থের বিবরণ।

হগয় ভবিষ্যদ্বক্তা বাবিলহইতে যিহূদীয়দের স্বদেশে প্রত্যাগমন বিষয়ক ভবিষ্যৎ কথা কহেন। যিরূশালমে দ্বিতীয়বার মন্দির নির্ম্মাণ করিতে২ যিহূদীয়েরা তন্নিকটস্থ পারস্য প্রদেশাধ্যক্ষগণহইতে এমত শক্তরূপে বাধা পাইয়াছিল, যে তাহাতে তাহারা বোধ করিল এক্ষণে মন্দির নির্ম্মাণ করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই, এই অনুমানে তাহারা তের বৎসর পর্য্যন্ত তৎকর্ম্ম হইতে

Digitized by Google

ক্ষান্ত থাকিল। কিন্তু পরমেশ্বর কুররাজের অনুমতি পত্র পুনর্ব্বার নূতনরূপে প্রকাশ করিতে দারা রাজাকে প্রবৃত্তি দিয়া যিহূদীয় লোকদিগকে মন্দির নির্ম্মাণার্থে সাহস দিবার জন্যে হগয়কে ভবিষ্যদ্বক্তৃরূপে নিযুক্ত করিলেন। তাহাতে অল্পকালের মধ্যে মন্দিরের নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইল। হগয় গ্রন্থ দুই অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুই প্রকরণ আছে।

১ প্র। যিহূদীয়দের আলস্য দোষ প্রকাশ এবং পরমেশ্বর তোমাদের সাহায্য করিবেন ইহা কহিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিতে লোকদিগকে উপদেশ দান।

২ প্র। প্রথমকার অপেক্ষা এক্ষণকার মন্দির অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হইবে, কেননা যিনি সর্ব্ব জাতীয়ের বাঞ্ছনীয়, তিনি এই মন্দিরে অধিষ্ঠিত হইয়া উপদেশ দিবেন, এতদ্বিষয়ক ভবিষ্যৎ কথা।

হগয় গ্রন্থের যেং কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ১; ১৩। মথি ২৮; ২০। রো ৮; ৩১।
– ২; ৬, ৭। ইব্রি ১২; ২৬।

সিখরিয় গ্রন্থের বিবরণ।

সিখরিয় ভবিষ্যদ্বক্তা হগয়ের সমকালবর্ত্তী ও সেবা-কার্য্যের সহকারী ছিলেন, হগয় ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থের যে ভাব, এ গ্রন্থেরও সেই ভাব জানিবা।

ফলতঃ স্বদেশীয় ব্যবস্থা স্থাপন করিতে যিহূদীয়দিগকে

Digitized by Google

সাহসী করণাভিপ্রায়ে সিখরিয় বিশেষ করিয়া বিস্তার ক্রমে প্রস্তাবিত কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

সিখরিয়ের গ্রন্থ চতুর্দশ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুই প্রকরণ আছে।

১ প্র। মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করিতে এবং ধর্ম্ম বিধি পুনর্ব্বার স্থাপনার্থে যিহূদীয়দের সাহস জনক অনেক উপদেশ ও দর্শন কথা। অধ্য ১-৬।

২। ভাবি বিষয়ের নানা উপদেশ ও ভবিষ্যৎ কথা বিশেষতঃ খ্রীষ্টের আগমন এবং তাঁহার রাজত্বদ্বারা পৃথিবী মণ্ডলে পারমার্থিক মঙ্গল হইবে এতদ্বিষয়ক কথা। অধ্য ৭-১৪।

সিখরিয় গ্রন্থ মধ্যে বিশেষ মনোযোগ যোগ্য তিনটি কথা আছে।

১। গর্দ্দভ শাবকারোহণ করিয়া যিরূশালমে খ্রীষ্টের প্রবেশ বিষয়ক ভবিষ্যৎ কথা। যথা। ৯; ৯। মথি ২১; ৫।

২। যে টাকা পাইয়া যিহূদা খ্রীষ্টকে পরহস্তগত করিল, সেই টাকার সংখ্যা এবং ঐ বিশ্বাসঘাতক ঐ টাকা আনিলে পর যে কর্ম্মেতে তাহা ব্যয় হয় তদ্বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী। অধ্য ১১; ১৩। মথি ২৬; ১৪, ১৫। ২৭; ৩-১০।

৩। খ্রীষ্টের মধ্যস্থালির দ্বারা মণ্ডলীর যে পারমার্থিক মঙ্গল হইবে তদ্বিষয়ক পরমভাব সিখরিয় প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক পরিচ্ছেদে খ্রীষ্ট মণ্ডলীর উন্নতি বিষয়ক কথা আছে।

Digitized by Google

সিখরিয় গ্রন্থের যেং কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য১; ৮।	প্র	৬;	৪
— ২; ১০।	যো	১;	১৪
— ৩; ১।	রো	৮;	৩৩
— — ৯।	প্র	৫;	৬
— ৪; ১০।	—	—	—
— ৬; ১-৮।	প্র	৬;	২-৪
— — ১২।	যো	১;	৪৫
— — —	ইব্রু	৩;	১-৩
— — —	ম	১৬;	১৮
— ৯; ৯।	ম	২১;	৪,৫
	যো	১২;	১৪,১৫।
— — ১১।	ইব্রু	১৩;	২০।
—১১; ১৩।	ম	২৭;	৩-১০।
—১২; ১০।	যো	১৯;	৩৪-৩৭।
— —	প্র	১;	৭।
—১৩; ৭।	ম	২৬;	৩১।
	মা	১৪;	২৭।
—১৪; ২১।	ইফ	২;	১৯-২২।

মলাখি গ্রন্থের বিবরণ।

আদি ভাগে লিখিত সকল ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের মধ্যে মলাখি শেষ ভবিষ্যদ্বক্তা জানিবা। তিনি বাবিল হইতে যিহূদীয়দের পুনরাগমনের ১২০ বৎসর পরে অর্থাৎ খ্রীষ্ট-জন্মের ৪২০ বৎসর পূর্ব্বে উপদেশ ঘটিত ভবিষ্যৎ কথা কহিয়াছিলেন। যিরূশালমস্থ মন্দির নির্ম্মাণের সমাপ্তি হইলে নিহিমিয়ের মত্যুকালে যখন যিরূশালম নগর সুশোভিত ছিল, তখন লোকেরা ধর্ম্ম কর্ম্মের রীতি রক্ষা করিলেও আত্যন্তিক কাল্পনিক ও অপবিত্র এবং দুষ্কর্ম্ম-কারি হইয়া উঠিল, এই জন্যে শেষে মলাখি ভবিষ্য-

Digitized by Google

বক্তা নিযুক্ত হইয়া মন ফিরাইতে ও ধর্ম্ম কর্ম্মের শোধন করিতে যিহূদীয়দিগকে আহ্বান করেন।

মলাখি গ্রন্থ চারি অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুই প্রকরণ আছে।

১ প্র। যিহূদীয়দের যাজক ও যজমান সর্ব্বসাধারণের পাষণ্ডতা ও দুরাচরণ দেখিয়া দোষ কথন। অধ্য ১-২।

২ প্র। খ্রীষ্টের এবং তাঁহার দূত যোহন অবগাহকের আগমন বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী। ঐ যোহন এলিয় ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় আত্মা ও সাহস বিশিষ্ট হইয়া উপদেশদ্বারা তেজোময় প্রভুর পথ প্রস্তুত করিবে, এমত কথা তাহাতে উক্ত আছে। অধ্য ৩, ৪। লূক ১; ৭৬। ম ১১; ১২-১৪।

এই গ্রন্থে খ্রীষ্ট অবতারকে অপরিমিত পারমার্থিক আশীর্ব্বাদরূপ কিরণদাতা ধর্ম্ম সূর্য্যবলিয়া বর্ণনা করিয়াছে।

মলাখি গ্রন্থের যেং কথা অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য১; ২-৪। রো ৯; ১৩	অধ্য৪; ২। লূ ১; ৭৮।
—— ১৪। ১ তী ৬; ১৫	— ৪; ২। ইফ ৫; ১৪।
— ২; ১৫। ম ১৯; ৪,৫	২পি ১; ১৯।
— ৩; ২,৩।—৩; ১০-১২	—— ৫। ম ১১; ১৪।
	— — — ১৭; ১১-১২।

Digitized by Google

আদিভাগোক্ত যীশুর বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্য প্রায় ৪০০০ বৎসর পরে মলাখির ভবিষ্যদ্বাক্যে শেষ হইল। ঈশ্বরের যে পবিত্র লোকেরা পবিত্র আত্মা পাইয়া ভবিষ্যদ্বাক্য কহিল, মলাখি সেই শ্রেণীর শেষ ব্যক্তি ছিলেন জানিবা। সাধু ব্যক্তিরা যাঁহাকে মন্দিরে অন্বেষণ করিল এবং যাঁহার দূত অগ্রে আসিয়া পথ প্রস্তুত করিল এমত প্রভুর হঠাৎ দর্শন মন্দিরে হইবে, ইহা প্রকাশ করিয়া মলাখি আদিভাগের শেষ করিল। অন্তভাগে লিখিত যোহনের ঘোষণা দ্বারাতে এবং মন্দিরের বিদ্যমান কালে খ্রীষ্টের কর্ম্ম ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া করাতে পূর্ব্বোক্ত ভবিষ্যদ্বাক্য পূর্ণ হইবাতে তিনি যে প্রকৃত খ্রীষ্ট ইহা সপ্রমাণ হয়; এ বিষয় পাঠ করিয়া সাধু পাঠক অবশ্য কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত হইবে।

মহাপরিত্রাণ অবহেলাকারি অবিশ্বাসি যিহূদীয়দের ন্যায় কেহ যেন নষ্ট না হয়, এতন্নিমিত্তে প্রত্যেক পাঠক বিশ্বাস ও প্রার্থনা পূর্ব্বক এসকল সত্যতার অন্বেষণ করুক।

Digitized by Google

১৪ অধ্যায়।

কালক্রমিক আদিভাগের গ্রন্থাবলির শৃঙ্খলা।

পুস্তকের নাম	গ্রন্থকার	খ্রীষ্টের পূর্ব্ব নিরূপিত সময়।
আদিপুস্তক ..	মূসা	৪০০৪ বৎসর অবধি ১৬৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত।
আয়ূব্	ঐ	২১৮০ বা ২১৩০।
যাত্রা পুস্তক ..	ঐ	১৬৩৫ অবধি ১৪৯০ পর্য্যন্ত।
লেবীয় পুস্তক..	ঐ	১৪৯০।
গণনা পুস্তক ..	ঐ	১৪৯০ অবধি ১৪৫১।
দ্বিতীয় বিবরণ..	ঐ	১৪৫১।
যিহোশূয় .,..	যিহোশূয়	১৪৫১ অবধি ১৪২৫ পর্য্যন্ত।
বিচারকর্ত্তৃবিবরণ	শিমূয়েল্.. ..	১৪২৫ অবধি ১১২০ পর্য্যন্ত।
রূৎ	ঐ	১২৪১ অবধি ১২৩১ পর্য্যন্ত।
১ শিমূয়েল্	শিমূয়েল ও নাথন্ ও গাদ এবং অন্যান্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত।	১১৭১ অবধি ১০৫৫ পর্য্যন্ত।
২ শিমূয়েল্		১০৫৫ অবধি ১০১৫ পর্য্যন্ত।
গীত	দায়ূদ ও অন্যান লোক	নানা সময়ে। দায়ূদকর্ত্তৃক ১০৬০ অবধি ১০১৫ পর্য্যন্ত।
পরমগীত....	সুলেমান্	প্রায় ১০১০।
হিতোপদেশ ..	ঐ	প্রায় ১০০০।
উপদেশক....	ঐ	প্রায় ৯৭৭।
১ রাজাবলি	নাথন ও গাদ ও ইদ্দো ও যিশায়িয় ও অন্যান্য।	১০১৫ অবধি ৮৯৬ পর্য্যন্ত।
২ রাজাবলি		৮৯৬ অবধি ৫৬২ পর্য্যন্ত।
১ বংশাবলি	ইস্রা এবং অন্যান্য জন	৪০০৪ অবধি ৫৩৬ পর্য্যন্ত।
২ বংশাবলি		
ইস্রা	ইস্রা	৫৩৬ অবধি ৪৫৬ পর্য্যন্ত।
নিহিমিয়	নিহিমিয়	৪৫৫ অবধি ৪২০ পর্য্যন্ত।
ইস্টের	ইস্রা	৫২১ অবধি ৪৯৫ পর্য্যন্ত।

Digitized by Google

কালক্রমিক আদিভাগস্থ ভবিষ্যদ্বক্তৃগ্রন্থাবলির শৃঙ্খলা।

পুস্তকের নাম।	খ্রীষ্টের পূর্ব্ব সময়।	যিহূদার রাজগণের সময়।	ইস্রায়েলের রাজগণের সময়
যূনস্,	৮৫৬ ও ৭৮৪ শালের মধ্যে।	যোয়াহ,অমৎসিয়,বা অসরিয়	যেহূ এবং যিহোয়াহ, বা অসরিয় এবং যারবিয়াম্।
আমোস্,	৮১০ এবং ৭২৫ মধ্যে।	উষিয়, ১। ১।	দ্বিতীয় যারবিয়াম্। অ ১; ১।
হোশেয়	৮১০ এবং ৭২৫ মধ্যে।	উষিয়,যোথম্ আহস,হিষ্কিয়।	দ্বিতীয় যারবিয়াম্। অ ১; ১।
যিশয়িয়,	৮১০ এবং ৬৯৮ মধ্যে।	ঐ আর মিনশি।	শিখরিয়, শল্লম, মিনেহেম্ পেকহ, পিকহিয়, এবং হোশেয়
যোয়েল,	৮১০ এবং ৬৬০ মধ্যে। বা পরে	উষিয়, বা, মিনসি।	ঐ
মীখা,	৭৫৮ এবং ৬৯৯ মধ্যে।	যোথম, আহস্ আর হিষ্কিয়,	পেকহ এবং হোশেয়।
নহূম,	৭২০ এবং ৬৯৮ মধ্যে।	হিষ্কিয়ের রাজত্বের প্রায় শেষ সময়ে	
সিফনিয়,	৬৪০ এবং৬০৯ মধ্যে।	যোশিয়। অ ১। ১।	

কালক্রমিক আদিভাগস্থ ভবিষ্যদ্বক্তৃগ্রন্থাবলির শৃঙ্খলা।

যিরিমিয়,	৬২৮ এবং ৫৮৬ মধ্যে।	যোশিয়।	
হবক্কুক,	৬১২ এবং ৫৯৮ মধ্যে।	যিহোয়াকীম।	
দানিয়েল,	৬০৬ এবং ৫৩৪ মধ্যে।	দাসত্বকালে।	
ওবদিয়,	৫৮৮ এবং ৫৮৩ মধ্যে।	নিবূখদ্নিৎসরকর্তৃক যিরূশালম আক্রমণের অব্যবহিত পরে	
যিহিষ্কেল,	৫৯৫ এবং ৫৩৬ মধ্যে।	দাসত্বকালে।	
হগয়,	প্রায় ৫২০ বা ৫১৮।	বাবিলহইতে পুনরাগমনের পর	
সিখরিয়,	৫২০ এবং ৫১০ মধ্যে।		
মলাখি,	৪৩৬ এবং ৩৯৭ মধ্যে।		

Digitized by Google

গীত সমূহের রচনার সময় নিরূপণ।

রচনার সময়		গীতাঙ্ক।	রচক।	রচনার কারণ।	তৎপ্রমাণ।
জগৎসৃষ্টি.	খ্রীষ্টের পূর্ব্ব.				
২৪৭৩	১৫৩১	৮৮	হেমন্ ..	মিসর দেশে ইস্রায়েলীদের দুঃখ।	যাত্রা. ২;২৩,২৫.
২৫১৪	১৪৯০	৯০	মূসা ..	মনুষ্যের আয়ু অল্প হওন।	গণ. ১৪; ৪৫.
২৯৪১	১০৬৩	৯	দায়ূদ ..	জালূৎকে জয় করণ।	১ শি ১৮; ৪.
২৯৪২	১০৬২	১১	ঐ ..	পর্ব্বতে পলায়ন করিতে পরামর্শ প্রাপ্ত।	— ১৯; ৩.
—	—	৫৯	ঐ ..	শৌলের সৈন্য তাঁহার গৃহ অবরোধ করে।	— — ১৭.
—	—	৫৬	ঐ ..	গাথ নগরে পিলেষ্টীয়দের সহিত থাকা।	— ২১; ১৫.
—	—	৩৪	ঐ ..	গাথ নগরহইতে পুনরাগমন।	— — —
—	—	১৪২	ঐ ..	অদুল্লম্ গুহাতে আশ্রয় লওয়া।	— ২২; ১.
—	—	১৭	ঐ ..	দোয়েগ্‌কর্তৃক যাজকগণ হত হওয়া।	— — ১৭; ১৯
—	—	৫২,১০৯,৩৫,১৪০	ঐ ..	দোয়েগ কর্তৃক তাড়িত হওয়া।	— — —
২৯৪৩	১০৬১	৬৪,৩১	ঐ ..	শৌলকর্তৃক তাড়িত হইলে।	— ২৩. ১২.

Digitized by Google

গীত সমূহের রচনার সময় নিরূপণ।

রচনার সময়।		গীতাঙ্ক।	রচক।	রচনার কারণ।	তৎপ্রমাণ।
——	——	৫৪	ঐ	সীফীয় লোকদের বিশ্বাসঘাতকতা।	— — ২৩।
——	——	৫৭,৫৮	ঐ	শৌলকে বধ করিতে অসম্মত হওন।	— ২৪; ২২।
——	——	৬৩	ঐ	ঐন্‌গিদী অরণ্যে অবস্থিতি।	— — —
২৯৪৬	১০৫৮	১৪১	ঐ	যিহূদাহইতে দূরীকৃত হওয়া।	— ২৭; ১।
২৯৫৬	১০৪৮	১৩৯	ঐ	ইস্রায়েলের রাজা হওন।	২ বৎ ১২; ৪০।
২৯৬২	১০৪২	৬৮	ঐ	নিয়মসিন্দুকের প্রথমবার স্থানান্তর করণ।	২ শি. ৬; ১১।
——	——	২৪,১৩২,১০৫,৯৬, ১০৬	ঐ	নিয়মসিন্দুকের দ্বিতীয়বার স্থানান্তর করণ।	১ বৎ ১৫; ৪। ১৬; ৪৩।
——	——	২,৪৫,২২,১৬,১১৮, ১১০	ঐ	নাথনের ভবিষ্যদ্বাক্য সম্বলিত উপদেশ করণ।	— ১৭; ২৭।
২৯৬৪	১০৪০	৬০,১০৮	ঐ	যোয়াবকর্তৃক সুরিয়া ও ইদোম জয়	— ১৮; ১৩।
২৯৬৮	১০৩৬	২০,২১	ঐ	অম্মোনীয় ও সুরিয় লোকদের সহিত যুদ্ধ।	২ শি. ১০; ১৯।
২৯৭০	১০৩৪	৬,৫১,৩২,৩৮,৩৯, ৪০,৪১,১০৩	ঐ	পরদারে গমন ও উরিয়কে বধ করণ।	— ১২; ১৩।
২৯৮৩	১০২১	৩	ঐ	অব্‌শালমহইতে পলায়ন।	— ১৫; ২৯।
——	——	৭	ঐ	শিমিয়ের দুর্ব্বাক্য।	— ১৬; ১৪।

গীত সমূহের রচনার কাল নিরূপণ।

রচনার সময়।		গীতাঙ্ক।	রচক।	রচনার কারণ।	তৎপ্রমাণ।
জগৎসৃষ্টি.	খ্রীষ্টের পূর্ব্ব				
২৯৮৩	১০২১	৪২, ৪৩, ৫৫, ৪, ৫, ৬২, ১৪৩, ১৪৪, ৭০, ৭১,	দায়ূদ	আবশালম্ হইতে পলাইয়া যর্দ্দনের নিকটে উপস্থিত হওন।	২ শি.১৭;২৯।
২৯৮৬	১০১৮	১৮	ঐ	যুদ্ধের শেষ।	—২২;১,৫১।
২৯৮৭	১০১৭	৩০	ঐ	অরোনারশস্যমর্দ্দনস্থানপ্রতিষ্ঠাকরণ	১ বং২১;৩০।
২৯৮৯	১০১৫	৯১	ঐ	সুলেমানকে পরামর্শ প্রদান।	১বং. ২৮;১০।
——	——	৭২	ঐ . ..	সুলেমানকে রাজ্যাভিষেক করণ।..	—২৯;১৯।
——	——	১৪৫	ঐ	গতকালের চরিত্র স্মরণ করণ।	
——	——	৮, ১২, ১৯.২৩, ২৮, ২৯, ৩৩, ৬১, ৬৫, ৬৯, ৮৬, ৯৫, ১০১, ১০৪, ১২০.১২১, ১২২, ১২৪.১৩১, ১৩৩	ঐ	ইহার কারণ ও সময় অব্যক্ত। ..	
৩০০০	১০০৪	৪৭, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০..	সুলেমান ..	মন্দিরে নিয়মসিন্দুক আনয়ন। ..	২বং৫;৭,১৩।
——	——	১৩৫, ১৩৬	ঐ	মন্দির প্রতিষ্ঠা।	— ৬; ৩।
৩০৭৪	৯৩০	৭৮	আসফ্ ..	আসার ইস্রায়েলদেশ জয় করণ।..	—১৬;৬।
৩১০৮	৮৯৬	৮২, ১১৫, ৪৬	আসফ এবং অন্যান্যজন	যিহোশাফটের রাজত্ব।	—২০;২৬।
৩২৯৪	৭১০	৪৪	হিষ্কিয় ..	রবশাকির ঈশ্বর নিন্দা করণ।	২রা.১৯;১৩।
——	——	৭৩, ৭৫, ৭৬ .. :	আসফ্ ..	সন্হেরীবের সৈন্য বিনাশ।	——১৯।

গীত সমূহের রচনার কাল নিরূপণ।

রচনার সময়।	গীতাঙ্ক।	রচক।	রচনার কারণ।	তৎপ্রমাণ।
৩৪১৬ ৫৮৮	৭৪,৭৯,৮৩,৯৪	আসফ ..	যিরূশালমের মন্দির দাহন।	যিরি.৩৯;১০।
৩৪১৬ ৫৮৮	১৩৭,১৩০,৮০,৭৭,৩৭,	আসফওএথন এবং অন্যান্যজন		
৩৪৬৮ ৫৩৬	৬৭,৪৯,৫৩,৫০,১০, ১৩,১৪,১৫,২৫,২৬, ২৭,৩৬,৮৯,৯২,৯১ ১২৩		বাবিলীয় দাসত্ব।	দা ৭;২৮।
৩৪৬৬ ৫৩৮	১০২	দানিয়েল্..	ঐ দাসত্বের শেষ সময়।	—৯;২৭।
৩৪৬৮ ৫৩৬	১২৬,৮৫	কোরাহের পুত্রগণ	যিহূদীয়দের মুক্তি জন্যে কুর রাজার আজ্ঞা প্রকাশ।	ইস্রা.১;৪।
—— ——	১০৭,৮৭,১১১,১১২, ১১৩,১১৪.১১৬.১১৭, ১২৫,১২৭,১২৮,১৩৪	নানাজন ..	দাসত্ব হইতে যিহূদীয়দের ফিরিয়া আইসন।	—৩;৭।
৩৪৬৯ ৫৩৫	৮৪,৬৬	কোরাহের সন্তানগণ	দ্বিতীয় মন্দিরের পত্তন।	——১৩।
৩৪৭০ ৫৩৪	১২৯	ইস্রাবানিহিমিয়	শোমিরোণীয় লোকদের বাধা। ..	—৪;২৪।
৩৪৮৫ ৫১৯	১৩৮	হগয় বা সিখ	মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ।	——৬;১৩।
৩৪৮৯ ৫১৫	৪৮,৪১,১৪৬,১৪৭.. ১৪৮,১৪৯,১৫০..	নানা জন ..	দ্বিতীয় মন্দিরের প্রতিষ্ঠা।	সিখ.৮;২৩।
৩৫৬০ ৪৪৪	১,১১৯	ইস্রা	ধর্ম্ম বিধি মানন।	নি.১৩;৩।

১৫ অধ্যায়।

আদি ও অন্তভাগের মধ্যবর্ত্তী সময়ের অর্থাৎ মলাখি অবধি খ্রীষ্টের আগমন পর্য্যন্ত যিহূদীয় লোকদের ইতিহাস।

প্রাচীন ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ মধ্যে শেষ ভবিষ্যদ্বক্তা যে মলাখি, তিনি খ্রীষ্টের আগমনের চারি শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার অবতীর্ণ হওন ও তাঁহার দূত যোহন অবগাহকের আগমন বিষয়ে ভবিষ্যৎ কথা কহিয়াছিলেন। তৎপর অবধি চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত যিহূদীয় লোকদের কি প্রকার অবস্থা ছিল, তাহা অবগত হইতে ধর্ম্মপুস্তকের প্রত্যেক পাঠক বাঞ্ছা করে, এবং পাঠকের পক্ষে তাহা উপকারিও বটে, অতএব উত্তম সত্যেতিহাস হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহা এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে।

নিহিমিয়, মলাখি ভবিষ্যদ্বক্তার সমকালবর্ত্তী ছিলেন। তিনি যিহূদীয়দের ধর্ম্মবিধি ও রাজনীতি সংশোধন করিয়া কতকাল যিরূশালমে ছিলেন, তাহা আমরা নিশ্চয় কহিতে পারি না। তাঁহার মৃত্যুর পরে যিহূদা দেশ সুরিয়া দেশান্তঃপাতি হইয়া পারস্য অধিপতির অধীন হইয়া থাকিল। মহাযাজক ঐ অধিপতির অধীনে থাকিয়া স্বেচ্ছানুসারে বা রাজ্যের প্রয়োজনানুসারে বিধি দিতেন, কিম্বা সাধারণ রাজনীতির কোন ব্যবস্থা বলবতী করিতেন, আর এমত দেখা যায় যে কখন২ ঐ অধিপতি কর্ত্তৃক মহাযাজক নিযুক্তও হইতেন।

অপর খ্রীষ্টের ৩৩৩ বৎসর পূর্ব্বে সিকন্দর মহারাজা

Digitized by Google

পারসীয়দের বিরুদ্ধে যূনানী সৈন্যের অধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত হইয়া কিলিকীয়া প্রদেশে দারা নামক রাজার অধীন সেনাদিগকে পরাভূত করিলেন। তদনন্তর তিনি সুরিয়া ও ফৈনিকিয়া দেশ জয় করিয়া যিহূদা দেশে গমন করিলেন। যদ্দুয় মহাযাজক তাঁহার আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া পরমেশ্বর যেন এই ভয়ানক মনুষ্য হইতে রক্ষা করেন, এতদর্থে আপনার সহিত লোকদিগকে মিলিয়া বলিদান ও প্রার্থনা করিতে আহ্বান করিলেন। প্রভুর গোচরে তাহারা ঐ রূপ নত হইলে যদ্দুয়ের প্রতি প্রত্যাদেশ হইল, যে তুমি মহাযাজকীয় পরিচ্ছদান্বিত হইয়া স্বং বস্ত্র পরিহিত যাজকগণকে সঙ্গে লইয়া জয়কারির সহিত সাক্ষাৎ কর। তাহাতে তাঁহারা শুভ্র বস্ত্র পরিহিত অগণ্য লোক সমভিব্যাহারে অতি গাম্ভীর্য্য পূর্ব্বক গমন করত যেখানহইতে মন্দির ও নগর দেখা যায় এমত সাফা নামক উচ্চস্থানে উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইলেন। পরে রাজা নিকটে আসিয়া এতদ্রূপ আশ্চর্য্য দর্শন করিয়া এমত বিস্ময়াপন্ন হইলেন, যে তাঁহাদের হিংসা করা ওদিগে থাকুক, বরং স্বয়ং অস্তেব্যস্তে অগ্রসর হইয়া অতি ভক্তি পূর্ব্বক ঈশ্বরের ঐ যাজককে প্রণাম করিলেন। রাজার এবম্ভূত অসম্ভব ব্যবহার দেখিয়া লোকেরাও অদ্ভুত মানিয়া স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। ইতোমধ্যে পার্মানীও নামক রাজার এক জন অমাত্য, এরূপ অনপেক্ষিত ভক্তি করণের কারণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলে তিনি উত্তর করিলেন, আমি যাজককে সম্ভ্রম করি নাই, পরন্তু পরমেশ্বরকে সমাদর করিলাম। আমি মাসিডোনীয়স্থ ডাইয় নগরে যে আ-

শ্চর্য্য দর্শন পাইয়াছিলাম, এক্ষণেও তদ্রূপ দেখিলাম তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে আমি এরূপ করিলাম।

আর এমত কথিত আছে, যে সিকন্দর মহারাজা যদ্দুয় মহাযাজককে প্রেম পূর্ব্বক আলিঙ্গন দিয়া যিরূশালম নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া মন্দিরে বলিদান উৎসর্গ করিলেন। পরে মহাযাজক রাজাকে যূনানী রাজকর্ত্তৃক পারসী রাজ্যের ধ্বংসোল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী দানিয়েল পুস্তকে দেখাইলেন, তাহাতে সিকন্দর তাহা পাঠ করিয়া যুদ্ধেতে নিতান্ত জয়ী হইবে, এমত দৃঢ় প্রত্যাশা করিয়া দারা রাজার বিরুদ্ধে গমন করিলেন। আর যদ্দুয়ের প্রার্থনাতে স্বধর্ম্ম অবাধে যাজন, ও আপনাদের ব্যবস্থা পালন, এবং যে প্রতি সপ্তমবৎসরে তাহাদের বপন ও কর্ত্তন নিষেধ ছিল, সেই২ বৎসরের কর না দেওন, ইত্যাদি বিষয়ে যিহূদীয়েরা রাজার অনুমতিও পাইয়াছিল। তৎপরে সিকন্দর রাজা দারার অসংখ্য সৈন্যকে পরাজয় করিলে পারসীয় রাজের বিনাশ বিষয়ক দানিয়েল কর্ত্তৃক কথিত ভবিষ্যদ্বাক্য সফল হইল। দা ২; ২৯। ৮; ২৫, ৭, ২০, ২১। ১০; ২০। ১১; ২-৪।

পরে সিকন্দর যিহূদীয়দিগের আরও অতিশয় উপকার করিলেন। ফলত তিনি মিসর্ দেশ বশীভূত করিয়া তথায় সিকন্দরিয়া নামে এক নগর স্থাপন করিয়া মাকিডোনীয়া নিবাসিদের তুল্য স্বাধীনতা দিয়া যিহূদীয়দিগকে তন্নগরে বসতি করাইলেন। (খ্রীষ্টের আগমনের ৩২৩ বৎসর পুর্ব্বে) ঐ পরাক্রমি বিজয়ি ব্যক্তি ৩২ বৎসর বয়সে পরলোক পাইলে তাঁহার তাবৎ

পরিজন হত হইল, এবং তাঁহার চারিজন প্রধান সেনা-পতি তাঁহার বৃহৎ রাজ্য বিভাগ করিয়া লইল। তন্মধ্যে টলমী লেগস নামক সেনাপতি মিসর দেশ প্রাপ্ত হইয়া যিহূদা দেশ জয় করিয়া তত্রস্থ এক লক্ষ লোককে বন্দি করিয়া নিজাধিকারে আনিল। তৎসময়ে তাহাদের প্রতি টলমীর সৌজন্য ব্যবহার এবং যুদ্ধ দ্বারা স্বদেশের দুরবস্থা দেখিয়া আর২ অনেক লোক স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বন্দিদের নিকটে মিসর দেশে গমন করিল।

খ্রীষ্ট আগমনের ২৯২ বৎসর পুর্ব্বে যাথার্থিক উপাধি বিশিষ্ট শিমোন নামে যিহূদীয়দের মহাযাজক পঞ্চত্ব পাইলেন। তিনি জ্ঞানে ও ধর্ম্মাচরণে প্রসিদ্ধ ছিলেন, এবং যিহূদীয় মণ্ডলী সংশোধন করিতে ইষ্রা কর্ত্তৃক যে এক শত বিংশতি লোক নিযুক্ত হয়, তাহাদের মধ্যে তিনি শেষ ব্যক্তি ছিলেন। লোকেরা বোধ করে, যে যাথার্থিক শিমোন আদিভাগের সমুদয় গ্রন্থ শেষ বার পাঠ করিয়া শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা করেন। আর বংশাবলি ও নিহিমিয় ও ইষ্টের ও মলাখি এই কএক গ্রন্থ যোগ করিয়া আদিভাগ পূর্ণ করেন।

অপর মিসর দেশ প্রবাসি যিহূদীয়েরা ইব্রীয় ভাষা ভুলিয়া যাওয়াতে আপনাদের ব্যবহারের নিমিত্তে ধর্ম্ম-পুস্তক গ্রীক ভাষায় লেখাইল। (খ্রীষ্টের ২৮৪ বৎসর পুর্ব্বে) সেই গ্রন্থ এক খানি টলমী ফিলাডেলফস্ রাজের পুস্তকাগারে রাখা গেল। গ্রীক ভাষায় লিখিত ঐ গ্রন্থের সেপ্টীয়াজিণ্ট নাম হইল। যে২ স্থানে যিহূদীয়েরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তত্তৎ২ স্থানস্থ ভজনালয়ে

Digitized by Google

ঐ গ্রন্থের নিত্য পাঠ হইত। রলীন সাহেব বলেন, যে এই গ্রীক ভাষায় লিখিত পুস্তক দ্বারা অনেকেই আদি ভাষার ধর্ম্মপুস্তক সহজে জানিতে পারিল, কারণ গ্রীক লোকদের সর্ব্বত্র জয় প্রযুক্ত তাহা দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইল। বিশেষতঃ গ্রীক ভাষা পৃথিবীস্থ তাবৎ ভাষাপেক্ষা উত্তম ও শব্দ বহুল, এবং সিকন্দরের জিত তাবৎ দেশে ব্যাপ্ত ও সাধারণ লোকদ্বারা ব্যবহৃত, প্রযুক্ত পরমেশ্বর ঐ ভাষায় সুসমাচার প্রচারোপায় করিলেন তাহাতে ভিন্ন২ ভাষাবাদি ও আচারি লোকেরা এক রূপ ভজনা ও একই রূপ উপদেশ গ্রহণ করিয়া এক সম্প্রদায় হয়, এমত সুগম পথ প্রস্তুত করিলেন।

অপর যিহূদা দেশ নিবাসিরা এক শত বৎসরের অধিককাল পর্য্যন্ত সিকন্দরের উত্তরাধিকারিদের দ্বারা ধারাবাহিক উৎকট ক্লেশ পাইল। বিশেষতঃ যিনি আপনার উপনাম ইপিফিনস রাখিয়াছিলেন, ও লোকেরা যাঁহাকে পাগল ইপিমেনেস বলিত, সেই আণ্টিয়কস তাহাদিগকে অতিশয় দুঃখ দিয়াছিলেন। তিনি যিহূদীয়দের ওনিয়স্ নামক ধার্ম্মিক মহাযাজককে পদচ্যুত করিয়া বৎসর২ ৩৬০ তালন্ত কর নিরূপণে তাহার অন্য ভ্রাতা যাসনকে ঐ পদ বিক্রয় করিলেন। এবং অল্পদিনের মধ্যে তাহাকেও পদ ভ্রষ্ট করিয়া ৬৬০ তালন্তে তাহার ভ্রাতা মিনিলাসকে তৎপদ পুনর্ব্বার বিক্রয় করিলেন। অপর মিনিলাস মরিয়াছে, এই মিথ্যা জনশ্রুতি হইলে যাসন ঐ যাজকত্ব পদ প্রাপ্ত্যর্থে চেষ্টা করিলেন। ফলতঃ তিনি এক সহস্র সেনা লইয়া যিরূশালমে প্রবিষ্ট হইয়া

Digitized by Google

যাহাকে২ শত্রু বোধ করিলেন, তাহাকে২ খড়্গে ও আর ২ যন্ত্রণাতে নষ্ট করিলেন।

পরে রাজার মরণ সংবাদ পাইয়া যিহূদীয়েরা অতি আনন্দিত হইয়াছে, তিনি ইহা শ্রবণ করিয়া এবং লোকেরা রাজদ্রোহাচরণ করিতেছে, ইহা বুঝিয়া হঠাৎ যিরূশালম আক্রমণ করত ৪০০০০ লোককে বধ করিলেন। এবং ততোধিক মনুষ্যকে বিক্রয় করিলেন, এবং মন্দির হইতে ৮০০ তালন্ত পরিমিত স্বর্ণ পাত্র লুটিয়া লইলেন। আর ইস্রায়েলদের ঈশ্বরের প্রতি হেয়জ্ঞান প্রকাশার্থে মহাপবিত্র স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া বেদীর উপরে হোমার্থ এক শূকর বলিদান করিলেন। তৎপরে ফিলিপ নামক এক জন ফ্রিজীয়ন লোককে যিহূদার শাসন কর্ত্তা ও আন্দ্রোনিকস নামে এক জন দুরাত্মাকে শোমিরণের অধ্যক্ষ ও দুরাচার মিনিলাসকে মহাযাজক রূপে নিযুক্ত করিয়া এবং লুটিত বিস্তর ধন সম্পত্তি লইয়া আণ্টিয়কস আণ্টিয়ক নগরে প্রত্যাগমন করিলেন।

অনন্তর মিসর দেশে তাঁহার চতুর্থবার যুদ্ধে গমনকালে রূমি লোকদের দূত উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিল, যদি তোমার সৈন্যদিগকে ফিরিয়া না লহ, তবে উপযুক্ত প্রতিফল পাইবা। তিনি দূতের এরূপ বাক্যেতে ক্রোধান্বিত হইলেন বটে কিন্তু অপারক হইয়া পিলেষ্টীয় দেশ দিয়া আপন সেনাদিগকে পুনর্ব্বার লইয়া চলিলেন, এবং যিরূশালম নগর ধ্বংস করিতে ও তত্রস্থ তাবৎ পুরুষকে নষ্ট করিয়া স্ত্রী ও বালক বালিকাদিগকে দাস করিয়া আনিতে বিংশতি সহস্র সেনার সমভিব্যাহারে আপোলোনীয়সকে

Digitized by Google

প্রেরণ করিলেন। পরে শাবৎ দিবসে যখন লোকেরা পরমেশ্বরের আরাধনা করিতেছিল, তৎকালে ঐ সেনা-পতি আক্রমণ করিয়া নির্দয় ও রাগান্ধ হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিয়া রাজাজ্ঞা পালন করিল। তাহাতে যাহা-রা পর্ব্বতে পলাইল বা গহ্বরে লুকাইল, তদ্ব্যতিরেকে কেহই রক্ষা পাইল না। তদনন্তর ঐ আক্রমণকারী পা-ষণ্ড সৈন্যেরা নগরস্থ তাবৎ ধন হরণ করিয়া তন্নগরের নানা স্থানে অগ্নি লাগাইয়া দিল, ও নগরের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিল, ও অট্টালিকা সকল সমূলে উৎপাটন করিয়া সেই সকল ইষ্টকাদিতে এক্রা পর্ব্বতে এক শক্ত দুর্গ নির্ম্মাণ করাইল। তথা হইতে মন্দির দৃষ্ট হইত, এবং কোন লোক ভজনা করণার্থে মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলে যেন শীঘ্র বহির্গত হইয়া তাহাকে নষ্ট করিতে পারে, এত-দর্থে ঐ স্থানে সৈন্য দল নিযুক্ত থাকিল।

পরে আণ্টিয়কস আণ্টিয়ক নগরে পুনরাগমন করিয়া গ্রীক ধর্ম্মাবলম্বী হইতে লোকদিগকে আজ্ঞা করিলেন, এবং যিহূদীয়দিগকে গ্রীক লোকদের প্রতিমা পূজার বিধি শিখাইতে ও যাহারা তাহা মান্য করিবে না, তাহাদিগ-কে অতিশয় শাস্তি দিয়া বধ করিতে এথিনীয়সকে নিযুক্ত করিলেন। তাহাতে এথিনীয়স যিরূশালমে উপস্থিত হইয়া কতক গুলি ধর্ম্ম ভ্রষ্ট যিহূদীয়দের সহকারিতা প্রাপ্ত হইয়া মন্দিরের নিত্য বলিদান রহিত করিল, ও যিহূদীয়দের তাবৎ পুণ্যক্রিয়া নিবারণ করিল। অধিক কি বলিব, সে ঈশ্বরের মন্দির অপবিত্র করিয়া তাহা ঈশ্বরাধনার অযোগ্য করিল। আর অনুসন্ধান করিয়া ধর্ম্ম পুস্তক যত

Digitized by Google

পাইল সে সমস্ত দগ্ধ করিল, এবং পরমেশ্বরের মন্দির যুপিতরঅলিমপস দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া হোম বেদীর উপরে ঐ দেবের বিগ্রহ স্থাপন করিয়া ঘোষণা দেওয়াইল, যে যাহারা মহারাজের আজ্ঞানুসারে এই প্রতিমার পূজা না করিবে, তাহাদের প্রাণ দণ্ড হইবে।

অনন্তর অসমোনীয় কুলোদ্ভব মাটাথিয়স নামে এক জন সম্ভ্রান্ত যাজক বিরুশালমে তাড়না দেখিয়া যোহন ও শিমোন ও যিহূদা ও ইলিয়াসর এই চারি পুত্রকে লইয়া দান বংশাধিকারস্থ মদিন নামক আপন জন্ম ভূমিতে পলাইয়া গেলেন। তাহাতে এপ্রিয়স নামক এক জন রাজসেনাপতি আণ্টিয়কসের আজ্ঞা পালন করাইতে তাঁহাদের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইয়া তথায় উপস্থিত হইল। পরে তত্রস্থ লোক সকল একত্র হইলে ঐ সেনাপতি সেই যাজককে কহিল, তোমাকে বিস্তর ধন ও মান দেওয়া যাইবে, তুমি রাজ স্থাপিত বিগ্রহের পূজা করিতে স্বীকৃত হও। তাহাতে ঐ প্রাচীন পুরোহিত পুরস্কার তুচ্ছ করিয়া প্রতিমার পূজাতে প্রথম প্রবৃত্ত স্বধর্ম্মত্যাগি যিহূদীয় ব্যক্তিকে ছেদন করিয়া নিজ পুত্রদের সহায়তাতে রাজপ্রতিনিধি ঐ ব্যক্তিকে ও তাহার সঙ্গি তাবৎ লোককে আক্রমণ করিয়া সংহার করিলেন, এবং প্রতিমা সকলকে বেদী শুদ্ধা উচ্ছিন্ন করিয়া পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন। পরে তাঁহার স্বদেশীয় কতক গুলি যিহূদীয় লোক তাঁহার সহিত তথায় মিলিলে তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যিহূদা দেশ দিয়া গমন

Digitized by Google

করত নগরেং যতং প্রতিমার বেদী পাইলেন, সে সমস্তই ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তত্তৎস্থানে ত্বক্ছেদের বিধি পুনঃস্থাপন করিলেন। এবং প্রতিমা পূজক তাবৎ যাজককে ও স্বধর্ম্মত্যাগি যিহূদীয়দিগকে সংহার করিয়া (খ্রীষ্টের ১৬৭ বৎসর পূর্ব্বে) পরমেশ্বরের আরাধনার প্রকৃত বিধি পুনর্ব্বার স্থাপন করিলেন। তৎপরবৎসরে তিনি মাকাবিয়স উপাধিতে খ্যাত যিহূদা নামক স্ব পুত্রকে সৈন্যের কর্ত্তা রূপে অভিষিক্ত করিয়া পরলোকে প্রস্থান করিলেন। পরে যাহারা ঈশ্বরের সেবা করিতে ব্যগ্র ছিল, তাহারা অবিলম্বে আসিয়া যিহূদার সঙ্গে মিলিল। মাকাবিয়স আণ্টিয়কসের অতি সাহসি সেনাপতিদের অধীন অনেক দল সৈন্যকে পরাভূত করিয়া যিরূশালম নগর মুক্ত করিয়া মন্দির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করণানন্তর পরমেশ্বরের সেবা স্থাপন করিয়া (খ্রী, পূ ১৬৫) উচ্ছিন্ন নগর পুনর্নির্ম্মাণ করাইলেন। তদনন্তর নিজ সেনাপতিদের পরাভূত হওনের সংবাদ শ্রবণ করিয়া আণ্টিয়কস রাগোন্মত্ত হইয়া দর্প করিয়া কহিতে লাগিলেন, এবার যিহূদীয় বংশ নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া যিরূশালম নগর তাহাদের সাধারণ কবর স্থান করিব। এই সাহঙ্কার বাক্য তাঁহার মুখহইতে নির্গত হইবামাত্র স্বর্গপতির কোপ তাঁহার প্রতি প্রজ্বলিত হইল, ফলতঃ (খ্রী, পূ, ১৬৪ বৎসরে) ঐ রাজার এক অপ্রতিকার্য্য রোগ জন্মিল। অর্থাৎ তাঁহার নাড়ীতে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হইয়া এক খান ক্ষত রোগ হইলে তন্মধ্যে অতিশয় কীট জন্মিল। তাহাতে রাজার

Digitized by Google

আয়ুর শেষ হইল। অপর তৎপুত্র ইউপেটর যিহূদীয় কুল নির্মূল করণার্থে লিসিয়স নামক স্বসেনাপতির অধীনে মিলিতে নিকটস্থ কএক জাতীয় লোকদিগকে প্রবৃত্ত করিল। কিন্তু যিহূদা ঐ রূপ মিলনের সংবাদ শ্রবণ করিয়া সংগ্রাম করিতে শত্রুদের দেশে গমন করিয়া সুরিয়া ও ইদোমীয় ও অরবীয় লোকদিগকে বিলক্ষণ শাস্তি দিলেন। পরে তিনি যুদ্ধে হত হইলে তাঁহার ভ্রাতা যোনাথন তৎপদাভিষিক্ত হইয়া নিজ ভ্রাতা শিমোনের সহিত মিলিয়া অসাধারণ সাহস ও বিজ্ঞতা পূর্ব্বক তাবৎ ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

ওনিয়স্ মহাযাজক মিসর দেশে বসতি করাতে (খ্রী, পূ ১৬১) যোনাথন যিরূশালমের মহাযাজকত্ব ও শাসনকর্ত্তৃত্ব পদ গ্রহণ করিয়া রোমীয়দের সহিত সন্ধি করিলেন। তিনি সুরিয়ার সিংহাসন অন্যায়ে গ্রহণকারি ট্রীফেনের বিশ্বাসঘাতকতাতে টলমিয়াস স্থানে হত হইলে (খ্রী, পূ ১৪৪) তাঁহার পুত্র শিমোন পিতৃপদাভিষিক্ত হইলেন। ঐ শিমোন ধর্ম্মমত এক বার শোধন করিয়া যিহূদীয়দিগকে পরাধীনতা হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি লোকদিগকে কুশলে ও সুধারায় রাখিবার মানসে যখন যিহূদীয়ার নগরে২ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, (খ্রী, পূ ১৩৫) তৎকালে তাঁহার জামাতা টলমী যিরিহো নগরস্থ ডোকস দুর্গে তাঁহাকে ভোজন করাওনার্থে আনাইয়া যিহূদা ও ম্যাটাথিয়স তাঁহার এই দুই পুত্রের সহিত তাঁহাকে বধ করিল।

Digitized by Google

তদনন্তর (খ্রী, পূ ১৩০) শিমোনের পুত্র হীর্কেনস শাসকত্ব ও যাজকত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়া নিকটস্থ কএক প্রদেশ অধিকার করিয়া গিরিজিম পর্ব্বতস্থ শোমিরোণীয়-দের মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, ঐ মন্দির দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। ঐ হীর্কেনস ইদোমীয়দিগকে যিহূদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে বল প্রকাশ করিলেন। পরে (খ্রী, পূ ১০৭) তিনি আরিষ্টবূলস নামক নিজ পুত্রকে রাজত্ব ও যাজকত্ব পদ দিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। আরিষ্টবূলস যিহূদা দেশকে পুনর্ব্বার রাজ-কর্ত্তৃত্বাধীন করিলেন, এবং বাবিলীয় দাসত্বের পরে ইনি প্রথমে আপনাকে রাজরূপে প্রকাশ করেন। তাঁহার পুত্র (খ্রী, পূ ৯৭) সিকন্দর যান্নিয়স তৎপদাভিষিক্ত হইয়া পিলেষ্টীয় লোকদিগকে যিহূদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে বল প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি ২৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া অপরিমিত ভোজন পান করাতে মরিলেন।

রোমীয় লোকদের সহিত সন্ধি করাতে যিহূদীয়দের অতি ক্ষতি হইতে লাগিল, কেননা রোমারাজ্যে কোন গোলমাল উপস্থিত হইলে তাহাদিগের দুঃখভোগ করিতে হইত। আর যিহূদীয়দের রাজপদ ও যাজকত্বপদ তৎ-কালে মহাবিবাদের মূলীভূত হইয়া উঠিল। ফলতঃ আরি-ষ্টবূলস আপন ভ্রাতা হীর্কেনসের বিরুদ্ধে রোমীয় লোক-দের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে পম্পী রাজা হীর্কে-নসকে সিংহাসনে বসাইয়া যিহূদা দেশ রোমা রাজ্যের করাধীন করিলেন, এবং তিনি কতকগুলিন সেনাপতিকে সঙ্গে লইয়া পাষণ্ডতা পূর্ব্বক মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ

করিলেন। আর (খ্রী, পূ, ৫৪) সুরিয়া দেশের শাসন-কর্ত্তা ক্রাসস্ মন্দিরহইতে দশ সহস্র তালন্ত পরিমিত রূপা হরণ করিয়া লইলেন।

অল্পকাল পরে আণ্টিপেটর নামক ইদোমীয় দেশের এক ধূর্ত্ত কুলীন লোক জুলিয়স্ কাইসরের অনুগ্রহেতে যিহূদা দেশের কর্ত্তা হইল, কিন্তু হীর্কেনস্ কেবল যাজকত্ব পদে থাকিলেন। পরে আণ্টিপেটরের পদে তাঁহার পুত্র মহাহেরোদ অভিষিক্ত হইল। (খ্রী,পূ ৪০) হেরোদ আণ্টোনী নামক রোমীয় শাসনকর্ত্তার সাহায্য পাইয়া বিস্তর লোক হত্যা করণানন্তর রাজা হইল। পরে (খ্রী, পূ ৩০) আগস্ত কাইসরদ্বারা তাহার কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হইল, হেরোদ অতিনৈপুণ্য অথচ নিষ্ঠুরতা পূর্ব্বক রাজত্ব করিতে লাগিল। সে অনেক নগর নির্ম্মাণ করাইল এবং যিহূদীয়দের অনুগ্রহের পাত্র হইবার মানসে মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করাইল। মার্ক ১৩; ১। যোহন ২; ২০।

ঐ হেরোদের রাজত্বকালে ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্ম হইলে সে তাঁহাকে শিশুকালে বধ করিবার আশয়ে বৈথ্লেহম নগরস্থ শিশুদের প্রতি যে অপকর্ম্ম করিয়াছিল তাহা মথি আপন পুস্তকে লিখিয়াছেন। হেরোদ আত্যন্তিক যন্ত্রণা ভোগ করত প্রাণ ত্যাগ করিল। তাহার পুত্রদের রাজত্বকালে যিহূদীয়েরা রোমীয় রাজের সম্পূর্ণ রূপে অধীন হইল। আর শীলো আইলে যিহূদাহইতে রাজদণ্ড গেল। আদি ৪৯; ১০। তাহাতে যিহূদীয় ও অন্যদেশীয়দের মধ্যবর্ত্তি প্রাচীর ভগ্ন হইল। ইফি ২;১৪। আর সর্ব্বদেশীয়দের প্রতি মহানুগ্রহ প্রকা-

Digitized by Google

শিত হওনের কাল উপস্থিত হইল। পরে খ্রীষ্টের ৭০ শালে রোমী শাসন কর্ত্তার কর্ত্তৃত্বাধীনে কতক কাল থাকিয়া যিহূদা রাজ্য ও মন্দির ও ক্রিয়াকাণ্ড বেস্পেষিয়নের পুত্র তীত কর্ত্তৃক উচ্ছিন্ন হইল। তাহাতে যিহূদীয়েরা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সত্যতার জীবৎ স্তম্ভস্বরূপে পৃথিবীময় ছিন্নভিন্ন হইয়া রহিল।

Digitized by Google

ধৰ্ম্মপুস্তক পাঠোপকারক।

দ্বিতীয় খণ্ড।

১ অধ্যায়।

ধৰ্ম্মপুস্তকের অন্তভাগের বিবরণ।

অন্তভাগে সাতাইশ খান গ্রন্থ আছে,সে সকল ইতিহাস ও ধর্ম্মোপদেশ ও ভবিষ্যদ্বাক্য এই তিন ভাগে বিভাগ করা গিয়াছে। অর্থাৎ মথি, মার্ক, লূক, যোহন এই চারি জন কর্তৃক লিখিত চারি সুসমাচার এবং প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ, এই পাঁচ গ্রন্থ ইতিহাস সম্বন্ধীয়। এবং প্রেরিতেরা নানা মণ্ডলীর প্রতি ও বিশেষ ব্যক্তির প্রতি যে এক বিংশতি পত্র লিখেন, সে সমস্ত উপদেশ সম্বন্ধীয়। আর যোহনের প্রতি প্রকাশিত যে ভবিষ্যদ্বাক্য সে ভবিষ্যৎ বাক্য সম্বন্ধীয় গ্রন্থ জানিবা।

সুসমাচার শব্দ, মথি মার্ক লূক যোহন এই চারি গ্রন্থকারের লিখিত চারি গ্রন্থের প্রতি বিশেষ রূপে প্রয়োগ করা যায়, যেহেতু ঐ গ্রন্থ চতুষ্টয়ে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের ইতিহাস ও চরিত্র ও কার্য্য ও মৃত্যু ও পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ লিখিত

Digitized by Google

আছে। কিন্তু কখনং অন্তভাগের সমুদয় গ্রন্থ সুসমাচার বলিয়া কথিত হয়। আর যীশু খ্রীষ্টের আশ্রয় লইলে মনুষ্য পাপের ক্ষমা ও মহাপরিত্রাণ পাইবে এ সংবাদ পৃথিবীস্থ সর্ব্ব জাতীয় লোকের নিকট প্রচার করিতে ঈশ্বর যে আজ্ঞা দিয়াছেন তাহা জ্ঞাপনাভিপ্রায়ে এ ধর্ম্ম পুস্তক লিখিত হইয়াছে।

---

২ অধ্যায়।

অন্তভাগের গ্রন্থকারদের বিবরণ।

যাঁহারা ঈশ্বরাত্মার আবির্ভাবে আমাদের বিশ্বাস ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের পথদর্শক স্বরূপ ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিয়াছেন, এবং খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী স্থাপন করিয়াছেন, সেই সকল পবিত্র লোকদের চরিত্রের সংক্ষেপ বিবরণ জ্ঞাত হইলে ধর্ম্ম-পুস্তক পাঠকের পক্ষে বড় উপকার হইবে, ইহা বুঝিয়া তাহা পশ্চাতে লিখিতেছি।

মথির বিবরণ।

ধর্ম্মপুস্তকের এক জন লেখক ও প্রেরিত যে মথি তাঁহার নামান্তর লেবি, তিনি আল্‌ফির পুত্র। তিনি খ্রীষ্টের পশ্চাদ্গামী হওনের পূর্ব্বে রোমীয় রাজসরকারে করসঞ্চয়কারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। যিহূদীয়েরা ঐ কর্ম্মকে দুই কারণে অতি নীচ জ্ঞান করিত, এক কারণ এই যাহারা

Digitized by Google

কর আদায় করে তাহারা দুর্জন হয়, দ্বিতীয় কারণ তৎ কর্ম্মদ্বারা ভিন্নদেশীয় রাজার অধীন থাকা প্রকাশ পাইত, এজন্যে তাহারা তাহাদিগকে অতি ঘৃণা করিত। মথি শুল্কগ্রহণ কর্ম্মস্থলের প্রধান কর্ম্মকারক ছিলেন। ফলত যে২ বাণিজ্যকারিরা গালীল সমুদ্র দিয়া কফর্নাহূম নগরে দ্রব্য লইয়া যাইত, এবং যাহারা জলপথে গমন করিত, তাহাদিগের স্থানে কর আদায় করণের ভার তাঁহার প্রতি ছিল। তিনি খ্রীষ্টের নিমিত্তে এমত লাভ-জনক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর সঙ্গী ও তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়ার সাক্ষী হইলেন।

মথি খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের পরেও প্রেরিতদের সঙ্গে কতক কাল ছিলেন, কিন্তু শেষে তাঁহার কি হইল, তাহা প্রায় জানা যায় না। ফলতঃ এমত কথিত আছে, যে খ্রীষ্টের মরণোত্তর তিনি আট বৎসর পর্য্যন্ত যিহূদা দেশে সুসমাচার প্রচার করেন, তাহার পর অন্যদেশীয়-দের নিকট খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রকাশ করিতে গিয়াছিলেন। এবং কূশীয় ও পারসীয় ও পার্থীয় লোকদিগকে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মজ্ঞান দিবার নিমিত্তে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশেষে ৬২ শালে আশিয়ার অন্তঃপাতি নাদব্বর স্থানে ধর্ম্ম প্রকাশার্থে শূলাঘাতে হত হইলেন। তিনি এক খানি সুসমাচার গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার নামেতেই প্রসিদ্ধ আছে।

Digitized by Google

মার্কের বিবরণ।

ধর্ম্ম গ্রন্থের আর এক জন লেখক যে মার্ক, তাহার ইব্রীয় নাম যোহন, তিনি যিরূশালম নিবাসিনী এক ধার্ম্মিকা স্ত্রীর পুত্র ছিলেন। ঐ স্ত্রীলোকের বাটীতে প্রেরিতেরা ও তৎকালের খ্রীষ্টীয়ানেরা প্রার্থনা করণার্থে বার২ সভাস্থ হইতেন। প্রে ১২; ১২। অনেকেই বোধ করেন, যে মার্ক পিতরের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, কেননা পিতর আত্মপত্রে তাঁহাকে পুত্র সম্বোধন করিয়াছেন। ১ পি ৫; ১৩। মার্ক সুসমাচার প্রচার করণার্থে পৌল ও বর্ণবার সহিত নানা দেশে গিয়াছিলেন, কিন্তু পর্য্যটনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহিত থাকিতে অনিচ্ছা করিয়া প্রেরিতদের নিকটে যিরূশালমে ফিরিয়া গেলেন। তাহার পর তিনি আণ্টিয়ক নগরে গিয়াছিলেন। প্রে ১৩; ৫-১৩। প্রে ১৫; ৩৭। তথাহইতে তিনি বর্ণবার সহিত সাইপ্রোস উপদ্বীপে যান; তাহার পর তীমথিয় সঙ্গে রোমা নগরে গিয়াছিলেন। ২ তীম ৪; ১১। বোধ হয় তথাহইতে তিনি আশিয়াতে গিয়া পিতরের দেখা পাইয়াছিলেন। আর লোকেরা অনুমান করে, যে তাহারই সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার রোমা নগরে গিয়াছিলেন। কল ৪; ১০। তিনি এক খানি সুসমাচার গ্রন্থ লিখেন, তাহা তন্নামে বিখ্যাত আছে।

অধিকন্তু কথিত আছে, যে সুসমাচার প্রচার করণার্থে পিতর মার্ককে মিসর দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

Digitized by Google

তাহাতে লিবীয়া, ও মারমোরীকা ও পেণ্টাপলিশ এই সকল স্থানে তাঁহার কার্য্য অতিশয় সফল হইয়াছিল। সেখানহইতে তিনি সিকন্দরীয়াতে ফিরিয়া আইলে সিরপিস নামক মিস্রীয়দের এক দেবের উৎসব সময়ে ইতর লোক দ্বারা নানা প্রকারে তাড়িত হইয়া এক রাত্রি বদ্ধ থাকিয়া তাহাদের পুনঃ২ আঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

লূকের বৃত্তান্ত।

ধর্ম্মপুস্তকের অন্য এক জন লেখক লূক আণ্টিয়ক নগর নিবাসি চিকিৎসক ছিলেন। কোন২ পণ্ডিত অনুমান করেন, তিনি খ্রীষ্টের সত্তরি শিষ্যদের মধ্যে এক জন গণ্য ছিলেন, কিন্তু তাহা তল্লিখিত সুসমাচারের আরম্ভে লিখিত কথাদ্বারা অপ্রামাণ্য বোধ হয়। সে যাহা হউক, তিনি পৌলের ভ্রমণ ও পরিশ্রম ও দুঃখভোগ কালে তাঁহার বিশ্বস্ত নিত্য সঙ্গী ছিলেন। তিনি ৬৩ শালে আখায়া স্থানে এক খানি সুসমাচার গ্রন্থ এবং ৬৪ শালে প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ পুস্তক লিখিয়াছিলেন, ফলত তিনি থিওফিলঃ নামক এক জন বিখ্যাত খ্রীষ্টীয়ানকে সম্বোধন করিয়া উক্ত গ্রন্থদ্বয় লিখেন, বোধ হয় ঐ থিওফিলঃ মিস্রীয় লোক ছিলেন। কেহ অনুমান করে যে লূক রোমীয় নিরো রাজ কর্ত্তৃক হত হইয়াছিলেন। কিন্তু অন্যান্য লোকেরা বলে, যে গ্রীক দেশের কতক গুলি দেবপূজক লোক লূককে এক জিত বৃক্ষে ফাঁসি দিয়াছিল।

Digitized by Google

যোহনের বিবরণ।

ধর্ম্ম পুস্তকের আর এক জন লেখক এবং প্রেরিত যোহন গালীল প্রদেশস্থ বৈথসৈদা গ্রাম নিবাসি সিবদিয় নামক এক জন ধীবরের পুত্র ছিলেন। খ্রীষ্ট তাঁহাকে ও তৎভ্রাতা যাকূবকে প্রেরিত করণার্থে আহ্বান করিলেন, এবং তিনি তাঁহাদের সুবক্তৃতা প্রযুক্ত তাঁহাদিগকে মেঘনাদের পুত্র এই উপাধি দিলেন। প্রভু যীশু যোহনকে অতিশয় প্রেম করিতেন, তৎপ্রযুক্ত তিনি আপন মাতার তত্ত্বাবধারণ করিবার ভার তাহাকে দিলেন। যিরূশালম নগরের বিনাশ হওনের পূর্ব্বে যোহন যিহূদাদেশ পরিত্যাগ করিয়া গিয়া ক্ষুদ্র আশিয়াতে বিশেষতঃ ইফিস নগরে সুসমাচার প্রচারার্থে অতিশয় পরিশ্রম করিয়াছিলেন। অনেকেই অনুমান করেন যে পর্গম ও থুয়াতিরা ও ফিলাদেল্ফিয়া ও লায়দিকিয়া ইত্যাদি স্থানে ঐ যোহন কর্ত্তৃক মণ্ডলীস্থাপিত হয়। আরো কথিত আছে. যে ডোমিসিয়ন নামক রোমীয় রাজকর্ত্তৃক তাড়না কালে যোহনকে উত্তপ্ত তৈল পূর্ণ কটাহে চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত দাঁড় করাইয়া রাখিলেও তাঁহার কিছু ক্ষতি হয় নাই, তবু তাঁহাকে তাহাহইতে তুলিয়া পাত্ম উপদ্বীপে প্রেরণ করিল। তথায় তিনি তেজোময় ত্রাণকর্ত্তার দর্শন পাইয়াছিলেন, এবং প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য নামক গ্রন্থে লিখিত ঐশ্বরিক জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপর বৎসরে তথাহইতে ফিরিয়া আসিয়া ইফিস নগরে এক শত শাল পর্য্যন্ত বাস

Digitized by Google

করিলেন, এবং তত্রস্থ সর্ব্ব জনের প্রিয় পাত্র হইয়া এক শত বৎসর বয়সে সঙ্গী খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে নিরুদ্বেগে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তিন খান পত্র ও যোহন নামে খ্যাত এক খান সুসমাচার তাঁহা কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল।

পৌলের বিবরণ।

পৌলের পিতা মাতা উভয়ে বিন্যামিন্ বংশোদ্ভব প্রযুক্ত তিনি প্রকৃত এক জন ইব্রীয় লোক ছিলেন। আর তাহার জন্ম স্থান কিলিকিয়া দেশের টার্ষ নগর প্রযুক্ত তাঁহার বিশেষ মানও ছিল। প্রেরিতত্ব পদ পাওনের পূর্ব্বে তিনি শৌল নামে বিখ্যাত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার রোমীয় নাম যে পৌল তাহাই অন্যান্য দেশীয় লোকদের নিকট প্রকাশ করিতেন। বিদ্যাভ্যাসার্থে তাঁহার পিতা যিরূশালম নিবাসি গমিলীয়েল্ নামক অতি প্রসিদ্ধ যিহূদীয় পণ্ডিতের নিকট তাঁহাকে বাল্যকালে পাঠাইয়াছিলেন। গুরুর যেমন প্রসিদ্ধ নাম শিষ্যের তাদৃশ বিদ্যোপার্জন হইল, অর্থাৎ তিনি বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান কেবল যিহূদীয়দের পরম্পরাগত ভ্রমজনক বাক্য রক্ষার্থে ও খ্রীষ্ট মণ্ডলীর ধ্বংসার্থে ও খ্রীষ্টের নামের মূলোৎপাটন করণার্থে প্রকাশিত হইল। পরন্তু তিনি যে সময়ে খ্রীষ্টের ভক্তদিগকে তর্জন গর্জন ও হত্যা করিয়া বেড়াইতে ছিলেন, সেই সময়ে প্রভু যীশু মহানুগ্রহ ও

Digitized by Google

দয়া প্রকাশ করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ পরিবর্ত্ত করিবাতে পৌল আপন জ্ঞানাদি সকল খ্রীষ্টের সেবাতে সমর্পণ করিলেন। বোধ করি, পৌলের ন্যায় কখন কোন মনুষ্য পরমেশ্বরের মহিমা প্রকাশ ও মনুষ্যর হিতার্থে আপনাকে সমর্পণ করে নাই। এবং প্রভুর এই মনোনীত পাত্রাপেক্ষা তাঁহার কোন শিষ্য আচার ব্যবহারদ্বারা তদ্ধর্ম্ম গুণ প্রকাশ এবং পরহিতার্থে পরিশ্রম কখন করে নাই। এ বিষয়ে একটি প্রচলিত কথা আছে, যে কেবল পৌলের মনঃপরিবর্ত্তন ও তাহার প্রেরিতত্ব পদ প্রাপণ বিষয়ক বিবরণ বিবেচনা করিলেই কোন নাস্তিকও খ্রীষ্টধর্ম্ম অগ্রাহ্য করিতে পারে না। সে যাহা হউক, সুসমাচার প্রচার ও আচার ব্যবহার ও গ্রন্থ লিখনদ্বারা পৌল মণ্ডলীর মঙ্গলস্বরূপ হইয়াছিলেন, তাহা কেবল নয়, ৬৬ শালের জুন মাসের ২৯ দিবসে নিরো নামক রোমীয় রাজকর্ত্তৃক ছিন্ন মস্তক্ হইয়া নিজ রক্তদ্বারা সুসমাচারের সত্যতা মুদ্রাঙ্কিত করিলেন। পৌলের যে চতুর্দ্দশ পত্র আছে, তাহা যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীর পক্ষে অমূল্য রত্ন স্বরূপ জানিবা।

যাকূবের বিবরণ।

যোহনের ভ্রাতা যে যাকূব, তিনি হেরোদ রাজ কর্ত্তৃক হত যাকূব নহেন, এ কারণ তাঁহাহইতে প্রভেদ করিবার জন্যে ইহাঁকে ছোট যাকূব বলা যাইত। ইনি আলফেয়ক্লিয়পার পুত্রপ্রযুক্ত ইহাঁকে প্রভুর ভ্রাতা বলিত।

Digitized by Google

অধিকন্তু ইনি মরিয়ম কুমারীর কুটুম্ব ছিলেন। এবং ইনি সদাচার প্রযুক্ত যাথার্থিক উপাধিতে বিখ্যাত ছিলেন। এমত লিখিত আছে, যাকুব যিরূশালমস্থ মণ্ডলীর প্রথম ধর্ম্মাধ্যক্ষ আর তাঁহার শুদ্ধাচার প্রযুক্ত তত্রস্থ যিহূদীয়েরাও তাঁহাকে মান্য করিত। সে যাহা হউক, অননিয় মহাযাজক ও সিদূকী ও ফিরূশী লোকেরা খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ে সন্দিগ্ধ মনা লোকদিগের অন্তঃকরণস্থ সন্দেহ দূর করণাভিপ্রায়ে নিস্তার পর্ব্বের সময়ে যাকুবকে ডাকাইয়া আনিয়া মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে দাঁড় করাইল। পরে তাঁহার উপদেশ অনেকেই গ্রাহ্য করিয়াছে দেখিয়া তাহারা রাগাপন্ন হইয়া তাঁহাকে আলিশা হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলে, তিনি ভূমিতে পতিত হইয়া আপন নির্দ্দয় হত্যাকারিদের জন্যে যখন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন তৎকালে শত্রুদের কএক জনে রজকের দণ্ডাঘাত দ্বারা তাঁহাকে সেই স্থানে বধ করিল। অর্থাৎ খ্রী ৬২ শালে যিরূশালমে রোমীয় শাসনকর্ত্তার অবিদ্যমানে তিনি অব্যবস্থিত যিহূদীয়দের কর্ত্তৃক এই রূপে হত হইলেন। ঐ প্রেরিত ব্যক্তি এক খান পত্র লিখেন, তাহা তাঁহার নামানুসারে প্রসিদ্ধ আছে।

পিতরের বিবরণ।

যূনসের পুত্র অথচ আন্দ্রিয়ের ভ্রাতা যে পিতর প্রেরিত, তিনি বৈৎসৈদা গ্রামনিবাসী ছিলেন। তাঁহার আদি নাম শিমোন,কিন্তু প্রভু যীশু তাঁহার নাম কৈফা রাখিয়াছেন।

Digitized by Google

ফলতঃ কৈফা ও পিতর এই দুই শব্দের অর্থ প্রস্তর। আর ইনি বিশ্বাসে ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে দৃঢ়প্রযুক্ত খ্রীষ্টের শিষ্যগণের মধ্যে অতিবিশ্বস্ত ও উদ্‌যোগী ছিলেন। পরন্তু কোন২ সময়ে তিনি ঔৎসুক্য প্রযুক্ত দুঃসাহসী ও অসাবধান হইবাতে তাঁহার ভয়ঙ্কর পতন হইল। অর্থাৎ তিনি পাষণ্ডের ন্যায় প্রভুকে অস্বীকার করিয়া আপনার নামে চিরস্থায়ি কলঙ্ক রাখিলেন। কিন্তু সেই অপরাধের নিমিত্তে তিনি যে অনুতাপ করিলেন, সে অতি স্মরণীয় এবং তৎপরে যে রূপ ধর্ম্মাচরণ ও ধর্ম্মার্থে পরিশ্রম করিলেন, তাহাতে জানা যাইতেছে তিনি এক জন খ্রীষ্টের প্রধান শিষ্য ও কর্ম্মণ্য প্রেরিত ছিলেন বটে। তাঁহার উপদেশ দ্বারা অন্য দেশীয় লোক মণ্ডলী ভুক্ত হইয়াছিল, অন্তভাগে লিখিত এই কথা ব্যতিরেকে ঐ প্রসিদ্ধ সুসমাচার প্রচারকের বিবরণ প্রায় আর কিছু জানা নাই। প্রে ১৫। রোমান্‌ কাতলিক লোকেরা দৃঢ় রূপে কহে, যে পিতর পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত রোমীয় মণ্ডলীর ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। কিন্তু রোমীয় মণ্ডলীর অধ্যক্ষ হওয়া ওদিগে থাকুক, তিনি যে কখন ঐ নগরে গিয়াছিলেন, ইহার সন্দেহ জনক পরম্পরাগত বাক্য ব্যতিরেকে আমরা কোন প্রমাণ পাই না। পরম্পরাগত বাক্যদ্বারা জানা যায় যে তিনি নিরো রাজের তাড়না কালে রোমা নগরে উপস্থিত হইলে ধৃত হইয়া নগরের তিন ক্রোশ অন্তরে হত হইয়াছিলেন। আরো কথিত আছে, তিনি দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে তাঁহার স্মরণ হইল, যে আমি অতি নির্লজ্জ রূপে আপন প্রভুকে অস্বীকার

Digitized by Google

করিয়াছি, এই হেতু তিনি নিবেদন করিলেন, আ-মার প্রভু যে রূপে হত হইয়াছিলেন, আমি তদ্রূপে হত হইতে অযোগ্য, আমার মস্তক অধোদিগে রাখিয়া আমাকে ক্রুশে দেও, কেননা এ প্রকার শাস্তির যোগ্য বটি কিন্তু এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। খ্রী ৬৬ শালে তাঁহার লিখিত দুই খান পত্র আমরা পাইয়াছি।

যিহূদার বিবরণ।

প্রেরিত যিহূদার নামান্তর লিব্বেয় ও তাঁহার উপনাম থদ্দেয় ছিল, তিনি ছোট যাকূবের ভ্রাতা। তৎকর্ত্তৃক এক-খানি পত্র লিখিত হয়, তাহা তাঁহার নামে প্রসিদ্ধ আছে। তিনি প্রথমে যিহূদা ও শোমিরোণ ও গালীল ও ইদো-মীয় ও অরবিয়া ও সুরীয়া ও মিসপতেমীয়া ও পারসী দেশে সুসমাচার প্রচার করেন, এবং আশ্চর্য্য ক্রিয়া দ্বারা নিজ উপদেশ সপ্রমাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন্ স্থানে তাঁহার কার্য্যের শেষ হইল, তাহা নিশ্চয় কহিতে পারি না, কথিত আছে, যে পারসী দেশে তিনি এক জন গণক কর্ত্তৃক হত হইয়াছিলেন।

৩ অধ্যায়।

অন্তঃভাগস্থ গ্রন্থ সমূহের সংক্ষেপ বিবরণ।

মথিলিখিত সুসমাচারের বিবরণ।

মথি ইব্রীয় খ্রীষ্টিয়ানদের পাঠার্থে এই সুসমাচার লিখিয়াছিলেন, ফলত অনেকে অনুমান করে, যে খ্রীষ্টের

Digitized by Google

স্বর্গারোহণের প্রায় পাঁচ বৎসর পরে ইব্রীয় ভাষাতে এই গ্রন্থ লেখা যায়। আর বোধ হয় অন্তভাগের কেবল এই গ্রন্থ খানি উক্ত ভাষাতে লিখিত হয়। কিন্তু প্রথম কালাবধি ইব্রীয় ও য়ূনানী উভয় ভাষাতে এই গ্রন্থ দৃষ্ট হওয়াতে বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, যে মথির বর্ত্তমান কালে অর্থাৎ ৬০ শালে তাঁহার আপনার দ্বারা হউক কিম্বা তাঁহার অনুমতিতে অন্য কোন জন কর্তৃক এই গ্রন্থ ইব্রীয় ভাষাহইতে য়ূনানীয় ভাষান্তরী কৃত হইয়াছে।

মথিলিখিত সুসমাচার আটাইশ অধ্যায়ে বিভক্ত ও তন্মধ্যে প্রধান পাঁচ প্রকরণ আছে।

১ প্রকরণ। তাহাতে ইব্রাহীম্ অবধি খ্রীষ্টের বংশাবলির বিবরণ এবং তাঁহার জন্ম ও শৈশবাবস্থার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত আছে। এই প্রকরণে মনোযোগ যোগ্য দুই কথা আছে। অধ্য ১-২।

১। শিশু যীশুকে প্রণাম করণার্থে, ও তাঁহাকে অভিষিক্ত ব্যক্তি বোধে দর্শনীয় দিতে পণ্ডিতদের আগমন।

২। ঐ শিশু রাজাকে অর্থাৎ ত্রাণকর্ত্তাকে বিনাশ করণাভিপ্রায়ে হেরোদ রাজার কৃত উপায় পরমেশ্বর আশ্চর্য্য রূপে বিফল করিলেন। অধ্য ১-২।

২ প্র। তাহাতে যোহন অবগাহকের বিবরণ এবং খ্রীষ্টের প্রকাশরূপে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওনের বৃত্তান্ত, এই প্রকরণে স্মরণীয় দুই বিষয় আছে। অধ্য ৩, ৪।

১। যোহনের চরিত্র ও কার্য্যের বিবরণ। অধ্য ৩।

২। খ্রীষ্ট অবগাহিত ও পরীক্ষিত হন তদ্বৃত্তান্ত। অধ্য ৩, ৪।

Digitized by Google

৩ প্র। খ্রীষ্ট স্বয়ং অন্য মূর্ত্তি ধারণ পর্য্যন্ত যে২ উপদেশ দিলেন ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিলেন, সে সমস্ত বিবরণ। অধ্য ৫, ১৭।

এই প্রকরণে মন্তব্য এই২ বিষয় আছে।

১। পর্ব্বতোপরি প্রভু যীশুর উপদেশ। অধ্য ৫-৭।

২। তাঁহার নানা আশ্চর্য্য ক্রিয়া। অধ্য ৮-৯।

৩। সুসমাচার প্রচার করিতে দ্বাদশ শিষ্যকে নিযুক্ত করণ। অধ্য ১০।

৪। প্রেরিতের বিশ্বসনীয় কথার স্বীকার। অধ্য ১৬।

৫। খ্রীষ্টের অন্যমূর্ত্তি ধারণ, ও তৎকালে মূসা ও এলিয় উপস্থিত হইলে তাহাদের সহিত তিনি মনুষ্যের পরিত্রাণ সাধনার্থে কি প্রকারে ও কি অভিপ্রায়ে প্রাণ ত্যাগ করিবেন তদ্বিষয়ে কথোপকথন। অধ্য ১৭।

৪ প্র। অন্যমূর্ত্তি ধারণের সময়াবধি ক্রুশে হত হওনের দুই দিবস পূর্ব্বে পর্য্যন্ত খ্রীষ্টের নানা উপদেশ ও আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বিবরণ। অধ্য ১৮-২৫।

এই প্রকরণে এই২ আশ্চর্য্য কথা আছে।

১। যিরূশালমে খ্রীষ্টের প্রবেশ। অধ্য ২১।

২। যিহূদীয়দের অবিশ্বাস ও পাষণ্ডতা প্রযুক্ত যিরূশালম নগর ও তত্রস্থ মন্দির ধ্বংস বিষয়ে ত্রাণকর্ত্তার ভবিষ্যদ্বাণী। অধ্য ২৪।

৩। মহা বিচার দিনের বিবরণ। অধ্য ২৫।

৫ প্র। খ্রীষ্টের দুঃখ ভোগ ও মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের কথা, এই প্রকরণে মনোযোগ যোগ্য এই২ বিষয় আছে।

Digitized by Google

১। চুম্বন দ্বারা আপন প্রভুকে পরহস্তগত করাতে যিহূদার মহাপাপ অধ্য ২৬।

২। আপন প্রভুকে অস্বীকার করণদ্বারা পিতরের পাপ। অধ্য ২৬।

৩। খ্রীষ্টকে দোষী ও ক্রুশে হত করাতে যিহূদীয়-দের ও পিলাতের মহাপাপ। অধ্য ২৭।

৪। যিহূদার মনোদুঃখ এবং তদ্দ্বারা যীশুর নির্দ্দো-ষতা প্রকাশ। অধ্য ২৭।

৫। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ও তৎকালীন আশ্চর্য্য ঘটনা-দ্বারা তৎসত্যতার প্রমাণ ও প্রেরিতদিগকে নিযুক্ত করণ। অধ্য ২৮।

ইব্রীয় খ্রীষ্টীয়ানদের নিষ্ঠা জন্মাইতে মথি এই সুসমা-চার লিখিয়াছিলেন, অতএব খ্রীষ্ট কি প্রকারে ইব্রাহীম ও দায়ূদ বংশোদ্ভব হন ও মীখা ভবিষ্যদ্বক্তার বাক্যানু-সারে বৈথলেহেমে জন্মিয়াছেন, এতদ্বিষয়ে প্রমাণ দেওয়া মথির আবশ্যক ছিল। এই হেতু খ্রীষ্টের কর্ম্ম বিষয়ে ভবিষ্যদ্বক্তারা যে ২ কথা কহিয়া গিয়াছেন, সেই কথা মথি যিহূদীয়দের ভক্তি জন্মাইবার জন্যে অন্যান্য গ্রন্থকারাপেক্ষা অধিক লিখিয়াছেন।

মথিলিখিত সুসমাচারের যে২ কথা আদিভাগে আছে, তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ১; ২৩।	যিশ ৭; ১৪
— ২; ২।	গ ২৪; ১৭
— — ৬।	মী ৫; ২
— — ১৫।	হো ১১; ১
— — ১৭।	যির ৩১; ১৫
— — ২৩।	বি ১৩; ৫
	১ শি ১; ১১
— ৩; ৩।	যিশ ৪০; ৩
— ৪; ৪।	দ্বি ৮; ৩
— — ৭।	— ৬; ১৬
— ৪,১৪-১৬।	যিশ ৯; ১,২
— ১০; ৩৫।	মী ৭; ৩
— — ৩৬।	গী ৪১; ৯
— ১১; ১০।	মল ৩; ১
— ১২; ৩,৪।	১ শি ২১; ৬
— — ৫।	গ ২৮; ৯
— — ৭।	হো ৬; ৬
— — ৪২।	১রা ১০; ১
	২ বং ৯; ১
অধ্য ১৩; ১৪,১৫।	যিশ ৬; ৯,১০।
— — ৩৫।	গী ৭৮; ২।
— ১৫ ৭-৯।	যিশ ২৯;১৩।
— — ৩০।	যিশ ৩৫;৫,৬।
— ১৯; ৭।	দ্বি ২৪; ১।
—২১;৪,৫।	সিখ ৯; ৯।
— — ১৩।	যিশ ৫৬; ৭।
— — ৪২।	গী ১১৮; ২২।
— ২২; ৪।	হি ৯; ২।
— — ২৪।	দ্বি ২৫; ৫।
— — ৪৪।	গী ১১০; ১।
—২৪; ১৫।	দা ৯; ২৭।
— ২৭;৯-১০	সিখ ১১; ১২, ১৩।
— — ৩৪।	গী ৬৯; ২১।
— — ৩৫।	— ২২; ১৮।
— — ৩৮।	যিশ ৫৩; ১২।
— — ৬০।	— — ৯।

Digitized by Google

মার্ক লিখিত সুসমাচারের বিবরণ।

অনুমান হয় পৌলের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া যে সকল ভিন্ন দেশীয় লোকেরা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের হিতার্থে ৬১ শালে পিতরের সহায়তাতে মার্ককর্তৃক সুসমাচার লিখিত হইয়াছিল। আর মথিলিখিত সুসমাচারে যে২ বিষয় লেখা আছে তাহাতে কোন২ বিশেষ কথা যোগ দিয়া ও অতি সংক্ষেপ করিয়া প্রায় সেই সকল বিষয় এ গ্রন্থেও লেখা গিয়াছে, ইহার রচনা অতি সহজ ও সুস্পষ্ট এবং ইহাতে গুরুতর বিষয়ও আছে, এ প্রযুক্ত মার্ক লিখিত সুসমাচার তাবৎ ইতিহাসাপেক্ষা অতি সংক্ষিপ্ত, ও সুস্পষ্ট ও অত্যাশ্চর্য্য মনোহররূপে প্রসিদ্ধ।

মার্ক লিখিত সুসমাচার ১৬ অধ্যায়ে বিভক্ত ও তাহাতে তিন প্রধান প্রকরণ আছে।

১ প্র। যোহন অবগাহকের কার্য্য বিবরণ, এবং খ্রীষ্টের অবগাহন ও পরীক্ষার বিবরণ। অধ্য১; ১-১৩।

২ প্র। সুসমাচার প্রচার করণের আরম্ভাবধি শেষ নিস্তার পর্ব্বের সময়ে যিরুশালমে প্রবেশ পর্য্যন্ত খ্রীষ্টের নানা আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও উপদেশ দান। অধ্য ১; ১০-১৪।

এই প্রকরণে অত্যাশ্চর্য্য কথা এই ২।

১। যোহন অবগাহক বিষয়ক বিশেষ কথা। অধ্য ৬।

২। সাংসারিক ধনে আসক্ত প্রযুক্ত এক যুব অধ্যাপকের স্বর্গরাজ্য হারাণ। অধ্য ১০।

৩ প্র। যিরূশালমে ঘটাপূর্ব্বক খ্রীষ্টের প্রবেশ, ও

Digitized by Google

তাঁহার দৃষ্টান্ত কথা ও উপদেশ এবং তাঁহার প্রতি লোকদের দোষারোপণ ও তাঁহার মৃত্যু ও পুনরুত্থান এবং শিষ্যদিগের নিয়োগ ইত্যাদি বিবরণ আছে, এ সকল অতি আবশ্যক ও অত্যাশ্চর্য্য কথা জানিবা।

মার্ক লিখিত সুসমাচারের যে২ কথা আদি ভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ১; ২। মল ৩; ১	অধ্য ১১। মল ৪; ৫।
— — ৩। যিশ ৪০; ৩	—১১; ৯। গী ১১৮; ২৬।
— — ৮। — ৪৪; ৩	—১২; ১০। — — ২২।
২; ২৫, ২৬। ১ শি ২১; ৬ যা ২৯; ৩২,৩৩	— ১৩; ২৬। দা ৭; ১৩, ১৪।
—৭; ৩৫। যিশ ৩৫;৫,৬	— ১৫; ২৮। যিশ ৫৩, ১২।
— ৯; ৩। দা ৭; ৯	

লূকলিখিত সুসমাচারের বিবরণ।

থিয়ফিলঃ নামক এক জন খ্রীষ্টাশ্রিত মান্য লোককে সম্বোধন করিয়া অন্যদেশায় খ্রীষ্টীয়ান্ লোকদিগের হিতার্থে লূক সুসমাচার লিখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ ২৪ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান চারি প্রকরণ আছে।

১ প্র। যোহন ও খ্রীষ্টের জন্ম কথা এবং খ্রীষ্টের অবগাহন পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রথমাবস্থার বিবরণ। অধ্য ১-৩।

Digitized by Google

এই প্রকরণে মনোযোগ যোগ্য এই ২ কথা আছে।

১। অগ্রে যোহনের পিতাকে পশ্চাৎ মরিয়ম কুমারীকে জিব্রায়েল্ দূতের দর্শন দেওন। অধ্য ১।

২। যোহনের জন্ম ও তাঁহার পিতার কথা কহনের শক্তি পুনঃ প্রাপ্তি। অধ্য ১।

৩। খ্রীষ্টের জন্ম ও রাখালদিগকে দূতের দ্বারা তদ্বিষয়ক সমাচার দেওন। অধ্য ২।

৪। দ্বাদশ বৎসর বয়সে মন্দিরে পণ্ডিতদের সহিত কথোপকথনে যীশুর জ্ঞান প্রকাশ। অধ্য ২।

২ প্র। খ্রীষ্টের পালিত শেষ নিস্তার পর্ব্বের সময় পর্য্যন্ত যিহূদাদেশে তিনি গমনাগমন করিয়া তিন বৎসর ব্যাপিয়া যে২ উপদেশ দিয়াছিলেন, ও যে২ আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়াছিলেন, তদ্বৃত্তান্ত। অধ্য ৪-৯।

এ প্রকরণের মধ্যে অতি মনোযোগ যোগ্য এই২ বিষয় আছে।

১। যে নাসরৎ নগরে খ্রীষ্ট প্রতিপালিত হইয়াছিলেন তৎস্থানস্থ ভজনালয়ে তাঁহার প্রথম উপদেশ। অধ্য ৪।

২। যে সময়ে খ্রীষ্ট নানা অশ্চার্য্য ক্রিয়া করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার কাছে যোহনের দুইজন শিষ্যের আগমন। অধ্য ৭।

৩। বাহিনী ভূতগ্রস্ত লোককে সুস্থ করণ। অ ৮।

৩ প্র। খ্রীষ্ট পরহস্তগত হওন পর্য্যন্ত যিহূদা দেশে ও যিরূশালমে যে২ উপদেশ দিয়াছিলেন ও যে২ দৃষ্টান্ত কথা কহিয়াছিলেন ও যে২ আশ্চর্য্য ক্রিয় করিয়াছিলেন সে সমস্ত বিবরণ। অধ্য ১০-২১।

Digitized by Google

এই প্রকরণে অত্যাশ্চর্য্য কথা এই ২।

১। সুসমাচার প্রচার করিতে সত্তরি শিষ্যের নিয়োগ। অধ্য ১০।

২। অপব্যয়ি পুত্রের এবং ধনবান্ ও ইলিয়াসরের কথা এবং ফিরূশী ও করসঞ্চয়কারির দৃষ্টান্ত কথা। অধ্য ১৬-১৮।

৩। সক্কেয় নামক করসঞ্চয়কারির মনঃপরিবর্ত্তন। অধ্য ১৯।

৪ প্র। খ্রীষ্টের দুঃখ ভোগ ও মৃত্যু ও পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের কথা। অধ্য ২২-২৪।

অন্যান্য গ্রন্থকারেরা খ্রীষ্টের দুঃখ ভোগবিষয়ক যে২ কথা লিখিয়াছে তদ্ব্যতিরেকে এ প্রকরণে এই ২ কথা অত্যাশ্চর্য্য।

১। ক্রুশের উপরে মৃতকল্প এক জন চোরের মনঃ-পরিবর্ত্তন। অধ্য ২৩।

২। পুনরুত্থানের পরে ইম্মায়ূ নগরের পথে দুই জন শিষ্যের সহিত খ্রীষ্টের কথোপকথন। অধ্য ২৪।

৩। খ্রীষ্ট যে প্রকারে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন তদ্বিবরণ। অধ্য ২৪।

Digitized by Google

লূক লিখিত সুসমাচারের যে ২ কথা আদি ভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ১; ৫। ১বং২৪; ১০-১৯

—— ৯। ২ বং৮; ১৪

—— ৩২। ২ শি ৭; ১১, ১২

যিশ ৯; ৬,৭

—— ৩৩। গী ১৩২; ১১

—— ৫৫। আ ১৭; ১৯

—— ৭৯। যিশ ৯; ২

— ২; ৩৪। — ৮; ১৪

—— ৪২। যা ২৩; ১৫-১৭

দ্বি ১৬; ১-১৬

— ৩; ৪। যিশ ৪০; ৩

—— ৬। — ৫২; ১০

— ৪; ৮। দ্বি ৬; ১৩

১০। গী ৯১; ১১

২৫। ১রা ১৭; ৯

২৭। ২রা ৫; ১৪

অধ্য ৭; ২২। যিশ ৩৫; ৫।

— ৯; ৫৪। ২রা ১; ১০-১২।

—১০; ২৭। দ্বি ৬; ৫।

লে ১৯; ১৮।

— ১১; ৩১। ১রা ১০; ১।

—৫০,৫১। ২ বং২৪; ২০-২১।

— ১৩; ৬। যিশ ৫; ২।

—— ৩৫। মী ৩; ১২।

—১৭; ২৬। আ ৭;

—— ২৮। — ১৯;

—১৯;৩৮। গীত ১১৮;২৬।

—২০;১৭। —— ২২।

—২১ ২২। দা ৯; ২৬-২৭।

—২৩;১১। যিশ ৫৩; ৩।

—২৪;৪৬। — ৫০; ৬।

— ৫৩; ২।

Digitized by Google

যোহন লিখিত সুসমাচার।

যোহন কোন্ সময়ে সুসমাচার লিখিয়াছিলেন, তাহা পণ্ডিতেরা স্থির করিতে পারেন নাই, কেহ বলেন যে যিরূশালম নগর বিনষ্ট হওনের পূর্ব্বে ৬৯ শালে যোহন কর্তৃক সুসমাচার লিখিত হইয়াছিল, আর কেহ২ কহেন, যোহন খ্রী ৯৮ শালে পাত্ম উপদ্বীপহইতে ফিরিয়া আসিয়া এ গ্রন্থ লিখেন।

ধর্ম্ম গ্রন্থের অন্যান্য লেখকেরা খ্রীষ্টের যে২ ভারী ও হিত জনক উপদেশ লিখেন নাই, তৎরক্ষার্থে ও খ্রীষ্টের মরণ বিষয়ে প্রতারক শিক্ষকেরা যে নাশক মত প্রকাশ করিয়াছিল, তাহার বিনাশার্থে এবং খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বে ও মনুষ্যত্বে আদি খ্রীষ্টীয়ানদের বিশ্বাস স্থির রাখিতে যোহন কর্তৃক সুসমাচার লেখা গিয়াছিল। আরও কথিত আছে যে পবিত্রাত্মার আবির্ভাব নিমিত্তে মণ্ডলীস্থ লোকেরা প্রার্থনা করিলে পর যোহন এই গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

যোহন লিখিত সুসমাচার ২১ অধ্যায়ে বিভাগ করা গিয়াছে, তাহাতে পাঁচ প্রকরণ আছে।

১ প্র। যোহন অবগাহকের বিষয়ে নানা বিশেষ কথা এবং খ্রীষ্টের কার্য্যারম্ভ। অধ্য ১।

ঈশ্বরের পুত্র যীশু তাবদ্বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা এবং জগতের পাপ হরণার্থে তিনি মনুষ্যাবতার হইলেন, এতদ্ বিষয়ে যোহন বাহুল্য করিয়া লিখিয়াছেন। এ প্রকণের মধ্যে সেই কথা অধিক মনোযোগের যোগ্য। অধ্য১-৩,১৪,২৯

Digitized by Google

২ প্র। যিরূশালমে খ্রীষ্টের শেষবার প্রবেশ হওনের পূর্ব্বে তিনি যাহা কহিলেন ও করিলেন, তদ্বৃত্তান্ত। অধ্য ২-১২।

এই প্রকরণে এই ২ কথা অত্যাশ্চর্য্য।

১। খ্রীষ্টের জলকে দ্রাক্ষারস করণ। অধ্য ২।

২। নীকদীমের সহিত খ্রীষ্টের কথোপকথন। অধ্য ৩।

৩। এক জন শোমিরোণী স্ত্রীর মনঃপরিবর্ত্তন। অধ্য ৪।

৪। যিহূদীয়দের প্রতি খ্রীষ্টের জ্ঞানজনক উপদেশ। অধ্য ৫-১০।

৫। ইলিয়াসর ও তাহার পুনরুত্থানের আশ্চর্য্য বিবরণ। অধ্য ১১।

৩ প্র। খ্রীষ্টের মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রেরিতদের সহিত তাঁহার করুণাত্মক কথোপকথন। অধ্য ১৩, ১৭।

এ প্রকরণে অপূর্ব্ব কথা এই ২।

১। শিষ্যদের পদ প্রক্ষালন দ্বারা ত্রাণকর্ত্তার নম্রতা বিষয়ক শিক্ষা প্রদান। অধ্য ১৩।

২। শিষ্যদের সান্ত্বনা ও শিক্ষার্থে এবং মণ্ডলীর নিত্য সান্ত্বনার জন্যে পবিত্রাত্মার প্রেরণ বিষয়ে খ্রীষ্টের পুনঃ২ অঙ্গীকার। অধ্য ১৫, ১৬।

৩। প্রেরিতদের নিমিত্তে ও তাঁহার নামে বিশ্বাসকারী তাবৎ জনের জন্যে খ্রীষ্টের প্রার্থনা। অধ্য ১৭।

৪ প্র। খ্রীষ্টের পরহস্তগত হওন ও তাঁহাকে দোষী ও ক্রুশে হত করণ। অধ্য ১৮, ১৯।

Digitized by Google

অন্যান্য গ্রন্থকারেরা যে২ বিষয় লিখিয়াছেন তদ্ব্যতিরেকে আপন মাতার প্রতি খ্রীষ্টের প্রেম প্রকাশ, অর্থাৎ তিনি ক্রুশের উপর হইতে আপন প্রিয়তম শিষ্যের প্রতি স্বীয় মাতার রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রদান করেন, এ প্রকরণে এ কথাটি অতি মনোযোগ যোগ্য। অধ্য ১৯।

৫ প্র। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ও শিষ্যদের সহিত তাঁহার কথোপকথন। অধ্য ২০,২১।

এ প্রকরণে এই ২ আশ্চর্য্য বিষয় আছে।

১। থোমার সন্দেহ দূর করণার্থে খ্রীষ্টের দয়া ও নম্রতা প্রকাশ। অধ্য ২০।

২। অনুতাপকারি পিতরের প্রতি খ্রীষ্টের স্নেহ জনক উপদেশ। অধ্য ২১।

যোহন লিখিত সুসমাচারের যে২ কথা আদি ভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ১ ; ১। হি ৮ ; ২২, ২৩-৩০	——২৩। যিশ ৪০ ; ৩
——১২। যিশ ৫৬ ; ৫	——৪৫। দ্বি ১৮ ; ১৮
——২১। মল ৪ ; ৫	———। মী ৫ ; ২
———। দ্বি ১৮ ; ১৫-১৮	—৩ ; ১৩। হি ৩০ ; ৪
	—৪ ; ৫। আ ৩৩ ; ১৯
	———। যি ২৪ ; ৩২

Digitized by Google

—— ৯। ২রা ১৭; ২৪
—— ২৫। আ ৩; ১৫
——— —। — ৪৯; ১০
— ৬; ১৪। দ্বি ১৮; ১৮
৩১। যা ১৬; ১৫
——৪৫। যিশ ৫৪; ১৩
———। যির ৩১; ৩৪
— ৭; ৩৫। যিশ ১১; ১২
— ৭; ৩৭। যিশ ৫৫; ১
—— ৪২। ১শি ১৬; ১-৪।
— ১০; ১১। যিশ ৪০; ১১।
—— ১২। যিহি ৩৪; ১২।
— ১২; ১৩। গী ১১৮; ২৫, ২৬।

—— ১৫। সিখ ৯; ৯।
—— ৩৪। গী ৮৯; ৩৬, ৩৭।
যিহি ৩৭; ২৫।
দা ৭; ১৩,১৪।
—— ৩৯-৪১। যিশ ৬; ১-১০।
— ১৯; ২৪। গী ২২; ১৮।
— ২৮,২৯। — ৬৯; ২১।
—— ৩১। দ্বি ২১; ২৩।
—— ৩৬। যা ১২; ৪৬।
—— ৩৭। গী ২২; ১৬, ১৭।
সিখ ১২; ১০।
— ২১; ২৫। আম ৭; ১০।

প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ পুস্তক।

এই গ্রন্থে প্রেরিতদের কর্তৃক উপদেশ ও নানা কার্য্যের বৃত্তান্ত আছে, এই হেতু ইহার নাম হইয়াছে প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ পুস্তক। আর ইহা সুসমাচার চতুষ্টয়ের পোষক ও পত্র সমূহের ভূমিকা স্বরূপ গ্রন্থ জানিবা। ইহাতে খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের কালাবধি রোমা নগরে পৌলের বন্দিরূপে গমনের কাল পর্য্যন্ত (৫৬

Digitized by Google

শালে) কিঞ্চিদধিক ত্রিশ বৎসরের ইতিহাস লিখিত আছে। ফলতঃ এ গ্রন্থে এই ২ বিষয় পশ্চাল্লিখিত আছে, যথা খ্রীষ্টিয়ান্ ধর্ম্মের আরম্ভ ও যিহূদীয় ভিন্নদেশীয়দের মধ্যে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর সংস্থাপন ও পৃথিবীর নানা স্থানে খ্রীষ্টধর্ম্ম ব্যাপন এবং ঐ ধর্ম্ম প্রযুক্ত প্রেরিতদের দুঃখ-ভোগ সময়েও ধৈর্য্য ও সাহস প্রকাশ ও তাহাতে তাঁহাদের চমৎকার কৃতকার্য্যতা ইত্যাদি বিষয়ে জানা যায় যে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম সত্য ও ঐশ্বরিক।

লূক সমস্ত আদি খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর সকল কথা লিখেন নাই, কেননা অন্যান্য অনেক প্রেরিতদের বিবরণ ও পূর্ব্বদেশীয় অনেক জাতীয়দের মধ্যে ও মিসরাদি নানা দেশে মণ্ডলী স্থাপন বিষয়ক কিছুই লিখিত নাই। এই গ্রন্থের দুই অভিপ্রায় আছে।

প্রথমতঃ খ্রীষ্টের বাক্যানুসারে প্রেরিতদের ও মণ্ডলীর প্রতি পবিত্রাত্মার আবির্ভাবদ্বারা আশ্চর্য্যরূপে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সংস্থাপন দর্শাওন। দ্বিতীয়তঃ আদি পুস্তকের ভবিষ্যদ্বাক্যানুসারে ভিন্ন২ দেশীয়দিগকে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে আনয়ন করাতে পরমেশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশ। ঐশ্বরিক শক্তি অস্বীকার করিয়া যদি এ গ্রন্থের লেখক লূককে সামান্য সাক্ষীরূপে গণনা করা যায়, তবে প্রেরিতদের সত্যবিবরণ লিখিতে লূককে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বোধ করা যাইতে পারে, কারণ তিনি পৌলের খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রকাশার্থে পর্য্যটন কালে তাঁহার বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিলেন। ইহা ছাড়াও তিনি সুচিকিৎসক ও সুপণ্ডিত প্রযুক্ত পৌলের কৃত আশ্চর্য্য ক্রিয়ার

Digitized by Google

বিষয় বিবেচনা করিতে বিলক্ষণ পারক ছিলেন। তিনি তদ্‌বিষয়ে যে সুস্পষ্ট প্রমাণ দেন তদ্দ্বারা আমরা জানিতেছি, যে ঐ সকল কর্ম্ম ঈশ্বর হইতে হইয়াছে।

প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ পুস্তক ২৮ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে ছয় প্রকরণ আছে।

১ প্র। নিস্তার পর্ব্বের পঞ্চাশ দিনের দিন পর্য্যন্ত যিরূশালমে দশ দিবস ব্যাপিয়া প্রেরিতেরা যে২ কর্ম্ম করেন তাহার বিবরণ। অধ্য ১।

এ প্রকরণের মধ্যে এই২ বিষয় অধিক মনোযোগ যোগ্য।

১। খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের বিশেষ বিবরণ।

২। একমনা হইয়া প্রেরিত প্রভৃতির প্রার্থনা করণ।

৩। বিশ্বাসঘাতক যিহূদার পদে এক জন উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রেরিত রূপে নিযুক্ত করণ।

২ প্র। সর্ব্বজাতীয় লোকের পরিত্রাণ জনক সুসমাচার প্রচার এবং স্তীফানের মৃত্যু পর্য্যন্ত আদি মণ্ডলীর উৎপত্তি ও বৃদ্ধির বিবরণ। অধ্য ৫২— ৭।

এ প্রকরণে অত্যাশ্চর্য্য কথা এই২।

১। নানা ভাষায় সুসমাচার প্রচার করিতে পবিত্রাত্মাহইতে প্রেরিতদের অদ্ভুতরূপে শক্তি পাওন। অধ্য ২।

২। পিতরের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তিন সহস্র লোকের খ্রীষ্টের আশ্রয়ে মণ্ডলীতে প্রবেশ। অধ্য ২।

৩। পিতর ও যোহনের দ্বারা এক খঞ্জ ব্যক্তির সুস্থ হওন। অধ্য ৩

Digitized by Google

৪। মণ্ডলীতে পুনর্ব্বার সহস্র২ লোকের গ্রহণ। অধ্য ৪।

৫। প্রেরিতদের প্রতি মহা সভাস্থ লোকদের তর্জন গর্জন নিষ্ফল হওন। অধ্য ৪।

৬। সাধুস্বভাব জন্য আদি খ্রীষ্টাশ্রিতদের অতিশয় দাতৃত্ব প্রকাশ। অধ্য ৪।

৭। কাল্পনিকতা প্রযুক্ত ঈশ্বরের কোপে অননিয় ও তদ্‌ভার্য্যার মৃত্যু। অধ্য ৫।

৮। কারাগারে প্রেরিতদের বদ্ধ হওন। অধ্য ৫।

৯। মণ্ডলীর সাংসারিক বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতে সাত জন পরিচারকের নিয়োগ। অধ্য ৬।

১০। খলতা করিয়া স্তীফানের প্রতি দোষারোপণ ও তাঁহাকে বধ করণ। অধ্য ৭।

৩ প্র। যিরূশালম নগরস্থ মণ্ডলীর প্রতি তাড়না ও শিষ্যদের ছিন্ন ভিন্নতা ও ভিন্ন দেশীয় লোকদের মধ্যে মণ্ডলী স্থাপন ইত্যাদি বিবরণ। অধ্য ১২।

এ প্রকরণের মধ্যে অত্যন্ত মনোযোগ যোগ্য এই২ বিষয়।

১। শোমিরোণ প্রদেশে মণ্ডলী স্থাপন। অধ্য ৮।

২। কূশদেশীয় এক জন অধ্যক্ষের মন পরিবর্ত্তন। অধ্য ৮।

৩। শৌল নামক রক্ত পিপাসুর তুল্য তাড়না কারি এক ব্যক্তির আশ্চর্য্যরূপে মনঃ পরিবর্ত্তন। অধ্য ৯।

৪। খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে ভিন্নদেশীয় লোককে গ্রহণ করিতে প্রত্যাদেশ দ্বারা পিতরকে প্রবৃত্তি প্রদান। অধ্য ১০।

Digitized by Google

৫। কর্ণলীয় নামে এক জন রোমীয় শত সেনাপতির খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ, এবং কাইসরীয়া নগরে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী স্থাপন। অধ্য ১০।

৬। ধর্ম্মার্থে যাকুবের বধ। অধ্য ১২।

৭। কারাগারে পিতরের বদ্ধ ও দূত দ্বারা মুক্ত হওন। অধ্য ১২।

৮। পাষণ্ড হেরোদ রাজার প্রতি ঈশ্বরের শাস্তি। অধ্য ১২।

৪ প্র। পৌল ও বর্ণবার কার্য্যের বিবরণ। অধ্য ১৩-১৫।

এ প্রকরণে অত্যাশ্চর্য্য এই ২ বিষয় আছে।

১। সুসমাচার প্রচার করণার্থে বিশেষ লক্ষণ দ্বারা পৌল ও বর্ণবার নিয়োগ। অধ্য ১৩।

২। ইলুমা নামক এক জন মায়ারির অন্ধত্ব প্রাপ্তি। অধ্য ১৩।

৩। আন্তিয়খিয়া নগরে ভিন্ন দেশীয় লোকদের প্রতি সুসমাচর প্রচার। অধ্য ১৩।

৪। লুস্ত্রা নগরে এক অন্ধ ব্যক্তিকে সুস্থ করণ, ও তথায় প্রস্তরাঘাতে পৌলের মরণ এবং আশ্চর্য্যরূপে পুন র্জীবন প্রাপ্ত হওন। অধ্য ১৪।

৫। লৈব ব্যবস্থা সম্বন্ধে সভাস্থ লোকদের সহিত প্রেরিতদের বিবাদ নিষ্পত্তি। অধ্য ১৫।

৫ প্র। ভিন্ন দেশীয় লোকদের নিকট সুসমাচার প্রচার করিয়া তাহাদের মধ্যে পৌলের পরিশ্রমে অনেক মণ্ডলী স্থাপন। অধ্য ১৬-২০।

Digitized by Google

এই প্রকরণে অতি মনোযোগ যোগ্য এই ২ কথা আছে।

১। ইউরপদেশে সুসমাচার প্রচার। অধ্য ১৬।

২। ফিলিপীয় নগরস্থ লুদিয়া নাম্নী এক স্ত্রীর এবং এক জন কারারক্ষকের মনঃপরিবর্ত্তন। এবং পৌল ও শিলার প্রতি বিচারকর্ত্তার অতি অনুপযুক্ত ব্যবহার, তৎপরে সেই স্থানে এক মণ্ডলী স্থাপন। অধ্য ১৬।

৩। ইউরপের অন্তঃপাতি থিসলনীকীয় নগরে মণ্ডলী স্থাপন। অধ্য ১৭।

৪। আথিনী নগরে সুসমাচার প্রচার। অধ্য ১৭।

৫। করিন্থ নগরে বিস্তর লোকের মনঃপরিবর্ত্তন ও মণ্ডলী স্থাপন। অধ্য ১৮।

৬। ইফিষীয় নগরস্থ অনেক লোকের খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ ও তন্নগরে মণ্ডলী সংস্থাপন। অধ্য ১৮।

৭। অর্ত্তিম দেবীর পূজার পক্ষে ও পৌলের বিপক্ষে দীমীত্রিয় স্বর্ণকারের কলহ। অধ্য ১৯।

৮। পৌলের উপদেশ দেওন সময়ে উপরিস্থ গবাক্ষহইতে পতিত ইয়ূতুখক নামক এক মৃত যুব ব্যক্তিকে পুনর্জীবন দান। অধ্য ২০।

৯। ইফিষীয় মণ্ডলীস্থ প্রাচীন লোকদিগের প্রতি পৌলের বিদায় কালে উপদেশ। অধ্য ২০।

৬ প্র। যিরূশালম নগরে পৌলের গমন ও তাঁহার প্রতি যিহূদীয়দের তাড়না ও কাইসর রাজের নিকট তাহার বিচারিত হওনের প্রার্থনা এবং রোমা নগরে বন্দিহইয়া তাঁহার গমন। অধ্য ২১-২৮।

Digitized by Google

এ প্রকরণে অত্যন্ত মনোযোগ যোগ্য এই সকল কথা আছে।

১। খ্রীষ্ট নামের প্রতি যিহূদীয়দের অত্যন্ত দ্বেষ এবং পৌলকে বধ করিতে তাহাদের কুমন্ত্রণা। অধ্য ২১।

২। দুর্গের সোপানের উপর হইতে যিহূদীয়দিগের প্রতি পৌলের নিবেদন। অধ্য ২২।

৩। যিহূদীয়েরা পৌলের প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছিল, তাহা তিনি ফিলিক্ষ নামক রোমীয় শাসন কর্ত্তার সম্মুখে খণ্ডন করেন, তদ্বৃত্তান্ত। অধ্য ২৪।

৪। ফীষ্ট নামে রোমীয় শাসন কর্ত্তার সম্মুখে আপনার প্রতি অপবাদ অপসরণ করিয়া আত্ম রক্ষার্থে পৌলের বক্তৃতা। অধ্য ২৫।

৫। আগ্রিপ্প রাজের নিকটে পৌলের খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করণের হেতু কথন ও তাহাতে রাজার আপনাকে প্রায় খ্রীষ্টীয়ান রূপে স্বীকার করণ। অধ্য ২৬।

৬। রোমা নগরে যাওন কালে জল পথে পৌলের প্রতি বিপদ ঘটন ও মিলিতা উপদ্বীপের নিকটে জাহাজ ভগ্ন হওন ও রোমা নগরে তাঁহার উপস্থিতি ও পৌল আপনি যে ঘর ভাড়া করিয়াছিলেন সেই ঘরে বাস করিতে অনুমতি পাওন এবং শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াও তাঁহার সুসমাচার প্রচার করণ। অধ্য ২৭-২৮।

Digitized by Google

প্রেরিতদের ক্রিয়ার যে২ কথা আদি ও অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ১; ৩। ১ক ১৫; ৫
—— ৫। প্রে ২; ২-৬
ম ৩; ১১
—— ৯। লূ ২৪; ৫১
১৬। গী ৪১; ৯
——২০। — ১০৯; ৮
— ২; ৪। মা ১৬; ১৭
—১৭,৩৯। যো ২; ২৮, ২৯
——২৫। গী ১৬; ৮
——৩০। ২শি ৭; ১২, ১৩
—৩৪, ৩৫। গীত ১১০; ১
—৩; ২২। দ্বি ১৮; ১৫-১৮।

অধ্য ৪; ৮। লূ ১২; ১১, ১২।
——২৫। গী ২; ১।
— ৭; ৪২। আম ৫; ২৫।
—— ৫২। ২বং ৩৬; ১৬।
— ১৩; ৩৪। যিশ ৫৫; ৩।
—— ৩৫। গী ১৬; ১০।
—— ৪১। যিশ ২৯; ১৪।
—— ৪৭। — ৫৫; ৫।
—১৫; ১৬। আম ৯; ১১, ১২।
—২১; ১১। প্রে ২১; ৩৩।
—২৮; ২৬। যিশ ৬; ৯।

রোমীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্র।

যে সময়ে রোমা নগর অনেক রাজ্যের রাজধানী হইয়াছিল, সেই সময়ে এই পত্র লিখিত হয়। ঐ নগরে কোন্ ব্যক্তি প্রথমে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা নিশ্চয় কহিতে পারা যায় না, পূর্ব্বকালের পণ্ডিতেরা অনুমানে বলেন, যে পিতর ও পৌল কর্ত্তৃক রোমা

Digitized by Google

নগরে মণ্ডলী স্থাপিত হয়। কিন্তু পিতর যে কখন রোমা নগরে গিয়াছিল, এমত বিশ্বসনীয় প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না। আর পৌলের রোমা নগরে যাওনের পূর্ব্বে এ পত্র লিখিত হইয়াছে ইহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে। তথাপি ঐ মণ্ডলীর সুখ্যাতি বহু দূর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া গিয়াছিল। অধ্য ১; ৮।

বোধ হইতেছে, যে রোমা নগরহইতে আগত যে যিহূদীয় লোকেরা ও যিহূদী মতাবলম্বিরা যিরূশালমে সুসমাচার গ্রহণ করিয়াছিল (প্রে ২-১০) তাহারাই স্বদেশে গিয়া ঐ প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর স্থাপন করিয়াছিল। পৌল রোমা নগরে যাইতে অনেক দিনাবধি বাঞ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন প্রতিবন্ধক হইলে যাইতে না পারাতে শেষে পবিত্রাত্মার আবির্ভাবে সুসমাচারের তাবৎভাব প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এ পত্রের গম্ভীর সত্য ভাব ও সংক্ষেপে অর্থ প্রকাশের শক্তি, ও বচনের পারিপাট্য বিশেষতঃ বচনাতীত অত্যাবশ্যক বিষয় তাহাতে প্রকাশিত থাকা প্রযুক্ত তৎতুল্য মনুষ্য কৃত কোন গ্রন্থ নাই, আর যেমন তারাগণের কিরণাপেক্ষা অসংখ্যগুণে সূর্য্যের কিরণ বলবৎ তেমন মহা প্রসিদ্ধ য়ূননী ও রোমীয় গ্রন্থাপেক্ষা এই পত্র জানিবা।

এই পত্র সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে গেলে এই কএক বিষয় মনে রাখা অতি আবশ্যক, ১ সেই মণ্ডলীস্থ লোকদের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বে দেবপূজক এবং অনেকেই পূর্ব্বে যিহূদীয় মতাবলম্বী লোক ছিল, ঐ যিহূদীয় লোকেরা

Digitized by Google

খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও তাহাদের অনেক ভ্রান্তি ছিল। যাহারা পূর্ব্বে দেবপূজক ছিল তাহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যিহূদীয়দের ন্যায় ধর্ম্ম বিষয়ে অধিকারী হইতে আকাঙ্খা করিতে লাগিল, কিন্তু যিহূদীয় খ্রীষ্টীয়ানেরা এমত প্রতিজ্ঞা করিল যে তাহারা ত্বক্‌ছেদ ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে আমাদের তুল্য হইতে পারিবে না।

২। পুণ্য প্রমাণ বিষয়ে যিহূদীয় খ্রীষ্টীয়ানদের ভ্রান্তি ছিল, তাহারা তদ্‌বিষয়ক তিনটি কথা কহিত।

১। তাহাদের পুর্ব্বপুরুষদের অসাধারণ ধর্ম্মাচরণ ছিল আর সেই পুণ্যাত্মা লোকদের সহিত পরমেশ্বর নিয়ম করিয়াছিলেন তৎপ্রযুক্ত তাহারা পুণ্যবান গণিত হইবে এমত অনুমান করিত।

২। তাহারা ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান মূসার গ্রন্থদ্বারা প্রাপ্ত হওয়াতে এবং ঐ গ্রন্থ পরিশ্রম পূর্ব্বক পাঠ করাতে আপনাদিগকে পুণ্যবান জ্ঞান করিত।

৩। লেবীয় ব্যবস্থাতে উক্ত ক্রিয়া দ্বারা বিশেষতঃ বলিদান ও ত্বক্‌ছেদেতে পাপ নাশ হয়, তাহারা এমত অনুমান করিত।

রোমা নিবাসি বিশ্বাসিদের প্রতি পত্র ষোড়শ অধ্যায়ে বা চারি অংশে বিভক্ত হইয়াছে।

প্রথম অংশ। পত্রের ভূমিকা। অধ্য ১; ১-১৫।

দ্বিতীয় অংশ। উপদেশ। অধ্য ১; ১৬। অধ্য ২-১১।

রোমীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্রে বিস্তার ক্রমে যে২ উপদেশ দেওয়া গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে পশ্চাতে লেখা গেল।

Digitized by Google

১। ভিন্ন দেশীয় বা য়িহূদীয় হউক তাবৎ মনুষ্যই ঈশ্বরের গোচরে অপরাধী।

২। অপরাধি লোক নিজের কোন কর্ম্মেতে ঈশ্বর-দৃষ্টিতে কোন ক্রমে পুণ্যবান গণিত হইতে পারে না।

৩। ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্টের মানুষিক স্বভাবের পবিত্রতা ও ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহত্ব ও নিজ মৃত্যুরূপ প্রায়শ্চিত্ত হেতু তিনি আপনাতে বিশ্বাসকারিদের পরিত্রাণ কর্ত্তা হইয়াছেন।

৪। যীশু খ্রীষ্টেতে প্রকৃতরূপে বিশ্বাস করিলে মানুষ পবিত্রীকৃত হয়, তৎপ্রমাণ এই, সে যাবজ্জীবন আপনাকে ঈশ্বর সেবাতে সমর্পণ করে।

৫। পাপিদের পরিত্রাণার্থে এজগতে ঈশ্বরপুত্রের আগমন, এবং বিশ্বাসিদের প্রতি সুসমাচারোক্ত আশীর্ব্বাদ সমূহ ব্যক্ত হওয়াতে মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের মহানুগ্রহ প্রকাশ।

৬। জগতের শেষ যুগে ভিন্নদেশীয় ও য়িহূদীয় তাবৎ লোক সুসমাচার গ্রহণে আকর্ষিত হইয়া মণ্ডলী ভুক্ত হইবে।

এই ঐশ্বরিক উপদেশ সকল বিস্তারিত পরিচ্ছেদে চমৎকার রূপে ব্যক্ত ও সপ্রমাণ ও ব্যাখ্যা করা গিয়াছে তাহা কেবল নয়, বরং তাহাতে প্রত্যয় করিতে প্রবৃত্তিজনক কারণ ও দেওয়া গিয়াছে। সুসমাচারের ভাব প্রকাশার্থে পৌল প্রেরিত যে কএক প্রস্তাব করিয়াছেন সে অতি মনোযোগ যোগ্য বটে, তাহা পশ্চাল্লিখিতদ্বাদশ প্রকরণে প্রকাশ করা যাইতেছে।

Digitized by Google

১ পু। খ্রীষ্ট বিষয়ক সুসমাচার প্রকাশ করণ। অধ্য ১; ১৬, ১৭।

২ পু। ভিন্ন দেশীয়দের নাস্তিকতা ও যিহূদীয়দের অবিশ্বস্ততা দ্বারা তাবৎ মনুষ্যের ভয়ানক দোষ সপ্রমাণ করণ। অধ্য ১; ১৮-৩২। অধ্য ২, ৩; ১-২০।

৩ পু। যিহূদীয় ও ভিন্ন দেশীয়দের পরিত্রাণের মূল ঈশ্বরের মহানুগ্রহ, তাহা সুসমাচারে বিস্তার ক্রমে প্রকাশ হওন। ৩, ২১-২৮।

৪ পু। খ্রীষ্টে বিশ্বাস করিলে ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে সকল লোকের ত্রাণ হইতে পারে ও ইব্রাহীম ও দায়ূদ ও তাবৎ বিশ্বাসকারি খ্রীষ্ট বিষয়ক ঈশ্বরের অঙ্গীকারে বিশ্বাস করাতে তাহার অনুগ্রহেতে পরিত্রাণ পাইয়াছে তাহার কথন। অধ্য ৩; ২৯-৩১। অধ্য ৪।

৫ পু। বিশ্বাসিদের দিব্য অধিকার ও তাহাদের সান্ত্ব-নাদি। অধ্য ৫; ১-১১।

৬ পু। যেমন তাবৎ মানুষ আদম বংশে জন্ম প্রযুক্ত পাপী ও মৃত্যুর অধীন হইয়াছে; তেমনি নূতন নিয়মে খ্রীষ্টের সহিত পারমার্থিক সম্বন্ধ হওয়াতে তাবৎ বিশ্বাসি লোক খ্রীষ্টের পুণ্যাধিকারী ও অনন্তকাল স্থায়ি মহা-নুগ্রহের ভাগী হইয়াছে। অধ্য ৫; ১২-২১।

৭ পু। ঈশ্বরের ক্রোধাবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, মনুষ্য যাবজ্জীবন পবিত্র হয় তাহা কেবল নয়, বরং অনন্ত জীবনের অধিকারীও হয়। অধ্য ৬।

৮ পু। যখন ঈশ্বরোদ্দেশে সদাচার করণার্থে মানুষের

Digitized by Google

মন নূতন হয়, তখন সে জানিতে পারে যে ব্যবস্থা পারমার্থিক ও পবিত্র বটে, এবং আপন অন্তঃকরণস্থ গুপ্ত পাপের বিলক্ষণ জ্ঞান পায়। তাহা হইলে বিশ্বাসি ব্যক্তি আপন স্বাভাবিক পাপ জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াও যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা পরিত্রাণের আশাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া থাকে। অধ্য ৭।

৯ পু। খ্রীষ্টের মধ্যস্থালি কর্ম্মের সমাপ্তি, ও ঈশ্বরের আত্মা ও পোষ্যপুত্রত্ব পদ প্রাপ্ত, ও ঈশ্বরের পূর্ব্ব নির্দ্দেশানুসারে তাঁহার ভক্ত লোকের পক্ষে সকল বিষয় মিলিয়া মঙ্গল জন্মান প্রযুক্ত খ্রীষ্টাশ্রিতদের বিশ্বাসেতে জয়ের কথা। অধ্য ৮।

১০ পু। অন্যদেশীয়েরা খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীভুক্ত হওয়াতে যিহূদীয়েরা অতি বিরক্ত হইত কিন্তু সেই কর্ম্ম ঈশ্বর ইচ্ছাক্রমে হয় বলিয়া তাহাদের অসন্তোষ অযথার্থ সপ্রমাণ করণ। অধ্য ৯; ১-২৪।

১১ পু। পূর্ব্বকালের ভবিষ্যদ্বাক্যানুসারে ভিন্নদেশীয়দিগকে আহ্বান এবং অবিশ্বাস প্রযুক্ত আত্মপুণ্যের উপরে নির্ভর করাতে যিহূদীয়দের অগ্রাহ্য হওন। অধ্য ৯; ২৫-৩৩। অধ্য ১০।

১২ পু। বিশ্বাসিরা যেন চিরকাল বিশ্বাসী ও নম্র ও কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে এতদভিপ্রায়ে কতক যিহূদীয়দের অগ্রাহ্য ও কতক ভিন্নদেশীয়দের গ্রাহ্য হওনের কথা। অধ্য ১১।

তৃতীয় অংশ। পুর্ব্বোক্ত উপদেশানুসারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অধ্য ১২-১৫; ১-১৪। এই খণ্ডে চারি প্রকরণ আছে।

১ পু। ঈশ্বরের অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া ও আপনাদিগকে

Digitized by Google

খ্রীষ্টের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জানিয়া তাবৎ সদাচরণ করত আপনাদিগকে ঈশ্বরোদ্দেশে যেন সমর্পণ করে এতদভিপ্রায়ে রোমীয় মণ্ডলীর প্রতি উপদেশ দান। অধ্য ১২।

২ প্র। শাসন কর্ত্তা ও বিচারকর্ত্তাদিগকে ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত বোধ করিয়া মান্য করিতে উপদেশ। অধ্য ১৩।

৩ প্র। যাহারা বিশ্বাসেতে ক্ষীণ তাহাদের প্রতি কোমল ব্যবহার করিতে উপদেশ। অধ্য ১৪, ১৫; ৭।

৪ প্র। ভিন্ন দেশীয় বিশ্বাসি লোকেরাও ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরেতে যেন আনন্দ করে, এতদর্থে নানা উপদেশ ও প্রার্থনা। ১৫; ৮-১৪।

চতুর্থ অংশ। পত্রের শেষ ভাগে পৌল প্রেরিতের পরিশ্রম ও রোমা নগরে যাওনের বিলম্ব বিষয়ক কথা এবং কতক লোককে নমস্কার প্রেরণ। অধ্য ১৫; ১৫। ১৬।

রোমীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্রের যে ২ কথা আদি ভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ১; ১৭।	হ ২; ৪	— —১৩,১৭।	আ ১৭; ৪,৫
— ৩; ২।	দ্বি ৪; ৭,৮	— ৫; ১৫।	যিশ ৫৩; ১১
— — ১০।	গী ১৪; ৫৩	— ৭; ১৫।	গল ৫; ১৭
— ৪; ৩।	আ ১৫; ৬	— ৮; ১৫।	যিশ ৫৬; ৫
— — ৭, ৮।	গী ৩২; ১,২	— — ২৬।	সিখ ১২; ১০

Digitized by Google

অধ্য ৮; ৩৬। গী ৪৪;২২
— ৯; ১৩। মল ১;২,৩
— — ১৫। যা ৩৩;১৯
— — ২৫। হো ২;২৩
— — ২৯। যিশ ১; ৯
— — ৩৩। — ৮;১৪
— ১০;৬,৭। দ্বি৩০; ১২,১৩
— — ১১। যিশ ২৮;১৬
— — ১৫। যিশ ৫২; ৭
— — ১৯। দ্বি ৩১;২১
— — ২১। যিশ ৬৫; ২
— ১১;২-৪। ১রা ১৯;১০-১৪,১৮।
— — ৭,৮। যিশ ২৯;১০।
— — ৯,১০। গী৬৯;২২,২৩।
— — ২৬। যিশ ৫৯;২০।
— ১২;১৯। দ্বি ৩২;৩৫।
— ১৪; ৬। ১ ক ১০;৩১।
— ১৫; ৯। গী ১৮;৪৯।
— — ১২। যিশ ১১;১-১০।
— ১৬;২৬। ২পি ১; ২০।

করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি প্রথম পত্র।

প্রাচীন গ্রীস্‌দেশের এক প্রদেশ যে আখায়া তাহারই রাজধানী করিন্থ নগর, তাহা অন্যান্য নগরাপেক্ষা অতি প্রসিদ্ধ ছিল। ফলতঃ উত্তম ২ অট্টালিকা ও প্রবল বাণিজ্য ব্যাপার ও মহা ধনাঢ্যের নিবাস ইত্যাদি বিষয়ে করিন্থ নগর শ্রেষ্ঠ ছিল। তন্নিবাসিরা বিদ্যাতে ও বুদ্ধি-তে বিখ্যাত প্রযুক্ত ঐ নগর গ্রীস্‌দেশের প্রদীপ ও অলঙ্কার স্বরূপে খ্যাত হইয়াছিল। করিন্থীয় লোকেরা অপকর্ম্মেতে যে অপ্রসিদ্ধ ছিল এমত নয় তাহাদের কামুকতা দৃষ্টান্ত স্থল হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি পৌলের

Digitized by Google

সুসমাচার প্রচার করণেতে তথায় এক খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী স্থাপিত হইয়াছিল; তিনি তথায় প্রায় দুই বৎসর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করেন তাহাতে বিস্তর ফল হইয়াছিল। প্রে ১৮। বোধ হয় ঐ মণ্ডলীতে বিস্তর লোক ছিল এবং তাহারা পারমার্থিক গুণেতে অতি বিখ্যাত হইয়াছিল, কিন্তু ঐ নগরস্থ লোকদের অকথ্য ঘৃণ্য অশুচি কর্ম্মের প্রবলতা প্রযুক্ত এবং কতক কপটি শিক্ষকদের উচ্চাভিলাষ জন্য করিন্থীয় মণ্ডলীস্থ লোক অনেক দোষে পতিত হইয়াছিল। পৌল তাহাদের নিকট হইতে আইলে দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ৫৭ শালে এই পত্র লিখিয়াছিলেন, ইহাতে দুই অভিপ্রায় আছে, প্রথমতঃ তাহাদের বিবাদ ভঞ্জন ও পবিত্র হইতে প্রবৃত্ত করণ ও পুনরুত্থান বিষয়ক উপদেশ সাব্যস্ত করণদ্বারা তাহাদের দুর্নীতি দূর করণ; দ্বিতীয়তঃ বিবাহ ও দেবতার প্রসাদ ভক্ষণ ও পবিত্রাত্মার দান ইত্যাদি বিষয়ে তাহারা যে ২ প্রশ্ন করিয়াছিল সে সকল কথার উত্তর দিয়া তাহাদের সন্তোষ জন্মাওন।

এই পত্র ষোল অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে ছয় প্রধান প্রকরণ আছে।

১ প্রকরণ। পত্রের আভাষ, ও করিন্থীয় লোকদের উপকারার্থে তাহাদের গৃহীত উপদেশের সংক্ষেপ বিবরণ,। অধ্য ১-৪।

এই প্রকরণে মনোযোগ যোগ্য এই ২ কথা আছে।

১। খ্রীষ্টের মরণেতে বিশ্বাস করিলে মনুষ্য পরিত্রাণ পাইবে এই যে কথা পৌল প্রেরিত প্রকাশ করেন, তাহা অবিশ্বাসিদের নিকট অজ্ঞানতা স্বরূপ এবং বিশ্বাসিদের

Digitized by Google

কাছে ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তি স্বরূপ প্রকাশিত হয়। অধ্য ১।

২। পবিত্রাত্মার দীপ্তি ও পবিত্রতা জনক শক্তিতে মনুষ্যের অন্তঃকরণ প্রস্তুত না হইলে কেহ ঈশ্বরীয় উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে না। অধ্য ২।

২ প্র। মণ্ডলীস্থ কতক লোক পরনিন্দা ও অন্যান্য কুব্যবহার দ্বারা মণ্ডলীর ক্ষতি করিতেছিল, তাহা দূর করণার্থে ভর্ৎসন ও উপদেশ। অধ্য ৩-৬।

এ প্রকরণে অগম্যাগমন ও পরদারাদি দুষ্কর্ম্ম নিবারণার্থে যে উপদেশ আছে, তাহাই বিশেষ মনোযোগ যোগ্য জানিবা। অধ্য ৫-৬।

৩ প্র। করিন্থীয় লোকেরা পৌল প্রেরিতকে যে২ প্রশ্ন করিয়াছিল, তদ্বিবেচনা। অধ্য ৭-১০।

এই প্রকরণে মনোযোগ যোগ্য এই২ বিষয়।

১। বিবাহ বিষয়ক উপদেশ এবং খ্রীষ্টধর্ম্মেতে বিশ্বাসিদের সাংসারিক বিষয়ের মঙ্গল সূচক কথা। অধ্য ৭।

২। দেবতার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট মাংস ভোজন বিষয়ক কথা। অধ্য ৮।

৩। সুসমাচার প্রচার করণ রূপ পরিশ্রম হেতু প্রচারকদিগকে প্রতিপালন করা খ্রীষ্টীয়ান শ্রোতাদের কর্ত্তব্য। অধ্য ৯।

৪। ইস্রায়েল লোক বিরুদ্ধাচরণ করাতে যে শাস্তি পাইল, তাহা সকল খ্রীষ্টীয়ানের চেতনা স্বরূপ। অধ্য ১০।

৪ প্র। ভজনালয়ে স্ত্রীলোকদের প্রতি ঈশ্বর সেবার রীতি বিষয়ক কথা এবং যাহাতে মঙ্গল হয় এমত উপযুক্ত

Digitized by Google

মত্তে প্রভুর ভোজ গ্রহণ বিষয়ক কথা, এবং পবিত্রাত্মা প্রাপণের তাৎপর্য্য ও তদ্ব্যবহারের কথা। অধ্য ১১-১৪।
এই প্রকরণে অতি মনোযোগ যোগ্য এই ২ কথা আছে।

১। ত্রাণ কর্ত্তার মরণ স্মরণার্থক প্রভুর ভোজ উপযুক্ত রূপে জ্ঞান পূর্ব্বক গ্রহণ করণের উপদেশ। অধ্য ১১।

২। খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী স্থাপনার্থে পবিত্র আত্মার অলৌকিক গুণ প্রাপণের প্রয়াস ও তদনুসারে কার্য্য করণ। অধ্য ১২-১৪।

৩। আশ্চর্য্যক্রিয়ার শক্তি অপেক্ষা প্রত্যয় ও প্রত্যাশা ও প্রেম এই খ্রীষ্টীয় চমৎকার গুণত্রয় শ্রেষ্ঠ। অধ্য ১৩।

৫ প্র। খ্রীষ্টে বিশ্বাসি লোকদের পুনরুত্থান বিষয়ক উপদেশ। অধ্য ১৫।

এই প্রকরণে স্মরণীয় এই ২ কথা আছে।

১। বিশ্বাসিদের পুনরুত্থানের প্রথম ফল ও প্রমাণস্বরূপ খ্রীষ্টের উত্থান, তদ্বিষয়ে নানা উপদেশ। অধ্য ১৫;১-৩৪।

২। যে প্রকারে বিশ্বাসিদের উত্থান হইবে তদ্বিবরণ। অধ্য ১৫; ৩৫-৪৯।

৩। খ্রীষ্টের আগমন সময়ে জীবৎ লোকদের রূপান্তর হওনের বৃত্তান্ত। অধ্য ১৫;৫০-৫৪।

৪। পুনরুত্থান বিষয়ক উপদেশ পাইলে খ্রীষ্টাশ্রিত লোকদিগকে যে২ কর্ম্ম করিতে হয় তদ্ব্যাখ্যা। অধ্য ১৫; ৫৫-৫৮।

৬ প্র। যিরূশালমস্থ খ্রীষ্টাশ্রিত লোকদের নিমিত্তে দান করিতে আদেশ, ও করিন্থ নগরে যাইতে অঙ্গীকার ও কতক সুসমাচার প্রচারকদের প্রশংসা এবং তত্রস্থ

Digitized by Google

মণ্ডলীর লোকদিগকে নমস্কার করণ ইত্যাদিতে পত্র শেষ। অধ্য ১৬।

করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি প্রথম পত্রের যে২ কথা আদি ভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ১; ১৯। যিশ ২৯; ১৪

— — ২০। — ৪৪; ২৫

— — ৩০। যির ২৩; ৫-৬

— — ৩১। — ৯; ২৩,২৪

— ৩; ১১। যিশ ২৮; ১৬

— — ১৯। যুব ৫; ১৩

— ৬; ২। দা ৭; ২২

— ৯; ৭। দ্বি ২০; ৬

— — ৯। — ২৫; ৪

—১০; ১। যা ১৩; ২১

১৪; ২২

— — গী ১০৫; ৩৯

— — ৩। যা ১৬; ১৫-৩৫

নি ৯; ২০

—১০; ৪। যা ১৭; ৬

অধ্য— ৫। গণ ১৪; ২৯, ৩২।

— — ৬। — ১১; ৪-৩৪।

— — ৭। যা ৩২; ৬।

— — ৮। গণ ২৫; ১-৯।

— — ৯। — ২১; ৬।

— — ১০। — ১৪; ৩৭।

— ১৬; ৪৯।

— — ১৮। লে ৩; ৩।

— ৭; ১৫।

— — ২০। দ্বি ৩২; ১৭।

—১৫; ৩। যিশ ৫৩; ।

— — ৪। গী ১৬; ১০।

— — ৫৪। যিশ ২৫; ৮।

— — ৫৫। হো ১৩; ১৪।

Digitized by Google

করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি দ্বিতীয় পত্র।

অনেকে অনুমান করে যে প্রথম পত্র লিখনের প্রায় এক বৎসর পরে করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি দ্বিতীয় পত্র লেখা গিয়াছিল। প্রথম পত্রদ্বারা মণ্ডলীর শুদ্ধাচারাদি উপকার হওয়াতে, বিশেষতঃ তত্রস্থ কএক কদাচারি ব্যক্তি সচ্চরিত্র হইবাতে কতক প্রতারক শিক্ষক পৌল প্রেরিতের প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহাদের প্রতি মনোযোগ হেতু তাঁহাকে দোষী করিয়াছিল, এই কারণে পৌল অনুতাপি ব্যক্তিকে সান্ত্বনা যুক্ত ও আপনাতে আরোপিত দোষ মুক্ত করণাভিপ্রায়ে এই পত্র লিখেন। এ পত্র তের অধ্যায়ে বিভাগ করা গিয়াছে, তাহাতে পাঁচ প্রকরণ আছে।

১ প্রকরণ। করিন্থীয় লোকদিগের প্রতি পৌলের নমস্কার ও পত্রের মঙ্গলাচরণ। অধ্য ১।

২ প্র। কুকর্ম্ম নিমিত্ত অনুতাপকারি ব্যক্তিদের সহিত কোমল ব্যবহার করিতে মণ্ডলীর প্রতি উপদেশ, এবং মূসার ব্যবস্থা প্রচার করণাপেক্ষা খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করণের উত্তমতা, এবং পারমার্থিক সান্ত্বনা ও বিভবের আশাতে ভরসান্বিত হইয়া বিশ্বস্ততা পূর্ব্বক ঐ সুসমাচার প্রচার কর্ম্ম নিষ্পন্ন করণদ্বারা পৌলের প্রেরিতত্ব সপ্রমাণ করণ। অধ্য ২-৭।

এ প্রকরণের মধ্যে এই ২ বিষয় অতি স্মরণীয়।

১। আত্মা ও পুণ্য আনয়নকারি সুসমাচারের প্রশংসা এবং দোষ ও মৃত্যু আনয়নকারি ব্যবস্থার কথা। অধ্য ৩।

২। যাহারা আত্মার আবির্ভাবে সুসমাচার গ্রহণ

Digitized by Google

করে তাহাদের অন্তঃকরণে সুসমাচারের গুণ বৃদ্ধি পায় তৎকথা। অধ্য ৪, ৫ ; ১-১৭।

৩। প্রতিভূ স্বরূপ খ্রীষ্টের প্রতি অপরাধিদের অপরাধ সমর্পণ. ও প্রকৃত বিশ্বাসিদের প্রতি খ্রীষ্টের পুণ্য অর্পণ করা গিয়াছে এই কথা প্রকাশক সুসমাচারের বিশেষ গুণের কথা। অধ্য ৫ ; ১৮-২১।

৪। সর্ব্বত্র পবিত্রতা ব্যাপনার্থে সুসমাচর গ্রহণ জন্য উপদেশ। অধ্য ৬ ৭ ; ১।

৩ প্র। যিহূদা দেশস্থ মণ্ডলীর দরিদ্র ও তাড়িত ভ্রাতৃগণের দুঃখ দূর করণার্থে দান করণ বিষয়ে উপদেশ। অধ্য ৮ ; ৯।

অনন্তর গৌরবস্বরূপ ধনে আমরা যেন ধনবান্ হই এতদর্থে যীশু খ্রীষ্ট নির্ধন হইলেন। তাঁহার এই অনুগ্রহের কর্ম্ম দৃষ্টান্ত দিয়া পৌল যে উপদেশ দিয়াছেন সেই কথা এ প্রকরণের মধ্যে অতি স্মরণীয়। অধ্য ৮ ; ৯।

৪ প্র। পৌলের প্রেরিতত্ব বিষয়ে লোকেরা যে দোষারোপ করিয়াছিল তৎখণ্ডন। অধ্য ১০-১২।

এ প্রকরণে মনোযোগ যোগ্য কথা এই ২।

১। পৌলের প্রেরিতত্ব লোপ করণাভিপ্রায়ে বলবান্ ও বুদ্ধিমান্ লোকেরা যে চেষ্টা করিয়াছিল তাহা বিফল করণার্থে তিনি ঈশ্বরের শক্তিতে এবং নিজ কার্য্যের উত্তমতায় নির্ভর দিয়া সুস্থির হইয়া থাকেন, তদ্বিষয়ক কথা। অধ্য ১১।

২। প্রেরিতের কার্য্য সাধন সময়ে তিনি যে ২ দুঃখ পাইয়াছিলেন তৎসংখ্যা। অধ্য ১১।

Digitized by Google

৩। পৌল প্রেরিত স্বর্গীয় সুখস্থানের দর্শন পাইয়াছিলেন, তৎকথা। অধ্য ১২।

৫ প্র। করিন্থীয় লোকদের যেন বিশেষ মঙ্গল হয় এতদভিপ্রায়ে সতর্ক হইয়া তাহাদিগকে আত্মপরীক্ষা ও প্রার্থনা করিতে উপদেশ এবং আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করণান্তর পত্রের সমাপ্তি করণ। অধ্য ১৩।

করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি দ্বিতীয় পত্রের যে২ কথা আদিভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ৩; ৩।	যির ৩১; ৩৩	—৬; ১৬।	যা ২৯; ৪৫।
— —।	যিহি ১১; ১৯	—৬; ১৬।	লেব ২৬; ১২।
— —।	— ৩৬; ২৬	— —।	যিহি ৩৭; ২৬, ২৭।
— — ৭।	যা ৩৪; ১, ২৯, ৩০, ৩৫	— — ১৮।	যির ৩১; ১-৯।
— ১৫।	যিশ ২৫; ৭	—৮; ১৫।	যা ১৬; ১৮।
—৬; ২।	— ৪৯; ৮	—১২; ৭।	যিহি ২৮; ২৪।

গলাতীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্র।

ক্ষুদ্র আশিয়ার অন্তঃপাতি গলাতীয় প্রদেশ নিবাসিদিগকে গলাতীয় লোক কহা যাইত, পৌল প্রেরিত তাহাদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। অধ্য ১; ৬। প্রে ১৬; ৬। ১৮; ২৩। ঐ মণ্ডলীতে যিহূদীয় ও ভিন্নদেশীয় দুই প্রকার লোক ছিল। অল্পকালের মধ্যে

Digitized by Google

কতক গুলি ভাক্ত শিক্ষক আসিয়া পৌল উপদেশক খ্রীষ্টের প্রকৃত প্রেরিত নহে কেবল যিরূশালমস্থ মণ্ডলীদ্বারা নিযুক্ত এক জন সুসমাচার প্রচারক ইহা কহিয়া মণ্ডলীস্থ অনেক লোককে সুসমাচারের সরল উপদেশ হইতে বিমুখ করিয়াছিল। অতএব তাহাদের ভ্রান্তি দূর করিতে ও সুসমাচারের মূল উপদেশে তাহাদের শ্রদ্ধা জন্মাইতে এবং যীশু খ্রীষ্টের পুণ্যে ও প্রায়শ্চিত্তে প্রত্যয় রাখিলে পাপিলোক পুণ্যবান্ গণিত হয় এই উপদেশে বিশ্বাস জন্মাইতে পৌল পবিত্রাত্মার আবির্ভাবে এই পত্র লিখেন। এ পত্র ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে তিন পরিচ্ছেদ আছে।

১ পরিচ্ছেদ। পৌল ও তাঁহার উপদেশের প্রতি লোকেরা যে দোষারোপ করিয়াছিল তাহার খণ্ডন। অধ্য ১, ২।

এই পরিচ্ছেদে চারি প্রকরণ আছে।

১ প্রকরণ। পত্রের প্রসঙ্গ। অধ্য ১; ১-৫।

২ প্র। আমি অন্য কোন প্রেরিত দ্বারা উপদেশকরূপে নিযুক্ত নহি, কিন্তু স্বয়ং খ্রীষ্ট কর্তৃক প্রেরিত বটি, অতএব অন্য প্রেরিত অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহি, ইহা পৌলের সপ্রমাণ করণ। অধ্য ১; ৬-২৪।

৩ প্র। আর ২ প্রেরিতেরা যে সুসমাচার প্রচার করিয়াছিলেন, পৌলও সেই সুসমাচার প্রচার করিয়াছেন, তদ্বিষয়ক কথা। অধ্য ২; ১-১০।

৪ প্র। পৌলের উপদেশানুযায়ি তাঁহার আচার ব্যবহার ছিল। অধ্য ২; ১১-২১।

Digitized by Google

২ পরিচ্ছেদ। কেবল বিশ্বাসেতে পুণ্য হয় এই কথা আদি পুস্তক হইতে প্রমাণ দিয়া সপ্রমাণ করণ। অধ্য ৩,১-৫; ১২।

এই পরিচ্ছেদে পাঁচ প্রকরণ আছে।

১ প্র। বিশ্বাসেতে পুণ্য হয় ইহা ইব্রাহীমের সহিত ঈশ্বরের কৃত নিয়মদ্বারা সাভ্যস্ত করণ। অধ্য ৩; ১-১৮।

২ প্র। উক্ত উপদেশ মূসার ব্যবস্থার দ্বারা সাভ্যস্ত করণ। ঐ ব্যবস্থা অঙ্গীকার লোপ করণার্থক নহে, পরন্তু মনুষ্যদিগের সুসমাচারের প্রাবর্ত্তক ছিল। অধ্য ৩; ১৯-২৯। ৪; ১-৭।

৩ প্র। কতক লোক সুসমাচারের উপদেশ ত্যাগ করাতে তাহাদিগকে স্নেহপূর্ব্বক ভর্ৎসনা করণ। অধ্য ৪; ৮-২০;

৪ প্র। ইব্রাহীমের পরিবারের দৃষ্টান্তদ্বারা ব্যবস্থা ও সুসমাচারের প্রভেদ ও তাৎপর্য্য কথন। অধ্য ৪; ২১-৩১।

৫ প্র। সুসমাচার ত্যাগ করিয়া ত্বকচ্ছেদের রীতি গ্রহণ করণ অতি অজ্ঞানতার কর্ম্ম, কেননা তাহা গ্রহণ করিলে মূসার তাবৎ ব্যবস্থার অধীন হইতে হয়, ইহা প্রকাশ করণ। অধ্য ৫; ১-১২।

৩ পরিচ্ছেদ। তোমরা বিনামূল্যে পরিত্রাণ পাইয়াছ অতএব পবিত্রাত্মার শক্তিতে ঈশ্বরোদ্দেশে আপনাদিগকে উৎসর্গ করণ পূর্ব্বক তদনুযায়ি সৎকর্ম্ম কর, ইহা কহিয়া গলাতীয় মণ্ডলীকে নানা সদুপদেশ প্রদান। অধ্য ৫; ১৩-২৬। ৬।

এই পরিচ্ছেদে মনোযোগের যোগ্য এই২ কথা আছে।

১। অধার্ম্মিক লোকদের ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম বিষয়ক উপদেশ। অধ্য ৫; ১৩-২৪।

২। প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ানের স্বভাবে ও আচারে যে২ আত্মার ফল দৃষ্ট হয় তাহার নির্ণয়।

গলাতীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্রের যে২ কথা আদি-ভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ৩; ৬। আ ১৫; ৬	—৩; ১৬। আ ১৭; ৭।
—— ৮। — ১২; ৩	—৪; ৪। দা ৯; ২৪।
———। — ১৮; ১৮	—— ১৪। শিখ ১২; ৮।
——১০। দ্বি ২৭; ২৬	—— ২৪। দ্বি ৩৩; ২।
——১৩। — ২১; ২৩	—— ৩০। আ ২১; ১০, ১২।
——১৬। আ ১২; ৩,৭	

ইফিষীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্র।

ক্ষুদ্র আশিয়ার অন্তঃপাতি ইফিষ নামে এক অতি প্রসিদ্ধ নগর ছিল। পৃথিবীস্থ সাত অদ্ভুত কর্ম্মের মধ্যে এক অদ্ভুত কর্ম্ম দীয়ানা দেবীর মহামন্দির, তাহা উক্ত নগরে থাকা প্রযুক্ত ঐ নগর অতি বিখ্যাত হইয়াছিল। ইফিষীয় লোকেরা ঘোর ভ্রান্তিতে ও দেবপূজাতে মগ্নচিত্ত হইয়া অকথ্য অশুচি ক্রিয়াতে আসক্তও ছিল। সে যাহা হউক, পৌলের প্রমুখাৎ খ্রীষ্টধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদের অনেকেই তদ্ধর্ম্মাশ্রিত হইয়াছিল।

Digitized by Google

তদ্বিষয়ের বিশেষ বিবরণ প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ পুস্তকে আছে। প্রের ১৮; ১৯-২১। অধ্য ১৯। ৫৪ শালে ইফিষ নগরে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী স্থাপিত হয়, এবং যে সময়ে পৌল রোমা নগরে বন্দী ছিলেন, সেই সময়ে তিনি ইফিষীয় লোকদের ধর্ম্মে স্থিরতা ও ধর্ম্মগুণে বৃদ্ধি পাওনের বিবরণ শ্রবণ করিয়া খ্রী ৬২ শালে এই পত্র লিখিয়াছিলেন।

ইফিষীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্র ছয় অধ্যায়ে বিভাগ করা গিয়াছে, তন্মধ্যে দুই প্রধান ভাগ আছে।

১ ভাগ। ধর্ম্মোপদেশ। অধ্য ১, ২, ৩।

এই ভাগ ছয় প্রকরণে বিভক্ত হইয়াছে।

১ প্র। পত্রের প্রসঙ্গ। অধ্য ১; ১,২।

২ প্র। যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা পাপি লোকদিগকে মনোনীত করিয়া পরিত্রাণ প্রদান বিষয়ে পরমেশ্বরের মহানুগ্রহ বিশিষ্ট মানস প্রযুক্ত তাঁহার অতিশয় ধন্যবাদ করণ। অধ্য ১; ৩-১৪।

৩ প্র। খ্রীষ্টের শরীরের এক অঙ্গস্বরূপ যে ইফিষীয় খ্রীষ্টীয় লোকদের মণ্ডলী, তাহার নিমিত্তে ঈশ্বরের প্রশংসা ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করণ। অধ্য ১; ১৫-২৩।

৪ প্র। ইফিষীয় লোকদের পূর্ব্বাবস্থা এবং খ্রীষ্ট যীশু-দ্বারা নূতন রূপে সৃষ্ট ও তাঁহার প্রায়শ্চিত্তদ্বারা ঈশ্বরের নিকটস্থ ও পবিত্র লোকদের প্রতিবাসী হইয়া ঈশ্বরের পরিজন ভুক্ত হওয়াতে তাহাদের কেমন সুখাবস্থা হইয়াছে, তৎস্মরণার্থক উপদেশ। অধ্য ২।

Digitized by Google

৫ প্র। মণ্ডলীতে ভিন্নদেশীয়দিগকে আহ্বান বিষয়ে জগতের পূর্ব্বে পরমেশ্বরের যে ইচ্ছা ও বাক্য গুপ্ত ছিল, তাহা প্রকাশ করণ। অধ্য ৩; ১-১২।

৬ প্র। খ্রীষ্টের প্রেমেতে ও জ্ঞানেতে বিশ্বাসিদের পূর্ণ হওন প্রযুক্ত তাহাদের নিমিত্তে পৌল প্রেরিতের প্রার্থনা। অধ্য ৩; ১৩-২১।

২ ভাগ। ইহাতে সাত প্রকরণ আছে।

১ প্র। ইফিষীয় লোকেরা যে আহ্বানে আহূত হইয়াছে, তাহার উপযুক্ত মতে তাহারা যেন আচার ব্যবহার করে, এতদভিপ্রায়ে তাহাদিগকে উপদেশ দান। অধ্য ৪, ১-৩।

২ প্র। বিশ্বাসি লোকেরা আত্মাতে এক, কেবল মণ্ডলীর নিষ্ঠা করিতে ভিন্ন ২ গুণবিশিষ্ট হয়, এই কথাদ্বারা ইফিষীয় লোকদিগকে উপদেশ দান। অধ্য ৪ ;৪-১৬।

৩ প্র। তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে নূতন স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব তদনুসারে আচার ব্যবহার কর, এতদ্বিষয়ে ইফিষীয়দিগকে উপদেশ দেওন। অধ্য ৪। ১৭- ২৪।

৪ প্র। দুষ্কর্ম্ম সকল ত্যাগ করিতে ও ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে ইফিষীয়ের প্রতি সৎপরামর্শ প্রদান। অধ্য ৫; ১-২১।

৫ প্র। স্বামী ও স্ত্রী, এবং কর্ত্তা ও দাস, এবং পিতা ও পুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ণয়। অধ্য ৫ ; ২২। ৬; ১-৯।

৬ প্র। ঈশ্বরদত্ত সজ্জাতে সুসজ্জীভূত হইয়া পারমার্থিক যুদ্ধ করিতে উপদেশ। অধ্য ৬; ১০-২০।

৭ প্র। এই পত্রের সমাপ্তি। অধ্য ৬; ২১-২৪।

Digitized by Google

ইফিষীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্রে অতি স্মরণীয় এই ২ কথা আছে।

১। খ্রীষ্টদ্বারা পাপি লোকদের পরিত্রাণের মূল কথা।

২। ভিন্নদেশীয়দিগকে মণ্ডলীতে গ্রাহ্য করণ বিষয়ক নিগূঢ় কথা।

৩। পারমার্থিক শত্রুর সহিত খ্রীষ্টীয় লোকদের যুদ্ধ বিষয়ক কথা।

ইফিষীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্রের যে২ কথা আদি ভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য১;১১। যিশ ৪৬;১০,১১	— ৪; ১৪। যিশ ২৮; ৯।
— ২; ১২। যিহি ১৩; ৯	— ৫; ১৪। — ৬০; ১।
— — ১৭। সিখ ৯; ১০	— ৬; ২। দ্বি ৫; ১৬।
— — ২০। যিশ ২৮; ১৬	— — —। যির ৩৫; ১৮।

ফিলিপ্পীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্র।

মাকিদোনিয়া দেশের এক নগরের নাম ফিলিপ্পী, সেই নগর রোমীয় লোক কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়, এবং ইউরপের মধ্যে সেই নগরে প্রথমতঃ কোন প্রেরিত কর্ত্তৃক সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছিল। অনুমান হয় ৫০ শালে এই নগরে গমনার্থ পৌল প্রেরিত ঈশ্বর কর্ত্তৃক দর্শনদ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ তথায় লুদিয়া নাম্নী এক স্ত্রীর ও কারারক্ষকের মন পরিবর্ত্তন হেতু ঐ নগর স্মরণীয় হইয়াছে। প্রে ১৬।

Digitized by Google

খ্রীষ্ট ধর্ম্মে স্থির থাকিতে তত্রস্থ মণ্ডলীর লোকদিগকে উপদেশ ও সাহস দেওনার্থে এবং যিহূদীয় মতাবলম্বি শিক্ষকদের হইতে সাবধানে রাখিতে এবং তাহাদের দত্ত দানদ্বারা আপনার কারাগারে অবস্থিতির সময়ে বিস্তর উপকার দর্শিয়াছে, ইহা স্বীকার করণার্থে পৌল রোমা নগরস্থ কারাগারে থাকিয়া ৬২ শালে এই পত্র লিখি-য়াছিলেন। এ পত্রের বাক্যপ্রণালী অতি সুন্দর ও উত্তম ভাব বিশিষ্ট এবং মণ্ডলীস্থ তাবৎ লোকের প্রতি অতি সকরুণ উপদেশ সম্বলিত বটে। ইহা চারি অধ্যায়ে বিভাগ করা গিয়াছে, তন্মধ্যে অষ্ট প্রকরণ আছে।

১ প্রকরণ। পত্রের প্রসঙ্গ। অধ্য ১; ১, ২।

২ প্র। ফিলিপ্পীয়দের প্রত্যয়ে স্থির থাকন জন্য ঈশ্বরের প্রতি পৌলের ধন্যবাদ, এবং তাহাদের যেন পারমার্থিক মঙ্গল হয় তন্নিমিত্তে তাঁহার নিকট প্রার্থনা। অধ্য ১; ৩-১১।

৩ প্র। রোমা নগরে পৌল বন্দী হইয়া থাকাতে যে উপকার দর্শিল, বিশেষতঃ রোমীয় রাজধানীতে এবং বহু দূর পর্য্যন্ত সুসমাচার প্রচারিত হওয়াতে পৌল যদ্যপি খ্রীষ্টের স্বর্গীয় দর্শনের বাসনা করিয়াছিলেন, তথাপি মণ্ডলীর সেবা করিবার মানসে শরীরে অবস্থিতি করিতে সম্মত হইলেন, তৎকথা। অধ্য ১; ১২-২৬।

৪ প্র। সুসমাচারোক্ত উপদেশানুযায়ি স্বভাব ও আ-চার ব্যবহার যেন হয়, এতদভিপ্রায়ে ত্রাণকর্ত্তার দৃষ্টান্ত দিয়া সকরুণ বাক্যেতে ফিলিপ্পীয়দিগকে নানা উপদেশ দান। অধ্য ১; ২৭। ২; ১-১৬।

Digitized by Google

৫ প্র। ফিলিপ্পীয়দের নিকটে তীমথিয় ও ইপফ্রদীতকে প্রেরণ দ্বারা তাহাদের প্রতি পৌলের মনোযোগ প্রকাশ। অধ্য ২; ১৭-৩০।

৬ প্র। যাহারা কথায়মাত্র বলে আমরা সুসমাচার প্রচার করি, বাস্তব করে না এমত বাদবিতণ্ডাকারি যিহূদীয় মতাবলম্বি শিক্ষকদের বিষয়ে সাবধান থাকিতে ফিলিপ্পীয়দিগকে চেতনা দান। এবং দুষ্ট লোকদের অনুগামী না হইয়া আপনার অনুগামী হইতে পৌলের বিনয় এবং খ্রীষ্টের সুসমাচারের নিমিত্তে ও ঈশ্বরদত্ত পুণ্য বিষয়ক কথার নিমিত্তে তাঁহার উদ্যোগ ব্যক্ত করণ। অধ্য ৩।

৭ প্র। খ্রীষ্টীয় লোকদের ভূষণস্বরূপ নানা ধর্ম্মকর্ম্ম বিষয়ক উপদেশ, ও তাহাদের দান জন্য পৌলের কৃতজ্ঞতা, এবং ঈশ্বর আপন বিভবের ধনানুসারে তোমাদের সর্ব্ব বিষয়ে আনুকূল্য করিবেন, তাহাদিগকে এমত ভরসা দান। অধ্য ৪; ১-২০।

৮ প্র। পত্রের সমাপ্তি। অধ্য ৪; ২১-২৩।

খ্রীষ্ট ঈশ্বর রূপী হইয়া আপনাকে ঈশ্বরের সদৃশ মানিতে অপহরণ বোধ না করিয়া পাপিদের নিমিত্তে ব্যবস্থা পালন করিতে ও তাহাদের পরিত্রাণার্থ নিজ প্রাণ উৎসর্গ করিবার অভিপ্রায়ে মনুষ্যবেশ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইলেন, ইহাতেই প্রভু যীশুর প্রেম ও নম্রতার কথাই, এ পত্রের মধ্যে অতি স্মরণীয় জানিবা।

Digitized by Google

ফিলিপ্পীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্রের যে২ কথা আদিভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ২; ৭। গী ২২; ৬	— ৩; ২। যিশ ৫৬; ১০।
— — । দা ৯; ২৬	— — ৮। যির ৯; ২৩, ২৪।
— — ১০। যিশ ৪৫; ২৩	— ৪; ৬। গী ৫৫; ২২।

কলসীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্র।

ক্ষুদ্র আশিযার অন্তর্গত ফরুগিয়া প্রদেশস্থ একটি নগরের নাম কলসী। যদি ইপফ্রা কিম্বা ফিলিমন্‌কে লক্ষ্য না করা যায়, তবে কাহার উপদেশদ্বারা তথায় মণ্ডলী স্থাপিতা হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা ভার। সে যাহা হউক, রোমা নগরে পৌল প্রেরিতের বন্দিকালে যে সময়ে ইফিষীয় ও ফিলিপ্পীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্র লেখা গিয়াছিল, সেই সময়ে কলসীয় মণ্ডলীর প্রতিও পত্র লেখা যায়। ফলতঃ ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে দূতগণই মধ্যস্থ, অতএব তাহাদের পূজা করা কর্ত্তব্য, ও অমুক২ ক্রিয়া করা উচিত, এই রূপ নূতন উপদেশ দিয়া কতক ভাক্ত শিক্ষকেরা কলসী মণ্ডলীস্থ লোকদিগকে সন্দিগ্ধমনা করাতে তন্মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ইপফ্রা রোমা নগরে পৌলের নিকটে গিয়া তদ্‌বিষয়ের পরামর্শ চাহিলে তিনি তৎপ্রতীকারার্থে এই পত্র লিখিলেন। পত্রের বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে মনুষ্যের ত্রাণ কেবল মহামহিমান্বিত ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের পুণ্যেই হয়, এবং অজ্ঞান শিক্ষকদের

Digitized by Google

নিরর্থক বিদ্যা বিষয়ে সাবধান থাকা ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মানুযায়ি স্বভাব গ্রহণ করিয়া আচার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

ইফিষীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্রের সহিত এই পত্র পাঠ করিলে ইহার উত্তম ভাব ও ত্রাণজনক উপদেশ বুঝিতে পারিবা। এ পত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে নয় প্রকরণ আছে।

১ প্রকরণ। পত্রের প্রসঙ্গ। অধ্য ১; ১-২।

২ প্র। কলসীয় লোকদের নিমিত্তে পৌলের ধন্যবাদ ও প্রার্থনা করণ। অধ্য ১; ৩-১৪।

৩ প্র। যাঁহার অনুরোধে ভিন্ন দেশীয়েরা মণ্ডলীতে গৃহীত হইয়াছে, সেই খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব ও মধ্যস্থালির প্রমাণ। অধ্য ১; ১৫-২৯।

৪ প্র। কলসীয়েরা যেন খ্রীষ্ট ধর্ম্মে ও অনুগ্রহে বৃদ্ধি পায় তন্নিমিত্তে পৌলের প্রার্থনা। অধ্য ২; ১-৭।

৫ প্র। পণ্ডিতগণের নিরর্থক বিদ্যাহইতে সাবধান থাকিতে নিবেদন, এবং যিনি পূর্ণব্রহ্ম ও তাবৎ স্বর্গীয় পরাক্রমের ও মণ্ডলীর মস্তকস্বরূপ ও যাঁহার দ্বারা তাবৎ লেবীয় ক্রিয়াকাণ্ড লুপ্ত হইয়াছে, সেই খ্রীষ্টের নির্ম্মল ধর্ম্মে স্থির থাকিতে উপদেশ। অধ্য ২; ৮-১৭।

৬ প্র। দূতগণের সেবা না করিয়া খ্রীষ্টেতে স্থির থাকিতে নিবেদন। অধ্য ২; ১৮-২৩।

৭ প্র। স্বর্গস্থ খ্রীষ্টের উপর মন রাখিতে ও নানা ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে পৌলের বিনয়। অধ্য ৩; ১-১৭।

৮ প্র। স্ত্রীপুরুষ এবং বালক ও পিতামাতা এবং দাস ও প্রভুদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্ণয়। অধ্য ৩; ১৮। ৪; ১।

Digitized by Google

৯। নানাবিষয়ে উপদেশ ও নমস্কার প্রেরণ ও পত্রের সমাপ্তি। অধ্য ৪; ২-১৮।

ঈশ্বরপুত্রের ঈশ্বরত্ব এবং মণ্ডলীর মস্তকস্বরূপ ও পাপিদের নিস্তারকর্ত্তা হওনার্থে তাঁহার অবতার হওন, এই দুই বিষয়ে পৌল যে প্রমাণ দিয়াছেন, সেই কথা এ পত্রের মধ্যে অত্যন্ত মনোযোগের বিষয় জানিবা।

কলসীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্রের যে২ কথা আদি ও অন্ত ভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য১; ১৬।	যো ১; ১-৩	— ২; ১১।	দ্বি ৩০; ৬।
———।	১ক ৮; ৬	— — ১৮।	যিহি ১৩; ৩।
	ইফ ৩; ৯	— ৪; ৬।	উপ ১০; ১২।
	ইব্রু ১; ২		
	রো ৮; ৩৮		

থিষলনীকীয় মণ্ডলীর প্রতি প্রথম পত্র।

থিষলনীকী নগর ইউরপের অন্তঃপাতি, এক্ষণে সে নগর সালোনীকী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তাহা থার্মক সমুদ্র তটে স্থাপিত আছে। পূর্ব্বে তাহা মহা সিকন্দরের মাকিদোনীয়া রাজ্যের রাজধানী ছিল। পৌল ফিলিপ্পীয় নগর ত্যাগ করিয়া এ নগরে আসিয়া সুসমাচার প্রচার করিলে এস্থানে মণ্ডলী স্থাপিত হইল। প্রে ১৭।

Digitized by Google

কিন্তু পৌল অনেক লোককে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী করিতেছেন, ইহা দেখিয়া অবিশ্বাসি যিহূদীয়েরা কোপান্বিত হইয়া তাঁহাকে তাড়না করিলে তিনি বিরীয় নগরে ও তথাহইতে আথিনী নগরে পলাইয়া গেলেন বটে, তথাপি তিনি থিষলনীকীয় খ্রীষ্টাশ্রিত লোকদের তত্ত্বাবধারণ করিতে তীমথিয়কে প্রেরণ করিলেন। তাহারা ধর্ম্মে সুস্থির আছে, তীমথিয় এই আনন্দজনক সুসমাচার করিন্থ নগরে পৌলের নিকট আনিলে, তাহারা যেন সুসমাচারের উপদেশে আরো দৃঢ় বিশ্বাস করে, ও ধর্ম্মরূপ পথে অনবরত গমন করিতে সাহসিক হয়, এতদভিপ্রায়ে ৫২ শালে পৌল সকল পত্রের অগ্রে এই পত্র লিখিলেন।

থিষলনীকীয় মণ্ডলীর প্রতি প্রথম পত্র পাঁচ অধ্যায়ে বিভাগ করা গিয়াছে, তাহাতে ছয় প্রকরণ আছে।

১ প্রকরণ। ঈশ্বরের ধন্যবাদ সম্বলিত পত্রের প্রসঙ্গ। অধ্য ১; ১-৪।

২ প্র। থিষলনীকীয় লোকেরা অকপট রূপে সুসমাচার গ্রহণ করিয়া ও প্রতিমা পূজাহইতে বিমুখ হইয়া ঈশ্বরের সেবা করাতে এবং চতুর্দিকস্থ মণ্ডলীর পক্ষে আদর্শ স্বরূপ হইবাতে পৌল প্রেরিতের আনন্দ প্রকাশ। অধ্য ১; ৫-১০।

৩ প্র। পৌল প্রেরিত এবং তাঁহার সঙ্গিরা তাড়না থাকিলেও সরলতা ও পবিত্রতা ও নির্লোভিতা ও প্রেম পূর্ব্বক সুসমাচার প্রচার করিলেন, ইহা প্রকাশ করণ। অধ্য ২; ১-১৬।

৪ প্র। পরীক্ষকের ভ্রান্তি হইতে আপনাদিগকে রক্ষা

Digitized by Google

করিতে এবং প্রত্যয়েতে ও পবিত্রতাতে বদ্ধমূল ও বর্দ্ধিষ্ণু হইতে থিষলনীকীয়দিগকে পৌল প্রেরিতের স্নেহ পূর্ব্বক বিনয়। অধ্য ২; ১৭। অধ্য ৩। ৪; ১-১২।

৫ প্র। যাহারা যীশুর আশ্রিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা বিচার দিন পর্য্যন্ত তাঁহার বিশ্রাম ভোগ করিতেছে, ইহা কহিয়া বিশ্বাসি মৃত লোকদের নিমিত্তে শোকাকুল লোকদিগকে সান্ত্বনা প্রদান। অতএব প্রভুর আগমনের অপেক্ষায় তাবৎ বিশ্বাসি লোকদের প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য। অধ্য ৪; ১৩-১৮।

৬ প্র। দীপ্তির সন্তানদের প্রতি উপযুক্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ, ফলতঃ পবিত্রাচরণ ও ভ্রাতৃস্নেহও উপদেশকদিগকে মান্য করণ ইত্যাদি সৎকর্ম্ম আনন্দ পূর্ব্বক করিতে আদেশ এবং তাহা যেন সিদ্ধ হয় তন্নিমিত্তে প্রার্থনা ও পত্রের সমাপ্তি। অধ্য ৫।

এ পত্রের পঞ্চম প্রকরণের কথা অতি মনোযোগ যোগ্য, যেহেতু বিচার দিন পর্য্যন্ত যে সকল বিশ্বাসি লোক পৃথিবীতে জীবৎ থাকিবে, তাহাদের কিরূপ অবস্থা হইবে, তাহা তাহাতে ব্যক্ত আছে। অধ্য ৪; ১৭।

থিষলনীকীয় মণ্ডলীগণের প্রতি প্রথম পত্রের যে২ কথা আদি ও অন্ত ভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ২; ১৬। আ ১৫; ১৬
— ৩; ১৩। শিখ ১৪; ৫

অধ্য ৪; ১৫, ১৬। ১ক ১৫; ২২, ৫১, ৫২।
— ৫; ৮। যিশ ৫৯; ১৭।

থিষলনীকীয় মণ্ডলীর প্রতি দ্বিতীয় পত্র।

প্রথম পত্রদ্বারা থিষলনীকীয় মণ্ডলীস্থ লোকেরা অতিশয় সান্ত্বনা পাইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কতক লোক কোন২ কথার ভাবান্তর বুঝিয়া ভ্রান্ত হইয়াছিল ফলতঃ খ্রীষ্টের আগমন ও জগতের শেষ অর্থাৎ বিচার দিবস অতি নিকট বুঝিয়া তাহারা সমস্ত সাংসারিক ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়াছিল। অতএব খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অতি ক্ষতিজনক এই অজ্ঞানতার প্রতীকার করণার্থে পৌল প্রেরিত আত্মার আবির্ভাবে প্রথম পত্র লিখনের অত্যল্প কাল পরে এই পত্র লিখিয়াছিলেন। ইহা তিন অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে সাত প্রকরণ আছে।

১ প্র। পত্রের মঙ্গলাচরণ। অধ্য ১; ১, ২।

২ প্র। তাড়নার সময়ে থিষলনীকীয় খ্রীষ্টীয়ানেরা প্রত্যয় ও দানশীলতা ও ধৈর্য্য প্রকাশ করাতে তাহাদের প্রশংসা করণ, এবং অধার্ম্মিকদের বিনাশ ও ধার্ম্মিকদের পরিত্রাণ সিদ্ধ করণার্থে মহাবিচার কর্ত্তা হইয়া খ্রীষ্ট আসিবেন, এই কথা দ্বারা তাহাদিগকে সাহস প্রদান। অধ্য ১; ৩-১০।

৩ প্র। থিষলনীকীয়দের সম্পূর্ণ পবিত্রতা হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা। অধ্য ১; ১১,১২।

৪ প্র। যে সময়ে "পাপপুরুষ" আসিয়া অনেকের সর্ব্বনাশ করিয়া শেষে আপনি বিনষ্ট হইবে, সেই অধর্ম্মের সময় উপস্থিত না হইলে জগতের শেষ হইবে না। ইহা কহিয়া জগতের শেষ দিনের বিষয়ে তাহাদের যে ভ্রান্তি ছিল, তাহা দূরী করণ। অধ্য ২; ১-১২।

Digitized by Google

৫ প্র। থিষলনীকীয়দিগের পরিত্রাণ ও খ্রীষ্টের গৌর-বার্থে তাহাদিগকে ঈশ্বর মনোনীত করিয়াছেন, তজ্জন্যে তাঁহার ধন্যবাদ করণ, এবং ধর্ম্মে স্থির থাকিতে তাহাদি-গকে উপদেশ দান, ও তাহাদের নিমিত্তে প্রার্থনা, এবং আপনার নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে তাহাদের প্রতি পৌ-লের বিনয়। অধ্য ২; ১৩। ৩; ১-৫।

৬ প্র। নানা উপদেশ বিশেষতঃ অনাজ্ঞাবহ ও অলস-দের প্রতি শিক্ষা দান। অধ্য ৩; ৬-১৬।

৭ প্র। পত্রের সমাপ্তি। অধ্য ৩; ১৭-১৮।

যাহাকে “পাপ পুরুষ” ও “নাশের পাত্র” ও “অপরা-ধের নিগূঢ় কর্ম্ম” রূপে বর্ণনা করা গিয়াছে, সেই রোমীয় ভাক্ত খ্রীষ্ট বিষয়ক যে ভবিষ্যদ্বাক্য, তাহাই এ পত্রের মধ্যে অতি মনোযোগের বিষয় জানিবা।

পূর্ব্বোক্ত কএক শব্দেতে পাপাগণ ও রোমীয় পুরোহিতগণকে বুঝায়, যেহেতু তাহাদের অনেকেই দুষ্কর্ম্মান্বিত এবং তাহারা দূতগণের ও মৃতলোকের ও প্রতিমাদির পূজার বিধি দিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মোপদেশ ভ্রষ্ট এবং মহা পাপের ক্ষমাপত্র বিক্রয়, ও লোকদের হইতে ধর্ম্মপুস্তক অপহরণ ও ঈশ্বর সেবার নিরূপিত বিধির বিপর্য্যয় করিয়াছিল।

পূজনীয় ঈশ্বর অপেক্ষা পাপ পুরুষ আপনাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া মানিয়া পূজিত হইয়াছিল ইহার ভাবার্থ এই, খ্রীষ্টের সেবকগণ ও রাজবর্গের উপরে কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া পাপা স্বেচ্ছানুসারে রাজ্যের বিধি স্থাপন করি-য়াছিল। ঈশ্বরের মন্দিরে উপবিষ্ট হওয়া ইহার অর্থ,

Digitized by Google

পাপার অভিষিক্ত হওনকে বুঝায়, ফলত যে সময়ে পাপা নিজ পদ প্রাপ্ত হইয়া সান্তপিত্তর নামক ভজনালয়ে উচ্চ বেদীর উপরে উপবিষ্ট হইয়া প্রভুর মেজকে আপন পাদপীঠ করিয়া লোকদিগহইতে সেবা গ্রহণ করে তখন সেই অর্থ ঘটে। পাপ পুরুষ আপনাকে ঈশ্বরবৎ দর্শন করায় অর্থাৎ পাপার ঈশ্বরীয় পদ গ্রহণকে বুঝায়, নিউতন্ সাহেবের ভবিষ্যদ্বাক্য বিষয়ক পুস্তক দেখিলে ঐ ভবিষ্যদ্বাণী বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবা।

খিষলনীকীয় মণ্ডলীগণের প্রতি দ্বিতীয় পত্রের যে২ কথা আদি ভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ১; ৯।	যিশ	২; ১৯	অধ্য ২; ৯।	দ্বি	১৩;	১।
— ২; ৩।	দা	৭; ২৫	— — ।	প্র	১৯; ২০।	
— — ৪।	—	১১; ৩৬	— —১১।	১রা	২২; ২২।	
	যিহি	২৮; ২		যিহি	১৪; ৭-৯।	

তীমথিয়ের প্রতি প্রথম পত্র।

বোধ হয় তীমথিয় লুকায়নিয়া দেশের লুস্ত্রা নগরে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা. যূনানীয় কিন্তু উনীকী নাম্নী তাঁহার মাতা যিহূদীয়া ছিলেন। তাঁহার মাতা এবং তাঁহার মাতামহী লোয়ী, সচ্চরিত্রা প্রযুক্ত তীমথিয়ের শিক্ষার্থে এতদ্রূপ যত্ন করিয়াছিল, যে বাল্যকালেতে তাঁহার মন ধর্ম্মপুস্তকের জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

তিনি যৌবনকালে পৌলের প্রমুখাৎ সুসমাচার শ্রবণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান পাইয়াছিলেন। পৌল যখন দ্বিতীয়বার ভ্রাতৃগণের নিকট গিয়া দেখিলেন, যে তীমথিয় তত্রস্থ এবং ইকনিয়স্থ মণ্ডলীর নিকট অতি প্রিয়পাত্র হইয়াছেন, তখন তিনি ঘোষণা করণার্থে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

অপর যিহূদীয় লোকদের সঙ্গে প্রণয় রাখিবার অভিপ্রায়ে তীমথিয়ের ত্বকছেদ করা গিয়াছিল। পরে তিনি ধর্ম্মোপদেশক রূপে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়াবধি পৌলের পর্য্যটনকাল পর্য্যন্ত তীমথিয় পৌলের নিত্য সঙ্গী হইয়া সুসমাচার প্রচার ও মণ্ডলী স্থাপন ইত্যাদি কার্য্যে তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন। কোন বিশেষ স্থানে পৌলকর্ত্তৃক প্রেরিত হওনের কাল ব্যতিরেকে তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া কখন কোথায়ও যান নাই। সুসমাচারোক্ত উপদেশের পবিত্রতা রক্ষার্থে ও ইফিষ নগরস্থ মণ্ডলীতে সুধারা স্থাপন করণাভিপ্রায়ে পৌল তীমথিয়কে উক্ত নগরে রাখিয়া গেলেন। কিন্তু বিধর্ম্মের বাধা দিতে ও মণ্ডলীর ধারা স্থাপন করিতে তীমথিয়ের কর্ত্তৃত্ব আছে, ইহা জ্ঞাপনাভিপ্রায়ে ৬৪ শালে পৌল প্রেরিত তীমথিয়ের প্রতি এই পত্র লিখেন।

তীমথিয় ঐ নগরে কত কাল ছিলেন তাহা নিশ্চয় কহিতে পারা যায় না। পরম্পরাগত বাক্যে ব্যক্ত আছে যে ৯৭ শালে ইফিষ নগরে অর্ত্তিমী দেবীর মন্দিরের নিকটে যখন তিনি প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন তিনি লগুড় ও প্রস্তরাঘাতে হত হইয়াছি-

Digitized by Google

লেন। এই পত্র ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, ও তাহাতে একাদশ প্রকরণ আছে।

১ প্র। পত্রের প্রসঙ্গ। অধ্য ১; ১,২।

২ প্র। ইফিষ নগরে তীমথিয়কে যে নিমিত্তে রাখা গিয়াছিল, তদ্বিষয় এবং যথার্থ উপদেশ রক্ষা করিতে তীমথিয়ের প্রতি পৌলের উপদেশ। অধ্য ১; ৩-১৪।

৩ প্র। আপনার প্রতি প্রকাশিত ঈশ্বরের মহানুগ্রহের দৃষ্টান্ত দিয়া পৌলের তীমথিয়কে সাহস প্রদান। অধ্য ১; ১৫-২০।

৪ প্র। প্রার্থনা ও ধন্যবাদ করণের রীতি বিষয়ে উপদেশ। অধ্য ২; ১-৮।

৫ প্র। স্ত্রী লোকদের ব্যবহার বিষয়ক উপদেশ। অধ্য ২; ৯-১৫।

৬ প্র। অধ্যক্ষদের ও সেবকদের ব্যবহারের নির্ণয়। অধ্য ৩।

৭ প্র। ধর্ম্মত্যাগের ভবিষ্যদ্বাক্য। অধ্য ৪; ১-৫।

৮ প্র। তীমথিয়ের কর্ত্তব্য আচরণ বিষয়ে নানা উপদেশ। অধ্য ৪; ৬-১৬।

৯ প্র। মণ্ডলীস্থ ভিন্ন লোকের প্রতি করণীয় ব্যবহার বিশেষত বিধবার প্রতিপালন বিষয়ক উপদেশ। অধ্য ৫।

১০ প্র। দাসদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং কপটিশিক্ষক ও ধন বিষয়ক উপদেশ। অধ্য ৬; ১-১০।

১১ প্র। ধর্ম্মেতে বিশেষরূপে মনোনিবেশ করিয়া থাকিতে তীমথিয়ের প্রতি পৌলের উপদেশ। অধ্য ৬; ১১-২১।

পৌলের সরলতা ও যাথার্থিকতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠতার এক

Digitized by Google

উত্তম বিশ্বসনীয় প্রমাণস্বরূপ এই পত্র জানিবা। তিনি আপনার যে ভাব জগতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, যদি তাঁহার মনে তদ্‌বিপরীত অভিপ্রায় থাকিত, তবে অতি আত্মীয় বন্ধুর নিকটে লিখিত পত্রে তাহা অবশ্য প্রকাশ পাইত। অপর অধ্যক্ষ ও সেবকদের স্বভাব ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং সদ্‌গুণের বিষয়ে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তদ্দ্বারা উক্ত পদস্থ ব্যক্তিরা যথেষ্ট জ্ঞান পাইতে পারে।

তীমথিয়ের প্রতি প্রথম পত্রের যে২ কথা আদি ভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ২; ১,২।	ইস্ত ৬; ১০	অধ্য ৪; ১।	প্র ১৬; ১৪।
	যির ২৯; ৭	— — ১৬।	যিহি ৩৩; ৯।
— — ৮।	মল ১; ১১	— ৫; ৪।	আ ৪৫; ১০,১১।
	যিশ ১; ১৫	— — ১৯।	দ্বি ১৯; ১৫।
— ৩; ৬।	যিশ ১৪; ১২	— ৬; ১৩।	— ৩২; ৩৯।
— ৪; ১।	প্র ৯; ২০		

তীমথিয়ের প্রতি দ্বিতীয় পত্র।

যে সময়ে পৌল রোমা নগরে বন্দী থাকিয়া ধর্ম্মার্থে প্রাণ হারাইবেন এমত অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ তাঁহার হত হওনের অল্পকাল পূর্ব্বে তিনি তীমথিয়ের প্রতি এই পত্র লিখিয়াছিলেন। ফলত তাঁহার প্রতি যে দশা ঘটিয়াছে তজ্জ্ঞাপনার্থে এবং তীমথিয় যেন তাঁহার নিকটে আসিয়া মরণ কালীন

Digitized by Google

কিছু উপদেশ পায়, এতদভিপ্রায়ে পৌল এ পত্র লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাঁহার মরণের পূর্ব্বে তিনি তীমথিয়কে দেখিতে পাইবেন কি না এতদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে, তীমথিয় যেন বিশ্বস্ততা পুর্ব্বক ঈশ্বরের সেবাকার্য্য সাধন করিতে অনবরত উদ্‌যোগী থাকে এ আশয়ে তিনি এই পত্রে নানা প্রকার পরামর্শ ও আদেশ ও সাহসজনক উপদেশ দিলেন। আর তিনি যে সকল দুঃখের উপলব্ধি পাইয়াছিলেন, সে সকল উপস্থিত হইলে তীমথিয় যেন সহ্য করিতে পারে, এতদর্থে তাহাকে প্রস্তুত করণ, ও যে ধর্ম্মত্যাগ আরম্ভ হইয়াছে তজ্জ্ঞাপন, এবং আপনার দৃষ্টান্ত দিয়া তাহাকে সাহসিক করণ, এ সকলও এ পত্রের তাৎপর্য্য বটে। সকল মনুষ্যের মঙ্গলাকাঙ্খী এবং ধর্ম্মাচরণ প্রযুক্ত মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত এক জন ধার্ম্মিক পিতা জগৎত্যাগ করণের পূর্ব্বে আপন পুত্রকে স্বচক্ষুতে দেখিতে ও আলিঙ্গন করিতে, বিশেষতঃ তাহাকে মরণকালে বিশেষ উপদেশ দিতে ও আপনার ন্যায় নানা প্রকার দুঃখভোগ করত কাল যাপন করিবার পরামর্শ দিতে বাঞ্ছিত হইয়া আপন আজ্ঞাবহ অতি প্রিয় পুত্রের নিকটে পত্র লিখিতেছেন, এই কথাটি মনে ভাবনা করিলে তীমথিয়ের প্রতি পত্র লিখনকালে পৌলের মনে যে ভাবোদয় হইয়াছিল তাহা জানিতে পারিবা।

এই পত্র চারি অধ্যায়ে বিভাগ করা গিয়াছে, তাহাতে দশ প্রকরণ আছে।

১ প্র। পত্রের শিরোনামা। অধ্য ১; ১,২।

Digitized by Google

২ প্র। তীমথিয়কে দেখিতে পৌলের বড় বাঞ্ছা এবং তীমথিয়ের মাতা ও মাতামহীর যে বিশ্বাস ছিল, সেইরূপ বিশ্বাস তীমথিয়ের থাকাতে তাঁহার প্রশংসা করণ। অধ্য ১; ৩-৫।

৩ প্র। সুসমাচার দ্বারা যে মহানুগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা মনে করিয়া ধর্ম্মে স্থির থাকা কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে উপদেশ। অধ্য ১; ৬-১৪।

৪ প্র। পৌল প্রেরিতের দুরবস্থা কথন, এবং অনীষিফরের ধর্ম্মশীলতা প্রকাশ করণ। অধ্য ১; ১৫-১৮।

৫ প্র। যাহারা খ্রীষ্টের নিমিত্তে দুঃখভোগ করে, তাহারা স্বর্গীয় বিভব পাইবে, ইহা স্মরণ করাইয়া সুসমাচার প্রচারাদি কর্ম্মে তীমথিয়কে সাহসী করণাভিপ্রায়ে নানা উপদেশ দান। অধ্য ২; ১-১৩।

৬ প্র। তীমথিয়ের প্রতি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ের নানা উপদেশ। অধ্য ২; ১৪-২৬।

৭ প্র। ধর্ম্মভ্রষ্ট হওন বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্য। অধ্য ৩; ১-৯।

৮ প্র। পৌলের আপন আচার ব্যবহারের উপমা দিয়া এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে তীমথিয়ের জ্ঞান স্মরণ করাইয়া তাঁহাকে তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞাপন। অধ্য ৩; ১০-১৭। ৪; ১-৫।

৯ প্র। আপন গমনের পথ ও মৃত্যু ও ভাবিসুখাদি বিষয়ে পৌলের কথা। অধ্য ৪; ৬-৮।

১০ প্র। পত্রের সমাপ্তি ও নানা উপদেশ ও নমস্কার জ্ঞাপন। অধ্য ৪; ৯-২২।

Digitized by Google

তীমথিয়ের প্রতি দ্বিতীয় পত্রের যে ২ কথা আদি ও অন্ত ভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ৩; ৮। যা ৭; ১১	অধ্য ৩; ১২। ম ১৬; ২৪।
—— ৯। —— ১২	প্রে ১৪; ২২।
৮; ১৮। ৯; ১১	— ১৬। ২পি ১; ২০, ২১।

তীতের প্রতি পত্র।

সুসমাচার প্রচারক তীত দেবপূজক কুলোদ্ভব এবং সুরিয়াদেশের আন্তিয়খিয়া নগর নিবাসী ছিলেন। তিনি পৌলের প্রমুখাত উপদেশ শ্রবণ করিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পৌলের অতি প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ইহা করিন্থ নগর নিবাসি লোকদের নিকটে তাঁহার বিষয়ে পৌল যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে। ২ করিন্থ ৮; ২৩। আর প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ পুস্তকে তীতের নামোল্লেখ নাই বটে, কিন্তু অন্য কএক পত্রদ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে, তিনি পৌলের সঙ্গে অনেক দিন ছিলেন। পৌল প্রেরিত তীতকে ক্রীতী উপদ্বীপে রাখিয়া গিয়াছিলেন, কেননা পৌল কহেন অসম্পূর্ণ কার্য্য সকল সম্পূর্ণ করিতে এবং আমার আজ্ঞানুসারে প্রত্যেক নগরে প্রাচীন লোকদিগকে নিযুক্ত করিতে, আমি ক্রীতী উপদ্বীপে তোমাকে রাখিয়া আসিয়াছি। এই পত্রকে ক্রীতী নিবাসি লোকদের প্রতি পত্র বলিলেও অসঙ্গত বলা হয় না, যে-

Digitized by Google

হেতু তীতকে শিক্ষা দেওয়া, এ পত্রের বিশেষ তাৎপর্য্য নয়, কিন্তু তিনি তত্রস্থ মণ্ডলীর ধারা স্থির করিতে অটল আজ্ঞা পাইয়াছেন, ইহার প্রমাণ যেন ক্রীতী বাসি লোকেরা পায়, এ অভিপ্রায়ে এই পত্র তীতের প্রতি লেখা গিয়াছিল। তিনি ঐ লোকদের মধ্যে কতকাল ছিলেন ও কতবার ও কতদূর পর্য্যন্ত সুসমাচারপ্রচার করিয়াছিলেন ইহার কিছুই জানা যায় না। কেবল প্রাচীন পরম্পরাগত বাক্যদ্বারা জানা যায় যে ৯৪ শালে তিনি ক্রীতী উপদ্বীপে প্রাণ ত্যাগ করেন।

এই পত্র তিন অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে সাত প্রকরণ আছে।

১ প্র। পত্রের প্রসঙ্গ। অধ্য ১; ১-৪।

২ প্র। প্রাচীনলোকদের নিযোগ বিষয়ক উপদেশ, ও তাহাদের গুণের নির্ণয়। অধ্য ১; ৫-৯।

৩ প্র। যিহূদীয় ও ক্রীতী নিবাসি লোকদের বিষয়ে সাবধান থাকিতে পরামর্শ দান। অধ্য ১; ১০-১৬।

৪ প্র। বৃদ্ধা স্ত্রী ও যুবলোক ও দাসদিগের বিষয়ে উপদেশ। অধ্য ২।

৫ প্র। পুনর্জন্ম ও পুণ্য ও পরিত্রাণ বিষয়ে পরমেশ্বর মনুষ্যের প্রতি যে মহানুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করাইয়া মণ্ডলীস্থ লোকদিগকে তাবৎ কর্তৃত্বের অধীন হইতে ও সকলের প্রতি সৌজন্য ব্যবহার আদেশ করিতে তীতের প্রতি উপদেশ। অধ্য ৩; ১-৭।

৬ প্র। কেবল অনুগ্রহেতে পরিত্রাণ হয়, ইহা দৃঢ় রূপে

Digitized by Google

শিক্ষা দিয়া লোকদিগকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত ও বাদবিতণ্ডা হইতে নিবৃত্ত করিতে তীতের প্রতি উপদেশ। অধ্য ৩; ৮-১১।

৭ প্র। তীতের প্রতি পৌলের বিনয় ও উপদেশ ও নমস্কার ইত্যাদির কথাতে পত্রের সমাপ্তি। অধ্য ৩; ১২-১৫।

তীতের প্রতি পত্রের যে২ কথা আদি ও অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ১; ৬,৭। ১ তী ৩	অধ্য ২; ১৪। ১ পি ২; ৯।
—১; ১৪। যিশ ২৯; ১৩	— ৩; ৫। রো ৩; ২০।
—২; ১৪। ইফ ৫; ২	২ তী ১; ৯।
ইব্রু ৯; ১৪	যিহি ৩৬; ২৫।
দ্বি ৭; ৬	প্রে ১০; ৪৫।
—১৪; ২	

ফিলীমোনের প্রতি পত্র।

ফিলীমোন কলসী নগর নিবাসি এক জন খ্যাত্যাপন্ন লোক, তিনি সদাচার প্রযুক্ত খ্রীষ্টীয়ান্‌দিগের এক নিদর্শন পাত্রও হইয়াছিলেন। বোধ হয়, তিনি পৌলের প্রমুখাৎ উপদেশ শ্রবণ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করণানন্তর কলসীয় মণ্ডলীর অধ্যক্ষ কিম্বা সেবক হইয়াছিলেন। অনীষিম নামে তাঁহার এক দাস ধনাদি হরণ করিয়া রোমা নগরে পলাইয়া গিয়া তথায় পৌলের প্রমুখাৎ খ্রীষ্টধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া তদ্‌ধর্ম্ম গ্রহণ করিল,

Digitized by Google

তাহাতে পৌল ফিলীমোনের সহিত ঐ দাসের পুনঃর্মেল করাইবার মানসে ৬৩ শালে রোমা নগরে থাকিয়া এই পত্র লিখিলেন। ইহাতে পঞ্চবিংশতি পদ মাত্র আছে বটে, কিন্তু ইহা পত্রের উত্তম আদর্শ স্বরূপে প্রশংসিত হইয়াছে। এই পত্র দ্বারা আমরা বহু বিষয়ের শিক্ষা পাই, ইহার মধ্যে মনোযোগ যোগ্য কএকটি বিষয় পশ্চাৎ লিখিতেছি।

১। খ্রীষ্টাশ্রিত দুঃখি লোকের প্রতি দয়া প্রকাশ খ্রীষ্টীয়ানের পক্ষে বহুমূল্য ভূষণ স্বরূপ।৪-৭।

২। বিরক্তকারি দাসের প্রতি বিরক্ত প্রভুর রাগ সম্বরণ করাওনের চেষ্টাতে পৌলের খ্রীষ্টীয় স্বভাবের নিদর্শন প্রকাশ। ৮-১০।

৩। ইহাতে লিখিত অতিনীচ ব্যক্তির প্রাণ রক্ষার্থে চেষ্টার কথা মণ্ডলীর পক্ষে এক উত্তম আদর্শস্বরূপ। ১০, ১১, ১৩।

৪। তাবৎ খ্রীষ্টীয়ান লোক ঈশ্বর গোচরে সমান, যেহেতুক অনীষিম নামক এক জন ক্রীত দাস খ্রীষ্টাশ্রিত হওয়াতে পৌলের পুত্র ও ফিলীমোনের ভ্রাতা স্বরূপ হইল। ১০-১৬।

৫। খ্রীষ্ট ধর্ম্মেতে লোকের সাংসারিক পদ পরিবর্ত্তন হয় না, দেখ অনীষিম খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও ফিলীমোনের দাস রহিয়াছিল।১১, ১২, ১৪।

৬। অধার্ম্মিক লোকদের বিষয়ে আমাদের নিরাশ হওয়া কর্ত্তব্য নয়, পরন্তু তাহাদের পরিত্রাণের উপায় করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য বটে। ১০-১৮।

Digitized by Google

৭। অনুত্তাপকারি দোষি লোকদের দোষ ক্ষমা করা আমাদের কর্ত্তব্য এবং অন্তঃকরণের সহিত পুনর্ম্মেল করাও উচিত বটে। ২০,২১।

ইব্রীয়দের প্রতি পত্র।

পিলেষ্টীয়া অর্থাৎ যিহূদা দেশনিবাসি যে যিহূদীয়েরা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের প্রতি ৬৩ শালে এই পত্র লেখা যায়। ইহা পাঠ করিলে তাহাদের তাৎকালিক অবস্থা সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণপ্রযুক্ত তাহারা উৎকট দুঃখ ভোগ করিয়াছিল, তাহা এই পত্রদ্বারা জানা যাইতেছে। ফলতঃ অবিশ্বাসি যিহূদীয়েরা খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাসি যিহূদীয়দিগকে তদ্ধর্ম্ম ত্যাগ করাইবার নিমিত্তে নিয়ত অতিশয় চেষ্টা পাইয়া তাহাদিগকে উৎকট তাড়না পূর্ব্বক নানা ভয় প্রদর্শন করাইল, তাহা কেবল নয়, তাহাদের সহিত ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্রের কথা লইয়া এইরূপ অনুক্ষণ বাদানুবাদ করিতে লাগিল, যে আমাদের ব্যবস্থা দূতদ্বারা দত্ত, ও ক্রুশে হত নাসরতীয় যীশু অপেক্ষা আমাদের মূসা শ্রেষ্ঠতর, ও ব্যবস্থাপক ও ভবিষ্যদ্বক্তা দ্বারা স্থাপিত ঈশ্বর সেবার বিধি অতিসুন্দর ও ঈশ্বরের গ্রাহ্য, কিন্তু খ্রীষ্টীয়ানদের কোন মন্দির নাই, ও যাজক নাই, এবং বেদী ও বলিদান করাও নাই; তাহাতে যিহূদীয় খ্রীষ্টীয়ানদের বাল্যকালাবধি মূসার গ্রন্থের প্রতি অতিভক্তি থাকাতে কাহার২ মনে দ্বৈধ জন্মাইল। অতএব যিহূদীয়দের ঐ মিথ্যাযুক্তি খণ্ডন

Digitized by Google

করণাভিপ্রায়ে, পৌল প্রেরিত কহিলেন, যে লেবীয় ব্যবস্থা ঈশ্বর স্থাপিত বটে, কিন্তু তাহা অল্পকাল স্থায়ি, ও ভাবি উত্তম বিষয়ের ছায়াস্বরূপ ছিল। তিনি তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ- হইতে প্রমাণ দিয়া দেখাইলেন, যে নাসরতীয় যীশুই ঈশ্বরের পুত্র মানব দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, ঐশ্বরিক- ভাবে তিনি দূত ও মনুষ্য অপেক্ষা অতিশয় শ্রেষ্ঠ, তিনি প্রেরিতত্ব কর্ম্ম সম্বন্ধে মূসাপেক্ষা অতি উপযুক্ত, এবং ঈশ্বর দিব্যদ্বারা তাঁহাকে আমাদের মহাযাজকরূপে অভি- ষিক্ত করিয়াছেন, ইহা মনে করিলে বলিতে হইবে, যে তিনি হারোণ অপেক্ষা অশেষ গুণে শ্রেষ্ঠতর, কেননা তিনি স্বমরণ স্বীকার করিয়া আমাদের পাপের প্রকৃত প্রায়- শ্চিত্ত করিয়াছেন, তাহাতে যাহারা তাঁহার দ্বারা ঈশ্বর নিকটে আইসে তাহারা ঐ প্রায়শ্চিত্ত হেতু পরমমোক্ষের ফল ভোগ করিবে। এবং যীশু খ্রীষ্টের প্রকৃত ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্ব প্রকাশ করে, এবং মূসার ব্যবস্থার তুলনা দিয়া সুসমাচারের অতুল্য উত্তমতা ব্যক্ত করে, এবং তাড়- নার সময়ে ইব্রীয় খ্রীষ্টাশ্রিত লোকেরা যেন ধর্ম্মচ্যুত না হইয়া খ্রীষ্টীয় লোকদের ন্যায় উপযুক্ত ব্যবহার করে, এতদভিপ্রায়ে পৌল প্রেরিত এই পত্র লিখেন।

অন্তভাগের সকল গ্রন্থাপেক্ষা ইব্রীয়দের প্রতি পত্র কোন২ বিষয়ে অতি প্রয়োজনীয়। এই পত্র রোমীয় মণ্ড- লীর প্রতি পত্রের এক বহুমূল্য অংশস্বরূপ জানিবা, কেননা এই দুই গ্রন্থে এক ভাববিশিষ্ট উপদেশ আছে, ফলত সে সকল কথা ভিন্ন২ প্রকারে ব্যাখ্যা ও সপ্রমাণ করা গিয়াছে। এবং এই পত্র ইব্রীয় লোকদের পক্ষে অতি

Digitized by Google

উপযুক্ত গ্রন্থই বটে। আর জগতের আরম্ভাবধি খ্রীষ্টের আগমন পর্য্যন্ত মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের যে ব্যবহার প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ এই পত্রে আছে, ইহাতে কেবল সুসমাচারের সার আছে এমন নয়, মূসা লিখিত ব্যবস্থার সার ও পূর্ণতাও আছে, সুতরাং এই পত্র ঐ ব্যবস্থার টীকাগ্রন্থস্বরূপও বটে।

ইব্রীয়দের প্রতি পত্র ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে তিন ভাগ আছে।

প্রথম ভাগ।—লেবীয় ব্যবস্থাপেক্ষা খ্রীষ্টধর্ম্মের উৎকৃষ্টতার প্রমাণ। অধ্য ১—১০; ১৮। এই খণ্ডে বিংশতি প্রকরণ আছে।

১ প্র। যাঁহার দ্বারা পিতা পরমেশ্বর সুসমাচারের কথা কহিলেন, সেই ঈশ্বরপুত্র অথচ আমাদের মধ্যস্থ যীশুর অতুল্য গুণ কথন। অধ্য ১; ১-৪।

২ প্র। খ্রীষ্ট দূতগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা তাহারা তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রভু করিয়া মানিয়া তাঁহার সেবা করে, তদ্বিষয়ে আদিভাগহইতে প্রমাণ দান। অধ্য ১; ৫-১৪।

৩ প্র। যে মহাপরিত্রাণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অবজ্ঞা করিলে মহাবিপদ ঘটিবে, ইহা কহিয়া সুসমাচারে বিশেষ মনোযোগ জন্মাওন। অধ্য ২; ১-৪।

৪ প্র। খ্রীষ্ট নীচ অবস্থান্বিত হইলেও দূতগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বটেন, তদ্বিষয়ের প্রমাণ দান। অধ্য ২; ৫-৯।

৫ প্র। খ্রীষ্ট মহাযাজক ও ত্রাণকর্ত্তা রূপে অবতীর্ণ হইয়া দুঃখ ভোগ ও মৃত্যু স্বীকার করিলেন, তাহার কারণ এবং ফল প্রকাশ করণ। অধ্য ২; ১০-১৮।

Digitized by Google

৬ প্র। মূসাপেক্ষা খ্রীষ্টের অত্যন্ত শ্রেষ্ঠতা আছে, তাহার প্রমাণ ও ব্যাখ্যা। অধ্য ৩ ; ১-৬।

৭ প্র। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেমন প্রান্তরে বিনষ্ট হইল, তদ্রূপ তোমরা অবিশ্বাস করিয়া যেন পতিত না হও, ইহা কহিয়া ইব্রীয় লোকদিগকে গাম্ভীর্য্যভাবে চেতনা দান। অধ্য ৩; ৭-১৯। ৪; ১-২।

৮ প্র। বিশ্রাম দিন ও কিনান্ দেশ হইয়াছে স্বর্গীয় বিশ্রামের নিদর্শন, তাঁহার নিশ্চয়তা ও উত্তমতা প্রকাশ। অধ্য ৪ ; ৩-১১।

৯ প্র। ঈশ্বরের বাক্যের শক্তি, এবং আমাদের বিচারকর্ত্তার সর্ব্বজ্ঞতা এবং আমাদের মহাযাজকের দয়াদি গুণ প্রকাশ করিয়া ধর্ম্মে স্থির থাকিতে ও প্রার্থনা করিতে উত্তেজনা। অধ্য ৪; ১২-১৬।

১০ প্র। খ্রীষ্ট মল্কীষেদকের মতানুসারে মহাযাজক হওয়াতে হারণাদি তাবৎ মহাযাজক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বটেন, ইহার প্রমাণ। অধ্য ৫; ১-১০।

১১ প্র। ইব্রীয় লোকদের খ্রীষ্ট বিষয়ক অত্যল্প জ্ঞান প্রযুক্ত তাহাদিগের প্রতি অনুযোগ। অধ্য ৫; ১১-১৪।

১২ প্র। খ্রীষ্ট বিষয়ক অধিক জ্ঞান উপার্জন করিতে প্রবৃত্তি প্রদান। অধ্য ৬; ১-৩।

১৩ প্র। মরুভূমি কর্ষণের নিষ্ফলতার দৃষ্টান্ত দিয়া ধর্ম্মত্যাগিদের ভয়ঙ্কর দুর্দশা দর্শাওন। অধ্য ৬; ৪-৮।

১৪ প্র। ধর্ম্মেতে স্থির থাকিতে বিনয় করণ, ও তাহার ফল কথন। অধ্য ৬; ৯,১০।

১৫ প্র। বিশ্বাসিলোকদিগকে সান্ত্বনা দেওনাভিপ্রায়ে

Digitized by Google

ইব্রাহীমের প্রতি ঈশ্বরের অঙ্গীকারের দৃষ্টান্ত দিয়া ধর্ম্মের ফল বিস্তাররূপে কথন। ৬; ১১-২০।

১৬ প্র। হারোণের মহাযাজকত্ব অপেক্ষা মল্‌কীষেদকের ন্যায় খ্রীষ্টের মহাযাজকত্বের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ। অধ্য ৭; ১-১০।

১৭ প্র। হারোণের মহাযাজকত্ব লুপ্ত হইয়া খ্রীষ্টের মহাযাজকত্ব, এবং পুরাতন নিয়ম লুপ্ত হইয়া সুসমাচারের নূতন নিয়ম যে স্থাপিত হইল, সে কেবল খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বর নিকটে আগমনকারিদের অনন্ত পরিত্রাণের সিদ্ধির নিমিত্তেই হইল, ইহা দর্শাওন। অধ্য ৭; ১১-২৮।

১৮ প্র। হারোণের যাজকত্ব অপেক্ষা খ্রীষ্টের যাজকত্বের শ্রেষ্ঠতা, এবং শ্রেষ্ঠতর মধ্যস্থের দ্বারা পুরাতন নিয়ম রহিত হইয়া নূতন নিয়মের স্থাপন আবশ্যক, ইহার প্রমাণ। অধ্য ৮।

১৯ প্র। পূর্ব্বকার পবিত্র তাম্বুর দ্রব্যাদিও বলিদান ক্রিয়া খ্রীষ্টের স্থাপিত নিয়মের ও তাঁহার যাজকত্বেরও বলিদানের ছায়াস্বরূপ ছিল, তাহা দর্শাওন। অধ্য ৯।

২০ প্র। মূসার ব্যবস্থানুযায়ি বলিদানদ্বারা সর্ব্বতোভাবে পাপমোচন না হওন, এবং খ্রীষ্টের বলিদানের দ্বারা পূর্ব্বকার বলিদানের লোপ হওন, এবং খ্রীষ্টের মরণরূপ বলিদানদ্বারা বিশ্বাসির পাপক্ষমা প্রাপ্তি, ইহার প্রমাণ। অধ্য ১০; ১-১৮।

দ্বিতীয় ভাগ। পরীক্ষার সময়ে ইব্রীয় লোকেরা যেন সান্ত্বনা পায়, তদর্থে কথিত উপদেশানুসারে আচরণ

করিতে তাহাদিগের প্রতি বিনয়। অধ্য ১০; ১৯-১২; ২।

এই ভাগে তিন প্রকরণ আছে।

১ প্র। খ্রীষ্টধর্ম্মদ্বারা লোকেরা আশীর্ব্বাদ পায় এবং তাহা অগ্রাহ্য করিলে দুর্দশা ঘটে, ইহা স্মরণ করাইয়া বিশ্বাস ও ধর্ম্মপথে অনবরত গমন ও প্রেমাদি সদাচার করিতে ইব্রীয় লোকদের প্রতি উপদেশ দান। অধ্য ১০; ১৯-৩৯।

২ প্র। আদিপুস্তকোক্ত হাবিল অবধি শেষ সাধু ব্যক্তি পর্য্যন্ত তাবৎ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তদ্বারা বিশ্বাসের উত্তমতা ও গুণকারিতা ও ফল ব্যাখ্যা। অধ্য ১১।

৩ প্র। পূর্ব্বোক্ত বিষয়, এবং খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত উত্থাপন করিয়া ধর্ম্মে স্থির থাকিতে ইব্রীয়দের প্রতি উপদেশ। অধ্য ১২; ১,২।

তৃতীয় ভাগ। কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিষয়ে ইব্রীয়দের প্রতি উপদেশ। ১২; ৩-২৯।১৩। এই ভাগে ছয় প্রকরণ আছে।

১ প্র। বিশ্বাসে স্থির থাকিতে ও ঈশ্বরের অনুযোগে বিরক্ত না হইতে এবং সর্ব্বতোভাবে পবিত্রাচরণ করিতে ইব্রীয়দের প্রতি উপদেশ। অধ্য ১২; ৩-১৭।

২ প্র। ব্যবস্থার লিখিত মঙ্গলাপেক্ষা সুসমাচারের মঙ্গল প্রধান, তাহা অগ্রাহ্য করিলে বিপদ ঘটিবে, ইহা বিবেচনা করিয়া সুসমাচারোক্ত উপদেশের বশীভূত থাকা কর্ত্তব্য, এই উপদেশ দান। অধ্য ১২; ১৮-২৯।

৩ প্র। ভ্রাতৃপ্রেম ও আতিথ্য ও দয়া ও পরোপকার ও নিস্পৃহা ও ঈশ্বরেতে ভারার্পণ ইত্যাদি কর্ম্ম বিষয়ক উপদেশ। অধ্য ১৩; ১-৬।

Digitized by Google

৪ পু। মৃত উপদেশকদের বিশ্বাস ও আচরণ স্মরণ করিলে খ্রীষ্টধর্ম্মে স্থির থাকিতে পারা যায়, ইত্যাদি বিষয়ে ইব্রীয়দের প্রতি উপদেশ। ১৩; ৭-১৫।

৫ পু। দান করিতে ও শিক্ষকদিগকে মান্য করিতে ও তাঁহাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে ইব্রীয়দিগকে উপদেশ দান। অধ্য ১৩; ১৬-১৯।

৬ পু। ইব্রীয়দের নিমিত্তে প্রার্থনা ও নমস্কারপূর্ব্বক পত্রের সমাপ্তি। অধ্য ১৩; ২০-২৫।

ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের যে২ কথা আদিভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ১; ৪, ৫। গী ২; ১-৮	অধ্য ১; ১৪। প্রে ১২; ৭।
— — ৬। — ৯৭; ৭	— ২; ২। গণ ১৫; ৩০, ৩১।
— — ৭। — ১০৪; ৪	— - ৬-৮। গী ৮; ৪-৬।
— -৮,৯। — ৪৫; ৬,	— ১৪৪; ৩।
৭	— — -। ১ ক ১৫; ২৭।
— - ১০-১২ — ১০২;	— - ১২। গী ২২; ২২-২৫।
২৫-২৭	— — ১৩। যিশ ৮; ১৮।
যিশ ৩৪; ৪	—৩; ৫। যা ১৪; ৩১।
—৫১; ৬	গণ ১২; ৭।
— — ১৩। গী ১১০; ১	— —১৫। গী ৯৫; ৭।
— — ১৪। আ ৩২; ১,২	- - ১৭,১৮। গণ ১৪; ২২,
— — — । ২রা ৬; ১৭	২৯, ৩০।
— — —। দা ৩; ২৮	

Digitized by Google

—৫;২,৩। লে ৯; ৭
— — ৫। গী ২; ৭
— — ৬। —১১০; ৪
—৬;১৩, ১৪। আ ২২; ১৬, ১৭
— ৭; ১, ২। — ১৪; ১৮-২০
— — ২৭। লে ১৬; ৬-১১
— ৮; ৫। যা ২৫; ৪০
— — ৮-১২। যির ৩১; ৩১-৩৪
যিশ ৫৪; ১৩
শিখ ৮; ৮
—৯; ১,২। যা ২৫; ২৬; ৪০;
— — ৭। লে ১৬; ২, ১১, ১২
— — ১৯। যা ২৪; ৬-৮

— ১০; ৪। মী ৬; ৬, ৭।
— — ৫। গী ৪০; ৬।
— - ১৬,১৭। যির ৩১; ৩৩ ৩৪।
— ২৮, ২৯। দ্বি ১৭; ২-৬।
— ১১। আ, যা, বি।
১২; ৫,৬। হি ৩; ১১, ১২।
— ১২; ১২। যিশ ৩৫; ৩।
— — - ১৬। আ ২৫; ৩৩।
— ১২; ১৭। — ২৭;৩৪-৩৮।
— — ১৮। যা ১৯;১২-১৮।
— — —। হগ ২; ৬।
— ১৩; ১১। যা ২৯; ১৪।
— — ২০। যিহি ৩৪;২৩। শিখ ৯; ১১।

যাকূবের সর্ব্বসাধারণ পত্র।

এই পত্র কোন বিশেষ মণ্ডলীর প্রতি নয়, পরন্তু বিদেশে ছিন্নভিন্ন তাবৎ যিহূদীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকদের প্রতি লেখা গিয়াছিল, এই হেতু ইহা সর্ব্বসাধারণ পত্র বলিয়া

Digitized by Google

প্রসিদ্ধ আছে। এ পত্রের কতক উপদেশ খ্রীষ্টাশ্রিত লোকদের প্রতি এবং কতক উপদেশ অবিশ্বাসিদের প্রতি লেখা গিয়াছে, এ প্রযুক্ত অন্যান্য সকল পত্রহইতে এ পত্রের উপদেশ দেওনের মত অতি বিভিন্ন। ফলত ইহার লিখনের প্রণালী অন্তভাগের গ্রন্থকারদের মতানুযায়ি লিখিত না হইয়া পূর্ব্বকালের ভবিষ্যদ্বক্তাদের মত লেখা গিয়াছে। এই পত্র মধ্যে আমাদের প্রভুর নাম কেবল দুই স্থানে উল্লেখিত আছে। এ পত্রে প্রেরিতদের রীত্যনুযায়ি মঙ্গলাচরণ নাই এবং শেষেও মঙ্গল প্রার্থনা নাই। আদি ও অন্তভাগোক্ত উপদেশ মধ্যে যেমন যোহন অবগাহকের উপদেশ, তদ্রূপ যিহূদীয় ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম মধ্যে এই পত্র যোজক শৃঙ্খলরূপ জানিবা। সে যাহা হউক, ধর্ম্মপুস্তকের আর২ গ্রন্থকারদের লিখনের পারিপাট্য ও অকাঠিন্যের ন্যায় এ পত্র দৃষ্ট হইতেছে, এবং অন্তভাগের গ্রন্থ মধ্যে এ খানি অতি উত্তম গ্রন্থ এবং ঈশ্বরদত্ত বটে। এ গ্রন্থ ৬১ শালে লেখা যায়, তদভিপ্রায় এই২।

১। দুঃখের সময়ে খ্রীষ্টীয়ানদিগকে সান্ত্বনা দান।

২। যিহূদীয় খ্রীষ্টীয়ানদের ভ্রান্তি দূর করণ, এবং প্রকৃত প্রত্যয়েতে পুণ্য হয়, এই উপদেশে তাহাদিগকে স্থিরচিত্ত করণ।

৩। অবিশ্বাসি যিহূদীয়দের মন্দ স্বভাব ও ব্যবহার অনুযায়ি আচরণ করিতে বিশ্বাসি লোকদিগকে নিবারণ করণ।

৪। শাস্তির সময় সন্নিকট, ইহা কহিয়া অধার্ম্মিকদি-

গকে চেতনা দেওন। এই পত্র পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাতে অষ্টাদশ প্রকরণ আছে।

১ প্র। দুঃখেতে আনন্দ করিতে বিশ্বাসিদের প্রতি উপদেশ। অধ্য ১; ১-৪।

২ প্র। ঈশ্বরের অঙ্গীকারেতে দৃঢ় প্রত্যয় রাখিয়া তাঁহার কাছে জ্ঞান যাচ্ঞা করিতে উপদেশ প্রদান। অধ্য ১; ৫-৮।

৩ প্র। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তোমরা অনন্ত পরমায়ু পাইবা, এতদ্বিষয়ে ধনী ও দরিদ্র খ্রীষ্টীয়ান্ লোকদিগকে সাহস দান। অধ্য ১; ৯-১২।

৪ প্র। মনুষ্যের লোভহইতে পাপ হয়, কিন্তু ঈশ্বরদ্বারা তাহা হয় না, কেননা তিনি মঙ্গল ও আশীর্ব্বাদের কর্ত্তা, ইহা দর্শাওন। অধ্য ১; ১৩-১৮।

৫ প্র। ঈশ্বরের বাক্য নম্রতা পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তদনুসারে আচরণ করিতে পরামর্শ দান। অধ্য ১; ১৯-২৭।

৬ প্র। প্রেম বিধির বিরুদ্ধে ধনি লোককে সমাদর ও দরিদ্রদিগকে তুচ্ছ করণ বিষয়ে চেতনা দেওন। ২; ১-৯।

৭ প্র। একটি আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে সমুদায় ব্যবস্থা অমান্য করা হয়, ইহা দর্শাওন। অধ্য ২; ১০-১২।

৮ প্র। কর্ম্মরহিত বিশ্বাস নিষ্ফল, সুতরাং তাহা ত্রাণ করিতে অসমর্থ, ইহা দেখাওন। অধ্য ২; ১৩-২৬।

৯ প্র। অহঙ্কৃত স্বভাব ও অদম্য জিহ্বার দমন করার আবশ্যকতা। অধ্য ৩; ১-১২।

Digitized by Google

১০ প্র। সাংসারিক ও স্বর্গীয় জ্ঞানের পরস্পর বিপরীত ভাব ও ফল কথন। অধ্য ৩; ১৩-১৮।

১১ প্র। অধার্ম্মিকদের অহংকারাদি স্বভাবের ফল কথন। অধ্য ৪; ১-৬।

১২ প্র। ঈশ্বরের বশীভূত হইতে ও তাঁহার কাছে অনুতাপ করিতে পরামর্শ দান। অধ্য ৪; ৭-১০।

১৩ প্র। মনুষ্যের জীবন অল্প কালস্থায়ি, ইহা স্মরণ করাইয়া পরের গ্লানি ও ভর্ৎসনা করণের নিষেধ। অধ্য ৪; ১১-১৭।

১৪ প্র। দুষ্ট ধনিলোকের ভয়ঙ্কর শাস্তি প্রকাশ। অধ্য ৫; ১-৬।

১৫ প্র। ধার্ম্মিক লোকদের নিস্তার হইবে, ইহাতে ভরসান্বিত হইয়া দুঃখ সহ্য করা তাহাদের আবশ্যক। অধ্য ৫; ৭-১১।

১৬ প্র। নিরর্থক দিব্য করণের নিষেধ, এবং প্রার্থনা ও ধন্যবাদ করণের আদেশ। অধ্য ৫; ১২,১৩।

১৭ প্র। পতিত লোকদিগের তত্ত্বাবধারণ ও পরস্পর দোষ ক্ষমা করণ বিষয়ে উপদেশ এবং প্রার্থনা করণের উপকারিতা প্রকাশ। অধ্য ৫; ১৪-১৮।

১৮ প্র। ভ্রান্ত ভ্রাতাদিগকে ধর্ম্ম পথে আনিবার এবং পাপিদের মনঃপরিবর্ত্তনের চেষ্টার মহাফল কথন। অধ্য ৫; ১৯, ২০।

Digitized by Google

যাকূবের পত্রের যে২ কথা আদি ভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ১; ৫। ১ রা ৩; ৯
১১,১২
যির ২৯; ১২,১৩
— — ১৭। মল ৩; ৬
-২; ২১-২৩। আ ১৫; ৬
— ২২; ৯-১২
যিশ ৪১; ৮
— — ২৫। যি ২; ১।

অধ্য ৩; ২। ১ রা ৮; ৪৬।
— ৫; ১১। গী ৯৪; ১২।
যূব ১;২১,২২।
— ৪২; ১০।
— — ১৬। আ ২০; ১৭।
দ্বি ৯; ১৮-২০।
— ১৭;১৮। ১ রা ১৭; ১।
— ১৮; ৪২-৪৫।

পিতরের প্রথম সর্ব্বসাধারণ পত্র।

যে সকল উৎকট দুঃখের সময়ে খ্রীষ্টাশ্রিত লোকেরা নানা স্থানে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, বোধ হয় তন্মধ্যে এক সময়ে এই পত্র লেখা যায়। ঐ খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা পূর্ব্বে যিহূদীয় ও দেবপূজক ছিল, তাহাদের সকলেরই প্রতি এই পত্র লেখা গিয়াছিল এই হেতু ইহার নাম সর্ব্ব সাধারণ পত্র বলা যায়। আর এই পত্র বাবিল নগরহইতে ৬৪ শালে নিরো রাজের রাজত্বকালে প্রেরিত হইয়াছিল। অধ্য ৫; ১৩।

কেহ ২ অনুমান করে যে পিতর রোমা নগরকেই বাবিল নগর কহিতেন। অপর সুসমাচার দ্বারা যে সান্ত্বনা পাওয়া যায় এবং বিশ্বাসিদের নিমিত্তে যে পুরস্কার ও অক্ষয় ও অবিনাশ্য অধিকার স্বর্গেতে আছে, তাহা স্মরণ করাইয়া অগ্নিবৎ পরীক্ষার সময়ে ঐ তাড়িত খ্রীষ্টাশ্রিত

Digitized by Google

লোকদিগকে সান্ত্বনা দেওনাভিপ্রায়ে এ পত্র লিখিত হয়। পৌলের আর ২ পত্রের এবং অন্তভাগের অন্যান্য অংশের যে ভাব, সেই রূপ এ পত্রেও আমাদের অতি পবিত্র ধর্ম্মের মূল কথা দেখিতে পাই। এই পত্রের উপদেশ তাবৎ প্রকার কুক্রিয়া ও কুঅভিলাষ দমনকারী, এবং ঈশ্বরের গৌরব ও মনুষ্যের সম্ভ্রম করিতে উত্তেজনা কারিও বটে। দেখ যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম কেমন উত্তম ও মহৎ ও পবিত্র এবং গ্রহণীয়।

এই পত্র পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাতে ষোল প্রকরণ আছে।

১ প্র। খ্রীষ্টাশ্রিত লোকদিগকে মনোনীত ও পবিত্র ও আজ্ঞাবহ রূপে সম্বোধন; এবং অসীম অনুগ্রহ ও অমূল্য আশীর্ব্বাদের নিমিত্তে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করণ। অধ্য ১; ১-৫।

২ প্র। ভবিষ্যদ্বক্তাদের কথিত ও দূতগণের অপেক্ষিত এবং আত্মাদ্বারা প্রকাশিত ও খ্রীষ্টের দ্বারা সাধিত মহাপরিত্রাণের ভোগার্থে দুঃখ ভোগ করা আবশ্যক, এতদ্বিষয়ে পরামর্শ দান। অধ্য ১; ৬-১২।

৩ প্র। ঈশ্বরের সেবক ও খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্ত দ্বারা ক্রীত লোকদের ন্যায় পবিত্রাচরণ করিতে বিনয়। অধ্য ১; ১৩- ২০।

৪ প্র। ঈশ্বরের সন্তানের ন্যায় পরস্পর প্রেম করিতে পরামর্শ দান। অধ্য ১; ২১-২৫।

৫ প্র। পবিত্র যাজক স্বরূপ হইয়া ঈশ্বরের কথা অতি যত্নে অভ্যাস করিতে এবং মণ্ডলী রূপ মন্দিরের প্রধান

Digitized by Google

কোণের প্রস্তর স্বরূপ খ্রীষ্টের উপরে ভার রাখিতে পরামর্শ প্রদান। অধ্য ২; ১-৮।

৬ প্র। ঈশ্বরের সন্তান রূপে সাধুদিগের চরিত্র বর্ণন। অধ্য ২; ৯,১০।

৭ প্র। কুঅভিলাষ হইতে ক্ষান্ত থাকিতে ও ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিতে এবং প্রভুর দাসদের ন্যায় আচরণ করিতে বিনয়। অধ্য ২; ১১-১৮।

৮ প্র। যাঁহার দুঃখ ভোগ দ্বারা আমরা পরিত্রাণ পাই, সেই খ্রীষ্টের ন্যায় তাড়না সহ্য করিতে প্রবৃত্তি প্রদান। অধ্য ২; ১৯-২৫।

৯ প্র। স্বামী ও ভার্য্যার কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্ণয়। অধ্য ৩; ১-৭।

১০ প্র। পরস্পর প্রেম করণের কথা ও তাড়না সময়ে ধর্ম্মে স্থির থাকিলে উত্তম স্বভাব বিশিষ্ট হইয়া সুসমাচারের পক্ষে উত্তম সাক্ষ্য দিতে পারিবা, এই কথায় বিশ্বাসিদিগকে উপদেশ দান। অধ্য ৩; ৮-১৬।

১১ প্র। জলপ্লাবনদ্বারা অসংখ্য লোক নষ্ট হওয়া বিচার দিনে অধার্ম্মিকদের বিনষ্ট হওনের নিদর্শন, এবং জাহাজেতে নোহের রক্ষা পাওয়া আমাদের ত্রাণকর্ত্তার দ্বারা পরিত্রাণের দৃষ্টান্ত, এতদ্বিষয়ের কথা। অধ্য ৩; ১৭-২২।

১২ প্র। যিনি পাপহইতে আমাদিগকে ত্রাণ করিলেন সেই খ্রীষ্টের ন্যায় আচরণ করিতে এবং বিচার দিনের নিমিত্তে প্রস্তুত থাকিতে পরামর্শ প্রদান। অধ্য ৪; ১-৬।

১৩ প্র। যিহূদীয় রাজ্যের অন্তিম কাল উপস্থিত হইল, ইহা জ্ঞাত করিয়া সতর্ক থাকিতে ও প্রার্থনা ও

Digitized by Google

প্রেম ও আতিথ্যাদি তাবৎ ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে বিশ্বাসি লোকদের প্রতি উপদেশ দান। অধ্য ৪; ৭-১১।

১৪ প্র। খ্রীষ্টের নিমিত্তে দুঃখ ভোগ-সময়ে ধৈর্য্য ও বিশ্বস্ততা প্রকাশ করিতে সাহসজনক নানা উপদেশ দান। অধ্য ৪; ১২-১৯।

১৫ প্র। তোমাদের নিমিত্তে এক২ মুকুট রক্ষিত আছে, এবং তোমরা অনন্ত জীবন পাইবা, ইহা কহিয়া সাধু খ্রীষ্টাশ্রিতদিগকে উপদেশ দান। অধ্য ৫; ১-৯।

১৬ প্র। প্রার্থনা ও নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ যাঞ্চা পূর্ব্বক পত্রের সমাপ্তি। অধ্য ৫; ১০-১৪।

পিতরের প্রথম সর্ব্বসাধারণ পত্রের যে২ কথা আদি ভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ১; ৭। যিশ ৪৮; ৯,১০
শিখ ১৩; ৯
— ১০-১১। দা ২; ৪৪
— ৮; ১৩
হগ ২; ৭
যিশ ৫৩;
দা ৯; ২৬
—- ২৪,২৫। যিশ ৪০; ৬-৮
— ২; ৫। — ৬১; ৬
— — ৬। — ২৮; ১৬
— — ৯। যা ১৯; ৫, ৬

অধ্য ২; ৯। দ্বি ৭; ৬।
— — ১০। হো ১; ৯,১০।
— — ২৩,২৪। যিশ ৫৩।
— ৩; ৬। আ ১৮; ১২।
— — ২০। — ৭; ৭।
৪; ১১। যির ২৩; ২২।
— —১৭। যিশ ১০; ১২।
যিহি ৯; ৬।
—৫; ৩। — ৩৪; ৪।
— — ৫। যিশ ৫৭; ১৫।

Digitized by Google

পিতরের দ্বিতীয় সর্ব্বসাধারণ পত্র।

প্রথম পত্র যাহাদের প্রতি লেখা গিয়াছিল, বোধ হয় এক বৎসর পরে সেই লোকদের প্রতি এই দ্বিতীয় পত্র লেখা যায়। পিতর প্রেরিত আপন মরণ অতি নিকট জানিয়া (১; ১৪) লিখিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অনেকে অনুমান করেন যে তিনি রোমা নগরে প্রবাস কালে এ পত্র লিখনানন্তর তথায় হত হইয়াছিলেন। আর প্রথম পত্রে যে২ উপদেশ ও শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা দৃঢ় করণ ও খ্রীষ্টাশ্রিতদিগকে সুসমাচারের মতে স্থির করণ, ও স্বর্গীয় আহ্বানের অনুযায়ি আচার ব্যবহার করিতে তাহাদিগকে উত্তেজনা করণ, ও কপটি শিক্ষকদের ধূর্ত্ততার প্রতি সাবধান থাকিতে পরামর্শ দেওন, এবং জগতের শেষ দিনে খ্রীষ্ট বিচার করিতে আসিবেন, এই কথার প্রতি বিদ্রূপকারি সুসমাচারের পরম শত্রুদের বিষয়ে সতর্ক থাকিতে চেতনা দেওন, এবং পবিত্র ও নির্দ্দোষ কথোপকথন দ্বারা ঐ মহা বিচার দিনের নিমিত্তে শিষ্যদিগকে প্রস্তুত করণ, ইত্যাদি অভিপ্রায়ে এ পত্র লিখিত হয়। এ পত্র তিন অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে নয় প্রকরণ আছে।

১ প্র। পরমেশ্বর নিজ অনুগ্রহানুসারে অমূল্য আশীর্ব্বাদ ভোগ করাইবার জন্যে খ্রীষ্টাশ্রিত লোকদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তদ্ব্যাখ্যা সম্বলিত মঙ্গলাচরণ। অধ্য ১; ১-৪।

২ প্র। আহূত ও মনোনীত হওন, এবং স্বর্গে সম্ভ্রান্তরূপে প্রবেশ করণ, ইত্যাদি বিষয় স্থির করণার্থে ধর্ম্মকর্ম্ম

Digitized by Google

করিতে বিশ্বাসি লোকদের প্রতি পিতরের বিনয়। অধ্য ১; ৫-১১।

৩ প্র। পিতরের এ প্রকার স্নেহ পূর্ব্বক উপদেশ দেওনের কারণ আপনার সন্নিকট মৃত্যু প্রকাশ করণ। অধ্য ১; ১২-১৫।

৪ প্র। খ্রীষ্ট তেজোময় সত্য ত্রাণ কর্ত্তা ইহার প্রমাণ, এবং আত্মার আবির্ভাবে দত্ত ঈশ্বরের বাক্যে অর্থাৎ ধর্ম্ম পুস্তকে মনোযোগ করিতে আদেশ। অধ্য ১; ১৬-২১।

৫ প্র। ভাক্ত ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের আগমন ও মন্দ মত ও কর্ম্ম বিষয়ক কথা, এবং তাহাদের প্রতি দণ্ড প্রকাশ। অধ্য ২।

৬ প্র। খ্রীষ্টের আগমন বিষয়ক কথার প্রতি বিদ্রূপ কারি প্রবঞ্চক লোকদের বিষয়ে সাবধান থাকিতে চেতনা দান। অধ্য ৩; ১-৭।

৭ প্র। বিচার দিনের বিলম্ব হওনের কারণ প্রকাশ করণ এবং তৎকালে মহা ভয়ঙ্কর ঘটনা হইবে তদ্-বিবরণ। অধ্য ৩; ৮-১৪।

৮ প্র। পৌলের উপদেশের সহিত এই পত্রের ঐক্য আছে, ইহা প্রকাশ করণ। অধ্য ৩; ১৫,১৬।

৯ প্র। প্রতারক লোকদের বিষয়ে সাবধান থাকিতে চেতনা দেওন। এবং খ্রীষ্ট বিষয়ক অনুগ্রহ ও জ্ঞানে বৃদ্ধি পাইতে বিনয় পূর্ব্বক পত্রের সমাপ্তি। অধ্য ৩; ১৭, ১৮।

এই পত্রে বিশেষ মনোযোগ যোগ্য দুইটি বিষয় আছে।

Digitized by Google

১। ভাক্ত শিক্ষকদের চরিত্র এবং পতিত দূতগণ ও পূর্ব্বকালীন জগতীয় অধার্ম্মিক লোক ও সীদোম ও অমোরা নিবাসিদের ন্যায় ঐ শিক্ষকদের পুতি ঘটিবে, ইহা পুকাশ করণ। অধ্য ২।

২। অতি ভয়ঙ্করৰূপে পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলের লোপ হওনের কথা। অধ্য ৩; ১১,১২।

পিতরের দ্বিতীয় সর্ব্বসাধারণ পত্রের যে২ কথা আদি ও অন্তভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য১;১৩,১৪।যিহো২৩;১৪	অধ্য ৩; ৪। যিশ ৫; ১৯।
—— ১৬,১৭। ম ১৭; ১-৫	— — ৫,৬। আ ১; ৬-৯।
— — ২১। ২ শি ২৩; ২	— ৭; ১১-
— ২; ৫। আ ৭; ১,	২২।
৭, ১৬,২৩	—— ১০। গী ১০২,২৬।
— —৬,৭। আ ১৯; ১৬,	——১৩। যিশ ৬৫; ১৭-
২৪,২৫	১৯।
২; ১৫, ১৬। গণ ২২; ৫,৭,	পু ২১;
২১, ২৩, ২৮	

যোহনের প্রথম সর্ব্বসাধারণ পত্র।

এই পত্রের আরম্ভে বা শেষে কোন স্থানে যোহনের নাম লিখিত নাই, তথাপি যোহন এ পত্র লিখিয়াছেন এ কথা প্রথম কালাবধি সর্ব্বসময়ে জনরব আছে।

Digitized by Google

এই পত্র লিখনের প্রণালী ও রীতি ও ভাব দেখিয়া জানা যায় যে এ পত্র তাঁহারই লেখা বটে। এ পত্রের আরম্ভে মঙ্গলাচরণ নাই, এবং শেষেও মঙ্গল প্রার্থনা নাই, এই হেতু এ গ্রন্থকে পত্র বলা উচিত কিনা এ বিষয়ে কেহ ২ সন্দেহ করেন। এ পত্রে খ্রীষ্টীয়ান্ ধর্ম্মের মূল কথা অর্থাৎ বিশ্বসনীয়ত্ব ও কর্ত্তব্যতা বিষয়ক উপদেশ আছে। ঈশ্বরের অসাধারণ গুণ সম্বন্ধীয় কথা সম্বলিত পত্রারম্ভের গম্ভীর ভাব, ও মনুষ্যের ভ্রষ্টতা ও খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক কথা এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের নিগূঢ় ভাব, ও গ্রন্থ রচনার সুস্পষ্টতা ও তৎসত্যতার প্রমাণ ও উপদেশের পবিত্রতা ও গ্রন্থের অভিপ্রায়, ও তাহা রচনার অকাঠিন্য ভাব, ও লিখনের প্রণালীর রীতি ইত্যাদি বিষয়ে আমরা দেখিতে পাই যে এ পত্রের লেখক ঐ পবিত্র ব্যক্তি হইবে, অধিকন্তু পরম্পরাগত বাক্যে ব্যক্ত আছে যে প্রভু যীশুর প্রিয়তম শিষ্য যোহন কর্ত্তৃক ৬৪ শালে লিখিত হয়।

ধর্ম্মত্যাগি অর্থাৎ ভাক্ত খ্রীষ্টদের উপদেশ বিষয়ে খ্রীষ্টীয়ান্‌দিগকে সাবধান করিতে, ও ঈশ্বরের ও খ্রীষ্টের তত্ত্ব অন্বেষণকারিদিগকে পবিত্র ও প্রেমাচরণ করিতে এবং অন্ধকারে ও পাপে ও অধর্ম্মে গমন না করিবার বিষয়ে উত্তেজনা করিতে, এবং একব্যক্তি অন্যের সহিত, ও ঈশ্বর ও তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সহিত প্রেমালাপ করিতে এবং স্বর্গীয় অনন্ত কালস্থায়ি সুখের আশয়ে আনন্দ করিতে প্রবৃত্তি দিতে ৬৪ শালে এ পত্র লেখা গিয়াছে।

Digitized by Google

এই পত্রের পাঁচ অধ্যায় আছে, তাহা ষোল প্রকরণে বিভাগ করা গিয়াছে।

১ প্র। পিতা ঈশ্বরের ও তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সহিত তদাশ্রিত লোকদের আলাপ দিনে২ বৃদ্ধ্যর্থে ত্রাণ-কর্ত্তার ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্ব প্রকাশ করণ। অধ্য ১; ১-৪।

২ প্র। ঈশ্বরের সহিত যাহাদের মিত্রতা হইয়াছে, তাহারা পবিত্রতারূপ দীপ্তিতে গমনাগমন করে। এবং পাপের নিমিত্তে অনুতাপ করিয়া আপন২ পাপ স্বীকার করিলে ঈশ্বর তাহাদের পাপ ক্ষমা করিতে ও তাবৎ অধর্ম্মহইতে তাহাদিগকে পরিষ্কৃত করিতে বিশ্বাস্যও ন্যায় কারি আছেন, ইহা প্রকাশ করণ। অধ্য ১; ৫-১০।

৩ প্র। পাপ করিতে নিষেধ, এবং জগজ্জনের পাপের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ স্বর্গে স্থিত আমাদের পক্ষবাদি খ্রীষ্টের নিকট গমন করিতে আদেশ। অধ্য ২; ১, ২।

৪ প্র। খ্রীষ্টের অনুকরণ এবং ভ্রাতৃদিগকে প্রেম করণ দ্বারা তদাজ্ঞা পালন করিলে খ্রীষ্টের তত্ত্বজ্ঞান ও তাঁহার সহিত সংযোগের চিহ্ন জানা যায়, ইহা প্রকাশ করণ। অধ্য ২; ৩-১১।

৫ প্র। তোমরা পাপের ক্ষমা পাইয়াছ, এবং তোমাদের জ্ঞান পক্ক হইয়াছে, এবং পাপ জয়কারি বিশ্বাসও তোমাদের আছে, অতএব তোমরা সাংসারিক বিষয়ে প্রেম করিও না, ইহা কহিয়া বিশ্বাসিদিগকে সাবধান করণ। অধ্য ২; ১২-১৭।

৬ প্র। যীশু অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা, ইহা অস্বীকারকারি ভাক্ত খ্রীষ্টগণের অর্থাৎ ধর্ম্মত্যাগিদের বিষয়ে সতর্ক

Digitized by Google

থাকিতে পরামর্শ দেওন, এবং পবিত্রাত্মার দ্বারা অভি-ষেকের কথা প্রকাশ করণ। অধ্য ২; ১৮-২৩।

৭ প্র। পুনর্জন্ম সিদ্ধ্যর্থে যিনি মনে সত্যজ্ঞান জন্মান, ও পবিত্র পথে রক্ষা করেন, এমত পবিত্রাত্মার প্রতি ভক্তি করিতে বিনয়। ২; ২৪-২৯।

৮ প্র। যাহারা কৃপা প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত সুখের আশা করে, ও অন্তঃকরণের সহিত পবিত্রাচরণ করে, এমত লোকদিগকে গ্রাহ্য করাতে ঈশ্বরের আশ্চর্য্য প্রেম প্র-কাশিত হইয়াছে, তৎপ্রশংসা করণ। অধ্য ৩; ১-৩।

৯ প্র। ঈশ্বরের সন্তান এবং শয়তানের সন্তান মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা প্রকাশ করণ। অধ্য ৩; ৪-১০।

১০ প্র। তোমরা পরস্পর প্রেম কর, তাহা করিলে তোমাদের যে পুনর্জন্ম হইয়াছে, এবং তোমরা যে ঈশ্ব-রের প্রতি ভারার্পণ করিয়াছ, তাহা প্রতিপন্ন হইবে, এই রূপ উপদেশ দান। অধ্য ৩; ১১-২৪।

১১ প্র। খ্রীষ্ট মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন, এ কথা অস্বী-কারকারি ভাক্ত শিক্ষকগণহইতে সাবধান থাকিতে পরা-মর্শ দান, এবং সত্যশিক্ষক ও ভ্রান্ত শিক্ষকদিগকে কি রূপে জানা যায়, তদ্বিষয়ে উপদেশ। অধ্য ৪;১-৬।

১২ প্র। পরমেশ্বর পাপিদের প্রায়শ্চিত্তার্থে স্বপুত্রকে দান করিলেন, তাহাই হইয়াছে ঈশ্বরের সহিত আমা-দের মিলনের প্রমাণ, এবং তাহাই বিচার দিনের বিষয়ে আমাদের ভরসার মূল, এবং তাহাতেই আ-মাদের মনে সুখ জন্মে এই সকল কথা কহিয়া পরস্পর প্রেম করিতে বিনয়। অধ্য ৪; ৭-২১।

Digitized by Google

১৩ প্র। পুনর্জন্ম, ও ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও আজ্ঞা-বহত্ব ও জগজ্জয় করণ, ইত্যাদির পরস্পর সম্বন্ধ প্রকাশ করণ। অধ্য ৫; ১-৫।

১৪ প্র। প্রকৃত বিশ্বাস ও অনন্ত পরমায়ু মধ্যে অভেদ্য সংযোগ আছে, ইহা প্রকাশ করিয়া খ্রীষ্টের উপদেশ সপ্রমাণ করণার্থে বিস্তর প্রমাণ দান। অধ্য ৫; ৬-১৩।

১৫ প্র। প্রভু নিজ লোকদের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া থাকেন, এবং কতক মৃত্যু জনক পাপ আছে, এই দুই বিষয় প্রকাশ করণ। অধ্য ৫; ১৪-১৭।

১৬ প্র। ঈশ্বর দ্বারা পুনর্জাত লোকদের এবং পাপাচারি জগজ্জনের মধ্যে প্রভেদ আছে, ইহা প্রকাশ করিয়া পত্রের সমাপ্তি করণ। অধ্য ৫; ১৮-২১।

যোহনের প্রথম সর্ব্বসাধারণ পত্রের যে২ কথা আদি ভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ১; ৮। ১রাজা ৮; ৪৬
উপ ৭; ২০
— — ৯। যিশ ৫০; ৭
— ২; ২। রো ৩; ২৫
— — ১৯। দ্বি ১৩; ১৩,
গী ৪১; ৯
— ২৭। যিশ ৬১; ১
যির ৩১; ৩৩, ৩৪
— ৩; ১। যিশ ৫৬; ৫

অধ্য ৩; ২। আযূব ১৯; ২৬।
— — — গী ১৬; ১১।
— — ৫। যিশ ৫,৩;
— — ১২। আ ৪; ৪-৮।
— — ২২। যির ২৯; ১২, ১৩।
— ৫; ৩। মিকা ৬; ৮।
— ১৬। যূব ৪২; ৮।
— ২০। যিশ ৯; ৬।
— ৫৪; ৫।

Digitized by Google

যোহনের দ্বিতীয় পত্র।

এই পত্র ইলেক্তা নাম্নী এক স্ত্রীর প্রতি লেখা যায়, বোধ হয়, তিনি মান্যা ও প্রাচীনা খ্রীষ্টমতাবলম্বিনী বিধবা ছিলেন। তাঁহার বাসস্থান নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। আর এ পত্রে লেখকের নাম নাই বটে, কিন্তু ঐ সম্ভ্রান্তা স্ত্রী ও তাঁহার পরিজনদিগকে সান্ত্বনা দিতে এবং খ্রীষ্টের সত্য ধর্ম্মে তাহাদিগকে স্থির রাখিতে ৬৯ শালে যোহন কর্তৃক এ পত্র লিখিত হয়, ইহা প্রকাশিত আছে। এ পত্র ত্রয়োদশ পদে বিভক্ত, ও তাহাতে পাঁচ প্রকরণ আছে।

১ প্র। মঙ্গলাচরণ সম্বলিত ঐ মান্যা স্ত্রী ও তাঁহার পুত্রগণের সম্বোধন পূর্ব্বক উপদেশ আরম্ভ। পদ ১-৩।

২ প্র। ঐ পরিবারস্থ লোকদের সত্যধর্ম্মে স্থির থাকন প্রযুক্ত আনন্দ প্রকাশ, এবং বিশ্বাসে স্থির থাকিতে ও পরস্পর প্রেম করিতে বিনয়। পদ ৪-৬।

৩ প্র। অনেক ভাক্ত খ্রীষ্ট উপস্থিত প্রযুক্ত সম্পূর্ণ পুরস্কার প্রাপ্ত্যর্থে তাহাদের সাবধান থাকা ও খ্রীষ্টের উপদেশের বশীভূত হওয়ার কর্ত্তব্যতা জ্ঞাপন। পদ ৭-৯।

৪ প্র। ভ্রান্তি জনক উপদেশকের সহিত আলাপ করিতে নিষেধ। পদ ১০,১১।

৫ প্র। পত্রের সমাপ্তি। পদ ১২,১৩।

ঐ মান্যা স্ত্রীর বিশেষ বিবরণ ও বাসস্থান আমরা জ্ঞাত নহি বটে, তথাপি তাঁহার সন্তানগণ ও তিনি ত্রাণ-কর্ত্তা যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুণ্যদ্বারা বহুমূল্য সত্যজ্ঞান পাইয়াছিলেন, ইহা শ্রবণে আমাদের অতিশয় আনন্দ

Digitized by Google

জন্মিতেছে। এবং তাহারা সত্যধর্ম্মানুযায়ি আচরণ করাতে তাহাদিগের সত্যধর্ম্ম জ্ঞাত থাকা সপ্রমাণ হয়, এবং তাহা দেখিয়া যোহন প্রেরিতের সদন্তঃকরণ আনন্দে পুলকিত হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্র পত্রে পরিবারের ধর্ম্মাচরণের মনোহর আদর্শ দেখিয়া আপন সন্তানদের পরিত্রাণের চেষ্টা বিষয়ে খ্রীষ্টীয়ান্ মাতারা অত্যন্ত উৎসাহ পাইবেন, এবং তাহা সন্তানদের প্রতিও অতি শিক্ষা জনক বটে, কেননা তদ্দ্বারা বালকেরা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করিতে ও আপন২ পিতা মাতার অনুকারী হইতে প্রবৃত্তি পাইবে।

যোহনের তৃতীয় পত্র।

প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ গ্রন্থের ১৯ অধ্যায় ২৯ পদে মাকিদোন্ নিবাসি গায় নামক এক ব্যক্তির নাম লিখিত আছে, এবং ঐ গ্রন্থের ২০ অধ্যায় ৪ পদে দর্বীনগরের গায় নামে আর এক জনের নাম উল্লেখিত আছে, এবং রোমীয়দের প্রতি পত্রের ১৬ অধ্যায় ২৩ পদে করিন্থ নগর নিবাসি অপর গায় নামা এক ব্যক্তির নাম আছে, এই রূপে গায় নামক তিন ব্যক্তির নাম ধর্ম্মপুস্তকে দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু শেষোক্ত গায় অতি সল্লোক ছিলেন, এবং যে সময়ে তিনি শরীরেতে ক্ষীণ ছিলেন, বোধ হয়, সেই সময়ে তাঁহার প্রতি এইপত্র লেখা যায়। আর করিন্থ নগরস্থ মণ্ডলীর সহভাগিদের মধ্যে ইনি এক জন ধনবান্ ব্যক্তি ছিলেন, এবং সুসমাচার প্রচারকদের প্রতি-

Digitized by Google

পালন করত খ্রীষ্টধর্ম্ম ব্যাপ্ত করণে ইহাকে অতি উদ্‌যোগী জানা যাইতেছে। পদ ৬-৮।

ঐ গায়ের বিশ্বাসের স্থিরতা ও আতিথ্য ব্যবহার বিশেষতঃ সুসমাচার প্রচারকদের প্রতি দাতৃত্ব ইত্যাদি গুণের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে সাহস প্রদান করিতে, এবং দিয়ত্রিফীর কলহজনক উচ্চাভিলাষের প্রতি তাঁহাকে সাবধান করিতে, ও দীমীত্রিয়ের সহিত বন্ধুতা করিতে প্রবৃত্তি দিতে, এবং যোহন যে তাঁহার নিকটে যাইবেন ইহা জ্ঞাপন করিতে তাঁহার প্রতি এ পত্র লেখা গিয়াছিল।

দ্বিতীয় পত্র লিখনকালে এ পত্রও লেখা যায়। ইহা চতুর্দ্দশ পদে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে পাঁচ প্রকরণ আছে।

১ প্র। গায়ের প্রতি প্রেম প্রকাশ, ও তাঁহার শারীরিক স্বাস্থ্য ও আত্মার মঙ্গলার্থে প্রার্থনা। পদ ১,২।

২ প্র। ভ্রাতৃগণের দ্বারা গায়ের বিশ্বাসের স্থিরতার প্রমাণ পাইয়া প্রেরিতের আনন্দ প্রকাশ। পদ ৩,৪।

৩ প্র। সাংসারিক সুখভোগ ত্যাগ করিয়া সুসমাচার প্রচার করণার্থে তাবৎ শক্তি ও সময় ব্যয়কারি ঈশ্বরের সেবকদের উপকার করণ প্রযুক্ত গায়ের প্রশংসা। পদ ৫-৮।

৪ প্র। উচ্চাভিলাষের দ্বারা মণ্ডলীর বিস্তর ক্ষতিকারি দিয়ত্রিফীর বিষয়ে বৈরক্তি প্রকাশ, ও তাহার অনুগামী না হইতে গায়ের প্রতি পরামর্শ দান। পদ ৯-১১।

Digitized by Google

৫ প্র। দীমীত্রিয়ের প্রশংসা ও গায়ের নিকট যা-ইতে যোহন প্রেরিতের অঙ্গীকার ও নমস্কার প্রেরণ ও পত্রের সমাপ্তি। পদ ১২-১৪।

যিহূদার সর্ব্বসাধারণ পত্র।

৬৫ শালে যিহূদার পত্র লিখিত হয়। প্রেরিত-দের সময়ে মণ্ডলীতে যে সকল ভাক্ত শিক্ষক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের উপদেশের বিষয়ে খ্রীষ্টাশ্রিত লোকদিগকে সাবধান করাই এ পত্রের মুখ্য অভিপ্রায় জানিবা।

ফলতঃ ঐ প্রবঞ্চকদের কর্ম্ম ও তাহাদের প্রতি ভাবি দণ্ড প্রকাশ করিয়া যিহূদা প্রেরিত খ্রীষ্টীয়ান্‌দিগকে ঐ দুষ্টদের কথা শ্রবণ করিতে নিষেধ করিলেন, কেননা তাহাদের উপদেশে মনোযোগ করিয়া অনেকেই সত্য-ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়াছিল। পবিত্র ক্রোধে ঈশ্বরের সেবক কো-পান্বিত হইয়া পাপকর্ম্মের বিরুদ্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এই পত্রে দৃষ্ট হইতেছে, এবং অনন্ত পরমায়ু ও আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কৃপা অপেক্ষা করণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের প্রেমেতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে যে উপ-দেশ দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মনের অতিসদ্ভাবও বিলক্ষণ দেখা যাইতেছে।

এই পত্র পঞ্চবিংশতি পদে বিভাগ করা গিয়াছে, তাহাতে সাতটি প্রকরণ আছে।

১ প্র। নিয়মিত মঙ্গলাচরণ। এবং লম্পট উপদেশক-

Digitized by Google

দের ভ্রান্তিজনক মতে কেহ পাছে নষ্ট হয়, এতদর্থে পূর্ব্বকালের পবিত্র লোকদিগকে সমর্পিত নির্ম্মল ধর্ম্ম রক্ষার্থে প্রাণপণে যত্ন করিতে খ্রীষ্টাশ্রিত লোকদের প্রতি পরামর্শ দান। পদ ১-৪।

২ প্র। পাপিদের ও অবিশ্বাসি যিহূদীয়দের ও পতিত দূতগণের ও সিদোম ও অমোরা নিবাসিদের প্রতি প্রকাশিত ঈশ্বরের কোপ তাহাদিগকে স্মরণ করাওন। পদ ৫-৮।

৩ প্র। ঐ প্রতারক শিক্ষকগণ অথচ কুস্বপ্ন দর্শনকারী রাজত্বপদের অবজ্ঞাকারী ও ধনপিপাসু ও ভ্রষ্ট লোক ঘোর অন্ধকারের নিমিত্তে আপনারাই প্রস্তুত হইতেছে, ইহা প্রকাশ করণ। পদ ৯-১৩।

৪ প্র। বিচারদিনে খ্রীষ্টের আগমন বিষয়ক হনোকের কথিত ভবিষ্যদ্বাক্যদ্বারা অধার্ম্মিকদের দণ্ডের নিশ্চয়তা প্রকাশ। পদ ১৪,১৫।

৫ প্র। ধর্ম্মোপদেশ ও হিতবাক্য অমান্যকারিদের কথা। পদ ১৬-১৯।

৬ প্র। তোমরা আপনাদের অতিপবিত্র ধর্ম্মে আপনাদিগকে সুস্থির করিয়া পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রার্থনা কর, এইরূপ কহিয়া খ্রীষ্টাশ্রিত লোকদিগকে ধর্ম্মে বৃদ্ধি পাইতে বিনয়। পদ ২০, ২১।

৭ প্র। বিপদাপন্ন লোকদের প্রতি দয়া করিতে ও তাহাদের দুঃখ দূর করিতে আদেশ ও পরমেশ্বরের গুণানুবাদ করণ পূর্ব্বক পত্রের সমাপ্তি। পদ ২২-২৫।

বোধ হয়, যিহূদা যিহূদীয়দের জ্ঞাত ও রক্ষিত পরম্প-

Digitized by Google

রাগত বাক্যহইতে মীখায়েলের বিবরণ, এবং হনোকের ভবিষ্যদ্বাক্য গ্রহণ করিয়া আপন পত্রে লিখিয়াছিলেন।

যিহূদার সর্ব্বসাধারণ পত্রের যেং কথা আদিভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

পদ	৫। গণ	১৪; ২৯	পদ	১১। আ	৪; ৫।
	—	২৬; ৬৪		গণ	১৬; ১।
—	— ৭। আ	১৯; ২৪		—	২২; ৭-২১।
	দ্বি	২৯; ২৩	—	— ১৪। আ	৫; ১৮।
—	— ৯। দা	১০; ১৩	—	— ১৯। যিহি	১৪; ৭।
	শিখ	৩; ২	—	— ২৪। শিখ	৩; ৪,৫।

যোহনের প্রতি প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য।

এ গ্রন্থের প্রথম পদেই এই পুস্তকের নাম আছে। ফলতঃ এ পুস্তকের নাম প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য। এই নাম গ্রীক্ ভাষার আপকালুপ্সিষ শব্দের অর্থহইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যে সময়ে যোহন প্রেরিত দূরীকৃত হইয়া পাৎম উপদ্বীপে ছিলেন, তৎকালে তিনি এই পুস্তক লিখেন, অর্থাৎ জগতের শেষ পর্য্যন্ত খ্রীষ্টের মণ্ডলীর ভাবিঘটনার বিবরণ প্রকাশার্থে তিনি ঈশ্বরহইতে জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া এ গ্রন্থ লিখিলেন। কোনং গর্ব্বি ব্যক্তিরা ইহার কঠিনং কথার সদর্থ প্রকাশ করিতে অপারক হইয়া অর্থান্তর করিয়াছে অর্থাৎ আপনারা ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় হইয়া ইহার লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী

Digitized by Google

দ্বারা সময় ও ঘটনার বিষয় মিথ্যারূপে প্রকাশ করিয়াছে তন্নিমিত্তে এই গ্রন্থের পাঠ বিষয়ে কেহ২ আপত্তি করে। কিন্তু তাহাদের নির্ব্বোধতা প্রযুক্ত এ গ্রন্থ পাঠ করিতে ত্রুটি করা আমাদের কর্ত্তব্য নয়। এ পুস্তকে ভবিষ্যৎকালের ঘটনা বিষয়ক অনেক বাক্য থাকা প্রযুক্ত তাহা আমাদের দুর্জ্ঞেয় বটে, কিন্তু পূর্ব্বকালের ইস্রায়েল লোকদের প্রতি আদিপুস্তকোক্ত ভবিষ্যদ্বাক্য যেরূপ কঠিন ছিল, এ গ্রন্থোক্ত ভবিষ্যদ্বাক্য আমাদের নিকটে তদ্রূপ কঠিন নহে, ফলতঃ ধার্ম্মিক ইস্রায়েল লোকেরা যেরূপ নম্রভাবে পূর্ব্বকালের ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইস্রায়েলের সান্ত্বনার অপেক্ষা করিত সেই রূপ আমাদেরও এ পুস্তকোক্ত মঙ্গলের অপেক্ষায় এই প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যে দৃষ্টি রাখা উচিত।

এই পুস্তকে ঈশ্বরের ও স্বর্গের বিষয়, এবং মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের তত্ত্বাবধারণ ও অনুগ্রহের বিষয় ও তাঁহার লোকদের চরিত্র এবং তাঁহার শত্রুদের দুষ্টতা ও সর্ব্বনাশের বিষয় আশ্চর্য্য ও বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে, যাহারা ভবিষ্যদ্বাক্যের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারে না, তাহারাও এই পুস্তক পাঠ করিয়া আপনাদের নম্রতা ও বিশ্বাস ও সাধুতা অনুসারে উপকার ও ধর্ম্মে বৃদ্ধি পাইতে পারে।

অধিকন্তু মোরীণ সাহেব বলেন, এই গ্রন্থ বিদ্যা পিপাসুদের পক্ষে অহঙ্কারনাশক এবং হিতবাক্য ও উপদেশ অন্বেষণকারিদের পক্ষে অতি সুখজনক বটে।

যোহনের প্রতি প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য দ্বাবিংশতি অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে চারি ভাগ আছে।

Digitized by Google

প্রথম ভাগ। ক্ষুদ্র আশিয়া স্থিত সপ্ত মণ্ডলীর কথা সম্বলিত মঙ্গলাচরণ, ও ঈশ্বরের গুণানুবাদ, এবং যোহনের দেশ বহির্ভূত হওন কালে খ্রীষ্টের দর্শন প্রাপ্তির কথা। অধ্য ১।

দ্বিতীয় ভাগ। সপ্ত মণ্ডলীর প্রতি সপ্ত পত্রিকা। অধ্য ২,৩।

১ পত্রিকা। ইফিস নগরীয় মণ্ডলীর প্রতি। অধ্য ২; ১-৭।

২ পত্রিকা। স্মূর্ণা — — — — ৮-১১।

৩ পত্রিকা। পর্গাম — — — — ১২-১৭।

৪ পত্রিকা। থুয়াতীরা — — — ১৮,১৯।

৫ পত্রিকা। সার্দ্দি — — — — ৩; ১-৬।

৬ পত্রিকা। ফিলাদিলফিয়া — — ৭-১৩।

৭ পত্রিকা। লায়দিকেয়া — — — ১৪-২২।

তৃতীয় ভাগ। যোহন প্রেরিতের নানা আশ্চর্য্য দর্শনের বিবরণ।অধ্য ৪,৫।

১। তেজোময় সিংহাসনোপবিষ্ট পরমেশ্বরের চারিদিকে দূতগণ এবং ভক্ত লোকেরা তাঁহার ধন্যবাদ করিতেছে, এরূপ দর্শন। অধ্য ৪।

২। খ্রীষ্ট মেষশাবক স্বরূপ হইয়া মুদ্রাঙ্কিত পুস্তক খুলিতেছেন, তাহাতে প্রাচীন লোক ও দূতগণ তাঁহার প্রশংসা করিতেছে, এরূপ দর্শন। অধ্য ৫।

চতুর্থ ভাগ। পুস্তকের অবশিষ্ট অংশ। অধ্য ৬-২২। ইহাতে জগতের শেষ সময় পর্য্যন্ত মণ্ডলীর ক্রমাগত ভবিষ্যৎ অবস্থার বিবরণ আছে। এই ভাগে মণ্ডলীর সপ্ত যুগের ঘটনার বিষয় যোহন প্রেরিত এই রূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

Digitized by Google

প্রথম যুগ। ঐ পুস্তকের মুদ্রা খুলন। অধ্য ৬-৮; ১।

প্রথম মুদ্রা খুলিলে এক শ্বেতাশ্ব দর্শন। অধ্য ৬; ১,২।
দ্বিতীয় — — এক রক্তবর্ণ অশ্ব —। — — ৩,৪।
তৃতীয় — — এক কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব —। — — ৫,৬।
চতুর্থ — — এক পাণ্ডুবর্ণ অশ্ব —। — — ৭,৮।
পঞ্চম — — পবিত্র লোকদের আত্মাগণ —। — — ৯-১১।
ষষ্ঠ — — নানা দুর্ঘটন —। — — ১২-১৭।

ঐ ষষ্ঠ মুদ্রা খোলা গেলে মুদ্রাঙ্কিত ১৪৪০০০ ইস্রায়েলীয় লোকের এক মণ্ডলী এবং পরিত্রাণ ও গৌরব প্রাপ্ত প্রযুক্ত ঈশ্বর ও মেষশাবকের ধন্যবাদকারি তাবৎ জাতীয় অগণ্য লোকের দর্শন। অধ্য ৭।

সপ্তম মুদ্রা খোলা গেলে সর্ব্বত্র নিঃশব্দ হইল।

দ্বিতীয় যুগ। তূরীর শব্দ। অধ্য ৮ ও ৯।

খ্রীষ্টের মধ্যস্থালি দর্শন। অধ্য ৮; ৩-৫।
প্রথম দূতের তূরী বাদন।— ৬,৭।
দ্বিতীয় — — — — ৮,৯।
তৃতীয় — — — — ১০, ১১।
চতুর্থ — — — — ১২, ১৩।
পঞ্চম — — — অধ্য ৯; ১-১২।
ষষ্ঠ — — — — ১৩-২১।

ষষ্ঠ দূত তূরী বাজাইলে যোহনের এক আশ্চর্য্য দর্শন অর্থাৎ সর্ব্বদেশীয় লোকদের সম্মুখে ভবিষ্যদ্বাক্য প্র-

Digitized by Google

কাশ করিতে এক বলবান দূত কর্ত্তৃক তাঁহার প্রতি এক পুস্তক দত্ত। অধ্য ১০।

তৃতীয় যুগ। ক্রমাগত নানা দর্শন। অধ্য ১১-১৯।

১। মন্দির ও বেদী, এবং ঈশ্বরের ভজনা কারিদের পরিমাণ। অধ্য ১১; ১,২।

২। এক সহস্র দুই শত ষষ্টি দিন পর্য্যন্ত ভবিষ্যদ্বাক্য কহিতে দুই সাক্ষির ক্ষমতা প্রাপ্তি। অধ্য ১১; ৩-৬।

৩। এক পশু তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম পূর্ব্বক তাহাদিগকে নষ্ট করিলে তাহারা পুনর্ব্বার সজীব হইয়া স্বর্গে গমন করে। অধ্য ১১; ৭-১৪।

৪। সপ্তম তূরীধ্বনি এবং চমৎকার ঘটনা। অধ্য ১১; ১৫-১৯।

৫। মণ্ডলী বোধক সূর্য্য ভূষণা এক স্ত্রী। ও এক নাগদ্বারা তাহার পুত্রের প্রতি তাড়না। অধ্য ১২; ১-৬।

৬। মিকায়েল, ঐ নাগ অর্থাৎ শয়তানকে জয় করিয়া দূর করিলে স্বর্গেতে মহা আনন্দ হওন। অধ্য ১২; ৭-১২।

৭। পৃথিবীস্থ মণ্ডলীর প্রতি ঐ নাগের অত্যাচার। অধ্য ১২; ১৩-১৭।

৮। সমুদ্র হইতে এক পশু উঠিলে ঐ নাগ তাহাকে ১৩; পরাক্রম দিল, এতদ্বিষয়ক এক আশ্চর্য্য দর্শন। অধ্য ১-১০।

৯। দ্বিতীয় পশুর উঠন, ওতদ্দ্বারা সকল লোক কর্ত্তৃক নাগের পূজন। ১৩; ১১-১৮।

১০। সীয়োন পর্ব্বতের উপরে এক লক্ষ চৌয়াল্লিশ

Digitized by Google

সহস্র মনোনীত লোক সমভিব্যাহারি মেষশাবক দণ্ডায়-মান, ও স্বর্গস্থ মণ্ডলীদ্বারা বিশ্বাসি লোকদের গুণ কথন। এই দুই বিষয়ের আশ্চর্য্য দর্শন। অধ্য ১৪; ১-৫।

১১। তাবৎ দেশীয় লোকদের প্রতি সুসমাচার প্রচার-কারি, এবং ঐ পশু ও তাহার পূজকদের প্রতি দণ্ড প্রকাশক এক উড্ডীয়মান দূতের দর্শন। অধ্য ১৪; ৬-২০।

১২। দণ্ডপূর্ণ পাত্রধারি দূতগণ এবং ঈশ্বরের ন্যায় বিচার প্রযুক্ত স্বর্গীয় মণ্ডলীর আনন্দ দর্শন। অধ্য ১৫।

১৩। ঈশ্বরের ও তাঁহার মণ্ডলীর শত্রুগণের প্রতি ঈশ্বরের কোপস্বরূপ ঐ পাত্র ঢালন। অধ্য ১৬।

১৪। বাবিল বিষয়ক দর্শন। অধ্য ১৭।

১৫। বাবিলের অধঃপতন, ও দুরাত্মা লোকদের দুঃখ বিষয়ক দর্শন। অধ্য ১৮।

১৬। বাবিলের প্রতি দণ্ড জন্য স্বর্গীয় লোকদের গান। অধ্য ১৯; ১-১০।

১৭। মণ্ডলীর শত্রুদিগকে খ্রীষ্টের জয় করণ। অধ্য ১৯; ১১,১২।

চতুর্থ যুগ। এক দূত শয়তানকে বন্ধন করিতেছে, তদ্বিষয়ক দর্শন। অধ্য ২০; ১ ৬।

পঞ্চম যুগ। শয়তানকে ক্ষণেক কালের নিমিত্তে মুক্ত করণ ও লোকদের মধ্যে তাহার কর্ত্তৃত্ব পুনঃস্থাপনের চেষ্টা বিফল হওন। অধ্য ২০; ৭-১০।

ষষ্ঠ যুগ। পুনরুত্থান, ও মহাবিচার দিন, ও অধার্ম্মিকদের অনন্ত দণ্ড বিষয়ক দর্শন। অধ্য ২০; ১১-২৫।

Digitized by Google

সপ্তম যুগ। নূতন যিরূশালম ও নিস্তারিত লোকদের অকথ্য সুখ বিষয়ক দর্শন। ২১,২২; ১-৬।

১। পূর্ব্বোক্ত দর্শনের সত্যতা বিষয়ে দূতের প্রমাণ দান। অধ্য ২২; ৭-৯।

২। খ্রীষ্ট কর্তৃক মনুষ্যদের অবস্থা শীঘ্র পরিবর্ত্ত হইবার বিষয় যোহনের নিকট প্রকাশ অর্থাৎ কে স্বর্গে প্রবেশ করিবে, কেবা দূরীকৃত হইবে তজ্জ্ঞাপন এবং পরিত্রাণ গ্রহণ করিতে লোকদিগকে ব্যগ্রতা পূর্ব্বক আহ্বান এবং যাহারা ভবিষ্যদ্বাক্যের কোন কথা বৃদ্ধি বা লোপ করে তাহাদের প্রতি অভিশাপ প্রকাশ। অধ্য ২২; ১০-১৯।

৩। মঙ্গল প্রার্থনা পূর্ব্বক গ্রন্থের সমাপ্তি। অধ্য ২২; ২০,২১।

প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যের যে২ কথা আদিভাগে আছে তন্নির্ঘণ্ট।

অধ্য ১; ৪।	যা ৩; ১৪	অধ্য ২; ৭	আ ২; ৯।
— — ৭।	দা ৭; ১৩	— — ১৪।	গণ ২৪; ১৪।
— — ৮।	যিশ ৪৪; ৬		— ২৫; ১।
— ১২,২০।	শিখ ৪; ২		— ৩১; ১৬।
	যিহি ১; ২৬	— ২০।	১রাজা ১৬; ৩১।
— ১৪, ১৫।	দা ৭; ৯		২১; ২৫।
— — ১৭।	১; ২৮	৩; ৭।	যিশ ২২; ২২।
	দা ১০; ১০	— — ১৫।	— ৫৫; ১,২।

Digitized by Google

— ৪ ; ২,৩। যিহি ১ ; ২৬-
২৮
— — ৬। — — ৫
—৫ ; ১১। দা ৭ ; ১০
—৬;২,৪,৫,৮। শিখ ৬;২-৮
— — ১৫। যিশ ২ ; ১৯-
২১
—৭ ; ১। দা ৭ ; ২
——১৪। যিশ ১; ১৮
শিখ ১৩; ১
— ১০ ; ৬। দা ১২ ; ৭
— ১০ ; ৯। যিহি ৩; ৩
— ১১ ; ১। — ৪০;
— — ৪। শিখ ৪; ১১-
১৪
— —১১। যিহি ৩৭; ৫,
৯, ১০, ১৪
—১২ ; ৭। দা ১২ ; ১

— ১৩ ; ১। — ৭ ; ৩।
— ১৪ ; ৮। যিশ ২১; ৯।
যির ৫১ ; ৮।
— — ১১। যিশ ৩৪; ১০।
— — ১৪। দা ৭ ; ১৩।
— —২০। যিশ ৬৩; ৩।
— ১৭; ২। যির ৫১ ; ৭।
— — ১২। দা ৭ ; ২০।
— ১৯ ; ২০। — — ১১।
— ২০ ; ৮। যিহি ৩৮; ২।
— ১১,১২। দা ৭ ; ৯,
১০।
— ২১; ১। যিশ ৬৫;১৭।
— ৬৬; ২২।
— ২২; ১। যিহি ৪৭; ১-
১২।
— —১৭। যিশ ৫৫ ; ১।

Digitized by Google

চতুর্থ অধ্যায়।

সুসমাচার চতুষ্টয়ের ঐক্যতা।

	মথি	মার্ক	লূক	যোহন
১ লূকলিখিত সুসমাচারের আভাস	.. .. ..	.. ..	১ ; ১- ৪	.. ..
২ খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব	.. .. ..	.. ..	.. .. ..	১ ; ১-১৪
৩ যোহন অবগাহকের জন্ম, এবং খ্রীষ্টের জন্ম বিষয়ক ভবিষ্যৎকথা	.. .. ..	.. ..	১ ; ৫-৮০	
৪ মরিয়মকে ত্যাগ করিতে যূষফের ইচ্ছা	১; ১৮,১৯	.. ..		
৫ খ্রীষ্টের জন্ম কথা	.. .. ..	.. ..	২ ; ১-২০	
৬ ———বংশাবলি	১ ; ১-১৭	.. ..	৩; ২৩-৩৮	
৭ ———ত্বকছেদ	.. .. ..	.. ..	২ ;২১-৪০	
৮ খ্রীষ্টের অন্বেষণে পূর্ব্বদিক্‌হইতে জ্যোতির্ব্বেত্তাদের আগমন	২	.. ..		
৯ পণ্ডিতদের সহিত খ্রীষ্টের প্রশ্নোত্তর	. .. ..	.. ..	—৪১-৫০	
১০ যোহনের ক্রিয়া	৩ ; ১-১২	১ ; ১- ৮	৩ ; ১-১৮	১ ; ৬- ৮
১১ খ্রীষ্টের অবগাহন	—১৩-১৭	— ৯-১১	—২১,২২	
১২ ———পরীক্ষা	৪ ; ১-১১	—১২-১৩	৪ ; ১-১৩	
১৩ খ্রীষ্টের বিষয়ে যোহনের সাক্ষ্য দেওন	.. .. ..	.. ..	.. .. ..	১; ১৫-৩৬

সুসমাচার চতুষ্টয়ের ঐক্যতা।

	মথি	মার্ক	লূক	যোহন
১৪ খ্রীষ্টের প্রথম আশ্চর্য্য ক্রিয়া	.. .. ..	.. ..	.. .. ..	২
১৫ নিকদীমের সহিত খ্রীষ্টের কথোপকথন..	.. .. ..	.. ..	.. .. ..	৩
১৬ যোহন অবগাহকের কারাগারে বদ্ধ হওন	১৪ ; ৩- ৫	৬;১৭-২০	৩; ১৯-২০	
১৭ খ্রীষ্ট কর্তৃক অনেক শোমিরোণীয়দের মনঃপরিবর্ত্তন	.. .. ..	.. ..	.. .. .	৪
১৮ গালীল দেশে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করণ	৪; ১৭	১; ১৪ ১৫	৪; ১৪,১৫	
১৯ নাসিরিত নগরে সুসমাচার প্রচার করণ	.. .. ..	.. ..	—১৬-৩০	
২০ কফর্নাহূম নগরে খ্রীষ্টের আগমন	৪;১৩-১৬ ৮; ৫-১৭	১; ২১-৪৫	-৩১-৪৪ ৫; ১-১৬	
২১ খ্রীষ্টের এক পক্ষাঘাতিকে সুস্থ করণ	৯; ২- ৮	২ ; ১-১২	—১৭-২৬	
২২ —— পিতর আদি কয়েক জনকে আহ্বান করণ ..	৪ ;১৮-২২	১ ;১৬-২০	— ১-১১	
২৩ —— মথিকে আহ্বান ও তাহার সহিত ভোজন ..	৯; ৯-১৭	২;১৩-২২	—২৭-৩৯	
২৪ খ্রীষ্টের আপন ঈশ্বরত্ব বিষয়ে প্রমাণ দান	.. .. ..	.. ..	.. .. ..	৫
২৫ শিষ্যদের শস্যের শিস ছিঁড়িয়া ভক্ষণ	১২ ; ১- ৮	২;২৩-২৮	৬ ; ১- ৫	
২৬ খ্রীষ্ট কর্তৃক অনেকের সুস্থ হওন	— ৯-১৬	৩; ১-১২		
২৭ খ্রীষ্টের প্রেরিতদিগকে মনোনীত করিয়া নিযুক্ত করণ	১০	—১৩-১৯	—১২-১৬	
২৮ পর্ব্বতোপরি খ্রীষ্টের উপদেশ দান	৫ ; ৬; ৭;	.. ..	—২০-৪৯	
২৯ শত সেনাপতির দাসের সুস্থ হওন	৮ ; ৫-১৩	.. ..	৭ ; ১-১০	

সুসমাচার চতুষ্টয়ের ঐক্যতা।

	মথি	মার্ক	লূক	যোহন
৩০ বিধবার মৃত পুত্রকে প্রাণ দান..	.. ..	.. ..	৭;১১-১৭	
৩১ খ্রীষ্টের নিকটে যোহনের শিষ্যদিগকে প্রেরণ.. ..	১১; ২-১৯	.. ..	৭;১৮-৩৫	
৩২ কোরাসীন প্রভৃতি নগরের বিষয়ে খ্রীষ্টের বিলাপ ..	— ২০-২৪	.. ..	১০; ১৩-১৬	
৩৩ খ্রীষ্টকে এক স্ত্রীর তৈল মর্দ্দন করণ..	.. ..	.. ..	৭; ৩৬-৫০	
৩৪ পবিত্রাত্মার বিরুদ্ধে নিন্দার কথা	১২;২২-৪৫	৩; ২২-৩০	১১;১৪-২৬ — ২৯-৩২	
৩৫ খ্রীষ্টের মাতা ও ভ্রাতৃগণ দ্বারা তাঁহার অন্বেষণ ..	— ৪৬-৫০	—৩১.৩৫	৮;১৯-২১	
৩৬ বীজ বাপকের দৃষ্টান্ত	১৩; ১-২৩	৪; ১-২০	— ৪-১৫	
৩৭ খ্রীষ্টের পশ্চাদ্‌গামী হইতে এক জন ব্যবস্থাপকের বাসনা..	৮;১৮-২২			
৩৮ ঝড়ের সময়ে শিষ্যদের মনোবৈকল্য	— ২৩-২৭	—৩৬-৪১	— ২২-২৫	
৩৯ খ্রীষ্টের ভূত ছাড়ান	—২৮-৩৪	৫; ১-২০	— ২৬-৩৯	
৪০ খ্রীষ্টের এক অধ্যক্ষের মৃত কন্যাকে জীবন দান ..	৯;১৮-২৬	—২১-৪৩	— ৪০-৫৬	
৪১ দুই অন্ধলোককে দৃষ্টিশক্তি প্রদান..	— ২৭-৩১			
৪২ নাসিরত নগরে উপদেশ দান	১৩;৫৪-৫৮	৬; ১- ৬		
৪৩ খ্রীষ্টের পুনর্ব্বার গালীল প্রদেশে ভ্রমণ	৯;৩৫			
৪৪ শিষ্যগণকে প্রেরণ..	১০;১১; ১	— ৭-১৩	৯; ১- ৬	

সুসমাচার চতুষ্টয়ের ঐক্যতা।

	মথি	মার্ক	লূক	যোহন
৪৫ যোহন অবগাহকের মস্তক ছেদন	১৪; -১২	২১-২৯		
৪৬ হেরোদের খ্রীষ্ট বিষয়ক বিতর্ক	— ১, ২	—১৪-১৬	— ৭- ৯	
৪৭ পাঁচ সহস্র লোককে ভোজন করাওন	— ১৩-২১	—৩০-৪৪	— ১০,১৭	৬; ১-১৩
৪৮ সমুদ্রের উপরে খ্রীষ্টের পদব্রজে গমন	— ২২,৩৩	—৪৫-৫২	.. .. ..	—১৫-২১
৪৯ আপনাকে জীবন রূপ আহার স্বরূপে খ্রীষ্টের উপ-দেশ দেওন..	.. ..	.. ..	.. .. ..	—২২-৭১
৫০ যিহূদীয়দের ধর্ম্মনাশক পরম্পরাগত বাক্যের বিষয়	১৫; ১-২০	৭; ১-২৩		
৫১ এক কিনানীয় স্ত্রীর কন্যার সুস্থ হওন	— ২১-২৮	—২৪-৩০		
৫২ এক বোবাকে সুস্থ করণ..	— ২৯-৩১	—৩১-৩৭		
৫৩ চারি সহস্র লোককে ভোজন করাওন	— ৩২-৩৯	৮; ১- ৯		
৫৪ ফিরূশীদের তাড়ীরূপ শিক্ষা বিষয়ক উপদেশ	—১৬-১২	—১৪-২১		
৫৫ এক অন্ধ লোককে দৃষ্টি শক্তি দান		—২২-২৬		
৫৬ খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র রূপে পিতরের স্বীকার	১৬;১৩-২৮	৮;২৭-৩৮	৯;১৮-২৭	৬;৬৬-৭১
৫৭ খ্রীষ্টের অন্য মূর্ত্তি ধারণ	১৭; ১-১৩	৯; ২-১৩	— ২৮-৩৬	
৫৮ খ্রীষ্টের এক মৃগিরোগি বালককে সুস্থ করণ	— ১৪-২১	—১৪-২৯	— ৩৭-৪৫	
৫৯ নম্রতা বিষয়ে উপদেশ	১৮; ১- ৪	—৩৩-৩৭	— ৪৬-৪৮	
৬০ তাম্বুবাস নামে পর্ব্ব	.. ..	.. ..	.. .. ..	৭

Digitized by Google

সুসমাচার চতুষ্টয়ের ঐক্যতা।

	মথি,	মার্ক,	লূক,	যোহন
৬১ যিরূশালমে খ্রীষ্টের গমন			৯; ৫১	—১০
৬২ সত্তরি জন শিষ্যকে প্রেরণ করণ			১০; ১-২৪	৯
৬৩ এক ব্যভিচারিণী স্ত্রীর কথা				৮
৬৪ অন্ধ লোককে চক্ষুর্দান				৯
৬৫ খ্রীষ্ট উত্তম মেষপালকস্বরূপ				১০; ১-২১
৬৬ প্রার্থনা করণের উপকারিতা			১১; ১-১৩	
৬৭ কপটিতা ও লোভাদি বিষয়ে অনুযোগ			১২	
৬৮ অনুতাপের আবশ্যকতা			১৩; ১- ৯	
৬৯ লোকদিগকে উপদেশ করণ			—২২	১০;২২
৭০ ক্ষুদ্র দ্বারের কথা			—২৩-৩০	
৭১ একজন জলোদরিকে সুস্থকরণ ও বিবাহের ভোজেনিমন্ত্রণ			১৪	
৭২ হারাণ মেষ ও মুদ্রা এবং অপব্যয়ি পুত্রের কথা			১৫	
৭৩ অপব্যয়ি গৃহাধ্যক্ষ দাস ও সুখ ভোগী ধনবানের কথা			১৬	
৭৪ নানা বিষয়ক উপদেশ ও দশ জন কুষ্ঠির কথা			১৭	
৭৫ অন্যায় বিচার কর্ত্তা এবং ফিরূশী ও করসঞ্চয়কারির দৃষ্টান্ত			১৮; ১-১৪	
৭৬ ত্যাগ পত্রের বিষয়	১৯; ১-১২	১০; ১-১২		

সুসমাচার চতুষ্টয়ের ঐক্যতা।

	মথি	মার্ক	লূক	যোহন
৭৭ খ্রীষ্টের নিকটে শিশুদিগকে আনয়ন	— ১৩-১৫	— ১৩-১৬	— ১৫-১৭	
৭৮ এক ধনবান্ ব্যবস্থাপকের কথা	— ১৬-৩০	— ১৭-৩১	— ১৮-৩০	
৭৯ দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কর্ম্মকারিগণের কথা	২০; ১-১৬			
৮০ পীড়িত ইলিয়াসরের কথা	.. ..			১১; ১-১৬
৮১ খ্রীষ্টের আপন দুঃখভোগ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য	২০;১৭-১৯	১০;৩২-৩৪	১৮;৩১-৩৪	
৮২ সীবদির দুই পুত্রের নিবেদন..	— ২০-২৮	— ৩৫-৪৫		
৮৩ এক অন্ধ ব্যক্তির দৃষ্টি প্রাপ্তি ও সখির কথা এবং দৃষ্টান্ত কথা	— ২৯-৩৪	— ৪৬-৫২	{ — ৩৫-৪৩ ১৯; ১-২৭	
৮৪ ইলিয়াসরের মরণ হইতে উত্থান	.. ..	.. ..	.. .. ..	১১;১৭-৪৬
৮৫ খ্রীষ্টের চরণে মরিয়মের তৈল মর্দ্দন	২৬; ৬-১৩	১৪; ৩- ৯	.. .. ..	১২; ১-১১
৮৬ যিরূশালমে খ্রীষ্টের প্রবেশ	২১; ১-১৬	১১; ১-১১	১৯;২৮-৪৪	— ১২-১৯
৮৭ খ্রীষ্টের নিকটে অন্যদেশীয়দের আগমন..	.. ..	.. ..	.. .. ..	— ২০-২২
৮৮ অফল ডুম্বুর বৃক্ষের প্রতি অভিশাপ	২১;১৭-২২	১১;১২-২৬		
৮৯ খ্রীষ্টের ক্ষমতা বিষয়ে আপত্তি করণ	— ২৩-২৭	— ২৭-৩৩	২০; ১- ৮	
৯০ দুই পুত্রের দৃষ্টান্ত কথা..	— ২৮-৩২			
৯১ গৃহস্থ ও কৃষাণদের দৃষ্টান্ত	— ৩৩-৪৬	১২; ১-১২	— ৯-১৯	

সুসমাচার চতুষ্টয়ের ঐক্যতা।

	মথি,	মার্ক,	লূক,	যোহন
৯২ রাজ পুত্রের বিবাহের দৃষ্টান্ত..	২২; ১-১৪	.. .	১৪;১৬-২৪	
৯৩ রাজকর দেওনের উপদেশ	— ১৫-৪৬	১২;১৩-৩৭	২০;১৯-৪০	
৯৪ ফিরুশী ও সিদূকীদের দোষ প্রকাশ..	.. ..	— ৩৮.৪০	— ৪৫-৪৭	
৯৫ এক বিধবার দানশীলতা	.. ..	— ৪১-৪৪	২১; ১- ৪	
৯৬ যিরুশালমের বিনাশ বিষয়ক খ্রীষ্টের ভবিষ্যদ্বাক্য ..	২৪	১৩	— ৫-৩৬	
৯৭ দশ কন্যার দৃষ্টান্ত ও মহাবিচার দিনের কথা.. ..	২৫			
৯৮ খ্রীষ্টের আপন শিষ্যদের চরণ ধৌত করণ	.. ..	. ..	.. .. ..	১৩
৯৯ নিস্তার পর্ব্বের আয়োজন	২৬;১৭-১৯	১৪;১২-১৬	২২; ৭-১৩	
১০০ প্রভুর ভোজন নিরূপণ..	— ২০-৩০	— ১৭-২৬	—১৪-২০	
১০১ শিষ্যদের প্রতি খ্রীষ্টের প্রবোধজনক উপদেশ .	.. ..	.. ..	.. .. ..	১৪;১৫;১৬;
১০২ খ্রীষ্টের প্রার্থনা	.. ..	.. ..	.. .. ..	১৭
১০৩ —— শিষ্যদিগকে সাবধান করণ	২৬;৩১-৩৫	১৪;২৭-৩১	২২;২২-২৯	
১০৪ উদ্যানে খ্রীষ্টের দুঃখ..	— ৩৬-৪৬	— ৩২-৪২	— ৪০-৪৬	১৮; ১২
১০৫ খ্রীষ্টের পরহস্তগত হওন	— ৪৭-৫৬	— ৪৩-৫২	— ৪৭-৫৩	— ৩-১১
১০৬ মহাযাজকের নিকটে খ্রীষ্টকে আনয়ন	— ৫৭-৬৮	— ৫৩-৬৫	— ৫৪-৬৫	— ১২-২৪
১০৭ খ্রীষ্টকে পিতরের অস্বীকার..	— ৬৯-৭৫	— ৬৬-৭২	— ৫৫-৬২	— ১৭-২৭

Digitized by Google

সুসমাচার চতুষ্টয়ের ঐক্যতা।

	মথি	মার্ক	লূক	যোহন
১০৮ মহাসভায় ও পীলাত ও হেরোদের নিকটে খ্রীষ্টের সমর্পিত হওন	২৭; ১-১৪	১৫; ১- ৫	— ৬৬-৭১ ২৩; ১-১২	— ২৮-৩৮
১০৯ পীলাত কর্তৃক খ্রীষ্টের দোষী হওন..	— ১৫-২৬	— ৬-১৫	— ১৩-২৫	— ৩৯,৪০ ১৯; ১-১৬
১১০ যিহূদার অনুতাপ ও উদ্বন্ধন..	— ৩-১০			
১১১ খ্রীষ্টকে ক্রুশে বদ্ধ করণের বিষয়..	— ৩১-৫৬	— ২০-৪১	— ২৬-৪৯	— ১৬-৩৭
১১২ খ্রীষ্টকে কবর দেওনের বিষয়	— ৫৭-৬১	— ৪২-৪৭	— ৫০-৫৬	— ২৮-৪২
১১৩ খ্রীষ্টের পুনরুত্থান	২৮; ১- ৮	১৬; ১- ৮	২৪; ১-১২	২০; ১-১০
১১৪ শিষ্যদিগকে খ্রীষ্টের দর্শন দেওন..	— ৯-১০	— ৯-১৪	— ১৩-৪৮	— ১১-২০
১১৫ তিবিরিয়া হ্রদের কূলে শিষ্যদিগকে খ্রীষ্টের দর্শন দেওন	.. ..	.. ..	.. .. ..	২১
১১৬ শিষ্যদিগকে খ্রীষ্টের আজ্ঞাদেওন ও তাঁহার স্বর্গারোহণ	২৮;১৬-২০	১৬;১৫-২০	২৪;৪৯-৫৩	

Digitized by Google

পঞ্চম অধ্যায়।

কালক্রমিক অন্তভাগের গ্রন্থাবলী।

পুস্তক	গ্রন্থকার	যে স্থানে লিখিত	খ্রীষ্টীয়শাল
১ থিষলনীকীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্র	পৌল	করিন্থনগর	৫২
২ থিষলনীকীয় — — —	ঐ	ঐ	৫২
গলাতীয় — — — —	ঐ	ঐ	৫৩
১ করিন্থীয় — — — —	ঐ	ইফিস নগর	৫৭
রোমীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্র	ঐ	করিন্থ	৫৮
২ করিন্থীয়	ঐ	মাকিদোন	৫৮
মথিলিখিত সুসমাচার	মথি	যিহূদা	৬০
যাকুব	যাকুব	যিহূদিয়া	৬১
মার্কলিখিত সুসমাচার	মার্ক	রোমা	৬১
ইফিষীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্র	পৌল	ঐ	৬১
ফিলিপীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্র	ঐ	ঐ	৬২
কলসীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্র	ঐ	ঐ	৬২
ফিলিমোনের প্রতি পত্র	ঐ	ঐ	৬৩
ইব্রীয়দের প্রতি পত্র	ঐ	ইতালীদেশ	৬৩
লূকলিখিত সুসমাচার	লূক	গ্রীস্‌দেশ	৬৩

Digitized by Google

কালক্রমিক অন্তভাগের গ্রন্থাবলী।

পুস্তক	গ্রন্থকার	যে স্থানে লিখিত	খ্রীষ্টীয়শাল
প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ	লূক	গ্রীস	৬৪
১ তীমথি	পৌল	মাকিদোন	৬৪
তীতের প্রতি পত্র	ঐ	ঐ	৬৪
১ পিতর	পিতর	বাবিল, বা রোম	৬৪
যিহূদার সর্ব্বসাধারণ পত্র	যিহূদা	অজ্ঞাত	৬৫
২ পিতর	পিতর	বাবিল, বা, রোমা	৬৫
২ তীমথি	পৌল	রোমা	৬৫
১ যোহন	যোহন	ইফিষীয় নগর	৬৮
২ যোহন	ঐ	ঐ	৬৯
৩ যোহন	ঐ	ঐ	৬৯
প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য	ঐ	পাত্ম উপদ্বীপ	৯৭
যোহন লিখিত সুসমাচার	ঐ	ইফিষীয় নগর	৯৮

Digitized by Google

ষষ্ঠ অধ্যায়।

খ্রীষ্টের কৃত কতকগুলি আশ্চর্য্য ক্রিয়া।

আশ্চর্য্য ক্রিয়া	স্থান	লিখিত		
জলকে দ্রাক্ষারস করণ	কান্না..	যোহন	২;	১—১১
কফর্নাহূমে রাজ সভাসদ লোকের পুত্রকে সুস্থ করণ ..	ঐ	——	৪;	৪৬—৫৪
অনেক মৎস্য ধরণ..	গালীল সমুদ্র	লূক	৫;	১—১১
এক ভূতগ্রস্তকে সুস্থ করণ..	কফর্নাহূম.....	মার্ক	১;	২৩—২৮
পিতরের শ্বশ্রূকে সুস্থ করণ	ঐ..	——	—	২৯—৩১
এক কুষ্ঠিকে সুস্থ করণ	ঐ..	——	—	৪০—৪৫
শতসেনাপতির দাসকে সুস্থ করণ	ঐ..	মথি	৮;	৫—১৩
বিধবার মৃত পুত্রকে প্রাণ দান..	নায়ীন নগর..	লূক	৭;	১১—১৭
ঝড় নিবারণ করণ..	গালীল সমুদ্র	মথি	৮;	২৩—২৭
ভূত ছাড়াওন..	গিদেরীয় প্রদেশ.. ..	——	—	২৮—৩৪
এক পক্ষাঘাতিকে সুস্থ করণ	কফর্নাহূম	——	৯;	১— ৮
যায়ীর নামক এক অধ্যক্ষের মৃত কন্যাকে জীবন দান ..	ঐ	——	—	১৮—২৬
দুই অন্ধলোককে চক্ষুর্দান	ঐ	——	—	২৭—৩১
এক ভূতগ্রস্ত গুঙ্গাকে সুস্থ করণ	ঐ	——	—	৩২—৩৩
এক প্রদর রোগিণীকে সুস্থ করণ	ঐ	লূক	৮;	৪৩—৪৮
বৈৎসৈদা পুষ্করিণীর কূলে রোগি মনুষ্যকে সুস্থ করণ ..	যিরূশালম..	যোহন	৫;	১— ৯

খ্রীষ্টের কৃত কতক গুলি আশ্চর্য্য ক্রিয়া।

আশ্চর্য্য ক্রিয়া	স্থান	লিখিত		
এক শুষ্ক হস্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করণ	যিহূদিয়া .. .. :	মথি	১২;	৯—১৩
এক ভূতগ্রস্তকে সুস্থ করণ..	কফর্নাহূম	——	—	২২—২৩
পাঁচ সহস্র পুরুষকে ভোজন করাওন	দিকাপলি	——	১৪;	১৫—২১
এক কিনানীয় স্ত্রীর কন্যাকে সুস্থ করণ	সোর নগরের নিকটে..	——	১৫;	২১—২৮
বধির ও বোবা মনুষ্যকে সুস্থ করণ	দিকাপলি	মার্ক	৭;	৩১—৩৭
চারি সহস্র লোককে ভোজন করাওন..	ঐ	মথি	১৫;	৩২—৩৯
অন্ধ লোককে চক্ষুর্দান	বৈৎসৈদা	মার্ক	৮;	২২—২৬
ভূতগ্রস্থ এক বালককে সুস্থ করণ	তেবর..	মথি	১৭;	১৪—২১
এক জন্মান্ধকে সুস্থ করণ..	যিরূশালম..	যোহন	৯;	
এক কুজা স্ত্রীকে সুস্থ করণ	গালীল	লূক	১৩;	১০—১৭
এক জন জলোদরিকে সুস্থ করণ	ঐ	——	১৪;	১— ৬
দশ জন কুষ্ঠিকে সুস্থ করণ..	শোমিরোণ..	——	১৭;	১১—১৯
ইলিয়াসরকে মৃত্যুহইতে উত্থান করাওন	বৈথনীয়া	যোহন	১১;	
দুই অন্ধলোককে চক্ষুর্দান	যিরিহো	মথি	২০;	২৯—৩৪
অফল ডুম্বুর বৃক্ষকে শুষ্ক করণ..	জৈতুন্ পর্ব্বত	——	২১;	১৮—২১
মল্কের কর্ণ সুস্থ করণ	গেৎশিমানি	লূক	২২;	৫০—৫১
বিস্তর মৎস্য ধরাওন	গালীল সাগর	যোহন	২১;	১—১৪

সপ্তম অধ্যায়।

খ্রীষ্টোক্ত দৃষ্টান্ত কথা।

দৃষ্টান্ত কথা	স্থান	লিখিত		
বীজ বাপকের দৃষ্টান্ত কথা	কফর্নাহূম	মথি	১৩;	১—২৩
বন ঘাসের দৃষ্টান্ত	ঐ	——	—	২৪—৩০ ৩৬—৪৩
বীজ বৃদ্ধি পাওনের দৃষ্টান্ত	ঐ	মার্ক	৪;	২৬—২৯
সর্ষপের দৃষ্টান্ত	ঐ	মথি	১৩;	৩১—৩২
তাড়ীর দৃষ্টান্ত	ঐ	——	—	৩৩
গুপ্ত ধনের দৃষ্টান্ত	ঐ	——	—	৪৪
বহুমূল্য মুক্তার দৃষ্টান্ত	ঐ	——	—	৪৫—৪৬
জাল নিক্ষেপের দৃষ্টান্ত	ঐ	——	—	৪৭—৫০
দুই জন ঋণগ্রস্তের দৃষ্টান্ত	ঐ	লূক	৭;	৩৬—৫০
নির্দয় দাসের দৃষ্টান্ত	ঐ	মথি	১৮;	২১—৩৫
সংশোমিরোণীয় লোকের দৃষ্টান্ত	যিরিহো	লূক	১০;	২৫—৩৭
নির্বোধ ধনির দৃষ্টান্ত	গালীল	——	১২;	১৩—২১
প্রভুর অপেক্ষাকারি দাসদের দৃষ্টান্ত	ঐ	——	—	৩৫—৪৮
অফল ডুম্বুর বৃক্ষের দৃষ্টান্ত	ঐ	——	১৩;	৬—৯

Digitized by Google

খ্রীষ্টোক্ত দৃষ্টান্ত কথা।

দৃষ্টান্ত কথা	স্থান	লিখিত		
হারাণ মেষের দৃষ্টান্ত	গালীল	লূক	১৫;	৩—৭
হারাণ রূপার দৃষ্টান্ত	ঐ	——	—	৮—১০
অপব্যয়ি পুত্রের দৃষ্টান্ত	ঐ	——	—	১১—৩২
অপব্যয়ি গৃহাধ্যক্ষ দাসের দৃষ্টান্ত	ঐ	——	১৬;	১—১২
ধনি লোক ও ইলিয়াসরের দৃষ্টান্ত	ঐ	——	—	১৯—৩১
অন্যায় বিচারকর্ত্তার দৃষ্টান্ত	পিরিয়া	——	১৮;	১—৮
ফিরুশি ও করসঞ্চয়কারির দৃষ্টান্ত	ঐ	——	—	৯—১৪
কৃষাণ লোকদের দৃষ্টান্ত	ঐ	মথি	২০;	১—১৬
এক মহৎ লোকের ও তাঁহার দশ দাসের দৃষ্টান্ত	যিরিহো	লূক	১৯;	১১—২৭
দুই পুত্রের দৃষ্টান্ত	যিরূশালম	মথি	২১;	২৮—৩২
গৃহস্থ ও কৃষকদের দৃষ্টান্ত	ঐ	——	—	৩৩—৪৬
রাজ পুত্রের বিবাহের দৃষ্টান্ত	ঐ	——	২২;	১—১৪
দশ কন্যার দৃষ্টান্ত	ঐ	——	২৫;	১—১৩
তোড়ার দৃষ্টান্ত	ঐ	——	—	১৪—৩০
মেষ ও ছাগের দৃষ্টান্ত	ঐ	——	—	৩১—৪৬

Digitized by Google

অষ্টম অধ্যায়।

খ্রীষ্টের প্রসিদ্ধ উপদেশ।

উপদেশ	স্থান	লিখিত		
নিকদীমের প্রতি খ্রীষ্টের উপদেশ	যিরূশালম	যোহন	৩;	১—২১
শোমিরোণীয় স্ত্রীর প্রতি খ্রীষ্টের উপদেশ	শিখিম্	——	৪;	১—৪২
ভজনালয়ে খ্রীষ্টের উপদেশ	নাসরৎ	লূক	৪;	১৬—৩২
পর্ব্বতের উপরে খ্রীষ্টের উপদেশ	ঐ	মথি	৫;	৬, ৭;—
শিষ্যদিগকে প্রেরণকালে তাহাদের প্রতি খ্রীষ্টের উপদেশ	গালীল	——	১০;	
কোরাসীন্ প্রভৃতি নগরের বিষয়ে বিলাপ সম্বলিত কথা	ঐ	——	১১;	২০—২৪
বৈথেসদা পুষ্করিণীর কূলস্থিত পীড়িত লোককে সুস্থ করণ কালে খ্রীষ্টের উপদেশ	যিরূশালম্	যোহন	৫;	
শাবৎ দিবসে শিষ্যদের শস্যছিঁড়ন সম্বন্ধে খ্রীষ্টের উপদেশ	যিহূদিয়া	মথি	১২;	১— ৮
খ্রীষ্ট বালসিবুব্ দ্বারা ভূত ছাড়াইতেছেন, এই অপবাদ-কালে খ্রীষ্টের উপদেশ	কফর্নাহূম	——	—	২২—৩৭
জীবন রূপ ভক্ষ্য বিষয়ক খ্রীষ্টের উপদেশ	ঐ	যোহন	৬;	
মনঃশুদ্ধি বিষয়ে খ্রীষ্টের উপদেশ	ঐ	মথি	১৫;	১—২০
বিঘ্নস্বরূপ হওনের ও বিঘ্ন জন্মাওনের বিরুদ্ধে এবং দোষ ক্ষমা বিষয়ে উপদেশ	ঐ	——	১৮;	

খ্রীষ্টের প্রসিদ্ধ উপদেশ।

উপদেশ	স্থান	লিখিত		
তাম্বুবাস নামক পর্ব্ব সময়ে খ্রীষ্টের উপদেশ	যিরূশালম	যোহন	৭;	
এক ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে মুক্তা করণ উপলক্ষে খ্রীষ্টের কথা	ঐ	——	৮;	১—১১
আপনাকে মেষ পালক স্বরূপে খ্রীষ্টের উপদেশ	ঐ	——	১০;	
ফিরূশি ও ব্যবস্থাপকদের প্রতি খ্রীষ্টের কথা	পিরিয়া	লূক	১১;	২৭—৫৪
নম্রতা ও বিজ্ঞতা বিষয়ক খ্রীষ্টের উপদেশ	গালীল	——	১৪;	৭—১৪
কি প্রকারে স্বর্গ প্রাপ্তি হয় তদ্বিষয়ে খ্রীষ্টের উপদেশ	পিরিয়া	মথি	১৯;	১৬—৩০
আপনার ভাবি দুঃখভোগ বিষয়ক খ্রীষ্টের উপদেশ	যিরূশালম	——	২০;	১৭—১৯
ফিরূশিদের সন্তাপ প্রকাশ করণ	ঐ	——	২৩;	
যিরূশালম বিনাশ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্য	ঐ	——	২৪;	
প্রবোধ জনক উপদেশ	ঐ	যোহন	১৫;১৬;	—
গৈৎশিমনী স্থানে যাওন কালে খ্রীষ্টের উপদেশ	ঐ	মথি	২৬;	৩১—৩৬
স্বর্গোরোহণের পূর্ব্বে শিষ্যদের প্রতি খ্রীষ্টের উপদেশ	ঐ	——	২৮;	১৬—২০

Digitized by Google

৯ আধ্যায়।

বিশেষ২ মতাবলম্বি যিহূদীয় লোকদের বিবরণ।

বাবিল দেশের বন্দিত্ব অবস্থার পর যিদূদীয়দের মণ্ডলী পুনর্ব্বার সংস্থাপিত হইলে তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মে মনোযোগি দুই দল হইয়া উঠিল। এক দলস্থ লোকেরা মনুষ্যের কথিত তাবৎ পরম্পরাগত বাক্য অমান্য করিয়া কেবল ধর্ম্মপুস্তক মান্য করিত। এবং তাহারা সকল বিধি পালন করিবে, ইহা বলিয়া আপনাদের নাম জাদ্দিকীম্ অর্থাৎ যাথার্থিক রাখিল। ইহাদের হইতে শোমিরোণীয় ও সিদূকী এই দুই জাতি উৎপন্ন হয়। অন্য এক মতস্থ লোকেরা ধর্ম্মপুস্তক ব্যতিরেকে প্রাচীন লোকদের পরম্পরাগত বাক্য মান্য করিত। তাহাতে স্বদেশীয় লোকেরা ইহাদিগকে অতিশয় শুদ্ধাচারী অনুমান করাতে তাহারা চাসিডিম্ অর্থাৎ ধার্ম্মিক নামে বিখ্যাত হইল, ইহাদের হইতে ফিরুশী ও এস্সীনী এই দুই জাতি নির্গত হইয়াছে।

১। অশূরীয় দেশের রাজা যিহূদীয়দের দশ বংশের অনেক লোকদিগকে বন্দি করিয়া স্বদেশে আনিয়া অবশিষ্ট লোকের সহিত কতক দেবপূজক লোকদিগকে শোমিরোণ ও যিহূদিয়া দেশে বসতি করাইতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারাই কালক্রমে শোমিরোণীয় নামে খ্যাত হইল। প্রথমে তাহাদের দেবপূজা করণ দোষ নিমিত্ত পরমেশ্বর তাহাদের মধ্যে দণ্ডস্বরূপ সিংহগণকে পাঠাইলে তাহারা তাহাদের কতক লোককে নষ্ট করিতে লাগিল, কিন্তু রাজা এ সংবাদ পাইলে তাহাদিগকে

Digitized by Google

ঈশ্বরের শাস্ত্র জ্ঞান দিবার জন্যে বন্দিদের মধ্যহইতে এক পুরোহিতকে মনোনীত করিয়া তাহাদের নিকটে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে "তাহারা পরমেশ্বরকে ভয় করিল, এবং আপনাদের জন্যে উচ্চস্থানের মন্দিরে যজ্ঞকারি যাজকদিগকে অতিনীচ লোকদের মধ্যহইতে মনোনীত করিল। তাহারা পরমেশ্বরকেও ভয় করিল, এবং যে২ জাতি হইতে নীত হইয়াছিল, তাহাদের ন্যায় আপন২ দেবগণের সেবা করিল।" ২ রা ১৭; ২৪-৩৩।

পরে তাহারা কিছু জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, মূসার গ্রন্থা-নুসারে আচার ব্যবহার করিত, এবং গিরিযীম্ পর্ব্বতে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ইস্রায়েলের ঈশ্বরের আরাধনা করিত। শোমিরোণীয় স্ত্রীর কথা দ্বারা আমরা জানিতে পাইতেছি, যে তাহাদের মধ্যে অতি নীচ লোকেরাও খ্রীষ্ট বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার আগমনের অপেক্ষা করিয়াছিল। যো ৪; ২৫।

২। সিদূকীরা এক প্রকার অবিশ্বাসী লোক ছিল। খ্রীষ্টের আগমনের ২৮০ বৎসর পূর্ব্বে সিদূক নামক মত সংস্থাপক এক ব্যক্তির নামানুসারে তাহাদের নাম সিদূকী হয়। তাহারা প্রথমে প্রাচীনদের পরম্পরাগত বাক্য ঈশ্বর দত্ত নহে বলিয়া অগ্রাহ্য করিত। কিন্তু পরে অনেক ভ্রান্তি জনক মত গ্রহণ করিয়া মূসার পাঁচ গ্রন্থ ছাড়া আর সমুদয় ধর্ম্মপুস্তক অমান্য করিত। তা-হারা মৃতদের উত্থান ও দূতগণের অস্তিত্ব এবং আত্মার অমরতা ও পরকালের দণ্ড অস্বীকার করিয়া এক ঈশ্বর মাত্র আছেন, ইহা স্বীকার করিত। যোসিফস্ নামক

Digitized by Google

একজন যিহূদীয় ইতিহাসবেত্তা বলেন, যে যৎকালে সিদূকীরা দোষি লোকদের বিচার করিতে বসিত, তখন তাহাদের প্রতি প্রায়ই কঠিন দণ্ডাজ্ঞা প্রকাশ করিত। ঐ ইতিহাসবেত্তা আরো বলেন, যে যিহূদীয় অন্য মতাবলম্বি লোকাপেক্ষা তাহারা সংখ্যাতে অত্যল্প বটে, কিন্তু প্রায় সকলেই অতি মান্য ও ধনবান্।

৩। যিহূদীয়দের মধ্যে ফিরুশীরা প্রধান লোক ছিল, তাহারা অহঙ্কার বশতঃ ইতর লোকদিগকে তুচ্ছ করিলেও তাহাদের বাহ্য শুচিতা প্রযুক্ত সকলে তাহাদিগকে এমত মান্য করিত, যে তাহাতে তাহাদের মধ্যে এই এক কথা প্রচলিত হইল, যে স্বর্গে যদি কেবল দুই লোক নীত হয়, তবে তাহাদের এক জন অবশ্যই ফিরুশী হইবে। এই দলস্থ লোকদের মধ্যে অনেকে অধ্যাপক ও ব্যবস্থাপক হইত। তাহারা প্রায় ধর্ম্মপুস্তকের বাক্যের তুল্য জ্ঞানিলোকদের পরম্পরাগত বাক্য মান্য করিত, এবং তাহা প্রায় সর্ব্বদা অধিক ভাল বাসিত। তাহারা আপনাদের ধর্ম্মজ্ঞান থাকা প্রযুক্ত অহঙ্কার প্রকাশ করিত, এবংআপনাদের ধর্ম্মাচরণ প্রযুক্ত আপনাদিগকে ঈশ্বরের অনুগ্রহের যোগ্য পাত্র জ্ঞান করিত। এই২ কারণে প্রভু যীশু তাহাদিগকে অত্যন্ত কপটি, এবং করসঞ্চয়কারী ও বেশ্যাদের অপেক্ষা ঈশ্বরের রাজ্যহইতে অধিক দূরবর্ত্তীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

৪। যিহূদীয়দের মধ্যে এস্সীনী নামক আর এক প্রকার কঠিন ধর্ম্মাবলম্বী লোক ছিল, তাহারা ফিরুশীদের শাখাস্বরূপ বটে, কিন্তু তদপেক্ষা কঠোররূপে কাল

Digitized by Google

যাপন করিত। বোধ হয় তাহারা তত্তুল্য কপটী ছিল না, কেননা আমাদের ত্রাণকর্ত্তা আর ২ মতাবলম্বিদিগকে বার ২ তিরস্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাদের প্রতি তাঁহার অনুযোগের কোন কথা দেখিতে পাই না, এবং অন্তভাগের কোন গ্রন্থকারও তাহাদের বিষয়ে কিছু লিখেন নাই। বুঝি তাহারা বর্ত্তমান রোমীয় সন্ন্যাসিদের ন্যায় নির্জ্জন স্থানে বাস করিত, এবং মন্দিরে বা সাধারণ জনতার মধ্যে প্রায় আসিত না। এস্সীনীরা পরকালের সুখাবস্থা স্বীকার করিত, কিন্তু পুনরুত্থান বিষয়ে তাহাদের সন্দেহ ছিল। তাহারা প্রায় সকলেই বিবাহ করিতে নিষেধ করিত, পরন্তু দরিদ্রের সন্তানদিগকে পোষ্যপুত্র করিয়া আপনাদের মত শিখাইত। তাহাদের মত গ্রহণেচ্ছুকদিগকে তিন বৎসর পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া যখন সম্পূর্ণ রূপে গ্রাহ্য করিত, তখন ঈশ্বরের আরাধনা ও ন্যায়াচরণ করিতে, ও সম্প্রদায়ের কোন লোকের নিকটে তাহাদের কোন গুপ্ত কথা গোপন না রাখিতে এবং প্রাণান্তেও অন্যের নিকটে তাহা প্রকাশ করিতে তাহাদিগকে দিব্য করাইত। এস্সীনীরা ধনকে তুচ্ছ করিয়া আপনাদের সম্পত্তি সাধারণ ব্যয়ের নিমিত্ত এক স্থানে রাখিত। তাহারা অতিশয় পরিমিতাহারী ছিল, এবং সকলে এক মেজে ভোজন এবং অতি সামান্য বস্ত্র পরিধান করিত।

৫। অধ্যাপকেরা যিহূদীয়দের মধ্যে কোন বিশেষ মতাবলম্বী লোক নয়, পরন্তু তাহারা ধর্ম্ম পুস্তকের প্রতিলিপিকারক ছিল। আর যাহারা অন্য কোন বিষয়ে

Digitized by Google

পুস্তকাদি লিখিত, তাহারাও অধ্যাপক রূপে খ্যাত হইত। কিন্তু তাহারা ধর্ম্ম গ্রন্থের অর্থ প্রকাশক ও লোকদের শিক্ষক ছিল।

৬। হেরোদীয়েরা কোন ধর্ম্ম বিষয়ে প্রসিদ্ধ নয়, কিন্তু রাজকর্ম্ম সংক্রান্ত লোক ছিল। তাহারা হেরোদ রাজার ও রোমীয়দের অনুগ্রহের পাত্র হইবার জন্যে দেবপূজকদের মতানুযায়ি অনেক প্রকার ব্যবহার করিত।

৭। বোধ হয়, গালীলীয়েরা ধর্ম্ম সম্পর্কীয় প্রায় গণ্য নয়, পরন্তু রাজ সম্বন্ধে যিহূদীয়দের মধ্যে এক প্রকার কলহকারী লোক ছিল। তাহাদের আদি দলপতি গালীলীয় যিহূদা ছিল। প্রে ৫; ৩৭।

৮। যে যিহূদীয়েরা বা যিহূদীয় মতাবলম্বি লোকেরা রোমীয় জাতি হওনার্থে সনন্দ পত্র পাইয়াছিল, তাহারাই লিবর্ত্তীন নামক দল রূপে খ্যাত হইয়াছিল। প্রে ৬; ৯। যিরূশালম নগরে তাহাদের এক বিশেষ ভজনালয় ছিল।

---

১০ অধ্যায়।

অন্তভাগে লিখিত বিধর্ম্ম ও বিধর্ম্মিদের বিবরণ।

অন্ত ভাগের পাঠকগণ বিলক্ষণ অবগত থাকিবেন যে প্রেরিতদের বর্ত্তমান কালে শিশুবৎ মণ্ডলীতে মন্দকারি অনেক বৈধর্ম্ম্য মত আরম্ভ হইয়াছিল। ফলত খ্রীষ্টের সুনির্ম্মল ধর্ম্মের সহিত লেবীয় মত মিশ্রিত করিতে ইচ্ছুক যিহূদীয় শিক্ষকদের দ্বারা ঐ বৈধর্ম্ম্য আনীত হয়, এবং

Digitized by Google

দেবপূজকদের বিদ্যা হইতেও কতক ভ্রান্তিজনক মত উৎপন্ন হইয়াছিল। পোল প্রেরিত ঐ বিদ্যাকে নিরর্থক কাপট্য বলেন। কল ২; ৮। দেবপূজকদের ঐ মতের বিশেষ বিবরণ এক্ষণে প্রকাশ করা সুখজনক হইবে না, এবং তাহা এ পুস্তকের যোগ্যও নয়। কিন্তু সে সকলের মধ্যে যে গুলি প্রধান মত, তাহা এ স্থলে লেখা আবশ্যক।

১। অনুমান হয়, যে নীকলায় নামক এক ব্যক্তি নিকলায়তীয় লোকদের বৈধর্ম্যের ও অসৎকর্ম্মের মূলীভূত ছিল। ঐ বিধর্ম্মিরা অতি কদাচারি ছিল, এবং দেবোদ্দেশে বলিদানের সহভাগী এবং ঘৃণিত অশুচি কর্ম্মে আসক্ত হইয়া আপনাদের সর্ব্বনাশকারী আপনারা হইয়া উঠিয়াছিল।

২। যোহন প্রেরিতের দ্বারা উক্ত (১ যোহন২;১৮) ভাক্ত খ্রীষ্টগণ বৈধর্ম্যের বিশেষ শিক্ষক, ফলত তাহাদের মত খ্রীষ্টধর্ম্মের বিপরীত ছিল। তাহারা ইবোন্‌হইতে ইবোনীয়, ও সেরিন্থ্‌হইতে সেরিন্থীয় এবং জ্ঞানবাচক নোসিস গ্রীক শব্দহইতে নোস্তিক, এই২ নামে খ্যাত হইয়াছিল। এমত কথিত আছে, যে শিমোন মেগস্ (প্রে ৮; ৯-২৪) এই বৈধর্ম্যের উৎপাদক, কিন্তু এই বিধর্ম্মিরা কি প্রকার উপদেশ দিত তাহা নিশ্চয়রূপে কহা দুঃসাধ্য। তাহাদের কতক লোক কহিত যে যীশু এক ব্যক্তি এবং খ্রীষ্ট অন্য ব্যক্তি, কেহ২ খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব ও কেহ২ বা তাঁহার মনুষ্যত্ব অস্বীকার করিত, এবং কেহ বা তাঁহার কৃত

Digitized by Google

প্রায়শ্চিত্ত অমান্য করিত, আর সকলেই তাহার নির্ম্মল উপদেশ তুচ্ছ করিত। তাহাদের এইরূপ নাশক মত খণ্ডন ও নাশ করণার্থে যোহন প্রেরিত ঈশ্বরের আত্মা প্রাপ্ত হইয়া প্রভু ত্রাণকর্ত্তার ঈশ্বরত্ব ও প্রকৃত মনুষ্যত্ব এবং পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপ বলিদানাদি বিষয়ে প্রমাণ দেওনাভিপ্রায়ে এক খান সুসমাচার ও পত্র লিখিয়াছিলেন। যো ১; ১-৩,১৪। ১ যো ১; ১,২ । ২;১৮-২৪।৩; ৫, ১৬।

৩। স্তোয়ীকীয় মতাবলম্বিরা (প্রে ১৭; ১৮১। বিদ্বান্ দেবপূজক লোক ছিল। খ্রীষ্টীয় শালের ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে জ্ঞানিরূপে বিখ্যাত জেনো নামক এক ব্যক্তি ইহাদের মত স্থাপক ছিলেন। ইহারা সুখ দুঃখ বিষয়ে কিছু চিন্তা করিত না, কেননা সুখ দুঃখ সকল কপালহইতে হয়, ও কপাল তাবৎ দেবতাদের ইচ্ছাহইতে প্রবলতর এই রূপ বিশ্বাস করিত।

৪। ইপিকূরেয় নামে আর এক প্রকার মতাবলম্বি বিদ্বান্ লোক ছিল, তাহারা আথিনী নিবাসী ইপিকূরের শিষ্য, সে খ্রীষ্টীয় শালের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে খ্যাত হইয়াছিল। ইপিকূরের মতাবলম্বিরা স্তোয়িকীয় লোকদের মতের বিপরীত মত শিখাইত। তাহারা তাবৎ ঘটনা অদৃষ্ট হইতে হয়, এবং আনন্দ করণই প্রধান ধন, এই রূপ বিশ্বাস করিত।

Digitized by Google

১১ অধ্যায়।

ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত কতক গুলি ভবিষ্যদ্বাক্যের সফলতার বিষয়।

ধর্ম্ম পুস্তক ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত, তদ্‌বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্যের পূর্ণতা হইতে যে২ প্রমাণ পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা ঈশ্বরপরায়ণ লোকেরা ধর্ম্মে বর্দ্ধিষ্ণু এবং নাস্তিকেরা অপ্রতিভ হইতে পারে। পরমেশ্বর সর্ব্বকালে নিজ মহানুগ্রহানুসারে আপন বাক্যের বিষয়ে প্রচুর প্রমাণ দিয়া আসিতেছেন, ফলতঃ অতি পূর্ব্বকালীন আশ্চর্য্যক্রিয়া সকল আদিকালের লোকদের পক্ষে ধর্ম্মপুস্তকের সত্যতার অতি মহৎ প্রমাণ। আর ভবিষ্যদ্বাক্যের সফলতাদর্শি লোকদের পক্ষে ভবিষ্যদ্বাক্যই ধর্ম্মপুস্তকের সত্যতার মহৎ প্রমাণ ইহা বলা যাইতে পারে। অপর ধর্ম্মপুস্তকেতে যত ভবিষ্যদ্বাক্য কিম্বা গুরুতর যত ভাবিকথা আছে, সে সমস্ত এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লেখা অসাধ্য, কেননা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে যে২ ভবিষ্যদ্বাণী আছে, কেবল তাহা লিখিতে গেলেও এমত এক খানি পুস্তক পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তবে কি না কোন২ জাতি বা দেশ বিষয়ক যে২ ভবিষ্যদ্বাক্য উক্ত আছে, ও যাহার পূর্ণতা অতি চমৎকার রূপে হইয়াছে, ও যাহার প্রমাণ বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত সকলের নিকট ব্যক্ত আছে, কেবল তাহার কতক গুলি অতি সংক্ষেপে পশ্চাতে লেখা

Digitized by Google

গেল। আর যাঁহারা এতদ্ বিষয়ে অধিক জানিতে বাঞ্ছা করিবেন, তাঁহারা কিথ্ সাহেবের ভবিষ্যদ্বাক্য বিষয়ক গ্রন্থ .পাঠ করিলে তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

---

১ প্রকরণ—আরবী লোকদের বিষয়।

আরবী লোকেরা বলিয়া থাকে, যে "আমরা ইব্রাহীমের পুত্র ইস্মায়েলের বংশ।" ঐ ইস্মায়েলের জন্মের পূর্ব্বে পরমেশ্বরের এক দূত তাহার মাতার নিকটে তাহার বিষয়ে ইহা প্রকাশ করিয়াছিল, "আমি তোমার বংশের এমত বৃদ্ধি করিব, যে বাহুল্য প্রযুক্ত অগণ্য হইবে। দেখ, তোমার গর্ব্ভহইতে যে পুত্র জন্মিবে তাহার নাম ইস্মায়েল্ রাখিবা, ও তাহার হস্ত সকলের বিরুদ্ধে, ও সকলের হস্ত তাহার বিরুদ্ধে থাকিবে, সে নিজ ভ্রাতৃগণের সম্মুখে বসতি করিবে"। আ ১৬; ১০-১২।

ইস্মায়েলের বিষয়ে পরমেশ্বরের ঐ অঙ্গীকার অতি আশ্চর্য্যরূপে সফল হইল। অর্থাৎ অল্প বৎসর মধ্যে তাহার বংশ অতিশয় বৃদ্ধি পাইল, বিশেষতঃ আদিপুস্তকের ৩৭ অধ্যায় পাঠ করিয়া দেখিতে পাই, যে ইস্মায়েলীয় লোকেরা শীঘ্র বৃদ্ধি পাইয়া মিসরীয় লোকদের সহিত বাণিজ্য করিয়াছিল। আর তাহাহইতে নির্গত হাগারীয় ও নাবথিনী ও ইতূরীয় ও আরবী লোক বহু সংখ্যক হইয়া অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইস্মায়েল্ স্বয়ং প্রান্তরে লুট পাট করত কালযাপন করিত,এবং তাহার বংশ-

Digitized by Google

জাত লোকেরা তদবধি এখন পর্য্যন্ত তন্নিকটস্থ প্রদেশের লোকদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের দ্রব্য সম্পত্তি হরণ করত জীবন ধারণ করিয়া আসিতেছে। তাহাদের প্রত্যেক প্রধান ব্যক্তি আপন ২ প্রদেশে রাজরূপে কর্ত্তৃত্ব করাতে তাহাদিগকে পৃথক ২ দেখায় বটে, বস্তুতঃ তাহারা সকলে একবাক্যতায় কাল যাপন করে। তাহারা পৃথিবীস্থ অন্যান্য লোকদের সহিত সতত যুদ্ধ করে, এবং তাহাদের অধিকাংশ লোক দস্যু ও বোমবাটিয়া। তাহারা আর ২ জাতীয় লোকদের প্রতি উক্তরূপ শত্রুতা প্রকাশ করিয়া আসিতেছে, সুতরাং অন্যান্য লোকেরাও যে তাহাদের প্রতি বৈরিতা করিয়া আসিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? সর্ব্বকালেই পথিকেরা ও বাণিজ্যকারিরা আত্মরক্ষার্থে এবং ঐ আরবী শত্রুদের আক্রমণ নিবারণার্থে অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক প্রহরী রাখিয়া এক প্রকার সৈন্যদলের ন্যায় হইয়া আরবের পথে গমন করিয়া থাকে, তাহাতে তাহার হস্ত সকলের বিরুদ্ধে ও সকলের হস্ত তাহার বিরুদ্ধে হইবে, এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইয়াছে।

"সে নিজ ভ্রাতৃগণের সম্মুখে বসতি করিবে" পূর্ব্বোক্ত ভবিষ্যদ্বাক্যের এই অংশও চমৎকাররূপে সফল হইয়াছে। পৃথিবীর যে অঞ্চলে আদিকালে মনুষ্যের সম্প্রদায় ও মহা ২ রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, সেই অঞ্চলে ইস্মায়েলের দেশ অর্থাৎ বসতির স্থান ছিল। তাহারি চারিদিগে মহা রাজ্যের সংস্থাপন ও পতন হইয়াছে, এবং অন্যান্য জাতীয়দের সহিত বাণিজ্যাদি নানা প্রকার ব্যাপার করিয়াও অজ্ঞানতা বা ভ্রম প্রযুক্ত আরবীরা

Digitized by Google

অদ্যাপি আদি মনুষ্যদের ন্যায় সহজ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। তাহাদের প্রথম অবস্থার ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখিতে পাই, যে তাহারা পূর্ব্বদেশের প্রধান ২ রাজাদের সহকারী হইয়াছিল। আর মহম্মদের সময়ে তাহারা বিস্তর রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল। তদ্‌ভিন্ন বাণিজ্যকারিদের দল ও মহম্মদীয় যাত্রিক দল তাহাদের অরণ্য দিয়া সতত গমনাগমন করে আর কাল-ক্রমে তাহাদের ধর্ম্মরীতির অনেক পরিবর্ত্তন হইল। এই সকল ঘটনা দেখিয়া বোধ হয় যে তাহাদের অনেক ভ্রান্তি দূরীকৃত ও বহুকালীন ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে, কিন্তু এ সকল কর্ম্মেতে আরবীদের কিছুই ফল দর্শে নাই, তাহারা ইস্‌মায়েলের প্রথম বংশীয় লোকদের ন্যায় অদ্যাপি অবিকল আছে।

এক জন অতি বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত সম্প্রতি এক আরবী শিবিরে গিয়া তত্রস্থ লোকদের ব্যবহার নিরীক্ষণ করিয়া এই কথা লিখিয়াছেন, যে ইহাদের আচার ব্যবহার তিন সহস্র বৎসরাবধি এইরূপ হইয়া আসিতেছে এ নি-শ্চয়। এ সকলেতে ইস্‌মায়েলের জন্মকালে উক্ত এই ভবিষ্যদ্বাক্যের সফলতা দেখিতেছি, যথা, সে বংশানু-ক্রমে অসভ্য মানুষ হইবে, এবং তাহার ভ্রাতৃগণের সম্মুখে বসতি করিলেও সে সেই প্রকার চিরকাল থা-কিবে। দেখ, এক বুদ্ধিমান উদ্‌যোগি লোক বহু বৎ-সরাবধি বিস্তর সভ্য ও সুখ ভোগি লোকেতে বেষ্টিত থাকিয়া প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত নিজ ভ্রাতৃগণের সম্মুখে বসতি করাতেও আমরা এক্ষণে তাহাদিগকে অবশীভূত

Digitized by Google

ও অপরাবৃত্ত দেখিতেছি ইহাও এক অতি আশ্চর্য্য ঘটনা, এবং ভবিষ্যদ্বাক্যের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ জানিবা।

২ প্রকরণ—যিহূদীয়দের বিষয়।

মিসরহইতে ইস্রায়েল লোকদের মুক্তি কর্ত্তা ও সম্ভ্রান্ত ব্যবস্থাপক মূসা, এবং তাঁহার পরে উপস্থিত আর২ কএক জন ভবিষ্যদ্বক্তা, যিহূদীয়দের ভাবি দশার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছিলেন। অর্থাৎ কি মতে তাহাদের দুর্দশা ঘটিবে, ও দুষ্টতা প্রযুক্ত ছিন্ন ভিন্ন হইবে, এবং কিরূপে ঈশ্বরের মহানুগ্রহ দ্বারা শেষে রক্ষা পাইবে, তাহা অতি আশ্চর্য্য সার্থক কথা কহিয়াছিলেন। তাহারা ভবিষ্যৎ কালে ধর্ম্মত্যাগ ও পাপ করিবে, ইহা মূসা পূর্ব্বেই পবিত্রাত্মার আবির্ভাবে জানিয়া আর২ কথার মধ্যে পশ্চাল্লিখিত এই কথা কহিয়াছিলেন। যথা, "যদি তোমরা আমার কথাতে মনোযোগ না কর, ও এই আজ্ঞা সকল পালন না কর, ও আমার বিধি অবজ্ঞা কর, ও রাজনীতি তুচ্ছ করিয়া আমার আজ্ঞা পালন না করিয়া আমার নিয়ম লঙ্ঘন কর, তবে আমি তোমাদের নগর শূন্য করিব, ও তোমাদের পবিত্র স্থান অরণ্য করিব, এবং আমি অন্য জাতির মধ্যে তোমাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিব, ও তোমাদের পশ্চাতে খড়্গ বাহির করাইব, এবং তোমাদের দেশ অরণ্য ও নগরশূন্য করিব। এবং পরমেশ্বর তোমাদিগকে যে সকল জাতির হস্তগত করিবেন, তাহাদের

মধ্যে তোমরা চমৎকারের ও গল্পের ও উপকথার বিষয় হইবা।” লে ২৬; ১৪, ১৫, ৩১, ৩৩। দ্বি ২৮; ৩৭। যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তাও তদ্বিষয়ে ইহা কহিয়াছেন, যথা, “পরমেশ্বর কহেন, আমি যত্ন পূর্ব্বক আপন দাস ভবিষ্যদ্বক্তৃগণদ্বারা তাহাদের নিকটে যে বাক্য পাঠাইয়াছি, তাহারা তাহা শুনিল না। পরমেশ্বর কহেন, আমার বাক্যে তাহারা মনোযোগও করিল না, এই নিমিত্তে আমি খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারীদ্বারা তাহাদিগকে নিগ্রহ করিব, এবং পৃথিবীর তাবৎ রাজ্যে তাহাদিগকে দুঃখে সমর্পণ করিব, তাহাতে আমি যে২ দেশে তাহাদিগকে দূর করিব, সেই২ স্থানে তাহারা অভিশাপ ও বিস্ময় ও ধিক্কার ও নিন্দাগ্রস্ত হইবে।” যির ২৯; ১৮, ১৯। এই বিষয়ে হোশেয় ভবিষ্যদ্বক্তাও কহিয়াছেন, যথা “কেননা ইস্রায়েল বংশ রাজহীন ও অধ্যক্ষহীন ও যজ্ঞহীন ও প্রতিমাহীন ও এফোদহীন ও ঠাকুরহীন হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিবে।” হো ৩; ৪। ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ইহাও লিখিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, যথা “তথাপি তাহারা শত্রুদের দেশে থাকিলে আমি তাহাদের নিঃশেষ রূপে নাশার্থে ও তাহাদের সহিত আমার নিয়ম ভঞ্জনার্থে তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া ত্যাগ করিব না, কেননা আমিই তাহাদের প্রভু পরমেশ্বর।” লে ২৬; ৪৪। “পরে ইস্রায়েল বংশ মনঃপরিবর্ত্তন ও আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের ও আপনাদের রাজা দায়ূদের অন্বেষণ করিবে, ও শেষকালে পরমেশ্বরেতে ও তাঁহার অনুগ্রহেতে বিস্ময়াপন্ন হইবে।” হো ৩; ৫।

Digitized by Google

পর্ব্বোক্ত ভবিষ্যদ্বাক্য সকল ইতিহাসের বিবরণানুযায়ি স্পষ্টরূপে লিখিত আছে অর্থাৎ যিহূদীয়েরা কি প্রকারে কত দূর পর্য্যন্ত, ও কি ভাবে কতকাল পর্য্যন্ত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে,এবং তাহাদের তাড়না ও দুঃখ ভোগ ও অবিশ্বস্ততা ও অন্তঃকরণের কঠিনতা ও দৌরাত্ম্য ভোগ ও সকল লোকের ব্যঙ্গোক্তি ও বহু দূর পর্য্যন্ত ব্যাপন ও বিনষ্ট না হওন ইত্যাদি ব্যক্ত আছে। দেখ, কিনান দেশের প্রতি যিহূদীয়দের অত্যন্ত প্রেম ছিল, কারণ ঐ দেশ অতি সুশোভিত ও তাহাদের পৈতৃক-দেশ, এবং ঈশ্বর দত্ত দান স্বরূপ, এবং সেই স্থান ব্যতিরেকে তাহারা অন্যত্র হোমাদি নানা ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে পারিত না। যে পর্য্যন্ত তত্রস্থ মন্দিরের চারিদিগে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া অসংখ্য প্রাণির বিনাশ না হইল, সে পর্য্যন্ত ঐ মন্দিরহইতে যিহূদীয়দিগকে অন্য কোন ঘটনাতে বিভিন্ন করিতে পারিল না। তদ্রূপ মহা পরাক্রমি রোমীয় সৈন্য ব্যতিরেকে তাহাদিগকে স্বদেশচ্যুত করিতে আর কিছুতেই পরিল না। কেবল তাহাদের দ্বারা সমূলে উৎপাটিত হইয়া স্বদেশহইতে দূরীকৃত হইল। ফলতঃ ভিন্ন দেশীয় লোকেরা ঐ নগরের কাঁথড়া পদ-দ্বারা দলাইলেও রাজা আজ্ঞা দিলেন, যে কোন যিহূদীয় ব্যক্তি যিরূশালমে পাদ বিক্ষেপ করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

অপর স্বদেশ চ্যুত হওনাপেক্ষা তাহাদের ছিন্ন ভিন্ন হওনের দূরত্ব অধিক আশ্চর্য্য, যেহেতুক তাহারা প্রায় পৃথিবীর সকল অঞ্চলে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে,

Digitized by Google

পৃথিবীর মধ্যে এমন রাজ্য নাই, যে তাহাতে যিহূদীয় লোক পাওয়া যায় না। দেখ, পোলণ্ড ও তুরুক ও জর্মণ ও হলণ্ড ও রুসিয়া ও ফ্রান্স ও স্পেন ও ইটালি ও ব্রিটিন এবং আমেরিকা ইত্যাদি দেশে অসংখ্য যীহূদীয় লোক আছে। আর পারস্ব ও চীন ও ভারতবর্ষ এবং গঙ্গানদীর পূর্ব্ব পশ্চিম অঞ্চলে তাহাদের অল্প সংখ্যক লোক ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রহিয়াছে। তাহারা শিবির দেশের হিমাবৃত অতি শীতল স্থান ও উত্তপ্ত বালুকাময় অরণ্য দিয়া পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছে। আর দেশভ্রমণকারি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সংবাদ পাইয়াছেন যে তাহারা আফ্রিকার দুর্গম মধ্যস্থানে বাস করিতেছে। কেবল যিহূদী লোকই পৃথিবীর এক সীমা অবধি অন্য সীমা পর্য্যন্ত সর্ব্ব জাতির মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ত্তমান কালাপেক্ষা ভাবি এক মহা গৌরবের সময়ের অপেক্ষা আছে সেই সময়ে হোশেয়ের বাক্যানুসারে (৩; ৫) "ইস্রায়েল্ বংশ মনঃ পরিবর্ত্তন ও আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের ও আপনাদের রাজা দায়ূদের অন্বেষণ করিবে, ও শেষ কালে পরমেশ্বরেতে ও তাঁহার অনুগ্রহেতে বিস্ময়াপন্ন হইবে।" অর্থাৎ যিহূদীয়েরা ভিন্নদেশীয়দের সহিত খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে আনীত হইবে। দেখ, মূসার কালাবধি বর্ত্তমান্ কাল পর্য্যন্ত তিন সহস্র বৎসরের মধ্যে পৃথিবীস্থ নানা রাজ্যে যে২ ঘটনা হইয়াছে, তাহার কিছুতেই পূর্ব্বোক্ত ভবিষ্যদ্বাক্যের পূর্ণতা হওনের ব্যাঘাত হয় নাই। বরং

এখনও তাহা পূর্ণ হওনের সম্ভাবনা আশ্চর্য্যরূপে দেখা যায়, কারণ যিহূদীয় লোকদের অবস্থা এখনও এমন আছে যে যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তবে যিহূদীয়েরা অনায়াসে খ্রীষ্ট বিষয়ক উপদেশ পাইয়া খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে আসিতে পারে। অতএব এই আশ্চর্য্য বিষয় ধর্ম্মপুস্তকের পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ জানিবা।

এক সময়ে যিহূদীয়েরা ঈশ্বরের বিশেষ স্নেহ পাত্র ছিল, পৌল প্রেরিত বলেন "ঈশ্বর কি আপনার লোকদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? তাহা যেন না হয়।" রোম ১১:১। আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহারা ঈশ্বরের তত্ত্বাবধারণ রূপ আশ্চর্য্য ক্রিয়াদ্বারা এক বিভিন্ন জাতিরূপে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। পরমেশ্বর এমত ধারাবাহিক আশ্চর্য্য কর্ম্ম কেন করিয়া আসিতেছেন? না, তাঁহার বাক্যের সত্যতা ও তাঁহার অনুগ্রহ প্রচুররূপে প্রকাশ করণার্থে। এবং যাহা অদ্যাপি পূর্ণ হয় নাই, সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করণাভিপ্রায়ে, এবং যাঁহার প্রতি ইব্রাহীম ও পিতৃলোক বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, ও যাঁহার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়া গিয়াছেন, সেই অভিষিক্ত রাজার মহিমা প্রকাশ করণাভিপ্রায়ে তাহা করিয়া আসিতেছেন।

---

৩ প্রকরণ—যিহূদিয়া দেশের বিষয়।

যে দেশে যিহূদীয়েরা বসতি করিত সেই দেশ যিহূদিয়া নামে খ্যাত। তাহার রাজধানী যিরূশালম নগর, ঐ দেশ

Digitized by Google

এমত উর্ব্বরা যে রোমীয়েরা ও গ্রীকেরা আপনাদের তাবৎ প্রদেশাপেক্ষা ঐ দেশকে অতি উত্তম বলিয়া গণিত। আর পূর্ব্বকালের পণ্ডিতগণ প্রমাণ দিয়া কহিয়াছেন, যে যিহূদিয়া দেশ অনেক নগরে ও গ্রামে পরিপূর্ণ ছিল। তাহার কতক নগরের মহত্ত্ব ও দেশের জল বায়ুর গুণ ও ভূমির উর্ব্বরতা এবং উৎপন্ন সামগ্রীর বাহুল্য ও উত্তমতা প্রযুক্ত ঐ দেশ ইটালী দেশাপেক্ষা উত্তম। এবং তথায় কৃষিকর্ম্ম এমত উত্তমরূপে হইত, যে গ্রীক লোকেরা আপনাদের অতি ফলোৎপাদক ও উত্তম দেশ থাকিতেও মোয়াব ও আমন ও পিলেষ্টীয় প্রদেশ বিশিষ্ট সুরিয়া দেশকে ও যিহূদিয়া দেশকে দৃষ্টান্ত ভাবে মনোহর উদ্যান কহিত। এমত হইলেও মূসা ঐ দেশের দুরবস্থার বিষয়ে এইরূপ অতি সখেদ ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছিলেন, যথা, "তোমাদের পরাক্রমের গর্ব্ব খর্ব্ব করিব, ও তোমাদের আকাশ লৌহের মত ও ভূমি পিত্তলের মত করিব। এবং তোমাদের পরিশ্রম নিষ্ফল হইবে, কেননা তোমাদের ভূমি শস্য উৎপন্ন করিবে না, ও ক্ষেত্রের বৃক্ষ ফলবান্ হইবে না। এবং তোমাদের দেশ অরণ্য করিব, ও তদ্দেশবাসি তোমাদের শত্রুগণ তদ্বিষয়ে আশ্চর্য্যজ্ঞান করিবে।" লে ২৬; ১৯, ২০, ৩২। যিশয়িয় ঐ রূপ খেদ পূর্ব্বক ইহা কহিয়াছিলেন, যথা, "তোমাদের দেশ উচ্ছিন্ন হইয়াছে, ও তোমাদের তাবৎ নগর অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে, ও বিদেশিগণ তোমাদের সাক্ষাতে তাবৎ ভূমি ভোগ করিয়াছে ও তাহা বিদেশির দ্বারা বিনষ্ট ভূমির ন্যায় উচ্ছিন্ন

Digitized by Google

হইয়াছে এবং দেশ অবশ্য শূন্য ও লুটিত হইবে, এই পরমেশ্বরের উক্ত কথা। দেশ আপন নিবাসিদের দ্বারা অপবিত্র হয়, কারণ তাহারা ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে, ও বিধি মতান্তর করে, ও অনন্ত নিয়ম ভঙ্গ করে। এই জন্যে অভিশাপ দেশকে গ্রাস করিবে, ও দেশস্থ লোকেরা দণ্ড-গ্রস্ত হইবে, ও দেশের নিবাসি সকল দগ্ধ হইবে, ও তাহার মধ্যে অত্যল্প লোক অবশিষ্ট থাকিবে"। যিশ ১; ৭। ২৪; ৩, ৫, ৬। যিরিমিয় ঐ দেশের বিষয়ে ইহা কহিয়াছিলেন যথা, "আমি আপন বাটী ত্যাগ করিব, ও আপন অধিকার ছাড়িয়া দিব, ও আপন প্রাণপ্রিয়তমকে শত্রুগণের হস্তে সমর্পণ করিব। তাহারা তাহা উচ্ছিন্ন করে, ও তাহা উচ্ছিন্ন হইয়া আমার কাছে বিলাপ করে, তাবৎ দেশ উচ্ছিন্ন হইলেও তাহার নিমিত্তে কেহ মনোযোগ করে না।" যিরি ১২; ৭, ১১। এবং "বসতি বিশিষ্ট নগর নষ্ট হইবে, ও দেশ উচ্ছিন্ন হইবে। তখন আমিই যে পরমেশ্বর, তাহা তোমরা জানিতে পারিবা।" যিহি ১২; ২০।

এক্ষণে কেহ যিহূদিয়া দেশের ইতিহাস পাঠ করিলে বা ঐ দেশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিলে তদ্দেশের ভাব যেমন তাহার চক্ষুর্গোচরে স্পষ্ট প্রকাশ পায়, তেমনি পূর্ব্ব কালের ভবিষ্যদ্বক্তাদের মনোরূপ চক্ষুগোচরে ঐ দেশের অবস্থা পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। অপর পূর্ব্বকালের অনেক বস্তুর চিহ্ন ও নানা স্থানে অট্টালিকাদির ভাঙ্গা কাঁথড়া ও রোমীয় লোককর্তৃক নির্ম্মিত অট্টালিকা ও রাজপথের অবশি-

Digitized by Google

ষ্টাংশ এবং ভূমির স্বভাব সিদ্ধ ফলবতীত্ব অদ্যাপি অনেক স্থানে আছে কিছু মাত্র পরিবর্ত্ত হয় নাই, এই সকল বিষয়ে তাবৎ ইতিহাসের সহিত দেশের অবস্থার বিলক্ষণ ঐক্য হয়। যিহূদিয়া দেশ ইস্রায়েল ও খল্দী ও সুরীয় ও মিসরীয় ও রোমীয় ইত্যাদি লোক কর্ত্তৃক বহু বৎসরাবধি ক্রমাগত অধিকৃত হইয়া আসিলে পর বিদেশি লোক আসিয়া ঐ দেশকে বিনাশ করিয়া অতি মূঢ় ও বিনাশকারি লোকদের আগমনের পথ প্রস্তুত করিল। ফলতঃ সপ্ত শত শালের আরম্ভে মহম্মদের অধীন আরবীরা ঐ দেশ আক্রমণ করিয়া নষ্ট করিল। সেই সময়াবধি ফতেমায়ি ও মোমদীয়দের পরস্পর যুদ্ধ হইবাতে ঐ দেশ একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়া গেল। পরে মহম্মদীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষদের হইতে ঐ দেশ বিরুদ্ধকারি শাসন কর্ত্তাদের কর্ত্তৃক বলদ্বারা নীত হইল। এবং তাহাদের হস্তহইতে টার্কোমান সৈন্য কর্ত্তৃক নীত হইল। তৎপরে ধর্ম্মার্থে ইউরোপীয় যুদ্ধকারিরা তদ্দেশ আক্রমণ করিলে তাহাদের হইতে মিসর দেশের মেমীলূকীয় লোকেরা ঐ দেশাধিকার করিল। এবং তামর্লীন্ ও তাতারীয় লোকেরা ঐ দেশ লূট করিল। অবশেষে এ দেশ ওটোমান্ তুরুষ্কীয় লোকদের হস্তগত হইল। ঐ দেশের নগর সকল বিনষ্ট হইয়াছে। দেশ ভ্রমণ কারিরা এমত প্রমাণ দিতেছে যে যিহূদিয়া দেশকে এক্ষণে যথার্থরূপে ভাঙ্গা কাঁথড়ার মাঠ বলা যাইতে পারে। ধর্ম্মপুস্তকে উক্ত কাইসরিয়া ও সিবুলুন ও কফর্নাহূম ও বৈৎসৈদা ও গিদেরী ও কোরাসীন্ এবং আর ২ স্থানও

এক্ষণে কেবল ভগ্ন কাঁথড়া হইয়া রহিয়াছে, এবং ভগ্ন ইষ্টকাদিতে আচ্ছাদিত স্তম্ভ সকল এবং দেশের সর্ব্বত্র ভগ্ন অট্টালিকাদির ঢিবী ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

দেশ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট ও দৌরাত্ম্যকারিদের দ্বারা উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আরবীরা স্বেচ্ছানুসারে তথায় পশুচারণ করিতেছে, এবং অতি ফলবতী ক্ষেত্রে কর্ষণ না হইয়া কৃষি-কর্ম্ম প্রায় লুপ্ত হইয়াছে, কারণ শত্রুভয়ে দেশস্থ লোকেরা বন্দুক হস্তে না করিয়া বীজ বপন করিতে পারে না।

রাজ পথের কোন২ স্থান দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহা দুর্গম্য হইয়াছে। দেশাভ্যন্তরে কোন পথ কি খাল, বা নদীর উপরে সেতু আদি কিছুই নাই। পর্ব্বতোপরি গমন করা দুঃসাধ্য। দেশের কোন স্থানে সরাই কিম্বা বন্দর নাই, পথিক লোকদের নিমিত্তে কোন যান বাহন নাই, সমুদয় সুরিয়া দেশের মধ্যে একখানি গাড়ি নাই। দেশ পর্য্যটনকারি ভিন্ন২ মান্য পণ্ডিতদের উক্ত কথাতে মূসা কর্ত্তৃক তিন সহস্র তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এবং যিশয়িয় কর্ত্তৃক দুই সহস্র পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে কথিত যে ভবিষ্যদ্বাক্য তাহা প্রামাণ্য হইল। এই সকল ঘটনাতে পরমেশ্বরের হস্ত আছে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আর ইহাতে আমরা ঈশ্বরের কোপ ও তাঁহার বাক্যের সত্যতা দেখিতে পাই।

---

৪ প্রকরণ।—ইদোম্ দেশের বিষয়।

ইস্‌হাকের পুত্র ও যাকূবের ভ্রাতা যে এসৌ, তাহার

Digitized by Google

অধিকৃত দেশ ইদোম্ নামে খ্যাত ছিল। এদেশ যিহূদিয়া দেশের দক্ষিণ সীমায়। ইদোমীয় লোকেরা ইস্রায়েল লোকের ন্যায় ইস্‌হাক হইতে উদ্‌ভব হইলেও যিহূদীয়দের শত্রু হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ যে সময়ে নিবুখদনিৎসর রাজা যিরুশালম নগর আক্রমণ করেন, তৎকালে তাহারা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া ঐ নগর ও তন্মধ্যস্থ মন্দির সমূলে উৎপাটন করিতে রাজাকে প্রবৃত্তি দিয়াছিল। কিন্তু ইদোমীয়দের দেবপূজা করণরূপ দোষ ও পাষণ্ডতা ও ইস্রায়েল লোকদের প্রতি শত্রুতা এবং ঈশ্বরারাধনার প্রতি অবজ্ঞা এই ২ অপরাধ প্রযুক্ত তাহাদের ও তাহাদের দেশের বিষয়ে যিশয়িয় ভবিষ্যদ্বক্তা ভয়ঙ্কর ভবিষ্যদ্বাক্য লিখিতে ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার অল্প কথা পশ্চাতে লিখিতেছি। যথা, "কেননা স্বর্গেতে আমার খড়্গ শাণিত আছে, দেখ তাহা আমাদ্বারা বিনাশ দণ্ডে সমর্পিত লোকদের বিশেষতঃ ইদোমের লোকের উপরে পড়িবে। কেননা বস্রাতে পরমেশ্বরের যজ্ঞ হইবে ও ইদোমদেশে বিস্তর বধ হইবে। তাহার অট্টালিকাতে কণ্টক ও তাহার দুর্গেতে বিছুটী ও শেয়াল কাঁটা বাড়িবে, এবং সে দেশ সর্পের বাসস্থান ও উষ্ট্র পক্ষির সভা হইবে।" যিশ ৩৪; ৫, ৬, ১৩। আর "পরমেশ্বর এই কথা কহেন, বস্রা নগর বিস্ময় ও অপমান ও শূন্যতা ও অভিশাপগ্রস্ত হইবে, ও তাহার তাবৎ নগর চিরকাল নরশূন্য হইবে, ইহা আমি আপন নাম লইয়া দিব্য করিতেছি। হে শৈলের গুহা নিবাসি

হে পর্ব্বতের শৃঙ্গাধিকারি, তোমার ভয়ঙ্করতা ও তোমার অন্তঃকরণের অহঙ্কার তোমাকে বঞ্চনা করিয়াছে, পরমেশ্বর কহেন, তুমি যদ্যপি উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় উচ্চস্থানে আপন বাসা কর, তথাপি আমি তোমাকে তথাহইতে নামাইব। পরমেশ্বর কহেন, সিদোমের ও অমোরার ও তাহার চতুর্দিকস্থিত নগরের বিনাশ সদৃশ তাহার বিনাশ হইবে, কোন ব্যক্তি তাহার মধ্যে থাকিবে না, এবং কোন মানুষের বংশ তাহার মধ্যে বাস করিবে না।" যির ৪৯; ১৩, ১৬, ১৮। "প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, হে সেয়ীর পর্ব্বত, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ হইয়া তোমার বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করিয়া তোমাকে অবশ্য অরণ্য ও নরশূন্য করিব, তোমার জাতক্রোধ হওয়াতে তুমি ইস্রায়েলের বিপদকালে, অর্থাৎ তাহার পাপ সম্পূর্ণ হওন সময়ে খড়্গের বলেতে তাহার সন্তানদিগের রক্ত পাত করিয়াছ। অতএব প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি যদি অমর হই, তবে আমিও তোমার সহিত রক্তপাত ব্যবহার করিব, এবং রক্তপাত তোমার পশ্চাদ্ ধাবমান্ হইবে। আমি তোমাকে চিরকাল অরণ্য করিয়া রাখিব, তোমার নগরে কখনো বসতি হইবে না, তাহাতে আমি যে পরমেশ্বর তাহা জ্ঞাত হইবা।" যিহি ৩৫; ৩, ৫, ৬, ৯। "পরমেশ্বর কহেন, সে দিনে আমি কি ইদোমের জ্ঞানবান্‌দিগকে বিনষ্ট করিব না? ও এসৌর পর্ব্বতের মধ্যহইতে বুদ্ধিমানদিগকেও কি সংহার করিব না? হে তৈমন, এসৌর পর্ব্বতের প্রত্যেক জন যেন সংহারদ্বারা

Digitized by Google

উচ্ছিন্ন হয়, এই জন্যে তোমার পরাক্রমি লোকেরাও ভীত হইবে। তাহাতে এসৌর বংশে কেহ অবশিষ্ট থাকিবেনা, ইহা পরমেশ্বর কহেন।" ওব ৮, ৯, ১৮।

এক জন বিজ্ঞ দেশপর্য্যটনকারী, বকরের আরবী লোকহইতে এবং মায়ান অর্থাৎ তৈমান পুনঃ২ গমন কারি গাসা নগর নিবাসিদেরহইতে এতদ্দেশ বিষয়ক সংবাদ পাইয়া এই কথা কহেন, "যাত্রিক লোকেরা যে পথে গমন করে, তাহার তিনদিনের পথ পর্য্যন্ত অর্থাৎ মৃত সাগরের দক্ষিণ দিগে ত্রিশের অধিকনগর সম্পূর্ণরূপে নরশূন্য হইয়া উচ্ছিন্ন রহিয়াছে, সে সকল স্থান বৃশ্চিকেতে পরিপূর্ণ হওন প্রযুক্ত আরবীরা তাহার নিকট যায় না। এদেশ মহাপরাক্রমি নিবাথীন্ জাতীয় আরবীদের এবং ইদোমীয়দের অধিকৃত ছিল, সুতরাং তন্নিবাসিদের উক্ত চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়াতেও আমাদের আশ্চর্য্য জ্ঞান হয় না।" আর এই সকল নগরের ভাঙ্গা কাঁথড়াই কেবল ইদোমের পূর্ব্বকালীন মহত্ত্বের প্রধান চিহ্ন নহে, পরন্তু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভবিষ্যদ্বক্তা যেমন কহিয়াছিলেন, সেই রূপ আমরা দেখিতে পাই, যে ঐ দেশের প্রাচীন রাজধানী পিত্রা নগরেতে এক্ষণে জন মানব নাই, কেবল বন্য পশু আছে, তাহাতে কোন ব্যক্তি বসতি করে না, এ সমস্ত দেখিলে তদ্বাক্যের অতি আশ্চর্য্য প্রমাণ বোধ হয়। সেয়ীর পর্ব্বতের সান্নিধ্যে ঐ বৃহৎ নগরের ভগ্ন অট্টালিকাদি ও কাটা প্রস্তরের রাশি ও অট্টালিকার ভিত্তিমূল ও স্তম্ভের অবশিষ্ট অংশ ও প্রস্তরময় পথের চিহ্ন, এ সকল চতুষ্পার্শ্বে উচ্চ পর্ব্বতে বেষ্টিত উপত্যকা মধ্যে বিস্তীর্ণ

Digitized by Google

হইয়া রহিয়াছে। আর ঐ পর্ব্বতের গাত্রে খোদিত শ্রেণীর উপরে শ্রেণী বদ্ধ করা অসংখ্য কুঠরি আছে, আর ঐ রূপে বাসস্থানের সম্মুখে স্তম্ভোপরি স্তম্ভ থাকিয়া শোভিত আছে। এবং পর্ব্বতের আড়লীর ধারে২ জলের গমনাগমনার্থ বিস্তর নালা এবং উচ্চস্থানে আরোহণার্থে সোপান এবং পর্ব্বতের উপরে নানা স্থলে খোদিত অনেক ত্রিকোণাকার স্তম্ভ আছে। তৎকালীন মনুষ্যের ক্ষমতাতে এই যে সকল কর্ম্ম হইয়াছে এতদ্ বিষয়ে যিরিমিয় যে ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং বর্ত্তমান কালে ঐ উচ্ছিন্ন নগরের যেরূপ দশা দৃষ্ট হইতেছে, এ দুইয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বৈপরীত্য নাই, দুই একই রূপ জানিবা।

তৎ স্থানে বিস্তর গ্রথিত কবর ও মৃতদের স্মরণার্থক স্তম্ভ আছে, সে সকল নানা সময়ে ও নানা প্রকার আকারে নির্ম্মিত। তাহার মধ্যে একটা প্রকাণ্ডাকার স্তম্ভ আছে, অনুমান হয় তন্নির্ম্মাণার্থে বিস্তর পরিশ্রম হইয়াছে, সেটা অদ্যাপি অবিকল আছে, তাহার ভিতরে চতুরস্র সমান ৩০ হস্ত পরিমিত এক কুঠরী আছে, ঐ কুঠরীর উচ্চতা ১৬ হস্ত, তাহার উপরিভাগে ত্রিকোণাকার এক গাঁথনিতে খোদিত নানা অলঙ্কার আছে, এ স্তম্ভ পর্ব্বতে খোদিত। তত্রস্থ রাজাদের স্মরণার্থক এই সকল স্তম্ভেতে ঐ নগরের পূর্ব্বশ্রীর প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে পূর্ব্বকালীন সেই মণ্ডলীর দ্বেষিদের দশা দেখিয়া, বিশেষতঃ আপন ভ্রাতৃগণ ইস্রায়েল লোকদের প্রতি ইদোমীয়েরা দৌরাত্ম্য ব্যবহার

Digitized by Google

পূর্ব্বক স্বদেশের প্রতি চিরস্থায়ি ঈশ্বরের শাপ আনাইয়া দেশ শুদ্ধা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইহা স্মরণ করিয়া খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের আধুনিক শত্রুরা সদুপদেশ পাইতে পারে, কারণ মহামহিমান্বিত পরমেশ্বর পূর্ব্বকালীন মণ্ডলীর শত্রুদের প্রতি যেমন দণ্ড করিয়াছিলেন, এখনকার মণ্ডলী দ্বেষিং-দের প্রতি অবশ্য তদ্রূপ করিবেন, এ নিশ্চয়। আর ইদোমীয় লোকেরা যেমন যিহূদিয়ার বিরুদ্ধে পরস্পর মিলিত হইয়াছিল, সেইরূপ যদি এখনকার খ্রীষ্টধর্ম্ম দ্বেষিরা পরস্পর ঐক্য হয়, তবু ঈশ্বরের ক্রোধরূপ ঘূর্ণা বায়ুর অগ্রে তুষের ন্যায় তাহাদের বল ও ভয়ঙ্কর ব্যবহার উড়িয়া যাইবে। সাংসারিক লোক উচ্ছিন্ন ইদোম্ দেশের স্তম্ভ দেখিয়া এই সুশিক্ষা পাইতে পারে, যে তাহাদের যত উত্তম বিদ্যা হউক না কেন, সে সমস্ত বিদ্যা যদি ধর্ম্মের বশীভূত হইয়া কর্ম্ম না করে, কিম্বা তদ্দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করায়, তবে ইদো-মীয় বিজ্ঞ লোকদের নৈপুণ্যের ন্যায় তাহা বিফল হইবে, অর্থাৎ সে বিদ্যা প্রশংসনীয় না হইয়া বরং লজ্জাস্পদ ও বিনাশের কারণ হইবে। “দেখ শেষে আকাশ মণ্ডল লুপ্ত হইবে, এবং মহাতাপে মূলবস্তু সকল গলিয়া যাইবে, ও পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ তাবৎ বস্তু দগ্ধ হইবে। অতএব ইহা জানিয়া ঈশ্বরের সেই আগামি দিনের অপেক্ষা ও আকাংক্ষা করিয়া তাবৎ পবিত্র আচরণ ও ঈশ্বর সেবাতে তোমাদের কিপ্রকার হওয়া উচিত, তাহা বিবেচনা কর।”

Digitized by Google

৫ প্রকরণ।—মিসর দেশের বিষয়।

মিসর রাজ্য অতি প্রাচীন ও পূর্ব্বকালে অতি পরাক্রম শালি ছিল। সে দেশকে যদি বিদ্যার জননী বলা না যায়, তথাপি তাহাকে বিদ্যার ধাত্রী স্বরূপা কহিতে হইবে। কেননা পূর্ব্বকালের বিদ্বানেরা যে সকল বিদ্যাতে বিখ্যাত হইয়াছিল, সে সমস্ত বিদ্যাই ঐ দেশেতে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল, সুতরাং বিদ্যাপ্রযুক্ত মিসর দেশ প্রসিদ্ধ বটে। কিন্তু তত্রস্থ লোকদের ধর্ম্ম বিষয়ক ভ্রান্তি অধিক ছিল, ফলতঃ ঐ দেশের আদিকালের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখা যায় যে তন্নিবাসি লোকেরা প্রতিমা পূজাতে অত্যন্ত আসক্ত ও অন্যান্য লোকাপেক্ষা অতিশয় পাপে মগ্ন ছিল। তাহারা চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র ও মনুষ্য পশু বৃক্ষ ও বিষধর জন্তু এবং অতি হেয় পতঙ্গাদির পূজা করিত। ঐ দেশের বর্ত্তমান স্তম্ভাদি দ্বারা যদি প্রমাণ পাওয়া না যাইত, তবে তদ্দেশের লোক সংখ্যা এবং নগর ও সাধারণ গৃহাদি বিষয়ক ইতিহাসে যে২ কথা শুনা যায়, তাহা অসম্ভব বোধ হইত। এক্ষণে মিসর দেশ পূর্ব্বকালীন ভগ্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। দেশপর্য্যটনকারিরা ঐ দেশের ভাঙ্গা কাঁথড়ার উপরে ভ্রমণ করিয়া পূর্ব্বকালের বিবরণ মনে আন্দোলন করিতে২ বর্ত্তমান বিষয় বিস্মৃত হয়, আর পূর্ব্ব কালীন মহাপরাক্রান্ত লোকের অবশিষ্ট আশ্চর্য্য চিহ্ন দেখিতে২ তদ্দেশীয় বর্ত্তমান প্রজাদিগের ক্ষুদ্র২ গৃহের প্রতি মনোযোগ করে না। জগতের মধ্যে যে সকল বস্তু আশ্চর্য্য-

Digitized by Google

রূপে খ্যাত আছে, তন্মধ্যে মিসর দেশের পিরামিদ অগ্রগণ্য বটে। গ্রাণ্ডকেরোশহরের কয়েক ক্রোশ অন্তরে যে স্থানে পূর্ব্বে প্রাচীন মেম্‌ফীস্‌ নগর ছিল, সেই স্থানে তিনটা বৃহৎ পিরামিদ অদ্যাপি বিদ্যমান্‌ আছে। এক জন ফ্রেঞ্চ পণ্ডিত কালি করিয়া দেখিয়া এই কথা বলিয়াছেন, যে ঐ তিনটার মধ্যে যেটা সর্ব্বাপেক্ষা বড় তাহাতে ছয় নিযুত টন প্রস্তর লাগিয়াছে। সেই প্রস্তরে দশ পাদ উচ্চ ও এক পাদ পরিমিত প্রস্থ প্রাচীর প্রস্তুত হইয়া সমুদয় ফ্রান্স দেশ অর্থাৎ ৯০০ ক্রোশ অনায়াসে ঘেরা যাইতে পারে। তাহার আকৃতি চতুষ্কোণ, তাহার মূলের প্রত্যেক দিগ ৭৪০ পাদ দীর্ঘ, এবং সেটা প্রায় ৪২ বিঘা ভূমি জুড়িয়া রহিয়াছে। ঐ স্তম্ভের উচ্চতা পাঁচ শত ষাইট পাদ, উহার মস্তক নীচ হইতে দর্শন করিলে একটি বিন্দু মাত্র বোধ হয়, বাস্তব তাহার চূড়াগ্র ভাগ চবুতরা, তাহার প্রত্যেক দিগ অষ্টাদশ পাদ পরিমাণ। যে প্রস্তরে এই অদ্ভুত স্তম্ভ গ্রথিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেক প্রস্তর খান ত্রিশ পাদ দীর্ঘ। এই মহাস্তম্ভ রাজগণের কবরের নিমিত্তে গাঁথা গিয়াছিল। এ স্তম্ভদ্বারা পূর্ব্ব কালের মিস্রীয় লোকদের ঐশ্বর্য্যের ও ধনবত্তার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

মিসর দেশের বিষয়ে এই২ ভবিষ্যদ্বাক্য কথিত হইয়াছিল। যথা, “প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, হে মিস্রীয় রাজন্‌ ফিরৌণ, দেখ, আমি তোমার বিরুদ্ধে আছি, তুমি নদীর মধ্যস্থিত মহা কুম্ভীর স্বরূপ হইয়া এই কথা কহিতেছ, এই নদী আমার, আমি তাহা আপনার

Digitized by Google

জন্যে প্রস্তুত করিলাম। দেখ, আমি তোমার ও তোমার নদীর প্রতিকূল হইয়া মিগ্‌দোল্ অবধি সিবেনী অর্থাৎ কূশের সীমা পর্য্যন্ত মিসর দেশকে সর্ব্বতোভাবে নরশূন্য ও অরণ্য করিব। তাহা অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে অবকৃষ্ট হইবে, এবং তাহা দেশগণের মধ্যে আর শ্রেষ্ঠ গণিত হইবে না। প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি প্রতিমাগণকে বিনষ্ট করিব, এবং মোফ্‌হইতে দেব বিগ্রহ সকল দূর করিব, মিসর দেশীয় কোন লোক রাজা হইবে না, আমি মিসর দেশে ভয় জন্মাইব।" যিহি ২৯; ৩, ১০, ১৫। ৩০; ১৩।

এই সকল ভবিষ্যদ্বাক্য সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ হইয়াছে, কিঞ্চিদংশেও অন্যথা হয় নাই। দেখ মিসর দেশ অদ্যাপি আশ্চর্য্য দ্রব্যেতে পরিপূর্ণ আছে, ফলতঃ তদ্দেশের প্রাচীন নগর ও মন্দির ভাঙ্গিয়া ঢিবী হইয়া চমৎকার রূপে প্রকাশ পাইতেছে। আর মোটা২ অতি উচ্চ বিস্তর স্তম্ভ বিশিষ্ট প্রকাণ্ড মন্দির সকল তদ্দেশের বিবরণ বোধক নানা প্রকার চিত্রেতে চিত্রিত আছে, তাহাতেই যাহারা অনশ্বর ঈশ্বরকে গৌরব না দিয়া নশ্বর মনুষ্য ও পশু ও পক্ষী ও উরোগামি পভৃতির প্রতিমাকে তাহা দিল, এমত মর্ত্ত্য মনুষ্য কর্ত্তৃক সে সমস্ত নির্ম্মিত হইলেও সেই ভগ্ন মন্দিরাদি ভবিষ্যদ্বাক্যের ও ইতিহাসের সত্যতা প্রকাশক হইয়া যেন পরমেশ্বরের মহিমা ব্যক্ত করিতেছে এমত দৃষ্ট হয়।

তেইশ শত বৎসর হইল, মিসরের স্বীয় অধিপতি না থাকাতে ঐ দেশের ফলবতী ক্ষেত্র সকল পারসীয় ও

Digitized by Google

মাকীডোনীয় ও রোমীয় ও গ্রীক ও আরবীয় ও জর্জিয় এবং অবশেষে ওটোমাম্ তুরুকীয় ইত্যাদি লোক কর্তৃক আক্রান্ত ও অধিকৃত হইয়া আসিতেছে। পরে মমেলূকীয় লোকেরা দাসরূপে ক্রীত হইয়া এ দেশে সৈন্যরূপে আনীত হইলে তাহারা অবিলম্বে স্বাধীন হইয়া এক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া কর্ত্তা করিল। মিসর দেশে এইরূপ আনুক্রমিক উপদ্রব হইয়া আসিতেছে। দেশ পর্য্যটনকারিরা তদ্দেশে বেড়াইতে২ এমন মনে করে, যে আমরা দাসত্ব ও দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ দেশ ভ্রমণ করিতেছি। ফলত মিসর দেশে মধ্যবিত্ত লোক নাই, কুলীন বা পুরোহিত কিম্বা বাণিজ্যকারি অথবা ভূম্যধি-কারী কেহই নাই। সমুদয় লোক অজ্ঞানতাতে মগ্ন প্রযুক্ত নীতি বা পদার্থজ্ঞান কাহার নাই।

মিসরে অদ্যাপি কোন স্বাধীন রাজা হয় নাই, সে দেশ উচ্ছিন্ন হইয়া ভিন্ন দেশীয় লোকদের হস্তে আছে। এ অধম দেশ, ও তাহা অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা অপকৃষ্ট হইয়াছে, কারণ বিদেশি লোক ও দাসেরা তদ্দেশ শাসন করিতেছে। পাশানামক তথাকার বিদেশী কর্ত্তারা অতি দৌরাত্ম্যকারী, তাহারা কর্তৃত্বকার্য্য তুরুক দেশের রাজার নিকটে কিনিয়া থাকে, তাহাতে দেশের তাবৎ সম্পত্তি পাশার ইচ্ছাধীনে থাকে। অতএব এদেশ দুরা-ত্মাদের হস্তে যেন সর্ব্বতোভাবে বিক্রীত হইয়াছে, তাহা উক্ত বিবরণ দ্বারা বিলক্ষণ জানা যাইতেছে।

দেখ, যেমন ইদোম ও যিহূদিয়া দেশের দুরবস্থাতে ধর্ম্মপুস্তকের সত্যতা জানা গেল, তেমনি মিসর দেশের

Digitized by Google

উপরের লিখিত বিবরণেতে জানা যায়, যে ঐ পুস্তক কোন ধূর্ত্ত লোকের কল্পিত নহে, পরন্তু ঐ২ ঘটনা প্রকাশক ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ পবিত্রাত্মার আবির্ভাবে ঐ পুস্তক লিখিয়াছিলেন।

---

৬ প্রকরণ।—নিনিবী নগরের বিষয়।

নোহের পৌত্র নিম্রোদ্ বা অশূরের দ্বারা স্থাপিত অশূরীয় রাজ্যের রাজধানী নিনিবী নগর। জগতের মধ্যে এই একটি অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নগর জানিবা। দেবপূজক ইতিহাসবেত্তারা বলিয়াছেন, যে নিনিবী নগরের প্রাচীর এক শত পাদ উচ্চ ও ষাইট ক্রোশ দীর্ঘ ছিল, এবং ঐ প্রাচীরোপরি ২০০ পাদ উচ্চ ১৫০০ দুর্গ ছিল। যূনস ভবিষ্যদ্বক্তা বলেন, যে নিনিবী মহানগর ভ্রমণ করিয়া বেষ্টন করিতে তিন দিবস লাগে, এ কথা দ্বারা অন্যান্য ইতিহাসবেত্তাদের বাক্য প্রামাণ্য হইতেছে। বোধ হয়, তন্নগরে ছয় লক্ষ লোক ছিল। কালক্রমে তথাকার যুদ্ধশীল রাজগণ নিকটস্থ রাজ্য সমুদয় জয় করিয়া অশূরীয় রাজ্য ও নিনিবী মহানগর অতি বিখ্যাত করিয়াছিল, এই প্রকারে রাজ্যের উন্নতি হইলে রাজা প্রজা সকলে অতিমন্দ হইয়া উঠিল। ফলত তাহারা কোন দেশ জয় করিলে তন্নিবাসিদের প্রতি অতি দৌরাত্ম্য ও নিষ্ঠৌর্য্য ব্যবহার করিত। তাহারা ইস্রায়েল্ রাজ্যের মূলোৎপাটন করিয়া যিরূশালম্ নগরের দশা তদ্রূপ করিতে মনস্থ করিয়াছিল,

কিন্তু পরমেশ্বরের দূত এক রাত্রির মধ্যে এক লক্ষ আশী সহস্র অশূরীয় সৈন্য বিনাশ করাতে নগর রক্ষা পাইল। যূনস ভবিষ্যদ্বক্তা নিনিবীয় লোকদের নিকটে যাইয়া মনঃপরিবর্ত্তন বিষয়ক কথা ঘোষণা করিয়াছিল, তাহাতে তাহারা ঈশ্বরের গোচরে নত হইয়াছিল বটে, কিন্তু পুনর্ব্বার পাপ কর্ম্মে রত হইবাতে পরমেশ্বর তাহাদের দোষপূর্ণ রাজধানীর বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাক্য ব্যক্ত করণার্থে নাহূম ভবিষ্যদ্বক্তাকে উপস্থাপিত করিলেন। তিনি তদ্বিষয়ে এই কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যথা, "পরমেশ্বর পাপে ক্রোধকারী ও প্রতিফল দাতা ঈশ্বর, এবং পরমেশ্বর আপন শত্রুগণকে প্রতিফল দেন ও শত্রুদের জন্যে ক্রোধসঞ্চয় করেন। তিনি প্লাবনকারি বন্যাদ্বারা আপন বিপক্ষগণকে বিনষ্ট করেন ও তাঁহার শত্রুগণ অন্ধকারে ধৃত হয়। কেননা তোমরা যে সময়ে পাকপাত্রে আসক্ত ও মদিরাতে মত্ত হইবা, তৎকালে শুষ্ক নাড়ার ন্যায় নিঃশেষে বিনষ্ট হইবা। এবং নদীর দ্বার মুক্ত হইবে, ও রাজধানী বিনষ্ট হইবে। শত্রুগণ তাহার রৌপ্য গ্রহণ করিবে, ও স্বর্ণ হরণ করিবে, কেননা তাহার অশেষ তেজোময় ধন ও নানা প্রকার উত্তম পাত্র আছে। দেখ তোমার মধ্যস্থিত লোকেরা শত্রুগণের সম্মুখে স্ত্রীগণের ন্যায় হইবে, ও তোমার দেশের দ্বার মুক্ত হইবে, ও অগ্নি তোমার হুড়কা ভক্ষণ করিবে। তোমার আঘাত অপ্রতিকার্য্য ও তোমার ক্ষত বড় ক্লেশদায়ক, যাহারা তোমার কথা শুনে তাহারা তোমার

Digitized by Google

প্রুতি হাততালী দিবে, কেননা তুমি নিত্য২ কাহার দৌরাত্ম্য না করিয়াছ? নহূ ১; ১, ২, ৮, ১০। ২; ৬, ৯। ৩; ১৩, ১৯।

"তিনি উত্তর দেশের বিরুদ্ধে আপন হস্ত বিস্তার করিয়া অশূরিয়াকে বিনাশ করিবেন, এবং নিনিবীকে অরণ্যের ন্যায় শূন্য ও জল হীন করিবেন। তাহাতে তাহার মধ্যে পশুপাল শয়ন করিবে, এবং নানা জাতীয় জন্তু ও পাণিভেলা পক্ষী ও শজারু তাহার গৃহের মাথলার উপরে বাসা করিবে, ও বায়ু বাতায়নের মধ্যে শব্দ করিয়া আসিবে, ও চৌকাষ্ঠের উপরে মল থাকিবে, কেননা তিনি এরস্ কাষ্ঠের কর্ম্ম বিনষ্ট করিবেন। আর আমি আছি, আমা বিনা কেহ নাই এমত কথা কহিয়া যে নগরী নিশ্চিন্তে বাস করিয়া আনন্দ করে, সে এই রূপে অরণ্য ও পশুদের শয়নস্থান হইবে, এবং যে কেহ তাহার নিকট দিয়া যাইবে, সে শিরশ্চালন করিয়া তাহাকে নিন্দা করিবে।" সিফ ২; ১৩-১৫।

নিনিবী নগর বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত ভবিষ্যদ্বাক্য অত্যাশ্চর্য্যরূপে সফল হইয়াছে। এক জন গ্রীক্ ইতিহাসবেত্তা বলেন, যে অশূরীয় সৈন্যগণ এক উৎসবকালে মাদীয় লোক কর্ত্তৃক হঠাৎ আক্রান্ত হইলে তাহারা মত্ত হওনপ্রযুক্ত শত্রুদের আক্রমণ নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহাদের বিস্তর লোক হত হইল। এবং তৎকালে অতিভারী ও দীর্ঘকালব্যাপি বৃষ্টি হইবাতে তিগ্রীস্ নদীর জল অতিশয় বৃদ্ধি হওয়াতে নগরের নিম্নস্থান সকল

Digitized by Google

আপ্লাবিত হইলে নগরের প্রাচীর অনেক দূর পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাহাতে বিপক্ষেরা নগরে প্রবেশ করিল। এতদ্দর্শনে রাজা নিরাশ হইয়া এক বৃহচ্চিতা প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা করিয়া তাহাতে ও রাজধানীতে অগ্নি লাগাইয়া ধন সম্পত্তি ও পরিবার সহিত দগ্ধ হইয়া মরিলেন। এই প্রকারে তিন বৎসরান্তে মাদীয় লোকেরা নগর প্রাপ্ত হইয়া বিস্তর স্বর্ণরূপ্য লুট করিয়া একবাটানা নামক রাজধানীতে লইয়া গেল।

পূর্ব্বে নিনিবী নগরের আয়তন স্থান নির্ণয় করা দুষ্কর ছিল। কিন্তু অল্প দিন হইল, কতকগুলি পণ্ডিত লোক তথায় গমন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যে নিনিবী নগর এক্ষণে প্রশস্ত উচ্ছিন্ন স্থান হইয়া রহিয়াছে, কেবল স্থানে২ ভগ্ন ইষ্টকাদির রাশী আছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি বড় ঢিবি ঘাসেতে আচ্ছাদিত হইয়াছে। রোমীয়েরা গড় ও গড়খাই প্রস্তুত করিলে যেমন বাঁধ দিত, সে গুলাও তেমনি দেখায়। এতদ্ভিন্ন আরো কতকগুলি ঢিবি ও ভাঙ্গা কাঁথড়া পাঁচ ক্রোশপর্য্যন্ত জুড়িয়া রহিয়াছে, সে গুলা প্রাচীন অট্টালিকাদির ভগ্নাংশ বোধ হয়। তথায় রাজঐশ্বর্য্যের একটি চিহ্ন দেখা যায় না, রাজ বাড়ী যে কোথায় ছিল, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। ঐ ঢিবিতে ইষ্টক বা প্রস্তর কি আর কোন দ্রব্য কিছু মাত্র দৃষ্ট হয় না। এক্ষণে সেস্থান উচ্ছিন্ন ও অরণ্য ও নরশূন্য হইয়া রহিয়াছে। অধিক কি বলিব কাঁথড়া সকলও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বকালের রাজাদের ও কুলীনবর্গে ও বাণিজ্যকারিদের মহত্ত্বের কোন চিহ্ন দেখা

Digitized by Google

যায় না, বরং তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ভবিষ্যদ্বাক্যের পূর্ণতা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে।

---

৭ প্রকরণ।—বাবিল নগরের বিষয়।

জল প্লাবনের অল্পকাল পরে নোহের প্রথম বংশীয়েরা বাবিল নামে এক রাজ্য স্থাপন করে, তাহার রাজধানীর নাম বাবিল্ নগর। খ্রীষ্টজন্মের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নোহের পৌত্র নিম্রোদ্ ঐ নগরকে বাড়াইয়াছিলেন, ও তাহার অনেক কাল পরে সিমিরামিস্ নাম্নী রাণী ঐ নগরে বিস্তর অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এবং তৎপরে ক্রমাগত রাজাদের কর্ত্তৃক তাহা অতিদৃঢ় ও সুশোভিত হইয়াছিল। কিন্তু নিবুখদ্নিৎসর রাজা ও তাহার কন্যা নিটোক্রিশ ঐ নগরের ঐশ্বর্য্য ও শোভা এতোধিক বৃদ্ধি করিলেন, যে তাহাতে ঐ নগর পৃথিবীস্থ অদ্ভূত কার্য্য মধ্যে গণিত হইল। বাবিল নগর অতি প্রশস্ত ফলবতী মাঠে স্থাপিত ছিল, এবং ফরাত নদী নগরের মধ্যদিয়া উত্তর দক্ষিণে বহিবাতে সে নগর দ্বিভাগে বিভক্ত হয়। তাহা এক প্রাচীরে বেষ্টিত ও চতুষ্কোণাকৃতি, এবং তাহার ত্রিশ ক্রোশ পরিধি ছিল। তদ্বেষ্টনকারি প্রাচীর সুদৃঢ়, ও তিন শত পাদ উচ্চ, ও সাতাশী পাদ প্রস্থ, তাহার উপর দিয়া ছয় খান রথ পাশাপাশি গমন করিতে পারিত। নদীর উভয় তীরে নগর বেষ্টনকারি প্রাচীরের তুল্য প্রাচীর ছিল। নগরে

Digitized by Google

গমনাগমনার্থে নিরাট পিত্তলনির্ম্মিত অতি বৃহৎ২ এক শত দ্বার ছিল। এবং নগরের উভয় খণ্ডে গমনাগমনার্থে নগরের মধ্যস্থলে পূর্ব্বোক্ত নদীর উপরে প্রস্তরনির্ম্মিত অতি আশ্চর্য্য এক সংক্রম অর্থাৎ সাঁকো ছিল। আর বার্ষিক জলপ্লাবন নিবারণার্থে নগরের বাহিরে ফরাত নদী অবধি তিগ্রীস্ নদী পর্য্যন্ত দুইটা খাল কাটা গিয়াছিল, তদ্দ্বারা বন্যার জল তিগ্রীস্ নদীতে গিয়া পড়িত। এতদ্ভিন্ন জলস্রোত নদীর পরিখার মধ্যে থাকে ও নগরের রক্ষাও যেন হয়, এতদর্থে নদীর উভয় তীরে অতিদৃঢ় পোস্তাবন্দি করা গিয়াছিল। এই নগরের প্রাচীরাদি নির্ম্মাণার্থে যে মৃত্তিকা লওয়া গিয়াছিল, তাহাতে নগরের পশ্চিম দিগে এক বৃহৎ জলাশয় হইল, ঐ জলাশয়ের ৩৫ পাদ গভীরতা, ও ২৩ ক্রোশ পরিধি ছিল।

সংক্রমের দুই মুড়ায় চমৎকার দুই রাজবাড়ী ছিল, এই দুই রাজবাড়ীতে যেন নির্ব্বিঘ্নে গমনাগমন করা যায়, তদর্থে নদীর তলার নীচে দিয়া এক খিলান করা গুপ্ত পথ ছিল। পূর্ব্ব দিগে স্থিত রাজবাড়ীর প্রায় দুই ক্রোশ পরিধি, এবং পৃথক ২ তিন প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। আর নদীর পশ্চিম তট স্থিত যে প্রাসাদ, সেটা পুরাতন রাজবাটীহইতে চতুর্গুণ বড়, এবং এমত কথিত আছে, যে তাহার বেড় চারি ক্রোশ ছিল। এই রাজবাড়ীর মধ্যে আকাশভরে স্থিত ইতি খ্যাত এক মনোহর উদ্যান ছিল, সে উদ্যান এক চাতালের উপর আর এক চাতাল, ও তাহার উপর অপর এক চাতাল

Digitized by Google

ইত্যাদি ক্রমে নগরের প্রাচীরের সমান উচ্চ করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং ইহা যেন বনময়দেশ দেখায় এতদভিপ্রায়ে তাহাতে প্রচুর মৃত্তিকা দিয়া বৃহৎ২ বৃক্ষ রোপণ করা গিয়াছিল। অপর পুরাতন রাজবাড়ীর নিকটে চতুষ্কোণাকৃতি দেড় ক্রোশ পরিধি বেল্‌দেবের এক মন্দির ছিল, ঐ মন্দিরের মধ্যস্থলে সত্তরি২ পাদ পরিমিত আটতালাতে ৬০০ পাদ উচ্চ এক বৃহৎ দুর্গ ছিল, আর মন্দিরের মস্তকোপরিভাগে গমনার্থে বহির্দিগে ঘুরাণ সোপান ছিল। কথিত আছে যে এই মন্দিরোপরি চল্লিশ পাদ পরিমিত উচ্চ এক স্বর্ণময়ি বেল দেবের প্রতিমা ছিল। তাহার মূল্য পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা জানিবা, এবং ঐ মন্দিরে আর২ যে বিগ্রহ ও পাত্রাদি ছিল, তাহার মূল্য ধরিলে সর্ব্বশুদ্ধা ঐ একটি মন্দিরে ৪২ কোটি টাকা হয়। এ সকলেতে জানা যাইতেছে, যে বাবিল রাজ্য অতি ধনাঢ্য ও বলবান, এবং মনুষ্যকৃত অদ্ভুত কার্য্য মধ্যে গণ্য বটে। এই হেতু বাবিল নগর তাবৎ রাজ্যের চূড়াভূষণস্বরূপ, ও স্বর্ণময় নগর ও তাবৎ রাজ্যের রাণীস্বরূপ, এবং পৃথিবীস্থ সকল লোকের প্রশংসনীয় রূপে বিখ্যাত হইয়াছিল। কিন্তু পবিত্র ভবিষ্যদ্বক্তৃগণোক্ত ভবিষ্যদ্বাক্যানুসারে তন্নিবাসিদের অহঙ্কার ও দেবপূজা ও দুষ্কর্ম্মের দণ্ডরূপ ঐ নগরের দুর্দশা ঘটিল।

যথা, "যে বাবিল্ নগর তাবৎ রাজ্যের চূড়া ও কল-দীয়দের মহিমার ভূষণ স্বরূপ, সে সিদোম্ ও অমোরার ন্যায় ঈশ্বরের হস্তদ্বারা উচ্ছিন্ন হইবে, তাহার

Digitized by Google

মধ্যে আর কখনো বসতি হইবে না, পুরুষ পুরুষানুক্রমে তাহাতে কেহ বাস করিবে না, এবং অরবীয় লোকেরাও সেই স্থানে শিবির স্থাপন করিবে না, এবং মেষ পালকেরাও সেখানে আর মেষের খোঁয়াড় করিবে না। কিন্তু সেই স্থানে বন্য পশুগণ বাস করিবে, এবং চীৎকারকারি পেচকেতে তাহার গৃহ পরিপূর্ণ হইবে, ও উষ্ট্রপক্ষী সেখানে বাসা করিবে, ও বন্য ছাগ নৃত্য করিবে। এবং তাহাদের অট্টালিকাতে শৃগাল শব্দ করিবে, ও রাজমন্দিরে বৃহৎ সর্প বাস করিবে, তাহার সময় শীঘ্র উপস্থিত হইবে, তাহার দিন অবিলম্বে আসিবে। কেননা সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, আমি তাহাদের বিরুদ্ধে উঠিব, ও পরমেশ্বর কহেন, আমি বাবিলের নাম ও পুত্র পৌত্রাদি অবশিষ্ট লোককে উচ্ছিন্ন করিব। এবং সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, আমি ঐ নগর শজারুর অধিকার করিব, ও তাহাকে জলাভূমি করিব, এবং তাহা সংহারস্বরূপ মার্জনীদ্বারা মার্জ্জন করিব। পরমেশ্বর আপন অভিষিক্ত খস্রুর বিষয়ে এই কথা কহেন, আমি তোমার দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিয়া তোমার সম্মুখে অন্য দেশীয়দিগকে পরাস্ত করিব, ও রাজগণের কটিবন্ধন মুক্ত করিব, ও দুই কপাট বিশিষ্ট দ্বার মুক্ত করিব, তাহাতে সে দ্বার আর বদ্ধ হইবে না। আমি তোমার অগ্রে যাইয়া উচ্চনীচ পথ সরল করিব, ও পিত্তলের কপাট ভগ্ন করিব, ও লৌহ হুড়কা ছেদন করিব। এবং তোমাকে অন্ধকারস্থিত ধন ও অপ্রকাশ্য স্থানের অতি গুপ্ত ধন দিব, তাহাতে তোমার নামদাতা

Digitized by Google

ও ইস্রায়েলের ঈশ্বর যে আমি পরমেশ্বর, ইহা তুমি জানিতে পারিবা। তোমরা অন্য দেশীয়দের মধ্যে ইহা প্রচার কর ও প্রকাশ কর, এবং ধ্বজা তুলিয়া ঘোষণা কর, ও গুপ্ত না রাখিয়া এই কথা বল, বাবিল নগর পরহস্তগত হইবে, ও বেল দেবতা ব্যাকুল হইবে, এবং মিরোদক্ ভগ্ন হইবে, ও তাহার অন্যান্য প্রতিমা ব্যাকুলা হইবে, ও তাহার বিগ্রহ সকল ভগ্ন হইবে। পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রযুক্ত সে আর কখনো বসতি বিশিষ্ট না হইয়া সর্ব্বতোভাবে বনময় থাকিবে, ও যে কেহ বাবিলের নিকট দিয়া যাইবে, সে বিস্ময়াপন্ন হইবে, ও তাহার দণ্ড দেখিয়া তাহাকে নিন্দা করিবে। অতিদূরসীমাহইতে তাহার বিরুদ্ধে আইস, ও তাহার ভাণ্ডার মুক্ত কর, ও রাশির ন্যায় সঞ্চয় কর, ও তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট কর, তাহার কিছু থাকিতে দিও না। নগরের একদিগ শত্রু হস্তগত হইল, এই সংবাদ বাবিলের রাজাকে দিতে এক ধাবক অন্য ধাবকের ও এক দূত অন্য দূতের সঙ্গ ধরিতে দৌড়িবে। এবং বাবিল নগর প্রস্তরের ঢিবিস্বরূপ ও সর্পের বাসস্থান ও বিস্ময়াস্পদ ও নিন্দাস্পদ ও নরশূন্য হইবে।" যিশ ১৩; ১৯-২২। ১৪; ২২,২৩। ৪৫; ১-৩। যির ৫০; ২,১৩,২৬। ৫১; ৩১,৩৭।

হিরডটস্ ও জেনফন, এই দুই জন পূর্ব্বকালীন প্রসিদ্ধ ইতিহাস বেত্তা বাবিল নগর আক্রমণের বিশেষ বিবরণ লিখিয়াছেন। ফলতঃ যিশয়িয় ও যিরিমিয় দুইজন ভবিষ্যদ্বক্তার বাক্যানুযায়ি পূর্ব্বোক্ত দুই জন ইতিহাস-

Digitized by Google

বেত্তা বলেন, যে খসুনামক সেনাপতি মাদীয় ও পারসীয় সৈন্য লইয়া বাবিল নগর আক্রমণ করিল। বাবিলীয়েরা আপনাদের নগরের প্রাচীর দুর্জ্জয় বুঝিয়া যুদ্ধ করিতে বড় একটা মনোযোগ করিল না। তাহাতে খসু পূর্ব্বোক্ত মহাজলাশয় দিয়া ফরাত নদীর স্রোত ফিরাইয়া বাবিলীয়দের নিমিত্তে এক ফাঁদ প্রস্তুত করিল। ফলত নদীর জল শুষ্ক হইবাতে সৈন্যেরা রাত্রিকালে নদীর খাত দিয়া প্রাচীরের নীচে গমন করিয়া নদী তীরস্থ দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিল, যেহেতু রক্ষকদের অসাবধানতা প্রযুক্ত ঐ দ্বার সকল খোলা ছিল। তাহাতে দূতেরা এই সংবাদ রাজাকে অবিলম্বে দিলে, তিনি তাহার বিশেষ বিবরণ অবগত না হইতে২ আপনি ও রাজকুমারবর্গ ও কুলীন লোক ও সেনাপতিগণ দেবপূজা সম্বন্ধীয় উৎসব প্রযুক্ত মদ্যপানে বিহ্বল হওয়াতে শত্রুদের কর্ত্তৃক হঠাৎ হত হইল। এ প্রকারে যে নগর পূর্ব্বে কখন কাহার কর্ত্তৃক জীত হয় নাই, সেই মহানগর রাজার অজ্ঞাতসারে বিপক্ষদের কর্ত্তৃক নীত হইল। তৎপরে বাবিল নগর অতি শীঘ্র ক্রমে২ হ্রাস হইতে লাগিল, উহার অত্যুচ্চ প্রাচীরের চতুর্থাংশের একাংশমাত্র অবশিষ্ট থাকিল। হায়২ এ নগর সম্রাটের রাজধানী হইয়া করদায়ি নগর হইল। খসুের উত্তরাধিকারি জের্কসেস্ দেবভাণ্ডার আক্রমণ করিয়া মন্দিরের ধন ও পাত্রাদি সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিয়া বহু মূল্য ধাতুর বিগ্রহ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কতক কাল পরে সিকন্দর

রাজা বাবিল নগরকে পূর্ব্বের ন্যায় সুশোভিত করিতে ও মহা রাজ্যের রাজধানী করিতে উদ্‌যোগ করিলেন, ফলতঃ ফরাত নদীর পোস্তা ও বেল দেবের মন্দিরের ভগ্নোদ্ধার করিতে দশ সহস্র লোককে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তৎকর্ম্ম নিবারিত হইল।

খ্রীষ্ট জন্মের এক শত ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এক জন পার্থীয় সেনাপতি বাবিলের উত্তম২ অঞ্চল উচ্ছিন্ন করিয়াছিল। এবং ক্রমাগত রাজারা আপনার নাম চিরস্থায়ি করণাভিপ্রায়ে কতকগুলি নূতন নগর বিশেষতঃ নববাবিল নামে খ্যাত সিলিউসিয়া নগর স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে পুরাতননগরের লোকেরা আসিয়া বসতি করিতে লাগিল।

খ্রীষ্টীয় শাল আরম্ভের পর বাবিল নগরে অতি অল্প লোক বাস করাতে তৎ প্রাচীরের মধ্যে প্রশস্ত মাঠে কৃষি কর্ম্ম হইত। পরে বাবিল অতি শীঘ্র হ্রাস হইয়া চারিশত শালে উহার প্রাচীরের ভিতরে অনেক পশুর বাস স্থান হওয়াতে পারসীয় রাজাদের মৃগয়া করণের উপবন স্বরূপ হইল। সেই সময়াবধি অনেক বৎসর পর্য্যন্ত ঐ স্থানের বিষয় কিছুই শুনা যায় নাই, কিন্তু ভবিষ্যদ্বক্তারা যেমন কহিয়াছিলেন, তদ্রূপ ঐ নগর ঐ কাল ব্যাপিয়া ক্রমে২ নাশ পাইয়াছে।

অপর যে স্থলে বাবিল নগর স্থাপিত ছিল, সেই স্থান সম্প্রতি নির্ণয় করা গিয়াছে, এবং কতক গুলি ইংলণ্ডীয় বিজ্ঞ দেশপর্য্যটনকারী উক্ত নগরের ভাঙ্গা কাঁথড়া

Digitized by Google

দর্শন করিয়া তদ্‌বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। তাহাতে বোধ হয়, বাবিল নগর তাবৎ দেশের চূড়াস্বরূপ হইয়াও এক্ষণে ভাঙ্গা কাঁথড়ার ঢিবি হইয়া রহিয়াছে, এবং ভবিষ্যদ্বক্তাদের বাক্যানুযায়ি দুই সহস্র চারি শত বৎসর গত হওনের পর ঐ নগরের দুরবস্থা দর্শকদের দৃষ্টি-গোচর হইতেছে। আর বাবিলের নাম ও অবশি-ষ্টাংশ পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অরবীয়েরা তথায় এক্ষণে তাম্বু স্থাপন করে না, ও মেষপালকেরা সেখানে মেষ খোঁয়াড় প্রস্তুত করে না, পরন্তু এক্ষণে তথায় বন্য পশু বাস করে, ও তত্রস্থ গৃহ সকল শোক সূচক শব্দকারি পশুতে পরিপূর্ণ। সে স্থান এক্ষণে বকের ও সর্পের আলয় হইয়াছে, সে স্থান এক্ষণে শুষ্ক ভূমি, ও অরণ্য ও দগ্ধ পর্ব্বতময় ও শূন্য ও সম্পূর্ণরূপে উচ্ছিন্ন ও নরশূন্য ও জলাশয় ও ঢিবি ও সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হইয়াছে, তথায় জন মানব নাই, যে কোন ব্যক্তি তথা দিয়া গমন করে, সে ঐ স্থানের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বিস্ময়া-পন্ন হয়।

সেখানে বিস্তর ভূত আছে এই অমূলক ভয়ে এবং বাবিলের ভগ্নস্থানে বাসকারি পশুদের প্রকৃত ভয়ে অর-বীয়েরা তথায় শিবির স্থাপন ও মেষপালকেরা মেষ-খোঁয়াড় প্রস্তুত করে না। সুশোভিত রাজবাড়ী ও অট্টা-লিকা সকল সর্ব্বোতোভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বিরূপ ইষ্টক ও ইষ্টক চূর্ণাদির রাশি ব্যতিরেকে তথায় আর কিছু নাই। রাজাদের বাস গৃহ এক্ষণে গহ্বর হইয়াছে, তাহাতে শজারু ও পেচক ও বাদুড় ঝাঁকে২ বাস করে।

Digitized by Google

কোন ২ স্থানে সিংহ থাকে, এবং শৃগাল ও গোব্যাঘ্র ও অন্যান্য হিংস্রুক জন্তু সুখে অবস্থিতি করে। এ সকল পশুদের বাসস্থান গহ্বরহইতে পীড়াদায়ক অতি দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে, আর গহ্বরের নিকটে ভেড়া ও ছাগের অস্থি বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ফরাত নদীর এক দিগের খাল সকল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, এবং এক উচ্চস্থানে খণ্ড বিখণ্ড ইষ্টক সকল সূর্য্য সন্তাপে দগ্ধপ্রায় হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সুতরাং বাবিল অরণ্য ও শুষ্ক ও নির্জন স্থান হইয়াছে, এবং নদীর অন্য কূলের পোস্তা ও ভগ্ন অট্টালিকাদি অবশিষ্ট দ্রব্য স্রোতে বহুদূর পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া ধুইয়া লইয়া গিয়াছে। ক্ষেত্র সকল জলা হইয়াছে, তাহার অনেক স্থানে গমন করা দুষ্কর, অধিকন্তু ফরাত নদীর বার্ষিক প্লাবন পরে তথায় যাওয়া অসাধ্য। কোন মনুষ্য তথা দিয়া গমন করে না। আর জলাশয় বা নদী বাবিলের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, এবং তাহার অসংখ্য তরঙ্গে বাবিল আবৃত হইয়াছে।

বেল দেবের মন্দির খ্রীষ্টীয় শালের আরম্ভের পর পর্য্যন্তও বিদ্যমান ছিল, এখন পর্য্যন্ত তাহার চিহ্ন পাওয়া যায়। অনেক ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত তাহা দর্শন করিয়া তদ্বিবরণ লিখিয়াছেন, এবং তাহার নক্সা করিয়াছেন। ইহার উচ্চতা প্রযুক্ত ইহাকে বাবিলের কোন অট্টালিকার অবশিষ্টাংশ বোধ করিতে হয়। কারণ যদ্যপি ইহা ভাঙ্গা দ্রব্যের রাশি হইয়াছে, তথাপি ইহার উচ্চতা ২৩৫ পাদের ন্যূন নয়। ঐ কাঁথ-

Digitized by Google

ড়ার উপরে ইষ্টকময় শিল্প কর্ম্মের বিস্তর অবশিষ্টাংশ আছে, সে সকল দগ্ধ প্রায় হইয়াছে, তাহাতে আঘাত করিলে পরকলার শব্দের ন্যায় শব্দ হয়। ইহাতে বোধ হয়, উত্তপ্ত অগ্নিকুণ্ডের তাপের তুল্য তাপ তাহাতে লাগিয়াছে। এই ঢিবির মস্তকহইতে ঐশ্বর্য্যযুক্ত প্রাচীন বাবিলের অবশিষ্টাংশের ভয়ঙ্কর ভাঙ্গা কাঁথড়া দেখা যায়, এবং এ নগর সর্ব্বতোভাবে উচ্ছিন্ন হইবে, এই ভবিষ্যদ্বাক্যের পূর্ণতা বিলক্ষণ রূপে দৃষ্ট হয়।

ইহাতে আমরা দেখিতে পাই, যে মহাপরাক্রমি লোকদের সাহঙ্কার কর্ম্ম বিনাশ পাইয়াছে, আর তাহাদের পরাক্রমে ও বুদ্ধিতে ও ধনেতে নির্ম্মিত অতি উচ্চ স্তম্ভ ভূমিসাৎ হইয়াছে। কেবল ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত বাক্যানুযায়ি পরমেশ্বরের বাক্য ব্যক্ত ও সপ্রমাণ করণাভিপ্রায়ে ঐ নগরের কাঁথড়া অবশিষ্ট আছে। এই ঘটনা মনে বিচার করিলে তাঁহার দাসদের ভবিষ্যদ্বাক্য কেমন আশ্চর্য্য বোধ হয়, এবং ধর্ম্মপুস্তকের সত্যতার ও ঈশ্বরদেয়ত্বের কেমন প্রবৃত্তি জনক ও সন্দেহ ভঞ্জক প্রমাণ পাওয়া যায়। বাবিল বিষয়ে পরমেশ্বর আপন ভবিষ্যৎ জ্ঞানের প্রমাণ ও অমোঘতা কেমন আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ করিলেন! দেখ, কোন দেবতা বা তৎপূজক এমত কর্ম্ম করিতে পারে না, ইহা ব্যক্ত করিতেছেন। অতএব ঈশ্বর কহিয়াছেন, " ঘটনার পূর্ব্বে এ কথা কে জ্ঞাত করিয়াছে, ও প্রথমাবধি কে তাহা প্রকাশ করিয়াছে? যাহাঁ ব্যতিরেকে আর কোন ঈশ্বর নাই আমি পরমেশ্বর কি তাহা করি নাই? আমি যাথার্থিক ও মুক্তিদাতা ও অদ্বিতীয়

Digitized by Google

ঈশ্বর। শেষ ঘটনার কথা প্রথমে প্রকাশ করি, ও যাহা উপস্থিত নয় তাহা পূর্ব্বে প্রচার করি যে আমি, আমি এই কথা কহিতেছি, আমার পরামর্শ সফল হইবে, আমি যাহা বাঞ্ছা করি তাহাই করি।" যিশ ৪৫; ২১। ৪৬; ১০।

বাবিলের মন্দির ও চমৎকার প্রাসাদের কাঁথড়াদ্বারা আমরা কেমন জ্ঞানজনক শিক্ষা পাই, ঐ কাঁথড়াদ্বারা খ্রীষ্টের প্রেরিতদের এই বাক্য দৃঢ়রূপে সপ্রমাণ ও ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা কেবল নয় তাহাতে আমাদের মনোযোগও জন্মায়। যথা, "সাংসারিক বিষয় সকল অর্থাৎ শারীরিক সুখাভিলাষ ও চক্ষুর সুখাভিলাষ ও ঐহিক গর্ব্ব এই সকল পিতাহইতে নহে, সংসারহইতে হয়। আর সংসার ও তাহার সুখভোগ অনিত্য, কিন্তু যে জন ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে সে নিত্যস্থায়ী।" ১ যো ২; ১৬, ১৭।

---

১২ অধ্যায়।

অপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাক্য।

ধর্ম্মপুস্তকে যে সকল কথা উক্ত আছে, সে সকল ঈশ্বরহইতে হইয়াছে, ইহা সুস্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে। ইহার প্রমাণ পূর্ব্ব অধ্যায়ে কতক ভবিষ্যদ্বাক্যের পূর্ণতাদ্বারা দর্শান গিয়াছে, তাহা বিবেচক পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। ফলতঃ ভবিষ্যদ্বাক্যের আরম্ভ ও তাহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও মহৎ রাজ্যের

Digitized by Google

বিনাশ হওনে উহার অংশক্রমে পূর্ণ হওন, ও খ্রীষ্টের আগমন ও মধ্যস্থালি করণ, ও যিহূদীয় লোকদের ও তাহাদের শত্রুদের ছিন্নভিন্ন হওন, ও অন্য দেশীয় লোকদের মধ্যে খ্রীষ্ট রাজ্যের সংস্থাপন, এবং ত্রাণজনক জ্ঞানের বৃদ্ধি ও পরমেশ্বর বিষয়ক ভয়েতে পৃথিবী পরিপূর্ণ হওন, ইত্যাদি বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্যের মর্ম্ম বিবেচনা করিলে ভবিষ্যদ্বাক্যের জ্ঞানকে অতি ভারী বিষয় বলিতে হইবে, এবং তজ্জ্ঞান সাধু লোকদের পক্ষে অতি আবশ্যক বটে।

আমরা ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া দেখিতে পাই, যে সর্ব্বকালে খ্রীষ্টবিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্য ব্যক্ত আছে, অর্থাৎ আদি মনুষ্যের কালাবধি তাবৎ বস্তুর অন্তিম কাল পর্য্যন্ত তাবৎ ভবিষ্যদ্বাক্যই এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। প্রথমতঃ অতি অস্পষ্ট ইঙ্গিতদ্বারা, তৎপরে যিনি তাবৎ ভবিষ্যদ্বাক্যের সার, সেই খ্রীষ্টের প্রকাশমান হওন পর্য্যন্ত ক্রমে২ সুস্পষ্টরূপে তাহা ব্যক্ত আছে। এবং আমরা দেখিতে পাই, যে যীশু খ্রীষ্ট জন্মিলে তাঁহাতে ও তাঁহার প্রেরিতদিগেতে বিশেষতঃ তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য যোহনেতে ঐ ভবিষ্যদ্বাক্য কহিবার শক্তি বলবৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। ফলতঃ মণ্ডলী স্থাপিত হওনের কালাবধি ঈশ্বরের অনুগ্রহরূপ মহৎ অভিপ্রায় পূর্ণ হওনের সময় পর্য্যন্ত, অর্থাৎ বিচারদিন পর্য্যন্ত, মণ্ডলীর প্রতি যে২ ভারী ঘটনা ঘটিবে, তদ্বিষয়ে তাঁহারা বিশেষরূপে ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছেন। ঐ কালের মধ্যে ধর্ম্মপুস্তকে উক্ত ভবিষ্যদ্বাক্যের স্থির কথানুযায়ি

Digitized by Google

মনুষ্যদের মধ্যে অনেক২ মহৎ ও মঙ্গলদায়ক ঘটনা হইবে, তদ্বিশেষ পশ্চাতে লিখিতেছি।

১। আমাদের প্রভু ত্রাণকর্ত্তার বিষয়ে ইহা উক্ত আছে, "তাঁহার কর্তৃত্ব ও মঙ্গল বৃদ্ধির শেষ হইবে না।" য়িশ ৯; ৭।" "ছিন্ন তৃণ ও ভূমি সিঞ্চনকারি বৃষ্টির ন্যায় তিনি আগমন করিবেন। তাঁহার সময়ে ধার্ম্মিক লোক প্রফুল্ল হইবে, এবং চন্দ্রের স্থিতি কাল পর্য্যন্ত বহুতর মঙ্গল হইবে। এক সমুদ্র অবধি অপর সমুদ্র পর্য্যন্ত, এবং নদী অবধি পৃথিবীর শেষ সীমা পর্য্যন্ত তিনি রাজ্য করিবেন। চিরকাল তাঁহার নাম থাকিবে, সূর্য্যের স্থিতি কাল পর্য্যন্ত তাঁহার নাম বিখ্যাত থাকিবে, মনুষ্যেরা তাঁহার দ্বারা মঙ্গল প্রাপ্ত হইবে, ও তাবৎ দেশীয়েরা তাঁহাকে ধন্য২ কহিবে।" গীত ৭২; ৬-৮, ১৭।

২। তৎপরে পৃথিবীস্থ তাবৎ জাতীয় লোকের নিকটে সুসমাচার প্রচারিত হইবে। যথা, "তোমরা সমুদয় জগতে গিয়া প্রত্যেক লোকের নিকটে সুসমাচার প্রচার কর।" মার্ক ১৬; ১৫। "অনেকে ইতস্ততো ভ্রমণ করিলে জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবে।" দা ১২; ৪। "তদনন্তর আকাশ মধ্যে উড্ডীয়মান্ এক দূতকে দেখিলাম, সে পৃথিবী নিবাসি তাবৎ দেশীয় ও তাবৎ বংশীয় ও তাবৎ ভাষাবাদি ও তাবৎ রাজ্যীয় লোকদের প্রতি প্রচার করিতে সদাকাল স্থায়ি সুসমাচার পাইল।" প্র ১৪; ৬। "সমুদ্র যেমন জলেতে পরিপূর্ণ, তদ্রূপ পৃথিবী পরমেশ্বরের মহিমা বিষয়ক জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ হইবে।" হব ২; ১৪।

৩। সুসমাচারেতে যেন লোকদের উপকার জন্মে, এত-

Digitized by Google

দর্থে পবিত্র আত্মা তাহাতে পরিত্রাণজনক শক্তি প্রকাশ করিবেন। যথা, "তাহার পরে আমি সমুদয় প্রাণির উপরে আপন আত্মার বর্ষণ করিব।" যোয় ২; ২৮। "তাহাতে তিনি (প্রবোধকর্ত্তা) আসিয়া পাপ ও পুণ্য ও দণ্ড বিষয়ে জগল্লোকদের প্রবোধ জন্মাইবেন।" যো ১৬; ৮। "আমি তৃষিত ভূমির প্রতি জল বর্ষণ ও শুষ্ক ভূমিতে জল স্রোত করিব, এবং তোমার সন্তানদের উপরে আপন আত্মা ও তোমার বংশের উপরে আপন আশীর্ব্বাদ দিব। তাহাতে যেমন তৃণ ও পুষ্করিণীর কাছে বাইশী বৃক্ষ, তদ্রূপ তাহারা বৃদ্ধি পাইবে। এবং কেহ কহিবে, আমি পরমেশ্বরের লোক, ও কেহ যাকূব নামে বিখ্যাত হইবে, এবং কেহ বা পরমেশ্বরের উদ্দেশে স্বাক্ষর করিবে, এবং কেহ বা ইস্রায়েল্ নামে শ্লাঘা করিবে।" যিশ ৪৪; ৩-৫।

৪। পবিত্র আত্মা বর্ষিত হইলে তাবৎ দেশীয় লোকেতে খ্রীষ্টের মণ্ডলী সংস্থাপিত হইয়া আশ্চর্য্য জ্ঞানেতে ও পবিত্রতাতে ও সুখেতে পরিপূর্ণ হইবে। যথা, "পৃথিবীর প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত লোকেরা পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি ফিরিবে, ও অন্যান্য দেশীয় তাবৎ জাতিরা তাঁহার সাক্ষাতে ভজনা করিবে।" গীত ২২; ২৭। "শেষ কালে এই রূপ ঘটনা হইবে, পরমেশ্বরের গৃহের পর্ব্বত, পর্ব্বতগণের শিখরের উপরে স্থাপিত হইবে, ও উপপর্ব্বতহইতেও উচ্চীকৃত হইবে, তাহাতে তাবৎ লোক স্রোতের ন্যায় তাহার প্রতি ধাবমান্ হইবে। এবং যাইতে২ অনেক দেশীয় লো-

Digitized by Google

কেরা কহিবে, আইস, আমরা পরমেশ্বরের পর্ব্বতে অর্থাৎ যাকূবের ঈশ্বরের মন্দিরে গমন করি, তিনি আমাদিগকে আপন পথের বিষয় শিক্ষা দিবেন, তাহাতে আমরা তাঁহার মার্গে গমন করিব। কেননা সিয়োন্‌হইতে শাস্ত্র ও যিরূশালম্‌হইতে পরমেশ্বরের বাক্য নির্গত হইবে। এবং তিনি অনেক২ লোকদের বিচার করিবেন, এবং অতি দূরস্থিত অন্যদেশীয় বলবান্‌ লোকদিগকে অনুযোগ করিবেন, তাহাতে তাহারা আপন২ খড়্গ ভাঙ্গিয়া লাঙ্গলের ফাল নির্ম্মাণ করিবে, ও বড়শা ভাঙ্গিয়া কাস্ত্যা গড়িবে, এবং এক দেশীয় লোক অন্য দেশীয়দের বিপরীতে খড়্গ চালন করিবে না, তাহারা আর যুদ্ধ শিখিবে না।” মী ৪; ১-৩। “কেহ আমার পবিত্র পর্ব্বতের কোন স্থানে হিংসা কিম্বা বিনাশ করিবে না, কারণ সমুদ্র যেমন জলেতে পরিপূর্ণ, তদ্রূপ পৃথিবী পরমেশ্বর বিষয়ক জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ হইবে।” যিশ ১১; ৯। অন্যদেশীয় লোকেরা তোমার দীপ্তিতে, ও রাজগণ তোমার নবীন কিরণে গমন করিবে, তোমার অধ্যক্ষকে মঙ্গলস্বরূপ, ও তোমার করগ্রাহিকে ধর্ম্মস্বরূপ করিব। তোমার দেশে উপদ্রবের কথা ও তোমার সীমাতে বিনাশ ও আপদের কথা আর শুনা যাইবে না, কিন্তু তুমি আপন প্রাচীরের নাম পরিত্রাণ, ও দ্বারের নাম প্রশংসা রাখিবা।” যিশ ৬০; ৩, ১৭, ১৮। “সে দিনে অশ্বগণের ঘণ্টার উপরে পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র, এই বাক্য লিখিত হইবে”। সিখ ১৪; ২০।

৫। যিহূদীয়দের বিষয়ে উক্ত আছে, যে তাহাদের

Digitized by Google

অবিশ্বাস দূর হইবে, এবং তাহাদের মনের পরিবর্ত্তন হইলে তাহারা খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে আনীত হইবে। যথা, "ইস্রায়েল বংশ রাজহীন ও অধ্যক্ষহীন ও যজ্ঞহীন ও প্রতিমাহীন ও এফদ্‌হীন ও ঠাকুরহীন হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিবে। পরে ইস্রায়েল বংশ মনঃপরিবর্ত্তন ও আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের ও আপনাদের রাজা দায়ূদের অন্বেষণ করিবে, ও শেষ কালে পরমেশ্বরেতে ও তাঁহার অনুগ্রহেতে বিস্ময়াপন্ন হইবে।" হো ৩; ৪, ৫। "আমি দায়ূদ বংশের ও যিরূশালম্ নিবাসিদের উপরে প্রার্থনা ও বিনয় জনক আত্মা বর্ষণ করিব, তাহারা যাঁহাকে বিদ্ধ করিল, তাঁহার প্রতি অর্থাৎ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে।" সিখ ১২; ১০। "তুমি তাহাদিগকে বল, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, ইস্রায়েল বংশ যে২ জাতিদের মধ্যে ভ্রমণ করে, তাহাদের মধ্যহইতে আমি তাহাদিগকে আনিব, ও সর্ব্বদিগ্‌হইতে তাহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া তাহাদের দেশে প্রবেশ করাইব। এবং সেই দেশে ইস্রায়েল পর্ব্বতের উপরে তাহাদিগকে এক রাজ্য করিব, ও তাহাদের সকলের উপরে এক রাজা রাজত্ব করিবেন, ও তাহারা দুই লোক আর কখনো হইবে না, ও দুই রাজ্যে আর কখনো বিভক্ত হইবে না। এবং যে প্রবাস স্থানেতাহারা পাপ করিয়াছে, সেই সকল স্থানহইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া পবিত্র করিব, তাহাতে তাহারা আমার লোক হইবে, ও আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব। এবং

Digitized by Google

আমার দাস দায়ূদ তাহাদের রাজা হইবেন, ও তাহাদের সকলের অদ্বিতীয় রক্ষক হইবেন, এবং তাহারা আমার আজ্ঞানুসারে আচরণ করিবে, এবং আমার বিধি মান্য করিয়া পালন করিবে। এবং আমার পবিত্র স্থান তাহাদের মধ্যে থাকিবে। এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা আমার লোক হইবে, এবং আমার পবিত্র স্থান চিরকাল তাহাদের মধ্যে থাকিলে আমি ইস্রায়েলের পবিত্রকারি পরমেশ্বর, ইহা অন্য দেশীয়েরা জানিবে।” যিহি ৩৭; ২১-২৪, ২৭, ২৮। “প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমি ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি আপন আত্মার আবির্ভাব করিয়া আর কখনো তাহাদের সাক্ষাতে আপন মুখ লুকাইব না।” যিহি ৩৯; ২৯। “যাবৎ সম্পুর্ণরূপে অন্য দেশীয়দের সংগ্রহ না হইবে, তাবৎ অংশভাবে ইস্রায়েল লোকদের অন্ধত্ব থাকিবে, পরে তাহারা সকলেই পরিত্রাণ পাইবে, এতদ্রূপ লিখিতও আছে, সিয়োনহইতে এক পরিত্রাণ কর্ত্তা আসিয়া যাকুবের বংশহইতে অধর্ম্ম দূর করিবেন। আর, যে সময়ে আমি তাহাদের পাপ দূর করিব, তৎকালে তাহাদের সহিত আমার এই নিয়ম হইবে।” রোম ১১; ২৫-২৭।

ধর্ম্মপুস্তকে যে অসংখ্য ভবিষ্যদ্বাক্য আছে, তাহারি কতকগুলি এই লিখিলাম, এবং এই সকল কথা সম্পুর্ণরূপে পূর্ণ হইবে, ইহা ঈশ্বরের বাক্যানুসারে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। যথা, “বৃষ্টি ও হিমানী যেমন আকাশহইতে বর্ষিত হইলে পুনর্ব্বার সেখানে না

Digitized by Google

গিয়া পৃথিবীকে আদ্র্র করিয়া অঙ্কুরিত ও ফলবান করে, এবং বপন কর্ত্তাকে বীজ ও ভক্ষককে ভক্ষ্য দেয়, আমার মুখ নির্গত বাক্য অবশ্য তদ্রূপ হইবে। তাহা নিষ্ফল হইয়া আমার কাছে ফিরিবে না, কিন্তু আমি যাহা নিরূপণ করি, তাহা সিদ্ধ করিবে, এবং যাহার জন্যে প্রেরণ করি, তাহাও সফল করিবে।” যিশ ৫৫; ১০, ১১।

ঈশ্বরের অমোঘ বাক্য ব্যতিরেকে কালের লক্ষণ এবং পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ঈশ্বর নিজ তত্ত্বাবধারণেতে যে অসংখ্য উপায়দ্বারা নানা কর্ম্ম সাধন করিয়াছেন, তাহাতে জানা যাইতেছে, যে মনুষ্যের প্রতি তাঁহার যে সকরুণ অভিপ্রায় আছে, তাহা পূর্ণ হওনের সময় সন্নিকট হইতেছে। ঈশ্বরের মণ্ডলী অর্থাৎ ঈশ্বরপরায়ণ লোকেরা ধর্ম্মপুস্তকের বাক্য এক্ষণে যেমন বুঝিতেছে, ও তাহাদের সরলতা ও প্রেম যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, প্রেরিতদের কালাবধি সেইরূপ কোন সময়ে কখন হয় নাই। মনুষ্যসাধারণের মঙ্গলার্থে ও ত্রাণকর্ত্তার রাজ্য বৃদ্ধ্যর্থে ভিন্ন ২ মতস্থ খ্রীষ্টাশ্রিত লোকেরা ইদানী ধর্ম্মপুস্তকের প্রধান মতে ঐক্য হইয়া অতিশয় সুস্বভাব প্রকাশ করিতেছে। এই অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থে, অর্থাৎ সমুদয় জগৎস্থ লোককে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম জ্ঞান দেওনার্থে মিসনরি সোসাইটী অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেশকদের সম্প্রদায় স্থাপিত হইয়াছে। ঐ উপদেশকেরা খ্রীষ্টাশ্রিত লোকদের দানদ্বারা প্রতিপালিত হইয়া ঈশ্বর আশীর্ব্বাদে যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক ত্রাণজনক জ্ঞান

Digitized by Google

ব্যাপ্ত করণ কার্য্যের ফল প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের পরিশ্রমেতে অনেক জাতীয় লোকেরা দেব পূজা ও নানা প্রকার দুষ্কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহা কেবল নয়, তাহাদের অনেকেই যীশুতে যে সত্যতা আছে, তাহা গ্রহণ করিয়াছে। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, যে এক সহস্র ইউরপীয় ও এক সহস্র দেশীয় ধর্ম্মোপদেশক দেবপূজক লোকের নিকটে ত্রাণ-কর্ত্তা বিষয়ক উপদেশ দিতেছেন। এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বিস্তার রূপে ব্যাপ্ত করণার্থে মিসনরি অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেশকদের দ্বারা ধর্ম্মপুস্তক ৬০ ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, আর বাইবেল সোসাইটীর দ্বারা সম্পূর্ণ ধর্ম্মপুস্তক বা তাহার অংশগ্রন্থ ১৫০ ভাষায় ভাষান্তরীকৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মবিষয়ক অসংখ্য ক্ষুদ্র২ পুস্তক নানা ভাষায় ছাপা গিয়াছে। এবং মিসনরিদের আড্ডায়২ বিস্তর পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে, ঐ সকল বিদ্যালয়ে প্রতি দিন এক লক্ষ দেবপূজক বালক বালিকা ও খ্রীষ্টীয়ান্ যুবকেরা ধর্ম্মের শিক্ষা পাইতেছে। যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম জগতে ব্যাপ্ত করণার্থে দিনে২ অনেক লোক প্রবৃত্ত হইয়া সাহায্য করিতেছে, এবং তদ্ধর্ম্মপক্ষে কতক রাজা সহায় হইয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম ব্যাপনের ফল এই, যে সহস্র২ দেব-পূজক লোক খ্রীষ্টের আশ্রয় লইতেছে। তাহাতে যেন জগতের পক্ষে অরুণোদয় কাল উপস্থিত হইয়াছে এবং খ্রীষ্টধর্ম্মরূপ সূর্য্যের উদয় এবং তাঁহার সত্যতা ও পবিত্রতার প্রভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হইলে পৃথিবী অত্যন্ত আলোকময় হইবে। তাহা হইলে “আবাল বৃদ্ধ

Digitized by Google

সকলেই পরমেশ্বরকে জ্ঞাত হইবে।" এবং "জগতের সমুদয় রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁহার অভিষিক্ত ব্যক্তির অধিকার হইবে।"

---

১৩ অধ্যায়।

ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত রূপক বাক্যের বিষয়।

"আমি দর্শনের বৃদ্ধি করিলাম ও ভবিষ্যদ্বক্তাকে দৃষ্টান্ত কহাইলাম।" হোশ ১২; ১০। ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হইলে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের ঐ উক্তিতে বিশেষ মনোযোগ রাখিতে হইবে। এইরূপ শিক্ষা দেওনেতে দুর্ব্বল মনুষ্যের প্রতি পরমেশ্বরের সকরুণ নম্রতা প্রকাশ পাইয়াছে। ফলতঃ আদি কালীন ভাষায় শব্দের অল্পতা প্রযুক্ত দৃষ্টান্তদ্বারা উপদেশ দিতে হইল। আর ভাষার অসম্পূর্ণতাজন্য রূপক কথার উৎপত্তি হইল, ইহা সকলেই স্বীকার করিবে। লোকেরা ক্রমে ২ যত নানা প্রকার বিদ্যা শিখিতে লাগিল, ততই শব্দের বাহুল্য হইতে লাগিল, তথাপি ভাষা যতই সংশোধিত হউক না কেন, প্রত্যেক ভাষায় অল্প বা অধিক রূপক শব্দ অবশ্যই থাকিবে।

বোধ হয়, পৃথিবীর মধ্যে এমত কোন গ্রন্থ নাই, যে তাহার রচনার রীতিতে কিঞ্চিদংশ লক্ষণার ভাব নাই, কারণ লাক্ষণিক শব্দ থাকাতে ভাষা সুশ্রাব্য হয়।

Digitized by Google

ধর্ম্মপুস্তকের ভাষায় বিশেষতঃ আদিভাগে বিস্তর রূপক কথা ব্যবহার আছে, কারণ ঐ গ্রন্থ অতি প্রাচীন। তদ্ভিন্ন আশিয়া দেশীয় লোকেরা কল্পনা করণের উজ্জ্বল শক্তিবিশিষ্ট ও অতি ফলবতী দেশে বাস হেতু সুদৃশ্য বিবিধ মহৎ সৃষ্টিবস্তুতে বেষ্টিত প্রযুক্ত মধ্যবিত্ত দেশ-নিবাসি ইউরপীয় লোকাপেক্ষা অলঙ্কৃত বাক্য প্রয়োগ করিতে অতিশয় আনন্দিত হয়। আর আদিভাগের অনেক গ্রন্থ ইব্রীয় ছন্দে রচিত প্রযুক্ত তত্তৎ গ্রন্থকারদের স্ব ২ গ্রন্থ লিখন কালে যে ২ বিষয় মনে ভাল লাগিয়াছিল, তাহারি দৃষ্টান্ত দিয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এবং মূসা ও দায়ূদ ও সুলেমান ও যিশয়িয় এবং অন্যান্য গ্রন্থকারদের গ্রন্থ রূপক শব্দেতে পরিপূর্ণ আছে, অর্থাৎ পাঠকদের অন্তঃকরণে অভিপ্রেত বিষয় অঙ্কিত করণাভিপ্রায়ে তাঁহাদের উপদেশ সুন্দর ২ অলঙ্কার শব্দে ও মনোহর দৃষ্টান্ত কথাতে সাজান গিয়াছে। এবং ঐ কবিরা যে দেশে বাস করিত, তদ্দেশের বিবরণ ও তদ্দেশ নিবাসিদের বিশেষ আচার ব্যবহার ও তাহাদের বাক্য কহনের রীতি ইত্যাদি বিষয়ের কিঞ্চিৎ জ্ঞান পাইলে পাঠকেরা ঐ গ্রন্থের উপযুক্ততা ও মর্ম্ম ও সৌন্দর্য্য অনায়াসে অনুভব করিতে পারে।

আর অন্তভাগস্থ উপদেশ বিশেষতঃ আমাদের ত্রাণ-কর্ত্তার উপদেশ অতি চমৎকার রূপক বাক্যে রচিত জানিবা। অনেকে তাহার অনেক কথার ভাব বুঝিতে না পারিয়া ভাবান্তর করিয়া তাহাতে অতি অসদর্থ আরোপ করিয়া ঐশ্বরিক উপদেশরূপে প্রচার করিয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্মের

Digitized by Google

কোন২ উপদেশক ঐ দৃষ্টান্ত কথার ভাবার্থ গ্রহণ না করিয়া শব্দার্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু উপমা কথার শব্দার্থ গ্রহণ করিলে অতি ভ্রান্তি জন্মে, ইহার দৃষ্টান্ত পশ্চাতে দিতেছি। খ্রীষ্ট হেরোদ রাজাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তোমরা গিয়া সেই শৃগালকে বল," লূ ১৩; ৩২। দেখ, এ স্থলে শৃগাল শব্দার্থ গ্রহণীয় নয়, কেননা হেরোদ্ রাজার শৃগাল হওন অসম্ভব, তবে কি না তাহার নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার ব্যক্ত করণাভিপ্রায়ে অতিধূর্ত্ত জন্তু শৃগাল শব্দ প্রয়োগ করা গিয়াছে।

আমাদের প্রভু যিহূদীয়দিগকে কহিলেন, "যাহা স্বর্গহইতে আসিয়াছে, আমি সেই জীবনরূপ ভক্ষ্য, এই ভক্ষ্য যে জন খায়, সে নিত্যজীবী হইবে, এবং যে ভক্ষ্য আমি জগতের জীবনের নিমিত্তে দিব, তাহা আমারই মাংস।" যো ৬; ৫১। দেখ, যীশু জগতের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে আপনাকে বলিরূপে উৎসর্গ করিবেন, ইহা শারীরিক সুখাভিলাষি যিহূদীয়েরা না বুঝিয়া প্রভুর উক্ত শব্দানুযায়ি অর্থ গ্রহণ করিয়া কহিল, এ ব্যক্তি ভোজনের জন্যে আপন মাংস আমাদিগকে কেমন করিয়া দিবে? যোহন ৬; ৫২।

প্রভুর ভোজ সংস্থাপন কালে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা রুটীর বিষয়ে কহিলেন, এই আমার শরীর স্বরূপ, এবং দ্রাক্ষারসের বিষয়ে বলিলেন, এই আমার রক্ত। মথি ২৬; ২৬-২৮। এই বাক্যের শব্দানুসারে অর্থ গ্রহণ করিয়া রোমান্ কাথলিকেরা বলিয়া আসিতেছে, যে এই রুটী ও দ্রাক্ষারসের উপর পুরোহিতেরা মন্ত্র পড়িলে

Digitized by Google

তাহা খ্রীষ্টের প্রকৃত শরীর ও রক্ত হয়। বস্তুতঃ ঐ রুটী ও দ্রাক্ষারস তাবৎ ইন্দ্রিয়ের গোচরে অবিকল থাকে অর্থাৎ মন্ত্র পড়নের পূর্ব্বে যেমন পরেও তেমনি থাকে। তথাপি তাহারা ১২০০ শত শালাবধি ঐ রূপ মহা ভ্রমজনক উপদেশ দিয়া আসিতেছে। প্রভুর স্পষ্ট অভি-প্রায় ছিল এই যে এই রুটী তাঁহার শরীরের নিদর্শন, ও দ্রাক্ষারস তাঁহার রক্তের নিদর্শন। আর আদিভাগেও এই রূপ বাক্য প্রয়োগের রীতি দেখা যায়। আ ৪১; ২৬, ২৭। যাত্রা ১২; ১১। দা; ৭, ২৮। আমাদের ত্রাণকর্ত্তা আপন দৃষ্টান্ত কথায় তদ্রূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা ম ১৩; ৩৮, ৩৯। যো ১০; ৭-৯। তিনি আপনাকে দ্বারস্বরূপ করিয়া কহিয়াছেন। যো ১০; ৯। দ্রাক্ষালতা, যো ১৫; ১। মেষপালক। যো ১০; ১১।

ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত ভিন্ন ২ প্রকার রূপক বাক্য।

১ মেটাফর্। রূপক অর্থাৎ দুই বিষয়েতে পরস্পর কোন অংশে তুল্যতা থাকিলে যে রূপক বাক্য জন্মে। যথা জিহ্বাতে বল্গা দিয়া রাখন। যা ৩; ৩। এবং খড়্গকে মাংস ভক্ষণ করাওন। ২ বাক্য ৩২; ৪২। আর পুনর্জন্ম হওন। যো ৩; ৩।

২ আলিগরি। অর্থাৎ দীর্ঘ রূপক। যথা নিজ মাংসের ভক্ষণ বিষয়ে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপদেশ। যো ৩; ৩।

৩ পারাবিল। দৃষ্টান্তকথা, অর্থাৎ উপকথার দৃষ্টান্ত-দ্বারা ধর্ম্মোপদেশ প্রদান। যথা বীজ বাপকের

Digitized by Google

কথা। ম ১৩; ২-২৩। এবং অপব্যয়ি পুত্রের কথা। লূ ১৫; ১১-৩২। আর দশ কন্যার কথা। ম ২৫ ; ১-১৩।

৪ প্রাবর্ব। অর্থাৎ হিতোপদেশক সংক্ষিপ্ত উপমা, কিম্বা প্রচলিত দৃষ্টান্ত কথা। যথা হি ১০ ;১৫। লূ ৪ ;২৩।

৫ মেটনিমি। অর্থাৎ শব্দার্থ না বুঝাইয়া অন্যার্থ বোধক কথা। যথা "তাহাদের নিকটে মূসা ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ আছে।" ইহাতে মূসা নামক ভবিষ্যদ্বক্তাকে না বুঝাইয়া তাহার ব্যবস্থাকে বুঝাইল। লূ ১৬; ২৯।

৬ প্রসপপোইয়া। অর্থাৎ দ্রব্যকে প্রাণির ন্যায় বর্ণন। যথা "অনুগ্রহ ও সত্যতা সাক্ষাৎ করিবে ও ধর্ম্ম ও মঙ্গল পরস্পর চুম্বন করিবে।" গী ৮৫ ; ১০।

৭ সিনেক্ডকি। অর্থাৎ সমুদয় বলিলে অংশ বুঝায়, এবং অংশ কহিলে সমুদয় বুঝায়। যথা "সমুদয় জগতে তোমাদের বিশ্বাস প্রকাশিত হইয়াছে।" রোম ১; ৮। ইহাতে জগৎ শব্দে কেবল রোমা রাজ্যকে বুঝাইল।

৮ আইরণি। বিপরীত লক্ষণা অর্থাৎ কৌতুক ভাবে বিপরীতার্থ প্রকাশক বাক্য। যথা বাল দেবতার পুরোহিতদের প্রতি এলীয় ভবিষ্যদ্বক্তার উক্তি। ১ রাজা ১৮; ২৭। "এলীয় তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া কহিল, উচ্চৈঃস্বরে ডাক, সে দেবতা ধ্যান করিতেছে, কি ধাবমান হইতেছে, কিম্বা কোন স্থানে যাইতেছে, কিম্বা হইতে পারে সে নিদ্রিত

Digitized by Google

আছে, তাহাকে জাগাইতে হয়।” আর আয়ুব ১২ ; ১। “অনন্তর আয়ুব উত্তর করিল, তোমরাই জ্ঞানী লোক।”

৯ হাইপর্বোলি। অত্যুক্তি, অর্থাৎ অধিককে অল্প করিয়া কিম্বা অল্পকে অধিক করিয়া বর্ণন। যথা “সেই স্থানে আমরা বীরজাত অনাকের সন্তান বীরদিগকে দেখিলাম, সেই স্থানে আমরা আপনাদিগের দৃষ্টিতে ফড়িঙ্গের ন্যায় ছিলাম ও তাহাদের দৃষ্টিতে ও আমরা তদ্রূপ ছিলাম।” গণ ১৩; ৩৩। আর “বৃহৎ ও আকাশ পর্য্যন্ত প্রাচীরেতে বেষ্টিত নগর।” ২ বাক্য ৯; ১।

---

১৪ আধ্যায়।

ধর্ম্মপুস্তকে ব্যবহৃত রূপক শব্দমালা।

অন্ধকার—১ বিপদ ও দুঃখ। যির ২৩ ; ১২।
২। ধর্ম্মহীনতা ও অজ্ঞানতা। রোম ১৩ ; ১২।

অন্ধতা— ঐশ্বরিক উপদেশ বিষয়ে অজ্ঞানতা। যিশ ২৯ ; ১৮। রোম ১১ ; ২৫। ইফ ৪ ; ১৮।

অপল্লুয়োন্ } অবদ্দোন্ } এ দুই নাম অরবীয় রাজাদের উপাধি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং যদ্দ্বারা আশিয়া দেশস্থ মণ্ডলী উৎপাতগ্রস্ত হইয়াছিল, সেই মহম্মদীয় রাজ্যকে বুঝায়।

অমৃত বৃক্ষ—অমরতার সুখ। প্র ২ ; ৭। ২২ ; ২।

অরণ্য—নরশূন্য স্থান। যিশ ২৭; ১০। যির ২২ ; ২৬।

Digitized by Google

অলোন্‌বৃক্ষ—রাজগণ। যিশ ২ ; ১৩।
অশ্ব—জয়ের নিদর্শন ও তদারূঢ়ের কার্য্য। যোয় ২ ; ৪।
হব ১ ; ৮। যির ৪ ; ১৩।
আম্রাতকফল—পাপময় স্বভাব ও আচার। যিশ ২ ; ৫।
আশীর্ব্বাদরূপ পাত্র—প্রভুর ভোজে দ্রাক্ষারসের পাত্র।
১ ক ১১ ; ১৬।
ঈশ্বর নিন্দা—প্রতিমা পূজা বিশেষত রোমান্ কাথলিক্‌-
দের মূর্ত্তি পূজা করণ। প্র ১৩ ; ১, ৫, ৬। ১৭ ;৩।
ঈশ্বরের সহগামী—ঈশ্বরের তুষ্টি ও গৌরব করণার্থে তাঁ-
হাকে সাক্ষাৎ বর্ত্তমান্ মানিয়া সদাচারী, ও তাঁহার
সহিত সংগোপনে আলাপ করত কালযাপনকারী।
আ ৫; ২৪। ৬ ; ৯।
উচ্চবস্তু—রক্ষক, সাহায্যকর্তৃগণ। যিশ ২ ; ১২, ১৫।
উৎক্রোশপক্ষী—১ রাজা বা রাজ্য। যিহি ১৭।
২। যাহাদের পতাকার উপরে উৎক্রোশ
পক্ষির মূর্ত্তি ছিল, এমত রোমীয় সৈন্যগণকে
বুঝায়। ম ২৪ ; ২৮।
৩। পুনর্বল প্রাপ্ত হওনের নিদর্শন। গী
১০৩ : ৫। যিশ ৪০ ; ৩১।
উত্তম জিতবৃক্ষ—খ্রীষ্টের মণ্ডলী। রোম ১১ ; ২৪।
উলঙ্গ—পবিত্রতারূপ পরিচ্ছদ হীন। প্র ৩; ১৭।
এরস বৃক্ষ—সম্ভ্রান্ত লোক। সিখ ১১ : ২।
এরসবৃক্ষের পল্লব—কুলীনবর্গ, সেনাপতিগণ। যিহি ১৭; ৪।
কণ্টক—১ সাংসারিক চিন্তা, ধন, সুখ। লূ ৮; ১৪।
২। ভ্রষ্ট অবিশ্বাসী। যিহি ২; ৬।

Digitized by Google

কন্যা—১। রাজ্য বা নগর। যিহি ২৩; ২,৩।
২। খ্রীষ্টের মণ্ডলী। প্র ১২; ১।
৩। ভ্রষ্ট মণ্ডলী। প্র ১৭; ৩।
কপাল—প্রকাশরূপে ধর্ম্ম গ্রহণ। প্র ৭;৩। ১৩; ১৬।
কুকুরগণ—১ ভিন্ন দেশীয় লোক, কেননা তাহারা অশুচিতাতে মগ্ন। ম ১৫; ২৬।
২। অলস ও সুখভোগি ধর্ম্মোপদেশক। যিশ ৫৬; ১০।
৩। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনারহিত বিতণ্ডাকারি শিক্ষকগণ। ফি ৩; ২। প্র ২২; ১৫।
কৃষক—সুসমাচার প্রচারক। ম ১৩; ৩, ৩৭।
কৃষ্ণবর্ণ—দুঃখ। বির ১৪; ২। যোয় ২; ৬।
কেন্দুয়া—ধর্ম্মরহিত ভয়ঙ্কর লোক। যিশ ১১; ৬। ৬৫; ২৫।
খড়্গ—১ উচ্ছিন্নতার নিদর্শন। দ্বি ৩২; ৪১, ৪২।
২। ঈশ্বরের বাক্য অর্থাৎ খ্রীষ্টীয়ান্‌দের অস্ত্র। ইফ ৬; ১৭।
গন্ধক—১ ধারাবাহিক দেশের উচ্ছিন্নতা। যো ১৮; ১৫। যিশ ৩৪; ৯।
২। যন্ত্রণার নিদর্শন। প্র ১৪; ১০।
৩। অপকারি ধর্ম্মোপদেশ। প্র ৯; ১৭।
গমনাগমন—আচার ব্যবহার।
গৃহ—১ ঈশ্বরের মণ্ডলী। যিশ ২; ২। ১ তী ৩; ১৫। ইব্রী ৩; ৬।
২। নরদেহ। ২ ক ৫; ১।

Digitized by Google

গোধূম—১ সর্ব্বোত্তম দ্রব্য। গী ৮১; ১৬।
২। ধন। গী ২২; ২৯। যির ৫; ২৮।
ঘৃণ্যদ্রব্য—১। পাপ। যিশ ৬৬; ৩। যিহি ১৬; ৫০,৫১।
২। প্রতিমা। ২রা ২৩; ১৩। যিশ ৪৪; ১৯।
ঘৃণার্হ অশুচি সামগ্রী—দেবপূজা সম্বন্ধীয় যাগাদিক্রিয়া, পাপার ধর্ম্ম সম্বন্ধে ক্রিয়া। প্র ১৭; ৪।
চক্ষুঃ—প্রথম, ঈশ্বরের পক্ষে কহিলে
১। তাঁহার অসীম জ্ঞান বুঝায়। হি ১৫; ৩। গী ১১; ৪।
২। জগতের প্রতি তাঁহার তত্ত্বাবধারণ। গী ৩২; ৮। ৩৪; ১৫।
—দ্বিতীয়, যীশু খ্রীষ্টের পক্ষে কহিলে
তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব বুঝায়। প্র ২; ১৮। ৫; ৬। ইব্রী ৪; ১৩।
—তৃতীয় মনুষ্যের পক্ষে কহিলে
১। বুদ্ধি, মনের চক্ষু অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষু বুঝায়। গী ১১৯; ১৮। ইফ ৫; ৮।
২। বন্ধুভাবে পরামর্শদাতা। যুব ২৯; ১৫।
৩। মনুষ্য। প্র ১; ৭।
৪। মানুষিক কল্পনা। দ্বি ২৮; ৫৪-৫৬।
চতুর্ব্বায়ু—সর্ব্ব সাধারণের বিনাশ। যির ৪৯; ৩৬। দা ৭; ২। প্র ৭; ১।
চতুঃসীমা—আপামর সাধারণ লোক। যিশ ১১; ১২। যিহি ৭; ২।
চন্দ্র—যিহূদীয় মণ্ডলী। যোয় ২; ৩১। প্র ১২; ১।

Digitized by Google

চাবি—১ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব। প্র ১; ১৮। যিশ ২২; ২২।
২। সুসমাচার প্রচারের ভার। ম ১৬; ১৯।
৩। ধর্ম্মপুস্তকের জ্ঞান পাওনের উপায়। লূ ১১; ৫২।
চিকিৎসক—যীশু খ্রীষ্ট। ম ৯; ১২।
চিত্তা ব্যাঘ্র—১ ধূর্ত্তসর্ব্বগ্রাসি শত্রু। দা ৭; ৬।
২। তৎস্বভাব বিশিষ্ট লোক। যিশ ১১; ৬।
৩। ভাক্ত খ্রীষ্টের পরাক্রম। প্র ১৩; ২।
ছেদক—সুসমাচার প্রচারক। ম ৯; ৩৭,৩৮। ১ কও; ৯।
ছেদনের সময়—মহাবিচার। যোয় ৩; ১৩। কিম্বা জগতের শেষ সময়। ম ১৩; ৩৯।
জন্তু—১ স্বর্গীয় চারি প্রাণী। প্র ৪। যিহি ১; ১০ পদে যে কিরূবদের কথা আছে, তাহারাই।
২। দেবপূজকদের পরাক্রম। দা ৭; ১৭।
৩। পাপা অর্থাৎ ভাক্ত খ্রীষ্ট। প্র ১৩; ২,১২। ১৭; ৩, ৭,৮।
জল—পবিত্র আত্মার গুণ। যিশ ৪৪; ৩। যো ৩;৫।৪;১০।
জলচয়—১। ক্লেশ ও বিপত্তি। গী ৬৯; ১।
২। বিস্তর লোক। যিশ ৮; ৭। প্র ১৭; ১৫।
৩। সুসমাচারোক্ত ধর্ম্মবিধি। যিশ ৫৫; ১।
৪। পবিত্র আত্মার দত্ত মঙ্গল। যিশ ৪৪; ৩। যো ৭; ৩৭।
জীবন—১ অমরত্বাবস্থার সুখ। গী ১৬; ১১।
২। সুসমাচারোক্ত ধর্ম্মোপদেশ। যো ৬; ৩৩।
৩। পুণ্যবান্ হওনের অবস্থা। যো ৫; ২৪। কল ৩; ৩।

Digitized by Google

৪। শারীরিক পারমার্থিক ও অনন্ত জীবনের আকর খ্রীষ্ট। যো ১; ৪। ১১; ২৫। ১৪; ৬। কল ৩; ৪।

জীবনরূপ পুস্তক—ঈশ্বরীয় লোকদের বিষয়ে স্বর্গীয় স্মরণার্থক পুস্তক। প্র ৩; ৫। ২০; ১২, ১৫। ২২; ১৯।

জীবন বা গৌরবরূপ মুকুট—অমরতা, স্বর্গীয় সুখ ও গৌরব। যাক ১; ১২। প্র ২; ১০।

ঢাল—ঈশ্বরের অঙ্গীকারে প্রত্যয়। ইফ ৬; ১৬।

তাড়ী—মন্দ মত ও আচার। ম ১৬; ৬। ১ ক ৫; ৬-৮।

তারা—১ রাজা বা শাসনকর্ত্তা। গণ ২৪; ১৭। প্র ২২; ১৬।

২। মণ্ডলীর প্রসিদ্ধ পালক। প্র ১; ২০।

৩। ধর্ম্মভ্রষ্ট শিক্ষকগণ। যিহূ ১৩।

তাম্বু—মানবদেহ। ২ ক ৫; ১। ২ পি ১; ১৩,১৪।

তালপত্র—আনন্দ ও জয়ের নিদর্শন। প্র ৭; ৯।

তুষ—অকর্ম্মণ্য বা ধর্ম্মরহিত লোক। গী ১; ৪। ম ৩; ১২।

তৃতীয় মঙ্গলের পাত্র—আশীর্ব্বাদ বিশিষ্ট। যিশ ১৯ ২৪। সিখ ১৩; ৯।

তোড়া—মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ দান। ম ২৫; ১৫।

দক্ষিণ হস্ত—রক্ষা ও অনুগ্রহ। গী ১৮; ৩৫। ৭৩; ২৩।

দণ্ড—১ পরাক্রমশালী কর্ত্তৃত্ব। গী ২; ৯।

২। ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা। গী ২৩; ৪।

Digitized by Google

দন্ত—নিষ্ঠুরতার নিদর্শন। হি ৩০; ১৪।
দশ জন—বহু সংখ্যক লোক। দা ১; ২০। আমো ৬; ৯।
সিখ ৮; ২৩।
দিন—১ এক বৎসর। যিহি ৪; ৬। প্র ২; ১০; ৯। ১২; ৬।
২। নিরূপিত কাল। যিশ ৩৪; ৮।
৩। সুসমাচারের জ্ঞান পাওনের অবস্থা। ১ থি ৫; ৫।
দীপ্তি—১ আনন্দ, শান্তি, সম্পদ। ইষ্ট ৮; ১৬।
২। সুসমাচারের জ্ঞান ও পবিত্রতা। যিশ ৮; ২০।
ইফ ৫; ৮। ১ যো ১; ৭।
দুর্ব্বলতা—১ শরীরের দৌর্বল্য। ম ৮; ১৭। যিশ ৫৩; ৪।
২। আত্মার দৌর্বল্য। রো ৮; ২৬।
দূত—১ জগতের তত্ত্বাবধারণ কার্য্য সম্পন্ন করণার্থে ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত শ্রেষ্ঠ প্রাণিগণ। যিহি ১০; ৮। ইব্রী ১; ১৪। প্র ৪; ৬। ৫; ১১।
২। পতিত দূতগণ। ম ২৫; ৪১। যিহূ ৬।
৩। মণ্ডলীর পালক বা অধ্যক্ষগণ। প্র ১; ২০। ২; ১, ৮, ১২, ১৮।
৪। পরমেশ্বরের দূত যীশু খ্রীষ্টকে বুঝায়। সিখ ১; ১১।
দেবপূজা—লোভ। কল, ৩; ৫। অতি প্রিয় বস্তু। ১ যো ৫; ২১।
দ্বার—১ নূতন শাসনের আরম্ভ। প্র ৪; ১।
২। সুসমাচার প্রচার করণে সুযোগ পাওন বা তৎকর্ম্মে অতিশয় পরিশ্রম করণ। ১ ক ১৬; ৯।
৩। নির্বিঘ্নতার নিদর্শন। গী ১৪৭; ১৩।

Digitized by Google

দ্বিতীয় মৃত্যু— অনন্ত কালের নিমিত্তে ঈশ্বরের নিকট-
হইতে দূরীভূত হওন। প্র ২; ১১। ২০; ১৪।

দ্রাক্ষা—ধর্ম্মের গুণ। যিশ ৫; ২।

দ্রাক্ষাক্ষেত্র—ইস্রায়েলীয় মণ্ডলী। যিশ ৫; ১, ৭। যির
১২; ১০।

দ্রাক্ষারস—১। ঐহিক সম্পদ। হো ২; ৮। গী ৪; ৭।
২। সুসমাচারের উপদেশরূপ খাদ্য। যিশ
২৫; ৬। ৫৫; ১।
৩। ঈশ্বরের ক্রোধ। গী ৭৫; ৮। প্র ১৬; ১৯।

দ্রাক্ষালতা—১ ইব্রীয় লোকদের মণ্ডলী। গী ৮০; ৮।
যির ২; ২১।
২। মণ্ডলীর মস্তক স্বরূপ খ্রীষ্ট। যো ১৫; ১।

ধনুক— ১ বলবান্ ব্যক্তি। যূব ২৯; ২০।
২। সুসমাচার সম্বন্ধীয় জয়ের নিদর্শন। প্র ৬; ২।

নদী—১ আক্রমণকারি সৈন্যের হঠাৎ আগমন। যিশ
৫৯; ১৯। যির ৪৬; ৭, ৮।
২। প্রচুর মঙ্গলের নিদর্শন। যূব ২৯; ৬। গী ৩৬; ৮।
৩। ঈশ্বরের প্রেম ও অনুগ্রহের প্রবাহ। প্র ২২;
১। যিহি ৪৭।

নিগূঢ় কথা—অজ্ঞাত বিষয় বা উপদেশ। রো ১৬; ২৩।
১ ক ২; ৭। কল ১; ২৬। প্র ১; ২০।

নিস্তারপর্ব্ব— যীশু খ্রীষ্ট। ১ ক ৫; ৭।

নীহার— পুনরুত্থানে খ্রীষ্টের পরাক্রম। যিশ ২৬; ১৯।

পক্ষ—১। রক্ষণ। গী ১৭; ৮। ৩৬; ৭। ৯১; ৪।
২। সুসমাচারোক্ত মঙ্গল। মল ৪; ২।

Digitized by Google

পঙ্গপাল—সুসমাচারের অর্থান্তরকারি শিক্ষকগণ। প্র ৯;৩

পর্ব্বত—১ রাজ্য বা দেশ কিম্বা নগর। যিশ ২; ১২-১৪। সিখ ৪; ৭।

২। খ্রীষ্টের রাজত্ব স্বরূপ মণ্ডলী, নিরাপদ আশ্রয় স্থান। গী ১৮; ২। যিশ ১৭; ১০।

৩। কোন জাতির আদি লোক বা স্থাপন কর্ত্তা। যিশ৫১; ১।

পরলোক—মরণ পরে যে স্থানে লোকদের আত্মা থাকে। যিশ ১৪; ৯। প্র ১; ১৮।

পরলোকের উদ্যান—স্বর্গ, মুক্ত লোকদের বাস স্থান। লূ ২৩; ৪৩। প্র ২; ৭।

পরিত্রাণের বাটী—ঈশ্বরের অনুগ্রহ স্বীকার করণ। গী ১১৬; ১৩।

পরিধেয় বস্ত্র—মনুষ্যের প্রাণ। প্র ৩; ৪।

পরিষ্কার—১। শুচিতা আচার ব্যবহার সম্বন্ধে। গী ২৬; ৬। ৭৩; ১৩।

২। পারমার্থিক আত্মা সম্বন্ধে। গী ৫১; ২। যিহি ১৬; ৯।

৩। পাপ মার্জনা ও পবিত্র হওন। ১ ক ৬; ১১। প্র ১; ৫। ৭; ১৪।

পানপাত্র—১ ঈশ্বরের তত্ত্বাবধারণে ও অনুগ্রহেতে যে মঙ্গল হয়। গী ২৩; ৫।

২। ঈশ্বরদত্ত দণ্ড। যিশ ৫১; ১৭।

পাপে মৃত—পাপের মন্দতা, এবং ঈশ্বরের সহিত আলাপ রাখিলে যে কর্ত্তব্যতা ও সুখ জন্মে সেই

Digitized by Google

সকল বিষয়ে অজ্ঞান হইয়া থাকা। ইফ ২; ১।
প্র ৩; ১।

পাপের পক্ষে মৃত হওন—পাপস্বভাবের দমন করা। রোম ৬; ৮। ১পি ২; ২৪।

পারমার্থিক আচার ব্যবহার—পবিত্র আত্মার শক্তি ও ঈশ্বরের বাক্যানুসারে ব্যবহার করণ। রো ৮; ১।

পিতা-ঈশ্বর, কারণ সৃষ্টিদ্বারা ও পোষ্যপুত্রপদ দানদ্বারা আমরা তাঁহার পুত্র। মল ১; ৬। ২; ১০। যির ৩১; ৯। রো ৮; ১৫, ১৬। ইফ ১; ৫।

পুস্তক—ঈশ্বরাজ্ঞার নিদর্শন। গী ৪০; ৭। ইব্রী ১০; ৭।

প্রক্ষালন—শুচিতা। গী ৩৬; ৬।

প্রদীপ—১। উত্তরাধিকারী। ১ রা ১৫; ৪। গী ১৩২; ১৭।
২। ধর্ম্ম যাজন। ম ২৫; ৩, ৪।
৩। ঈশ্বরদত্ত দীপ্তি ও সান্ত্বনা। ২ শি ২২; ২৯।
৪। খ্রীষ্টের মণ্ডলী। প্র ১; ১২-২০।

প্রতিমা—স্বর্ণরূপ্য ও পিত্তল ও লৌহনির্ম্মিত মূর্ত্তি ইহাতে অশূরীয় ও পারসীয় ও মাসিডোনীয় ও রোমীয় এই চারি মহারাজ্যকে বুঝায়। দা ২; ৩১-৪৫।

প্রস্তর—১ যীশু খ্রীষ্ট। গী ১১৮; ২২। যিশ ২৮; ১৬। ম ২১; ৪২।
২। প্রকৃত বিশ্বাসিব্যক্তি। ১ পি ২; ৫।

প্রসববেদনা—১। অতিশয় মানস বা শারীরিক পীড়া কিম্বা মহাদুঃখ। যির ৪; ৩১। ১৩; ২১। মা ১৩; ৮।
২। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মোপদেশকদের পরের পরিত্রাণার্থে অতি চিন্তা বা চেষ্টা। গল ৪; ১৯।

Digitized by Google

প্রাচীন লোক (চতুর্ব্বিংশতিজন)—বোধ হয় ইব্রাহীম প্রভৃতি আদি কালের ধার্ম্মিক লোক। প্র ৪; ১০। ইব্রী ১১; ২।

ফল—সত্ত্বগুণ এবং সুখ। গী ১; ৩। ৯২; ১৫।

বনঘাস—দুষ্ট নাস্তিক লোক। ম ১৩; ৩৮।

বন্য জিতবৃক্ষ—ভিন্ন দেশীয় লোক। রোম ১১; ১৭।

বর—মণ্ডলীর স্বামীস্বরূপ খ্রীষ্ট। যো ৩; ২৯। প্র ২১; ৯।

বরের শব্দ—বিবাহে নিমন্ত্রণ করণ, ত্রাণকর্ত্তার আহ্বান। যির ১৬; ৯। যো ৩; ২৯।

বাণ—১। ঈশ্বর দত্ত শাস্তি। যূব ৬; ৮।
২। নিন্দাসূচক বাক্য। গী ৬৪; ৩।

বায়ু—১। পবিত্র আত্মার কার্য্য। যো ৩; ৮।
২। ঈশ্বরীয় দণ্ড। যিশ ২৭; ৮।
৩। উচ্ছিন্নতা। যির ৫১; ১। ৪; ১১, ১২।

বাহু—১। ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তি। যির ২৭; ৫। ৩২; ১৭
২। খ্রীষ্টের শক্তি ও আশ্চর্য্যক্রিয়া। যিশ ৫৩; ১। যো ১২; ৩৪।
৩। মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহরূপ শক্তি প্রকাশ। যিশ ৫১; ৯। ৫২; ১০।

বালকগণ—১। কার্য্যাক্ষম নির্ব্বোধ যুবরাজগণ। যিশ ৩; ৪।
২। দুর্ব্বল বা যুব খ্রীষ্টীয়ান। ১ ক ৩; ১। ইব্রী ৫; ১৩।

বাবিল্—পাপার অধিকৃত রোমা নগর। প্র ১৪; ৮। ১৭; ১৮।

Digitized by Google

বিলিয়ম—ঐ ধর্ম্মভ্রষ্ট পাপার ভ্রান্তি ও অশুচিতা। ২ পি
২; ১৫। যিহূ ১১। প্র ২; ১৪।
বিষ—মিথ্যা, অসৎ মত। গী ১৪০; ৩। রো ৩; ১৩।
বীজ—সুসমাচারের উপদেশ। লূ ৮; ৫, ১১। ১ পি
১; ২৩। ১ যো ৩; ৯।
বৃষ—দৌরাত্ম্যকারি লোক। গী ২২; ১২।
বৃষ্টি—১। ত্রাণজনক উপদেশের নিদর্শন। দ্বি ৩২; ২।
২। আত্মার গুণকারিতা শক্তি। যিশ ৪৪; ৩।
বৃক্ষ—সৎ বা অসৎ লোক। গী ১; ৩। ম ৩; ১০।
ব্যভিচার—প্রতিমা পূজা, ধর্ম্মত্যাগ। যির ৩; ৮, ৯।
প্র ২; ২২।
বেশ্যা—ধর্ম্মত্যাগি কোন নগর বা মণ্ডলী। যিশ ১; ২১।
প্র ১৭; ৫।
ভূমিকম্প—রাজ্যশাসনের পরিবর্ত্তন। প্র ৬; ১২। হগ
২; ৬, ৭। ইব্রী ১২; ২৬।
মণ্ডলীয় পরিবার—ঈশ্বরীয় লোক বা মণ্ডলী। ইফ
৩; ১৫।
মত্ততা—১। অল্প বুদ্ধির নিদর্শন। যিশ ২৮; ১-৩। যির
১৩; ১৩।
২। অচৈতন্য, ঈশ্বরের দণ্ডের ফল। যিশ ২৯; ৯।
৫১; ২১।
মস্তক—১। বুদ্ধিমান্ শাসনকারি। যিশ ১; ৬। দা ২;
২৮।
২। লোক সমূহের প্রধান ব্যক্তি। মল ৩; ১, ৯, ১১।
৩। কোন দেশের রাজধানী নগর। যিশ ৭; ৮, ৯।

Digitized by Google

মহা কুম্ভীর—১। রাজশত্রুর নিদর্শন, মিসরদেশের রাজা।
যিহি ২৯; ২,৩।
২। শয়তান। প্র ২২; ৯।
৩। আপদ, সঙ্কট। গী ৯১; ১৩।
মাজূজ, জূজ—পূর্ব্ব কালীন সিথীয় মহাসৈন্য। যিহি ৩৮; ২।
মান্না— অমরত্বের সুখ প্র ২; ১৭।
মিসর—দুষ্টাচারের সাঙ্কেতিক নাম। প্র ১১; ৮।
মুখ—১। ঈশ্বরের অনুগ্রহ। গী ৬৭; ১। দা ৯; ১৭।
২। পাপের নিমিত্তে অখিদ্যমান ব্যক্তির ধর্ম্মবিষয়ে অকথ্য কথন। যির ৫; ৭।
মুদ্রাঙ্কন, মুদ্রাঙ্কিত—১। নির্বিঘ্নতার নিদর্শন। পর ৪;১২।
২। গুপ্ততার নিদর্শন। যিশ ২৯; ১১।
৩। বাধা বা নিবারণ। যূব ৯; ৭। ৩৭; ৭।
৪। বিশেষ পদ প্রদানের চিহ্ন। যো ৬; ২৭।
৫। ঈশ্বরাধিকারের চিহ্ন। প্র ৭;২৪। ইফ১;১৩।৪;৩০।
মৃত্তিকা ও ভস্ম—মনুষ্যের স্বভাব। আ ৩; ১৯। ১৮; ২৭।
মৃত্তিকাপাত্র—মানব দেহ। ২ ক ৪; ৭।
মৃত্যু—শরীরহইতে প্রাণবিয়োগ। আ ২৫; ১১।
মৃত্যুদ্বার—মহাবিপদ। গী ৯; ১৩। যূব ৩৮; ১৭।
মেঘ—সৈন্য, লোকারণ্য। যির ৪; ১৩। যিশ ৬০; ৮। ইব্রী ১২; ১।
মেঘগর্জ্জন—ভবিষ্যদ্বাক্য। প্র ১০; ৪।
মেষ—খ্রীষ্টের শিষ্য। সিখ ১৩; ৭। যো ১০; ১১,১৬। ১ পি ২; ২৫।

Digitized by Google

মেষশাবক—অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা, কেননা নিস্তারপর্ব্বের মেষশাবক ও ইস্রায়েলীয়দের দিবসিক বলিদেয় মেষশাবক তাঁহার প্রতিবিম্ব ছিল। যা ১২; ১১। ২৯; ৩৮-৪১।

যিরূশালম—১। ঈশ্বরের মণ্ডলী। গী ১২২; ৬। যিশ ৬৫; ১৮। ৬৬; ১৩।

২। স্বর্গীয় গৌরব। ইব্রী ১২; ২২। প্র ৩; ১২। ২১; ২২। গল ৪; ২৪-২৬।

যোঁয়ালি—১। অতিদুঃখ দায়ক দাসত্ব। দ্বি ২৮; ৪৮।

২। ক্লেশজনক ধর্ম্মকর্ম্ম। প্রে ১৫; ১০। গল ৫; ১।

৩। আনন্দদায়ক খ্রীষ্টের সেবা। ম ১১; ২৯,৩০।

৪। ইন্দ্রিয় দমন। বিল ৩; ২৭।

রক্ত—১। বধ ও মর্ত্যতা। যিশ ৩৪; ৩। যিহি ৩২; ৬। প্র ১৪; ২০।

২। খ্রীষ্টের কৃত প্রায়শ্চিত্তের নিদর্শন। ম ২৬; ২৮। ইব্রী ১৩; ২০।

রাত্রি—অজ্ঞানতা, ভ্রান্তি, দুঃখ। প্র ২১; ২৫।

রুটী, খাদ্য—১। ঐশ্বরিক উপদেশ। দ্বি ৮; ৩। যিশ ৫৫; ২। ম ৪; ৪।

২। খ্রীষ্টীয় প্রেম। ১ ক ১০; ১৭।

লবণ—১। খ্রীষ্টীয়ানের গুণ ও বিশ্বাসের মূলবিষয়। ম ৫; ১৩।

২। খ্রীষ্টীয় লোকের পরিণামদর্শিতা। কল ৪; ৬।

লিবানোনের এরস বৃক্ষ—যিহূদা দেশের রাজা বা যুবরাজগণ। যিশ ২; ১৩।

Digitized by Google

লৌহ বা অগ্নিকুণ্ড—পরীক্ষা, দুঃখ বা দুঃখের স্থান।
দ্বি ৪; ২০। যির ৯; ৭। ১১; ৪।
শয়ন—১। মরণ। দা ১২; ২। যো ১১; ১১। ১থি
৪; ১৪।
২। মোহ। রো ১৩; ১১।
শরীর—খ্রীষ্টের পবিত্রীকৃত মণ্ডলী। ১ক ১২; ১৩, ২৭।
শিখা—নাশক আপদ। যিশ ৪২; ২৫। ৬৬; ১৫। যিহি
২২; ৩১।
শিলা—প্রচণ্ড শত্রুদের আক্রমণ করণ। যিশ ২৮;২। ৩২;
১৯। প্র ৮; ৭।
শূকর—অশূচি, নাস্তিক। ম ৭; ৬।
শৃগাল—অতি কপটি ও প্রবঞ্চক। যিহি ১৩; ৪। লূ
১৩; ৩২।
শৃঙ্খল—বিপদ বা দুঃখ। বিল ৩; ৭।
শৃঙ্গ—১। শক্তি, বল। প্র ৫; ৬।
২। ঈশ্বর কর্তৃক রক্ষা। গী ১৮; ২। আমো ৩; ১৪।
লূ ১; ৬৯।
৩। রাজকীয় ক্ষমতা। যির ৪৮; ২৫। সিখ ১;
১৮, ২১। দা ৭; ২০, ২৪।
শ্বেত অশ্ব—সুখময় জয়ের নিদর্শন। প্র ৬; ২। রক্তাশ্ব,
রক্তপাতি যুদ্ধ। কৃষ্ণাশ্ব, পীড়া, মড়ক। পাণ্ডুবর্ণ
অশ্ব, দুর্ভিক্ষ ও দুঃখ। প্র ২-৮। সিখ ৬; ২।
শ্বেত প্রস্তর— সম্পূর্ণ মুক্তির চিহ্ন। প্র ২; ১৭।
শ্যাকুল—কুশিক্ষক, নাস্তিক, অধার্ম্মিক। যিশ ৫৫; ১৩।
সজ্জা—পারমার্থিক গুণ। রো ১৩; ১২। ইফ ৬; ১১।

Digitized by Google

সপ্ত সংখ্যা—পূর্ণতা। সমুদয় পুস্তক। প্র ১; ৪।

সপ্তাহ—সাত বৎসর। দা ৯; ২৪। এরূপ সত্তরি সপ্তাহে ৪৯০ বৎসর হয়।

স্তম্ভ—১। পরিবারের বা নগরের কিম্বা রাজ্যের প্রধান রক্ষার উপায়। গল ২; ৯।

২। গৌরবস্বরূপ মন্দিরের অনুগ্রহরূপ স্তম্ভ। প্র৩;১২।

স্ত্রী—খ্রীষ্টের মণ্ডলী, অর্থাৎ খ্রীষ্টাশ্রিত লোক। প্র ২১;৯।

স্থূলতা বা মাংস—১। ধন, সম্পত্তি। যিশ ১৭; ৪।

২। মর্ত্ত্য মনুষ্য। যিশ ৪০; ৬।

৩। মনুষ্যের ধর্ম্ম। ফিল ৩; ৩, ৪।

সর্ব্বনাশকারি ঘৃণার্হ বস্তু—রোমীয় সৈন্যের পতাকা। ম ২৪; ১৫।

সমুদ্র—১। বহুদূরস্থ ভিন্ন দেশীয়দের উপদ্বীপ বা দেশ। যিশ ৬০; ৫।

২। ফরাৎ বা নীল নদী। যিশ ২;১১। যির৫১;৩৬।

সর্প—১। শয়তান, ভূত। আ ৩; ১। ২ক ১১; ৩। প্র ১২; ৯।

২। পাপাত্মা পিতা মাতার দুরাত্মা সন্তান। ম ৩; ৭। ১২; ৩৪।

সাক্ষী—তাড়িত মণ্ডলী, বা তৎপালক। প্র ১১; ৩-৬।

সাংসারিক আচারানুসারে চলন—ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হইয়া আচার ব্যবহার করণ। রো ৮; ১।

সিংহ—১। সাহসের চিহ্ন, যিহূদা গোষ্ঠীর পতাকা। আ ৪৯; ৯।

২। খ্রীষ্টের নামান্তর। প্র ৫; ৫।

Digitized by Google

সিংহাসন—১। রাজ্যশাসন, বা রাজ্য। আ ৪১; ৪০।
২ শি ৭; ১২, ১৬।
২। দূত শ্রেণী বিশেষ। কল ১; ১৬।
সিদোম্ ও অমোরা—ধর্ম্মভ্রষ্ট, পাপ পূর্ণ কোন নগর।
যিশ ১; ১০। প্র ১১; ৮।
সুগন্ধিধূপ—প্রার্থনা, স্তুতিবাদাদি কর্ম্ম। গী ১৪১; ২।
প্র ৫; ৮।
স্বর্ণ—পবিত্র আত্মার গুণ। প্র ৩; ৮।
স্বর্গ—১। ঈশ্বরের তত্ত্বাবধারকতা। দা ৪; ৬২।
২। ঈশ্বর। ম ২১; ২৫। লূ ১৫; ১৮।
৩। রাজ্য বা মণ্ডলী শাসনের বিধি। যিশ ১২; ১৩।
হগ ২; ৬, ২১।
৪। প্রকাশিত মণ্ডলী। প্র ১২; ৭, ৯।
সূর্য্য—১। প্রভু পরমেশ্বর। গী ৮৪; ১১।
২। যীশু খ্রীষ্ট। মল ৪; ২।
সূর্য্য চন্দ্র—রাজ্য, মণ্ডলী। যোয় ২; ৩১। প্রে ২; ২০।
সূর্য্য ও নক্ষত্রের নিস্তেজঃ হওন—রাজ্য লণ্ড ভণ্ড হওন।
যিশ ১৩; ১০।
হস্তার্পণ—আশীর্ব্বাদ বা ক্ষমতা প্রদানের নিদর্শন। আ
৪৮; ২০। গণ ২৭; ১৮।
ক্ষত—পারমার্থিক রোগ, পাপ। যিশ ১; ৬। ৫৩; ৫।
ক্ষুধা পিপাসা—১। স্বাভাবিক সুখেচ্ছা। হি ১৯; ১৫।
যিশ ৫৫; ১। প্র ২২; ১৭।
২। পারমার্থিক ইচ্ছা। আমো ৮; ১১। লূ ১; ৫৩।
ক্ষেত্র—জগৎ, পৃথিবী। ম ১৩; ৩৮।

Digitized by Google

১৫ অধ্যায়।

খ্রীষ্টধর্ম্মের গুণ ও শক্তি ও সকলের গ্রহণীয়ত্বের বিষয়।

ধর্ম্মপুস্তক যে ঈশ্বরের জীবনদায়ক বাক্য ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এবং যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করিয়া মনুষ্যেরা যেন পরিত্রাণ বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, এতদভিপ্রায়ে নাশোন্মুখ পাপিদের প্রতি ঐ বাক্য উক্ত হইয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্মের যে দিগে দেখ সেই দিকেই স্বর্গীয় জ্ঞান পূর্ণ থাকা দৃষ্ট হয়, এবং ধর্ম্ম নামে যত মত খ্যাত আছে, সে সকলহইতে ইহা অতি শ্রেষ্ঠ।

ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ও প্রেরিতগণ ও সুসমাচার লেখক প্রভৃতি ঈশ্বরের পবিত্র লোক কর্ত্তৃক তদুক্ত বিধি সকল লিখিত হইয়াছে। এবং ঐ শাস্ত্র যে সত্য ইহা অসংখ্য বিজ্ঞ ও বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক খ্রীষ্টাশ্রিত লোকেরা সপ্রমাণ করিয়াছে, তাহা কেবল নয়, ঐ শাস্ত্র ঈশ্বরদত্ত ও পরিত্রাণজনক ইহা নিশ্চয় বুঝিয়া স্বীকার করাতে অনেকেই শত্রুকর্ত্তৃক হতও হইয়াছে। আর যাহারা উহার সত্যতার প্রেমে আকর্ষিত হইয়া তাহা গ্রহণ করে, তাহাদের মনোমধ্যে আদিকালীন ধার্ম্মিকের ন্যায় এক বিশেষ গুণ জন্মে, ইহাতে জানা যায় যে ঐ শাস্ত্র ঈশ্বরদত্ত বটে।

অদ্বিতীয় ও অনন্ত স্বয়ম্ভূ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও বিধাতৃত্ব ও অসীম গুণাদির বিষয় কেবল ধর্ম্মপুস্তকে সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশিত আছে। এবং মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিষয়ক ঈশ্বরের পবিত্র বিধিও উহাতে সুব্যক্ত আছে।

Digitized by Google

আর যে সময়ে মনুষ্যগণ স্ব ২কর্ম্মানুসারে পুরস্কার বা শাস্তি পাইবে সেই বিচারদিনের কথাও তাহাতে উক্ত আছে। এবং আচার ব্যবহার ও ঘটনা দেখিয়া মনুষ্যের দশা যেমন জানা যাইতেছে, এ শাস্ত্রেও সেই রূপ মনুষ্যের অবস্থা বর্ণিত আছে। ফলত মনুষ্য পতিত ও দুঃখগ্রস্ত ও মর্ত্ত্য ও দোষী ও ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘক ইহাও লিখিত আছে। মনুষ্যেরা এক জন সর্ব্বশক্তিমান প্রতিভূদ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও সম্পূর্ণ পাপক্ষমা ও বিনা মূল্যে পুণ্য পাইতে পারে এমত কথাও ঐ শাস্ত্রে কথিত আছে। মনুষ্যের মন অন্ধকারময় ও অন্তঃকরণ ভ্রষ্ট হইয়াছে, অতএব যিনি পুনর্জন্ম ও পবিত্রতাদ্বারা মনুষ্যের আত্মাকে প্রদীপ্ত ও পবিত্রীকৃত করেন, এমত পবিত্র আত্মার পরিচয়ও ঐ শাস্ত্রে দেয়। এবং ঐ ধর্ম্ম ঈশ্বরের প্রতি অন্তঃকরণস্থ বদ্ধমূল শত্রুতা নাশ করে, ও ঈশ্বরের পরিবার ভুক্ত হওন রূপ বচনাতীত আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে ও অনন্ত জীবন বিষয়ে সুপ্রত্যাশা ভোগ করিতে বিরুদ্ধাচারি মনুষ্যকে ঈশ্বরের নিকটে আনয়ন করে।

পরম দয়ালু পরমেশ্বরের এই শাস্ত্র মনুষ্যের অন্তঃকরণে ধর্ম্মের মূলসূত্র রোপণ করে, এবং যদ্দ্বারা মনুষ্য উচ্চীকৃত ও সুশোভিত ও সচ্চরিত্র হয় এমত সৎকর্ম্মেতেও প্রবৃত্তি দেয়। অধিক কি বলিব? এই ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ কিরণ প্রাপ্ত হওয়াতে পূর্ব্বকালীন লোকদের নৈষ্ঠুর্য্য ও পশুভাব ও অধম ব্যবহার একেবারে দূর হইয়া গিয়াছিল। এই ধর্ম্মদ্বারা স্ত্রী লোকেরা পুরুষের তুল্য সম্ভ্রম পাইয়াছে, ও তাহাতে বিবাহ ভার্য্যা স্বামি উভয়ের প্রকৃত মঙ্গলজনক

Digitized by Google

হইয়াছে, ও ঈশ্বরের প্রকৃত কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্থিরীকৃত হইয়াছে। অধিকন্তু এই ধর্ম্মদ্বারা পরিবারের মধ্যে মেল, ও পিতা পুত্র পরস্পরের স্নেহ সুব্যক্ত হইয়াছে। আর কেবল এই ধর্ম্মই পরস্পরের দোষক্ষমা ও প্রত্যয় ও ভ্রাতৃপ্রেম ও মুখাপেক্ষা ত্যাগ ইত্যাদি সৎকর্ম্মে লওযায়। আমাদের সকলের সমান অবস্থা, কারণ আমরা সর্ব্বশক্তিমান্ এক পিতা পরমেশ্বরের সন্তান এবং খ্রীষ্টাশ্রিত হওয়াতে খ্রীষ্টের শরীরের অঙ্গস্বরূপ ও অনন্ত জীবনের সহাধিকারি, এই বোধ জন্মাইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম সকল প্রকার লোককে এক রজ্জুতে বদ্ধ করিয়া সাধারণ লোকের প্রতি দয়া করিতে প্রবৃত্ত করে।

খ্রীষ্টধর্ম্ম দুর্ভাগ্য ও বিপদাপন্ন ও শাপগ্রস্ত মনুষ্যসন্তানগণের পক্ষে স্বর্গীয় দূতস্বরূপ। আর দুঃখি ও নিরাশ্রয় লোকদের উপকারার্থে স্থানে ২ যে ২ আশ্রয়স্থান দৃষ্ট হইতেছে সে সকলও কেবল খ্রীষ্টধর্ম্মের ফল জানিবা। পীড়িত ও ক্ষতবিশিষ্ট লোকদের হিতার্থে কনষ্টান্টাইন নামক রাজা রোমা রাজ্যের নানা স্থানে প্রথমে চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এবং ৬, ৭, ৮, শত শালের মধ্যে ইটালী ও ফ্রান্স ও স্পেন দেশে ঐ প্রকার আশ্রয়ের স্থান বিস্তর স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রকার আশ্রয়স্থান স্থাপন করা লোকদের এমত গ্রাহ্য হইল, যে ১০ শত শালে খ্রীষ্টিয়ানদের রাজ্যমধ্যে কুষ্ঠি লোকদের নিমিত্তে অসংখ্য আশ্রয়স্থান স্থাপিত হইল। এবং নানা প্রকার দুঃখি লোকদের উপকারার্থে রোমা নগরে ৪০ টা আশ্রয়স্থান ছিল। আর পিতর্সবর্গ নামক নগরে উক্তপ্রকার আশ্রয়

Digitized by Google

স্থান এতোধিক স্থাপিত হইয়াছিল, যে যাহারা ঐ রাজধানীর হঠাৎ উন্নতির কথা শ্রবণ করে, তাহারা প্রায় বিশ্বাস করিতে পারে না। এবং পারিস নগরে অন্যান্য আশ্রয়স্থান ছাড়া পীড়িত ও দুঃখি লোকদের উপকারার্থে প্রধান ২৪৮ সাধারণ স্থান ছিল।

পরদুঃখ দূর করণরূপ সৎকর্ম্ম প্রযুক্ত লণ্ডন নগর পৃথিবীস্থ আর২ নগরাপেক্ষা অতিশয় বিখ্যাত হইয়াছে, এ নগরের প্রত্যেক অঞ্চলে রোগী ও দরিদ্র লোকদের আশ্রয়স্থান ও চিকিৎসালয় ও ঔষধ বিতরণের স্থান দৃষ্ট হয়। সে সকল স্থান দয়ালু খ্রীষ্টীয়ান্ লোকের দ্বারা স্থাপিত, এবং তাহাতে যত ব্যয় হয় তাহাও তাঁহারা দিয়া থাকেন। ঐ সকল স্থানে পীড়িত ও দরিদ্র ও অন্ধ ও বোবা ও প্রাচীন ও পিতৃমাতৃহীন প্রভৃতি লোকেরা উপকার পায়। এই প্রকার শত২ আশ্রয়স্থান ঐ নগরে আছে। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক নগরে ও প্রধান২ গ্রামে দুঃখি লোকের হিতার্থে অসংখ্য উপকারের স্থান আছে।

খ্রীষ্টধর্ম্ম আমাদিগকে এক অমূল্য শাবত্ত দিবস ভোগ করিতে দিয়াছে, তাহাতে সদুপদেশ ও দানাদি সৎকর্ম্ম ও ঈশ্বরারাধনাদি ধর্ম্মকর্ম্ম করত সপ্তাহের এক দিন পবিত্ররূপে পালন করা যায়। এবং আমাদের ভ্রাতৃপ্রেম ও ধর্ম্মস্বভাব যেন বৃদ্ধি হয় এবং স্বর্গীয় সুখ বিষয়ে পরস্পরের দ্বারা আমরা যেন সাহসান্বিত হই, এতদর্থে ঐ ধর্ম্ম আমাদিগকে প্রভুর দিবসে একত্র হইতে আজ্ঞা দিয়াছে।

Digitized by Google

শাবত দিবস পালনদ্বারা সাধারণ লোকের প্রকৃত মঙ্গলচেষ্টা অতিশয় বৃদ্ধি পায়। তৎপালনের দ্বারা পরিত্রাণের চেষ্টা করিতে খ্রীষ্টাশ্রিত লোকদের প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। তদ্দ্বারা আপন প্রতিবাসি ও দেশস্থ ও পৃথিবীস্থ তাবৎলোকদের অমর আত্মার মঙ্গলার্থে তাহারা সদয় হইয়া অতিশয় ব্যস্ত হইতেছে। ফলত গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ব্রিটীন রাজ্যে ৫০ সহস্র দরিদ্র সন্তান মৃত খ্রীষ্টীয়ান লোকদের অর্থদ্বারা প্রতিপালিত ও ধর্ম্ম পুস্তকের মতানুযায়ি বিদ্যা প্রাপ্ত হইতেছে। এবং প্রতি রবিবারে শিল্পকর ও কৃষকাদি দরিদ্রলোকদের বিশ লক্ষ বালক বালিকা স্থানে২ একত্র হয়, তাহাদিগকে খ্রীষ্টাশ্রিত দুই লক্ষ দয়ালু লোক অনন্ত জীবনের বাক্য অর্থাৎ ধর্ম্মপুস্তকের উপদেশ দিতেছেন। তাহাতে তাহারা সুসমাচারদ্বারা ধর্ম্ম পথে গমন করিতে প্রবৃত্ত এবং ঈশ্বরের গৌরব করিতে ও তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে শিক্ষিত হইতেছে।

আর ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান তাবৎ মনুষ্যের নিকটে প্রকাশ করণাভিপ্রায়ে ব্রিটিস্ খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা বৎসর২ বিস্তর ধন ব্যয় করিতেছেন। ফলত দেবপূজক লোকদের ভাষা শিক্ষা করিয়া তাহাদের ভাষায় ধর্ম্মপুস্তক প্রস্তুত করিতে ও তাহাদের কাছে খ্রীষ্ট রিষয়ক সুসমাচার প্রচার করিতে ও তাহাদের সন্তান সন্ততিদিগকে স্বর্গীয় জ্ঞান দিতে ও তাহাদের নিকটে ত্রাণজনক অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করিতে এবং ঈশ্বরের ও পাপি লোকদের মধ্যে যে অদ্বিতীয় মধ্যস্থ আছেন, তাঁহার দ্বারা তাহাদিগকে অনন্ত

Digitized by Google

জীবনাধিকারে গমন করাইতে বৃটিস খ্রীষ্টীয়ান্ লোকেরা দেবপূজকদের মধ্যে শত শত মিসনরি অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম্মো-পদেশক প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। মহাত্মাদের এই স্বভাব বটে এবং ইহা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অবিনাশ্য ফলও বটে। ধর্ম্মপুস্তক প্রত্যেক জনকে সমান ভাবে শিক্ষা দেয়। ফলত কি রাজা কি কৃষক কি ধনবান কি দরিদ্র কি কর্ত্তা কি দাস কি পিতা কি পুত্র সকলকে সমানরূপে আহ্বান করিয়া আজ্ঞা করি-তেছে, যে তোমরা সরল ভাবে স্ব২ পাপের জন্যে অনু-তাপ করিয়া প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি ফির। পরমেশ্বর আপন পুত্র যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে যে সুসমাচার দিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাস করিলে অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়। কিন্তু ঐ সুসমাচারে অবজ্ঞা বা অবিশ্বাস করিলে ঈশ্ব-রকে মিথ্যাবাদী করা হয়, অতএব এমত মহাপরিত্রাণ অবজ্ঞা করিয়া আমরা কি প্রকারে বাঁচিব?

---

১৬ অধ্যায়।

দেশ নগরাদির নির্ণয়।

অন্তভাগে যে২ দেশ ও নগর ও নদ্যাদি উক্ত আছে, সে সমস্ত ভূমধ্যস্থ সাগর তীরের অল্প দূর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে। আর অন্তভাগে কেবল এই ২ সাগর উল্লেখিত আছে, যথা গালীল সমুদ্র অর্থাৎ তিবিরিয় হ্রদ, যাহাকে গিনেষরৎ হ্রদ বলে। এবং সূফসাগর আরব ও

মিসরদেশের মধ্যস্থিত সাগর। আর অন্তভাগে যে সকল দেশ উক্ত আছে, সে সমস্ত দেশ প্রায় আমাদের ত্রাণকর্ত্তার সময়ে রোমা রাজ্যের অন্তর্গত অর্থাৎ রোমীয়দের অধীন ছিল। আমাদের ত্রাণকর্ত্তা কেবল পিলেষ্টিয়া অর্থাৎ ইস্রায়েল দেশে স্থানে২ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তখন ঐ দেশ তিন প্রদেশে বিভক্ত ছিল, অর্থাৎ দক্ষিণ অঞ্চলে যিহূদা প্রদেশ, মধ্যখানে শোমিরোণ প্রদেশ, এবং উত্তর ভাগে গালীল প্রদেশ ছিল। যর্দ্দন নদীর পূর্ব্বতটস্থ দেশ পীরিয়া নামে খ্যাত, তাহাতে দশ নগর বিশিষ্ট দিকপলি প্রদেশ ছিল। যো ১; ২৮। মার্ক ৭; ৩১। পৌল প্রেরিত পিলেষ্টিয়া ও সুরিয়া ও ক্ষুদ্র আশিয়া ও যূনানী ও ইতলিয়া ইত্যাদি দেশে সুসমাচার প্রচারার্থে পুনঃ২ গতায়াত করিতেন, কিন্তু কেহ২ বলেন, তিনি ইস্পানিয়া ও গল অর্থাৎ ফ্রান্স ও ব্রীটিন দেশেও গিয়াছিলেন। আর ক্ষুদ্র আশিয়ার অন্তর্গত মুষিয়া ও লূদিয়া ও কারিয়া ও ত্রোয়া ও বিথুনীয়া ও পন্ত ও আশিয়া ও গালাতিয়া ও ফ্রুগিয়া ও লুকানিয় ও কাপদকিয়া ও লুকিয়া ও পমফুলিয়া ও কিলিকিয়া দেশ অন্তভাগে উক্ত আছে। রোমীয় প্রোকন্সল্ অর্থাৎ শাসনকর্ত্তার কর্তৃত্বাধীন ক্ষুদ্র আশিয়ার পশ্চিম অঞ্চল মুষিয়া ও লূদিয়া ও কারিয়া প্রদেশস্থ সপ্ত নগরে সপ্ত মণ্ডলী স্থাপিত হইয়াছিল। প্র ১। তন্মধ্যে ইফিষ নগর প্রধান ছিল।

Digitized by Google

দেশাদির নির্ঘণ্ট।

অত্তালিয়া—পম্‌ফুলিয়ার এক সমুদ্রতীরস্থ নগর।

অন্তিপাত্রি—শোমিরোণের এক নগর।

অপল্লোনিয়া—মাকিদোনীয়ের এক নগর।

অপ্পিয় ফর—ইতলিয়ার এক নগর, সে রোমা নগর হইতে ২০ ক্রোশ অন্তরে আছে।

অবিলীনী—লিবানোন্‌ পর্ব্বতের ও সুরিয়াস্থ অন্তি-লিবানসের মধ্যে এক প্রদেশ। লূ৩; ১।

অমোরা—অগ্নিদ্বারা সিদোম্‌ প্রান্তরস্থ দগ্ধ চারি নগরের এক নগর।

অরবিয়া—সূফ সাগরের পূর্ব্বদিগে আশিয়ার এক দেশ।

অরাম্‌ নহরয়িম্‌—ফরাৎ ও তীগ্রীস্‌ নদীদ্বয়ের মধ্যস্থ প্রদেশ।

অরেয়পাগ—আথিনী নগরের যে স্থানে মহাবিচার সভা হইত।

অরিমথিয়া—যিহূদা দেশের এক নগর।

অসস—ক্ষুদ্র আশিয়াতে জাহাজ লাগাইবার এক ঘাট।

অসা—পিলেষ্টিয়া দেশে পিলেষ্টীয় লোকদের এক নগর।

অষ্‌দোদ্‌—পিলেষ্টিয়া দেশের এক নগর।

আখায়া—যূনানী দেশের দক্ষিণ অঞ্চল, তাহার রাজ-ধানী করিন্থ নগর।

আন্তিয়খিয়া—এক সময়ে সুরিয়া দেশের প্রধান নগর ছিল, তথায় খ্রীষ্টাশ্রিত লোকেরা প্রথমে খ্রীষ্টীয়ান নামে বিখ্যাত হয়। তদ্ভিন্ন পিষিদিয়া প্রদেশেও আন্তিয়খিয়া নামে এক নগর ছিল।

Digitized by Google

আথীনী—আত্তিকা প্রদেশের রাজধানী, যুনানী দেশের তাবৎ নগরাপেক্ষা এ নগর অতি প্রসিদ্ধ ছিল, করিন্থ নগরহইতে সে নগর সাড়ে বার ক্রোশ দূরে স্থিত।

আদ্রিয়া—যূনানিয়া ও ইতলিয়া মধ্যস্থ সাগর।

আম্ফিপলি—সে মাকিদোনের এক নগর, এক্ষণে তাহাকে এম্বোলি বলে।

আশিয়া—অন্তভাগেতে ক্ষুদ্র আশিয়ার পশ্চিম অঞ্চলকে বুঝায়, কিন্তু আশিয়া মহাদ্বীপকে কখন বুঝায় না।

ইকনিয়—ক্ষুদ্র আশিয়ার এক নগর, সে লিকায়োনিয়ার রাজধানী।

ইতলিয়া—ইউরোপস্থ এক দেশ, যাহার রাজধানী রোমা নগর।

ইদোম্—অরবিয়ার উত্তরে ও যিহূদিয়ার দক্ষিণে যে দেশ।

ইম্মায়ূ—যিরূশালমের ঈশান কোণে সাড়ে তিন ক্রোশ অন্তরে এক নগর।

ইফিষ—ক্ষুদ্র আশিয়াস্থ এক নগর, তথায় দীয়ানা দেবীর মন্দির থাকা প্রযুক্ত ঐ নগর অতিপ্রসিদ্ধ ছিল।

ইফ্রয়িম—ইফ্রায়িম গোষ্ঠীর অধিকৃত পিলেষ্টিয়া দেশের এক নগর।

ইল্লুরিয়া—আদ্রিয়া সাগরের পূর্ব্ব তটস্থ এক দেশ।

ইস্পানিয়া—ইউরোপস্থ এক প্রশস্ত দেশ বিশেষ।

ঐনন্—যর্দ্দন নদীর নিকটস্থ যিহুদা দেশের এক নগর।

ঐলম—পারসী দেশের প্রাচীন নাম।

Digitized by Google

কপ্পদকিয়া—ক্ষুদ্র আশিয়াস্থ এক দেশ।

কফর্নাহূম—গিনেষেরৎ হ্রদের কূলে স্থাপিত গালীল্ প্রদেশস্থ এক নগর।

করিন্থ—যুনানী দেশের এক প্রসিদ্ধ নগর।

কলসী—ক্ষুদ্র আশিয়ার ফ্রুগিয়া প্রদেশস্থ এক নগর।

কান্না—গালীল্ প্রদেশস্থ এক নগর।

কিংক্রিয়া—করিন্থ নগরের নিকটস্থ জাহাজ লাগাইবার এক ঘাট।

কিদ্রোণ—যিরূশালমের নিকটস্থ এক উপনদী।

কিলিকিয়া—ক্ষুদ্র আশিয়ান্তর্গত এক দেশ।

কুপ্র—ভূমধ্যস্থ সাগরে স্থিত এক উপদ্বীপ।

কুরীণী—এক্ষণে তাহার নাম কুরেণ, সে আফ্রিকার এক নগর, এবং মিসরদেশের পশ্চিম ভূমধ্যস্থ সাগরের এক ঘাট।

কোরাসীন্—গালীল প্রদেশস্থ এক নগর।

কো—এক্ষণে তাহাকে ষ্ট্যাংকো বলে, সে ভূমধ্যস্থ সাগরে স্থিত এক উপদ্বীপ।

ক্লৌদিয়া—যুনানীয়দের অধীন এক ক্ষুদ্র উপদ্বীপ।

ক্রীতী—এক্ষণে তাহার নাম কান্দিয়া উপদ্বীপ, সেটা যূনানীয় তাবৎ উপদ্বীপ অপেক্ষা বড়।

ক্নীদ—এক্ষণে তাহার নাম ক্নাও হইয়াছে, সেটা ক্ষুদ্র আশিয়াস্থ এক নগর।

খীয়—ইজিয়ন সাগর স্থিত এক উপদ্বীপ।

গলাতিয়া—ক্ষুদ্র আশিয়াস্থ এক দেশ।

গালীল্—পিলেষ্টিয়া দেশের উত্তর খণ্ড।

Digitized by Google

গিদেরা—ইফ্রয়িমের অধিকৃত পিলেষ্টিয়া দেশের এক নগর।

গিনেষরৎ—গালীল সাগর বা তিবিরিয় হ্রদ।

গির্গাশীয়—গির্গাশা নিবাসি। গিনেষরৎ হ্রদের তটস্থ এক নগর।

গুল্‌গলতা—কাল্‌বরি পর্ব্বতের এক অংশ।

জৈতুন পর্ব্বত—যিরূশালমের পূর্ব্বদিগস্থ এক পর্ব্বত।

তলিমায়ি—পিলেষ্টিয়া দেশের সমুদ্রতীরস্থ এক ঘাট, এক্ষণে তাহাকে একর্ বলে।

তাবোর—পিলেষ্টিয়া দেশস্থ এক পর্ব্বত।

তার্ষ—ক্ষুদ্র আশিয়ান্তর্গত কিলিকিয়া প্রদেশের রাজধানী নগর।

তিবিরিয়া—গালীল প্রদেশের রাজধানী, এক্ষণে তাহার নাম তেবরীয়।

ত্রাখোনীতিয়া—পিলেষ্টিয়া দেশের এক অঞ্চল।

ত্রীষ্টবর্ণী—রোমা নগরহইতে ১৫ ক্রোশ দূরস্থিত এক স্থান।

ত্রোয়া—ক্ষুদ্র আশিয়ার এক নগর।

ত্রোগুল্লিয়—ক্ষুদ্র আশিয়াস্থ এক নগর।

থিষলনীকী—এক্ষণে তাহাকে সালনীকা বলে, সেটা মাকিদোন্ দেশের জাহাজ বোঝাই করিবার ঘাট।

থুয়াতীরা—এক্ষণে তাহার নাম অখিসের, ক্ষুদ্র আশিয়ার এক নগর।

দম্মেষক্—সুরিয়াদেশের এক প্রসিদ্ধ নগর, সেটা ভূমধ্যস্থসাগরহইতে ২৫ ক্রোশ অন্তর।

দল্‌মনথা—গিনেষরৎ হ্রদের তটস্থ এক নগর।

Digitized by Google

দলমাতিয়া—বিনিস্ খাড়ির কূলস্থ ইল্লুরিয়ার এক প্রদেশ।
দর্বী—ক্ষুদ্র আশিয়াস্থ লুকায়নীয় দেশের এক নগর।
দিকপলি—পিলেষ্টিয়া দেশের দশ নগর বিশিষ্ট এক চাকলা।
নপ্তালি—গালীল্ প্রদেশের উত্তরে এক চাকলা।
নায়িন্—গালীল প্রদেশস্থ এক নগর।
নাসরৎ—গালীল্ প্রদেশস্থ এক নগর।
নিনিবী—অশূরীয় রাজ্যের রাজধানী এক প্রাচীন নগর।
নিয়াপলি—এক্ষণে তাহাকে কাবালা বলে, সে মাকিদোন্ দেশের এক নগর।
নীকপলি—যূনানী দেশের ইপাইরস্ প্রদেশস্থ এক নগর।
পৎম—ক্ষুদ্র আশিয়ার নিকটবর্ত্তি প্রস্তরময় এক ক্ষুদ্র উপদ্বীপ, যাহাকে এক্ষণে পট্টনো বলে।
পন্ত—ক্ষুদ্র আশিয়াস্থ এক দেশ।
পম্ফুলিয়া—ক্ষুদ্র আশিয়াস্থ এক দেশ।
পর্গা—ক্ষুদ্র আশিয়াস্থ পম্ফুলিয়া দেশের রাজধানী নগর।
পর্গাম—ক্ষুদ্র আশিয়ার অন্তর্গত এক নগর।
পর্থীয়—পারস্ দেশের নিকটস্থ এক দেশ।
পাতারা—ক্ষুদ্র আশিয়াস্থ লুকিয়া প্রদেশের জাহাজ রাখিবার এক ঘাট।
পাফ—কুপ্র উপদ্বীপের এক নগর।
পারস্—আশিয়ান্তর্গত এক বৃহৎ রাজ্য।
পিষিদিয়া—ক্ষুদ্র আশিয়ার এক দেশ।
পূতিয়লী—ইতলিয়া দেশস্থ এক নগর, যাহাকে এক্ষণে পাজ্জুওলো বলে।

Digitized by Google

ফিলাদিল্ফিয়া—ক্ষুদ্র আশিয়ান্তর্গত লুদিয়া প্রদেশস্থ এক নগর, যাহাকে এক্ষণে আল্লা শহর বলে।

ফিলিপ্পী—মাকিদোন্ দেশের এক নগর, তাহার নাম এক্ষণে ডেটস্ হইয়াছে।

ফৈনীকিয়া—পিলেষ্টীয় লোকদের অধীন দেশ।

ফ্রুগিয়া—ক্ষুদ্র আশিয়ান্তর্গত এক দেশ।

বাবিল—ফরাৎ নদীতটে স্থাপিত খল্দীয় দেশের রাজধানী নগর।

বিরয়া—মহা সিকন্দরের জন্ম স্থান মাকিদোন্ দেশের এক নগর।

বৈৎফগী—যিহূদা দেশস্থ এক গ্রাম, তাহা যিরূশালম নগরহইতে ১ ক্রোশ অন্তর।

বৈৎলেহম—যিহূদা দেশের যে নগরে ত্রাণকর্ত্তা জন্মিয়াছিলেন।

বৈৎসৈদা—গিনেষরৎ হ্রদের কূলস্থিত গালীল্ প্রদেশস্থ এক নগর।

বৈথনিয়া—যিহূদা দেশের এক নগর তাহা যিরূশালম্ হইতে ১ ক্রোশ অন্তর।

বৈথবারা—যর্দ্দন নদীর পূর্ব্বদিগে যিহূদা দেশস্থ এক নগর।

মগ্দলা—গিনেষরৎ হ্রদের তটস্থিত পিলেষ্টিয়া দেশস্থ এক নগর।

মাকিদনিয়া—যূনানী দেশের উত্তরে এক প্রদেশ।

মাদিয়া—পারস্ দেশের নিকটস্থ এক দেশ।

মিলীত—ক্ষুদ্র আশিয়ার এক নগর।

Digitized by Google

মিলিতা—ইতলিয়া দেশের দক্ষিণে স্থিত এক উপদ্বীপ, এক্ষণে তাহাকে মাল্‌টা বলে।

মিসর—আফ্রিকার উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলস্থ এক প্রসিদ্ধ দেশ।

মুরা—ক্ষুদ্র আশিয়াস্থ লুসিয়া দেশের রাজধানী।

মুষিয়া—ক্ষুদ্র আশিয়াস্থ এক প্রদেশ।

যিরীহো—যিহূদা দেশস্থ এক নগর।

যিরুশালম—যিহূদা দেশের রাজধানী নগর, এ নগর সিয়োন ও মোরিয়াও একা ও বেজিটা এই চারি পর্ব্বতোপরি স্থাপিত ছিল। কিন্তু আধুনিক যিরুশালম নগর মোরিয়া পর্ব্বতের উপরে সংস্থাপিত আছে।

যিহূদিয়া—পিলেষ্টিয়া দেশের দক্ষিণ ভাগ, কিন্তু এই নামেতে সমুদয় দেশও কথিত হয়।

যূনানী—ইউরোপের পূর্ব্ব দক্ষিণ অঞ্চল স্থিত এক দেশ, যাহা বিদ্যা প্রযুক্ত প্রসিদ্ধ আছে, গ্রীশ্ দেশ।

রক্তসাগর বা সূফ সমুদ্র—মিসর ও আরবিয়া দেশের মধ্যস্থিত সাগর।

রামৎ—যিহূদার এক নগর।

রীগীয়—ইতলিয়া দেশে জাহাজ রাখিবার এক ঘাট।

রোদিয়া—ক্ষুদ্র আশিয়ার নিকটস্থ এক ক্ষুদ্র উপদ্বীপ।

রোমা—ইতলিয়া দেশের এক নগর, তাহা সাত উপপর্ব্বতোপরি স্থাপিত হইয়াছিল, এবং ঐ নগরই রোমা রাজ্যের রাজধানী ছিল।

লায়দিকেয়া—ক্ষুদ্র আশিয়াস্থ এক নগর, এক্ষণ তাহাকে ইস্কীহসর বলে।

Digitized by Google

লূকায়নিয়া—ক্ষুদ্র আশিয়াস্থ এক দেশ।
লূবিয়া—মিসরের পশ্চিম দিগে আফ্রিকাস্থ এক দেশ।
লূকিয়া—ভূমধ্যস্থ সাগরতটস্থ ক্ষুদ্র আশিয়ার এক দেশ।
লূস্ত্রা—ক্ষুদ্র আসিয়ার অন্তঃপাতি এক নগর।
লোদ—যিহূদা দেশের এক নগর।
শারোণ—শোমিরোণ প্রদেশস্থ এক নগর।
শালীম—শোমিরোণের এক নগর।
শিখিম—শোমিরোণের এক নগর।
শিবা—অরবিয়ার এক প্রদেশ।
শীলোহ—যিরূশালমের নিকটবর্ত্তী এক পুষ্করিণী এবং দুর্গ।
শোমিরোণ—পিলেষ্টিয়া দেশের মধ্যস্থিত প্রদেশ।
সাম—ভূমধ্যস্থ সাগর স্থিত এক উপদ্বীপ।
সামথ্রাকী—যূনানী দেশের এক ক্ষুদ্র উপদ্বীপ।
সার্দ্দী—ক্ষুদ্র আশিয়ার অন্তর্গত এক নগর যাহাকে এক্ষণে স্তার্ত্ত বলে।
সারিফৎ—ফৈনিকীয় দেশস্থ এক নগর।
সালামী—কুপ্র উপদ্বীপের এক নগর।
সিকন্দরিয়া—মিসর দেশে এক জাহাজ রাখিবার ঘাট, পূর্ব্বে বহু বৎসরাবধি তথায় অতিশয় বাণিজ্য হইত।
সিদোম্—অগ্নিদ্বারা যে চারি নগর নষ্ট হয় তাহারি এক নগর।
সিবুলূন—ইস্রায়েলের এক গোষ্ঠী, পিলেষ্টিয়ার এক চাকলা।
সিয়োন্—যিরূশালমের অর্থ দেখ।

Digitized by Google

সীনয়—পর্ব্বত বিশেষ,সে অরবিয়া দেশে আছে।
স্মূর্ণা—ক্ষুদ্র আশিয়াস্থ এক নগর।
সুরফৈনীকীয়—সুরিয়া দেশের প্রান্তভাগস্থ ফৈনীকীয় দেশ।
সুরাকুষী—সিসিলী উপদ্বীপস্থ এক নগর।
সুরিয়া বা অরাম—আশিয়াখণ্ডস্থ এক প্রশস্ত দেশ।
সোর—ফৈনীকীয় দেশস্থ এক ঘাট।
হকল্‌দামা—যিরূশালমের নিকটস্থ এক ক্ষেত্র।
হর্মগিদ্দো—শোমিরোণস্থ মেগিদ্দো স্থিত এক পর্ব্বত।
হারণ—অরাম নহরয়িম দেশস্থ এক নগর।
হিয়রাপলি—ক্ষুদ্র আশিয়াস্থ ফ্রুগিয়া প্রদেশের অন্তর্গত এক বিশেষ নগর।

---

১৭ অধ্যায়।

ধর্ম্মপুস্তকান্তর্গত মুদ্রা ও পরিমাণাদির বিষয়।

ধর্ম্মপুস্তক লেখকেরা নানা প্রকার মুদ্রা ও পরিমাণাদি লিখিয়াছে, সে সমস্ত ইব্রীয় মূলক নহে, তন্মধ্যে কতক যূনানীয় ও কতক রোমীয়, যেহেতুক ঐ২ জাতীয়েরা ক্রমে২ যিহূদা দেশ অধিকার করাতে তথায় আপন২ মুদ্রা ও ধারা ও রাজশাসন চালাইয়াছিল। কিন্তু ঐ সকল মুদ্রা ও পরিমাণাদির হিসাব করা সুকঠিন প্রযুক্ত বঙ্গদেশীয় মুদ্রা ও পরিমাণের সহিত ঐক্য করিয়া নিম্নে লেখা গেল।

Digitized by Google

১ মুদ্রাদির মূল্যের বিষয়।

তাম্র মুদ্রা।

ইংরাজী নাম	য়ুনানীয় নাম	ইব্রীয় নাম	পুস্তকের স্থান	বঙ্গদেশীয় চলিত মূল্য
মাইট	লেপ্‌টা	.. .. ..	মা ১২; ৪২। ..	.. .. ১৷৷=গণ্ডা
ফার্থিং	কদ্রান্তি	.. .. ..	ম ৫; ৬। ..	.. .. ১৩।—গণ্ডা
১৷৷০ ফার্থিং ..	আসারীয় ..	.. .. ..	—১০; ২৯। ..	.. .. ১৫ গণ্ডা

রৌপ্য মুদ্রা।

ইংরাজী নাম	য়ুনানীয় নাম	ইব্রীয় নাম	পুস্তকের স্থান	বঙ্গদেশীয় চলিত মূল্য
গেরা	.. .. ..	গিরা	যা ৩০; ১৩।	.. .. ৴০ আনা
পেনি	ডেনেরীয়	.. .. ..	ম ২০; ২।	.. .. ।৴০ আনা
বিকা	.. .. ..	বিকাৎ	যা ৩৮; ২৬।	.. .. ৷৷৶০ আনা
শেকেল ..	ষ্টাটীর ..	শেকেল	— ৩০; ১৩। ম ১৭; ২৭।	.. .. ১।০ টাকা
.. .. ..	মনা	.. .. ..	লূ ১৯; ১৩।	.. .. ৩১।০ টাকা
টালণ্ট	তালন্ত	কিক্কর	— ১৮; ২৪।	.. ১৮৭৫৲ টাকা

স্বর্ণ মুদ্রা।

ইংরাজী নাম	য়ুনানীয় নাম	ইব্রীয় নাম	পুস্তকের স্থান	বঙ্গদেশীয় চলিত মূল্য
শেকেল .. .	.. .. ..	শেকেল	.. .. ..	.. .. ১৮।০ টাকা
টালণ্ট	তালন্ত	কিক্কর	১ রা ৯; ১৪।	.. ৫৪৭৫০৲ টাকা

২ ধাতু দ্রব্যের ওজন।

গেরা	৴৹ আনা	মনা	৸৶৹ ছটাক
বিকা	৷৶৹ আনা	তালন্ত	১৴৬৸৶৹ মোন
শেকেল	১৷৹ কাঁচ্চা	.. ..	

৩ দীর্ঘ পরিমাণ।

ইংরাজী নাম	যুনানীয় নাম	ইব্রীয় নাম	ধর্ম্মপুস্তকের স্থান	বঙ্গদেশীয় পরিমাণ
ফিঙ্গর	দাক্তুল	ইৎসবা	যির ৫২; ২১।	১ অঙ্গুলি
হেনব্রেড্‌থ ..	.. ..	টফাহ	যা ২৫; ২৫।	১ মুট
স্প্যান	.. ..	সিরিথ	—— ২৮; ১৬।	১ বিঘত
কিউবিট	পীখু	আম্মা	আ ৬; ১৫।	১ হাত
ফ্যাথম	অগুইয়া	.. ..	প্রে ২৭; ২৮।	১ ধনু
রীড	কালাম	কানি	যিহি ৪০; ৩—৫। ..	১৮ ধনু
লাইন	.. ..	ফিথিল	—— ৪০; ৩।	২০ ধনু
ফর্লং	স্তাদীয়	.. ..	লূ ২৪; ১৩।	৪৬৬ হাত
মাইল	.. ..	.. ..	ম ৫; ৪১।	১ ক্রোশ বা ৪০০০ হাত
বিশ্রামবারের ভ্রমণ	.. ..	.. ..	প্রে ১; ১২।	১ ক্রোশ
পারাসাং	.. ..	পারাসাং	.. ..	৩ ক্রোশ

দ্রব দ্রব্যের ওজন।

ইংরাজী নাম	যূনানীয় নাম	ইব্রীয় নাম	পুস্তকের স্থান	বঙ্গদেশীয় চলিত মুল্য
লগ		লোগ	লে ১৪; ১০।	./১০ পোয়া
হিন		হাইন	যা ২৯; ৪০।	./৫ সের
ফর্কিন	মিত্রিতি		যো ২; ৬।	./৩॥./০ সের
বাথ্		বাথ	১ রা ৭; ২৬।	৸০ সের
হোমর		হোমর বা কর	যিহি ৪৫; ১৪।	৭॥০ মোন

শুষ্ক শস্যাদির ওজন।

পট্	জেক্সটো		মা ৭; ৪।	৸০ ছটাক
কাব্	কৈনিক্স	কাব্	২ রা ৬; ২৫।প্র ৬; ৬।	./১ সের
ওমর		ওমর	যা ১৬; ৩৬।	./১॥০ সের
সেয়া	সাতন	সিয়া	ম ১৩; ৩৩।	./৮ সের
এফা		ঐফা বা বাথ	যিহি ৪৫; ১১।	॥৪ সের
হোমর		হোমর	গণ ১১; ৩২।	১॥৪ মোন

Digitized by Google

১৮ অধ্যায়।

সৃষ্টি কালাবধি ৪১০৪ বৎসর পর্য্যন্ত ধর্ম্মপুস্তকের অন্তর্গত বিশেষ ২ ঘটনার নির্ঘণ্ট।

প্রথম কাল।

সৃষ্টিকালাবধি জলপ্লাবন পর্য্যন্ত ১৬৫৬ বৎসরের ঘটনা।

খ্রী.পু।

৪০০৪ জগতের সৃষ্টি হওন। আ ১, ২ অধ্যায়।

৪০০৩ ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে আমাদের আদি-পিতা মাতা আদম হবার পবিত্র ও সুখাবস্থা-হইতে পতন, এবং তাঁহাদের নিকট এক ত্রাণ-কর্ত্তা বিষয়ক ঈশ্বরের অঙ্গীকার। আ ৩।

৪০০২ কাবিলের জন্ম। আ ৪; ১।

৪০০১ হাবিলের জন্ম। আ ২।

৩৮৭৫ কাবিল কর্ত্তৃক হাবিলের বধ। আ ৪।

৩৮৭৪ আদমের ১৩৯ বৎসর বয়সে শেথের জন্ম। আ ৫; ৩।

৩৩৮২ হনোকের জন্ম। আ ৫; ১৮, ১৯।

৩৩১৭ মিথূশেলহের জন্ম। আ ৫; ২১।

৩০৭৪ আদমের ৯৩০ বৎসর বয়সে মৃত্যু। আ ৫; ৫।

৩০১৭ হনোকের ৩৬৫ বৎসর বয়সে অন্তর্হিত হওন আ ৫; ২৪।

Digitized by Google

২৯৬২ শেথের ৯১২ বৎসর বয়সে মরণ। আ ৫; ৮।
২৯৪৮ নোহের জন্ম। আ ৫; ২৮, ২৯।
২৪৬৮ জলপ্লাবনের কথা প্রচার করিয়া ভয় প্রদর্শন, ও নোহের ১২০ বৎসর ব্যাপিয়া মনঃপরিবর্ত্তনের কথা ঘোষণা করুণ। আ ৬; ৩-২২। ১পি ৩; ২০। ২পি ২; ৫।
২৩৪৮ মিথূশেলহের ৯৬৯ বৎসর বয়সে মরণ। আদি ৫; ২৭।
সেই বৎসরে নোহের ৬০০ বৎসর বয়সে জাহাজে প্রবেশ করণ। আ ৭; ৬, ৭।

দ্বিতীয় কাল।

জলপ্লাবনাবধি ইব্রাহীমের আহ্বান পর্য্যন্ত ৪২৭ বৎসরের ঘটনা।

২৩৪৭ নোহের সপরিবারে জাহাজহইতে বাহির হইয়া হোম করণ। আদি ৮; ১৮। ৯; ৮-১৭।
২২৩৪ বাবিল দুর্গের নির্ম্মাণ, ও ভাষাভেদ, ও মনুষ্যদিগের নানা স্থানে ছিন্নভিন্ন হওন। আদি ১১; ৯।
২২৩৩ নিম্রোদের অশূরীয় রাজ্যের সংস্থাপন করণ। আ ১০; ১১।
২১৮৮ নোহের পুত্র হাম, তাহার পুত্র মিস্রয়িমের মিসর রাজ্যের স্থাপন।
২১৮০ আয়ূবের প্রতি দুঃখ ঘটন।

Digitized by Google

১৯৯৮ নোহের ৯৫০ বৎসর বয়সে মরণ। আ ৯
২৮; ২৯।

১৯৯৬ ইব্রাহীমের জন্ম। আ ১১; ২৬।

তৃতীয় কাল।

ইব্রাহীমের আহূত হওনাবধি মিসর দেশহইতে ইস্রায়েল বংশের যাত্রা করণ পর্য্যন্ত।

৪৩০ বৎসরের ঘটনা।

১৯২১ ইব্রাহীমের ৭৫ বৎসর বয়ঃক্রমে খল্‌দীয় প্রতিমা পূজাহইতে ঈশ্বরের সেবা করিতে আহূত হওন। আদি ১২।

১৮৯৭ ইব্রামের সহিত ঈশ্বরের নিয়ম করণ, ও তাহার ইব্রাম নামের পরিবর্ত্তন করিয়া ইব্রাহীম করণ, ও ত্বক্‌ছেদের বিধি স্থাপন করণ, ও লোটের রক্ষা পাওন, এবং সিদোম ও অমোরা ও অদ্‌মা ও জিবোয়িম এই চারি নগর বিনষ্ট হওন। আদি ১৭-১৯।

১৮৯৬ ১০০ বৎসর বয়সে ইব্রাহীমের ঔরসে ইসহাকের জন্ম। আ ২১।

১৮৭১ ইব্রাহীমের ইস্‌হাককে ঈশ্বরোদ্দেশে উৎসর্গ করিতে উদ্যত হওন। ইব্রী ১১; ১৭-১৯। যাক ২; ২১।

১৮৫৯ ইব্রাহীমের স্ত্রী সারার ১২৭ বৎসর বয়সে মৃত্যু হওন। আ ২৩; ১, ২।

Digitized by Google

১৮৫৭ ইস্‌হাকের রিবিকাকে বিবাহ করণ। আ ২৪।

১৮৩৬ ইস্‌হাকের ৬০ বৎসর বয়সে তাহার যাকুব ও এসৌ এই দুই পুত্রের জন্ম। আ ২৫; ২৬।

১৮২২ ইব্রাহীমের ১৭৫ বৎসর বয়সে মরণ। আ ৭; ৮।

১৭৬০ যাকুবের সুরিয়া দেশে আপন মাতুল লাবানের বাটীতে গিয়া তাহার রাহেল ও লিয়া দুই কন্যাকে বিবাহ করণ। আ ২৮; ২৯।

১৭৪৫ যাকুবের ৯০ বৎসর বয়সে তাহার যুষফ নামক পুত্রের জন্ম। আ ৩০; ২৩, ২৪।

১৭৩৯ যাকুবের কিনান্‌ দেশে পুনরাগমন। আ ৩১,৩২।

১৭২৮ যূষফের দাসরূপে বিক্রীত হওন। আ ৩৭।

১৭১৫ যূষফের ফিরৌণ রাজের স্বপ্নার্থ প্রকাশ করাতে মিসরের কর্ত্তারূপে নিযুক্ত হওন আ। ৪১।

১৭০৬ যূষফের পিতা ও ভ্রাতাদের মিসর দেশে বাস করণ। আদি। ৪৬; ৪৭।

১৬৮৯ যাকুবের ত্রাণকর্ত্তার আগমন বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্য কহন, ও মিসর দেশে তাহার ১৪৭ বৎসর বয়সে মৃত্যু হওন। আ ৪৯।

১৬৩৫ যূষফের ১১০ বৎসর বয়সে মরণ। আ ৫০।

১৫৭৪ হারণের জন্ম। যা ৬; ২০। ৭; ৭।

১৫৭১ মূসার জন্ম। আ ২; ১-১০।

১৫৩১ মূসার মিদিয়ন দেশে পলায়ন। আ ১১; ১৫।

১৪৯১ ইস্রায়েল লোকদিগকে উদ্ধার করিতে মূসার ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত হওন। আ ৩।

Digitized by Google

চতুর্থ কাল।

মিসরহইতে ইস্রায়েল্ লোকদের যাত্রাবধি কিনান্ দেশে প্রবেশ পর্য্যন্ত ৪০ বৎসরের ঘটনা।

১৪৯১ সূফ্ সাগরের মধ্যদিয়া ইস্রায়েল লোকদের আশ্চর্য্যরূপে গমন, এবং ফিরৌণের ডুবিয়া মরণ। যা ১৪ ; ১৫।

১৪৯০ সীনয় পর্ব্বতে ব্যবস্থা প্রাপণ ও তাম্বুর স্থাপন। যা ১৯, ৪০।

১৪৫২ মূসার ভগিনী মরিয়মের ১৩০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হওন। গণ ২০ ; ১।

হারোণের ১২৩ বৎসর বয়সে মরণ।

১৪৫১ মূসার ১২০ বৎসর বয়সে মৃত্যু, ও যিহোশূয়ের তৎপদাভিষিক্ত হওন। দ্বি ৩৪।

পঞ্চম কাল।

কিনান দেশে ইস্রায়েল্ লোকদের প্রবেশাবধি সুলেমানের মন্দির নির্ম্মাণ পর্য্যন্ত ৪৪৭ বৎসরের ঘটনা।

১৪৫১ ইস্রায়েল্ লোকদের যর্দ্দন নদী পার হওন, ও মান্না বর্ষণ নিবত্ত হওন, এবং তাহাদের যিরিহো নগর অধিকার করণ। যিহো ১-৬।

১৪৪৩ যিহোশূয়ের ১১০ বৎসর বয়সে মরণ। ২৪ ; ২৯।

১১৫৫ শিমূয়েলের জন্ম। ১শি ১ ; ২০।

Digitized by Google

১১১৬ এলি মহাযাজকের মৃত্যু, ও ঈশ্বরের নিয়মসিন্দুক পিলেষ্টীয় লোক কর্ত্তৃক নীত হওন। ১শি ৪।

১০৯৫ শৌলের রাজরূপে নিযুক্ত হওন। ১শি ১০, ১১; ১২-১৫।

১০৮৫ দায়ূদের জন্ম।

১০৬৩ দায়ূদ রাজারূপে নিযুক্ত হওন। ১শি ১৬; ১৩।

১০৬২ দায়ূদের জালূৎকে বধ করণ। ১৭; ৪৯-৫১।

১০৫৫ শৌলের যুদ্ধেতে পরাস্ত হওয়াতে আপনাকে নষ্ট করণ, ও যিহূদীয় লোকদের দায়ূদ্‌কে রাজরূপে স্বীকার করণ। ১শি ৩১।

১০৪৮ ঈশ্‌বোশেৎ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক হত হইলে সমুদয় রাজ্য দায়ূদের অধীন হওন। ২শি ৪,৫।

১০৪৭ দায়ূদের যিবূষীয় লোকদের হইতে যিরূশালম নগর লইয়া আপন রাজ্যের রাজধানী করণ। ২শি ৫।

১০৩৫ দায়ূদ্‌ বৈৎশেবার সহিত ব্যভিচার করিয়া তাহার স্বামিকে নষ্ট করণাভিপ্রায়ে যুদ্ধে প্রেরণ। ২শি ১১।

১০৩৪ ঈশ্বরের প্রেরিত নাথন ভবিষ্যদ্বক্তার কথা শুনিয়া দায়ূদের স্বপাপ নিমিত্তে অনুতাপ করণ। ২শি ১২।

১০৩৩ সুলেমানের জন্ম। ২শি ১২; ২৪।

১০২৩ অবশালমের আপন পিতার বিরুদ্ধে উঠন, এবং রাজ সেনাপতি যোয়াব্‌ কর্ত্তৃক তাহার হত হওন। ২শি ৫-৮।

১০১৫ দায়ূদ কর্ত্তৃক সুলেমানের রাজা হওন। ১রা ১।

Digitized by Google

১০১৪ দায়ূদের ৭০ বৎসর বয়সে পরলোকপ্রাপ্তি হওন। ১রা ২।

১০০৪ সাত বৎসরের পর সুলেমানের মন্দিরের নির্মাণ কার্য্য সমাপন। ১রা ৬; ৭।

ষষ্ঠ কাল।

সুলেমানের মন্দির সমাপন কালাবধি বাবিল দেশে ইস্রায়েলদের বন্দি হইয়া নীত হওন পর্য্যন্ত ৪১৫ বৎসরের ঘটনা।

১০০৩ সুলেমানের মন্দির প্রতিষ্ঠা। ১রা ৮।

৯৭৫ সুলেমানের মৃত্যু ও রিহবিয়ামের বিরুদ্ধে দশ গোষ্ঠীর প্রতিকূলাচরণ ও যারবিয়ামের প্রভু পরমেশ্বরের আরাধনা উঠাইয়া দিয়া পূজা করিবার নিমিত্তে রাজ্যের দুই সীমায় গোবৎসাকৃতি দুই স্বর্ণময়ী প্রতিমা স্থাপিত করণ। এই প্রতিমা পূজা করণ দোষ প্রযুক্ত অনেক ইস্রায়েল লোক ও পুরোহিতগণের তদ্রাজ্য রিত্যাগ করিয়া যিহূদীয় লোকদের সহিত মিলন। ১রা ১০; ১১। ২ বং ১১; ১৩,১৬।

৯৭১ রিহরিয়াম্ কুকর্ম্মেতে অত্যন্ত আসক্ত হইলে ঈশ্বরের সম্মতিতে মিসর দেশের শিশাক নামক রাজা কর্ত্তৃক যিরূশালম নগর আক্রমণ ও রাজ গৃহ ও ঈশ্বরের মন্দিরস্থ তাবৎ দ্রব্য অপহরণ। ১ রা ১৪; ২৫। ২বং ১২; ১,৯।

Digitized by Google

৮৯৬ এলিয় ভবিষ্যদ্বক্তার স্বর্গারোহণ ও ইলীশার তৎপদাষিক্ত হওন। ২রা ২।

৮৩৯ ইলীশার মরণ। ২রাজা ১৩।

৮১০ যিহূদা রাজ্যে ৫২ বৎসর উষিয় রাজা রাজত্ব করণকালে যিশয়িয় ও আমোসের এবং যূনুস ও হোশেয়ের যিহূদাতে ভবিষ্যদ্বাক্য কহন। ২ রা ১৫; ১-৭। ২বং ১৬।

৭২৬ ধর্ম্মকর্ম্মের প্রতি লোকদের অমনোযোগ প্রযুক্ত তাহা সম্পূর্ণ রূপে শোধনার্থে হিষ্কিয়ের বিস্তর চেষ্টা এবং ধর্ম্মপুস্তক বিতরণার্থে অধ্যাপকদের এক সম্প্রদায় স্থাপন। ২ রা ১৮। ২বং২৯-৩১। হি ২৫।

৭২১ ইস্রায়েল রাজ্য যিহূদা রাজ্যহইতে বিভিন্ন হইয়া ১৯ জন দুষ্ট রাজ কর্ত্তৃক ২৫৪ বৎসর পর্য্যন্ত শাসিত হইলে অশূরীয় লোক কর্ত্তৃক তদ্রাজ্যের সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হওন। ২ রা ১৭।

৭১২ মীখা ও নাহূমের ভবিষ্যদ্বাক্য কহন।

৬৯৮ হিষ্কিয়ের পুত্র যিহূদার দুষ্ট রাজা মিনশি কর্ত্তৃক যিশয়িয়ের করাতদ্বারা বধ।

৬৪১ সিফনিয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য কহন।

৬২৩ যোয়েলের ভবিষ্যদ্বাক্য কহন।

৬০৯ হবক্কুকের ভবিষ্যদ্বাক্য কহন।

৬০৬ নিবূখদ্নিৎসর রাজার যিরূশালম আক্রমণ ও তত্রস্থ রাজাকে করদায়ী করণ ও বিস্তর লোককে বাবিলে লইয়া যাওন, এবং তাহাদের মধ্যে দানিয়েল ও তাহার তিন জন বন্ধু ও যিহিষ্কেল

Digitized by Google

ভবিষ্যদ্বক্তার থাকন। ২ বং ২৬। দা ১; ১, ২। যির ২৯; ১০। যিহি ১।

৬০৫ যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তার আপন ভবিষ্যদ্বাক্য লিখন।

৫৯৪ যিহিষ্কেলের খল্‌দীদেশে ভবিষ্যদ্বাক্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করণ। যিহি ১; ১, ২।

৫৮৮ নিবূখদ্‌নিৎসর রাজার বহুবৎসরাবধি যিরূশালম বেষ্টন পূর্ব্বক তন্নগর প্রাপ্ত হইয়া দগ্ধ করণ, ও অসংখ্য দরিদ্র লোককে বন্দি করিয়া বাবিলে লইয়া যাওন। তাহাতে যিহূদা রাজ্য দায়ূদের হওনাবধি ৪৬৮ বৎসর, এবং ইস্রায়েলের দশ গোষ্ঠী হইতে বিভিন্ন হওনাবধি ৩৩৮ বৎসর, অর্থাৎ ইস্রায়েল্‌ রাজ্যের বিনাশ হওনের পরে ১৩৪ বৎসর, বিদ্যমান্‌ থাকিয়া উচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ২ বং ৩৬; ১৪-২১।

সপ্তম কাল।

বাবিলীয় লোককর্ত্তৃক যিরূশালমের বিনষ্ট হওনাবধি খ্রীষ্টের জন্ম পর্য্যন্ত ৫৮৮ বৎসরের ঘটনা।

৫৮৮ যিরূশালম নগরের প্রথমবার বিনাশ হওন।

৫৮৭ যিরিমিয়ের যিহূদীয় লোক কর্ত্তৃক মিসর দেশে নীত হওন ও তথায় ভবিষ্যদ্বাক্য কহন।

৫৮৫ ওবদিয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য কহন।

৫৮০ নিবূখদ্‌নিৎসরের প্রতিমা স্থাপন, ও অগ্নিকুণ্ড হইতে তিন জন ইব্রীয় যুবার রক্ষা পাওন। দা ৩।

Digitized by Google

৫৩৮ বেল্‌শৎসরের পাপজনক মহোৎসব, ও পারসীয় কুরু রাজার বাবিল নগর হস্তগত পূর্ব্বক মাদীয় দারায়ূস নামক আপন মাতুলকে রাজ্য সমর্পণ। এবং বেলশৎসরের হত হওন। দা ৫।
এইরূপে অশূরীয় রাজ্য অর্থাৎ প্রথম মহারাজ্যের শেষ হওন। দা ২; ৩৬, ৩৮। ৭ ৫।

৫৩৬ কুরু রাজের দারায়ুসের পদাভিষিক্ত হওন, ও যিহূদীয় বন্দিদিগকে মুক্তি দেওন, ও যিরুশালমস্থ মন্দির নির্ম্মাণ করাইতে ও পবিত্র পাত্র ফিরাইয়া দিতে আজ্ঞা প্রকাশ করণ। ইয্রা ১। যিশ৪৫; ১।

৫২০ হগয় ও সিখরিয়েরু ভবিষ্যদ্বাক্য কহন। ইয্রা ৫।

৫১৬ ইষ্টের নাম্নী এক জন বন্দি যিহূদীনীর অহস্বের রাজার সহিত বিবাহিতা হওন। ইষ্টের ১;২।

৫১৫ যিরুশালমের দ্বিতীয় মন্দিরের সমাপ্তি ও প্রতিষ্ঠা করণ। ইয্রা ৬।

৪৬৭ যিহূদীয়দের মধ্যে সুধারা স্থাপন করিতে ও তাহাদের মত শোধন করিতে ইয্রার যিরুশালমে প্রেরিত হওন। ইয্রা ২।

৪৫৪ যিরুশালম্‌ নগর পুননির্ম্মাণ করিতে নিহিমিয় রাজের অনুমতি প্রাপণ। নি ২।

৪৪১ নিহিমিয়ের অর্তসস্ত রাজের নিকট পুনরাগমন। নি ৫; ১৪।

৪৩৯ নিহিমিয়ের যিরুশালমে পুনর্ব্বার গমন পূর্ব্বক লোকদের ধর্ম্মমত সম্পূর্ণরূপে সংশোধন করণ, ও আদি ভাগের যে সকল পুস্তক লিখিত হইয়া-

ছিল ইষ্রাকর্ত্তৃক তাহার শোধন এবং বংশাবলি পুস্তকদ্বয় সংগ্রহ করণ। নি ৫, ১৪। ৮; ১৩; ৬

৪৩৮ আদিভাগের শেষ লেখক মলাখির ভবিষ্যদ্বাক্য প্রকাশ করণ।

৪০০ প্রায় এই সময়ে আদিভাগের ইতিহাস সমাপন।

৩৩২ মহাসিকন্দর রাজার আশিয়া খণ্ডে প্রবেশ পূর্ব্বক যিরূশালম নগর দেখিতে গিয়া যদ্দূয় মহাযাজককে সম্ভ্রম প্রদান ও যিহূদীয়দের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ। ও সেই সিকন্দর রাজার মাদীয় পারসরাজ্য ধ্বংস করিয়া দারা রাজাকে বধ করিয়া মাকিদোন রাজ্যের সংস্থাপন করণ। দা ২; ৩৯। ৭; ৬। ১১; ১, ৩।

২৮৪ আদিভাগের যূনানী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া সেপ্তুয়াজিন্ত নাম পাওন।

১৬৭ আণ্টিওকস্ রাজার আজ্ঞাতে অণ্টিয়ক নগরে সপ্ত ভ্রাতাও তাহাদের মাতার হত হওন।

১৬৫ যিহূদা মাকাবীর সুরিয় লোকদের হস্তহইতে যিরূশালম নগর উদ্ধার করণ ও ঈশ্বরের আরাধনার রীতি স্থাপন করণ।

৬৫ রোমীয় লোকের সুরিয়া দেশ জয় করণ, এবং তৃতীয় মহারাজ্য যে যূনানী রাজ্য তাহার ধ্বংস করিয়া আপনাদের রাজ্য অর্থাৎ চতুর্থ মহারাজ্য স্থাপিত করণ। দা ২; ৪০-৪৩।

৬৩ যিহূদা দেশ রোমীয়দের অধীন হওন।

৫ খ্রীষ্টীয় শালের সাড়ে চারি বৎসর অর্থাৎ খ্রীষ্ট-

Digitized by Google

জন্মের ছয় মাস পূর্ব্বে যোহন অবগাহকের জন্ম হওন। লূ ১।

৪ চলিত খ্রীষ্টীয় শাল আরম্ভের চারি বৎসর পূর্ব্বে খ্রীষ্টের জন্ম।

অষ্টম কাল।

খ্রীষ্টের জন্মাবধি ১০০ শত শাল পর্য্যন্ত।

খ্রীষ্ট. পরে।

৮ যীশু খ্রীষ্টের দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময়ে যিহূদীয় পণ্ডিতদের সহিত কথোপকথন। লূ ২।

২৮ পীলাতের শাসন কর্ত্তারূপে যিহূদা দেশে প্রেরিত হওন।

২৯ যোহনের খ্রীষ্ট সম্বাদ প্রচার। ম ৩।

৩০ খ্রীষ্টের প্রকাশিত হওন। ম ৩।

৩৩ যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশে হত হওন ও মৃত্যুহইতে উত্থান। ম ২৭, ২৮।

৩৫ পৌলের মনঃপরিবর্ত্তন। প্রে ৯।

৪৪ হেরোদ রাজাকর্ত্তৃক যাকূবের মস্তক ছেদন ও এক দূতের দ্বারা পিতরের মুক্ত হওন। প্রে ১২।

৬০ পৌলের বন্দি হইয়া রোমা নগরে প্রেরিত হওন। প্রে ২৬-২৮।

৬৫ পৌলের এবং পিতরের রোমা নগরে ধর্ম্মার্থে হত হওন, ও যিহূদাদেশে যুদ্ধ আরম্ভ।

৬৭ রোমীয় সেনাপতিকর্ত্তৃক যিরূশালম্ বেষ্টনকারি সেনাগণের স্থানান্তর হইলে ঐ অবকাশে খ্রীষ্টের

Digitized by Google

পরামর্শানুসারে খ্রীষ্টিয়ানদের যর্দ্দন নদীর ওপারে পেলা নগরে প্রস্থান।

৭০ খ্রীষ্টের ভবিষ্যদ্বাক্যানুসারে তীত কর্ত্তৃক যিরূশালম্ নগর সৈন্যদ্বারা বেষ্টিত ও অধিকৃত হইলে দুর্ভিক্ষ ও অগ্নি ও খড়্গ ও ক্রুশাদি দ্বারা দশ লক্ষ লোকের নাশ এবং ৯৭০০০ সহস্র লোকের বন্দি হইয়া দাসরূপে বিক্রীত হওন, এতদ্‌ভিন্ন যিহূদার অন্যান্য অঞ্চলে অসংখ্য লোকের বিনাশ।

৭১ যিরূশালম্ নগর ও তন্মধ্যস্থ মন্দির সমূলে উৎপাটিত হওন।

৯৫ দমিতীয়ন রাজা কর্ত্তৃক যোহন পত্ম উপদ্বীপে দূরীকৃত হইলে প্রকাশিত গ্রন্থ তদ্দ্বারা লিখন।

৯৭ যোহনের মুক্তি পাওনোত্তর এক খানি সুসমাচার গ্রন্থ লিখন।

১০০ যোহনের এক শত বৎসর বয়সে পরলোক প্রাপ্তি ফলতঃ সকল প্রেরিতদের শেষে তাঁহার মরণ।

---

১৯ অধ্যায়।

ধর্ম্মপুস্তকে উল্লেখিত মনুষ্য ও স্থানাদির নাম।

ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত মনুষ্য ও বস্তুর নাম সকল বিশেষ২ অর্থপ্রযুক্ত মনোযোগের যোগ্য বটে, সেই সকলের অর্থ অবগত হইলে পাঠকগণ ধর্ম্মপুস্তকের অনেক কথা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। যেহেতুক পরমেশ্বর স্বয়ং অনেকের নাম দিয়াছিলেন, এবং অনেক নাম ভবিষ্য-

Digitized by Google

দ্বাক্যদ্বারা দত্ত হইয়াছিল। আর অনেক ব্যক্তি ও বস্তু কোন২ ঘটনা বা কারণ বশত নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। যথা। পরমেশ্বর মানবদের আদিপিতার নাম আদম্ রাখিয়াছিলেন, ঐ নামের অর্থ মৃত্তিকা বা রক্তবর্ণ মৃত্তিকা, কারণ মৃত্তিকাহইতে মনুষ্যের সৃষ্টি হয়। আ ২; ৭। এবং ঈশ্বর ইব্রাম্ (মহাপিতা) নামের পরিবর্ত্তন করিয়া ইব্রাহীম্ নাম (বহুলোকের পিতা) রাখিলেন। আ ১৭; ৫। তিনি ইব্রাহীমের স্ত্রীর সারী (কুলীনা) নামের পরিবর্ত্তন করিয়া সারা অর্থাৎ রাজ্ঞী নাম রাখিলেন। আ ১৭; ১৫, ১৬। আর যাকূবের নাম (অর্থাৎ ছলদ্বারা অন্যের পদগ্রহণকারি) পরিবর্ত্তন করিয়া ইস্রায়েল (ঈশ্বরজয়ী) নাম রাখিলেন। আ ৩২; ২৮।

ভবিষ্যদ্বাক্যদ্বারা অনেক নাম দত্ত হইয়াছিল। যথা, নোহ অর্থাৎ সান্ত্বনা, এবং যীশু অর্থাৎ ত্রাণকর্ত্তা। আর বিশেষ ঘটনা বা কারণ প্রযুক্ত অনেকের নাম হইয়াছিল, যথা ইস্হাক (হাস্য) আ ১৭; ১৭। ১৮; ১২। ২১; ৩-৬। বৈথেল অর্থাৎ ঈশ্বরের গৃহ। আ ২৮; ১৭-১৯। মূসা অর্থাৎ জলহইতে আকর্ষিত। যা ২; ১০।

এই স্থলে মনোযোগ যোগ্য একটি কথা লিখি, যে২ নামের আদিতে বা অন্তে এল্ প্রত্যয় থাকে, কিম্বা আদিতে যিহো, বা অন্তে ইয় থাকে, সে সকল নামের অবশ্য ঈশ্বরের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিবে। যথা, বৈথেল অর্থাৎ ঈশ্বরের গৃহ। ইস্রায়েল অর্থাৎ ঈশ্বরজয়ী। যিরিমিয় অর্থাৎ ঈশ্বরদ্বারা উন্নতি।

অপর কোন২ ব্যক্তির বা বস্তুর দুই বা অধিক নাম

Digitized by Google

ছিল, তাহারা কখন এক নামে কখন বা অন্য নামে পরিপরিচিত হইত। যথা যাকূব কখন ২ ইস্রায়েল্ নামে পরিচিত এবং মূসার শ্বশুর যিথ্রো, রূয়েল নামে খ্যাত ছিল। যা ২; ১৮। ৩; ১। এবং উষিয়কে অসরিয় বলা যাইত। ২ রা ১৫; ১। ২ বং ১৬; ১। যিশ ১; ১। পৌলের রোমীয় নাম পৌল, কিন্তু ইব্রীয় নাম শৌল জানিবা।

অৎনীয়েল, ঈশ্বরের সময়।
অদোনিয়, পরমেশ্বর আমার প্রভু। [প্রভু।
অদোনীবেষক্, বিদ্যুৎরূপ
অদোনীষেদক্, ন্যায়ের প্রভু।
অননিয়, পরমেশ্বরের মেঘ।
অনীষিফর্, লাভ আনয়নকারী।
অনীষিম, লাভজনক।
অব্নের, দীপ্তির পিতা।
অব্শালোম্, শান্তির পিতা।
অবাদ্দোন্, বিনাশক।
অবিয়াথর্, উত্তম পিতা।
অবীগয়িল্, পিতার আনন্দ।
অবীমেলক্, রাজার পিতা।
অবীয়, পরমেশ্বর আমার পিতা।

অবীয়েল, ঈশ্বর আমার পিতা
অবেদ্নিগো, দীপ্তির দাস।
অমৎসিয়, প্রভু পরমেশ্বরের বল।
অমালেক, লেহকারি বা মন্দব্যবহার কারি।
অম্নোন্, বিশ্বস্ত কিম্বা প্রতিপালক পিতা।
অরবিয়া, অরণ্য।
অরেয়পাগ্, মঙ্গল দেবের পর্ব্বত।
অস্দোদ্, অপহরণ।
অহীটূব, আশীর্ব্বাদের ভ্রাতা
অহীথোফল্, সর্ব্বনাশের ভ্রাতা।
অহীমেলক্, রাজার ভ্রাতা।
আখন্, বিরক্তকারী।

Digitized by Google

আদম্, মৃত্তিকা বা রক্তবর্ণ মৃত্তিকা।
আবীব্, কাঁচা ফল। [শোক।
আবেল্‌মিসর, মিস্রীয়দের
আশের, সুখ, আনন্দ।
আসা, চিকিৎসক
আহাব, পিতৃভ্রাতা।
ইদোম্, রক্তবর্ণ।
ইনোশ, উৎসৃষ্ট।
ইফ্রাথা, প্রাচুর্য্য।
ইফ্রয়িম্, অতিফলদ, উর্ব্বরা।
ইব্রাম্, মহা পিতা।
ইব্রাহীম্, বহুলোকের পিতা
ইম্মানূয়েল, আমাদের সহিত ঈশ্বর।
ইলিয়াসর্, ঈশ্বরেরসাহায্য।
ইলীফস্, ঈশ্বরের যত্ন।
ইলীয়াব্, ঈশ্বর আমার পিতা।
ইলীয়েষর্, আমার ঈশ্বরের সহায়তা। [ত্রাণ।
ইলীশায়, ঈশ্বরকর্তৃক পরি-
ইলীহূ, আমার ঈশ্বর স্বয়ং।
ইষ্‌কোল্, এক থলুয়া দ্রাক্ষা।
ঈষাখর, পুরস্কার।
ইস্রা, উপকারক।
ইসহাক্, হাস্য।
ইস্মায়েল, ঈশ্বর শুনেন।
ইস্রায়েল, ঈশ্বরজয়ী।
ঈখাবোদ্, মহিমা গেল।
ঈস্করিয়োতীয়, থলির লোক, হত্যাকারী। [ঈশ্বর
ঈথীয়েল্, আমার সহিত
উষিয়, পরমেশ্বরের শক্তি।
উষিয়েল্, ঈশ্বরের বল।
ঊর, অগ্নি বা দীপ্তি।
ঊরিম ও থম্মিম্, দীপ এবং অসাধারণ গুণ।
ঊরিয়, প্রভু পরমেশ্বরের দীপ্তি।
ঊরিয়েল্, পরমেশ্বরেরদীপ্তি।
ঊষ, পরামর্শ।
এদন্, আনন্দ, সুখ।
এবন্‌এষর, উপকারের প্রস্তর
এল্ বৈথেল্, বৈথেলের ঈশ্বর।
এলিয়, প্রভু পরমেশ্বর।
এষৌ, পূর্ণরূপে গঠিত।
ওবদিয়, পরমেশ্বরের সেবক।
ওবেদ্, দাস।

Digitized by Google

ওবেদ ইদোম্, ইদোমের দাস।
কফর্নাহূম্, আনন্দের বা খেদের ক্ষেত্র।
কর্মিল, পরমেশ্বরের দ্রাক্ষাক্ষেত্র।
কাদেশ, পবিত্রতা।
কাবিল্, অধিকার।
ক্বার্ত্ত, চতুর্থ।
কালেব্, কুক্কুর, ঝুড়ি, সরল বলবান্।
কিদ্রোণ, কৃষ্ণবর্ণ।
কিনস্, অধিকার।
কূশ, দগ্ধমুখা, কৃষ্ণবর্ণ।
কূশন, দগ্ধমুখা।
কেদর, কৃষ্ণবর্ণ।
কোরহ্, কেশহীন, টাক্‌পড়া, হিমে জড়ীভূত।
গাদ্, সৈন্যদল।
গিদলিয়, ঈশ্বর আমার গৌরব বা বিভব।
গিলিয়দ, সাক্ষিসমূহ।
গুল্‌গলতা, মাথাখুলির স্থান।
গোশন, নিকটআগমনকারী
জিব্রায়েল, ঈশ্বর আমার মর্য্যাদা।
টাবিথা, প্রসন্ন চক্ষুঃ বিশিষ্টা।
তম্মূষ, লূক্কায়িত, গুপ্ত, ইব্রীয় এক মাসের নাম। এক দেবতার নাম।
তর্ত্তুল্ল, এক প্রতারক।
তিকেল্, ভার।
তীত, সম্ভ্র।
তীমথিয় বা তীমথি, ঈশ্বরের দ্বারা সম্ভ্রান্ত।
তীময়, সম্ভ্রম যোগ্য, প্রশংসনীয়।
তূবল, জগৎ।
তূবলকাবিল, জগতীয় ঐশ্বর্য্য।
তোফৎ, জয়ঢক্কা, যিরূশালমের নিকটবর্ত্তি যে স্থানে লোকেরা মোলক দেবের উদ্দেশে শিশুদিগকে উৎসর্গ করিয়া ঢক্কা বাজাইত সে স্থানের নাম।
ত্রফিম, সুশিক্ষিত।
ত্রুফেনা, সুস্বাদু, মনোহর।
ত্রুফোষা, অতি উজ্জ্বল।
থিয়ফিল, ঈশ্বরের প্রেমকারী।
দাগোন্, শস্য, মৎস্য।
দান্, বিচার, শাস্তি।

Digitized by Google

দানিয়েল, ঈশ্বরকৃত শাস্তি।
দায়ূদ্‌, প্রিয়।
দিবোরা, বাণী, মধুমক্ষিকা।
দিয়ত্রিফি, য়ুপিতরের দ্বারা পালিত।
নপ্তালি, আমার মল্ল যুদ্ধ।
নয়মী, সুন্দরী।
নহূম্‌, প্রবোধকর্ত্তা।
নাবল্‌, পাগল, নির্ব্বোধ।
নামান্‌, আহ্লাদজনক, মনোরঞ্জক।
নাসরৎ, বিভিন্নীকৃত।
নিথীনীম্‌, উৎসৃষ্ট, সমর্পিত।
নিনিবী, সুন্দর।
নিবুখদনিৎসর, নিবোর ধনজয়ী, শাস্তির কোঁকানি, ধনশাসনকর্ত্তা।
নিবুসরদন্‌, নিবোর কালীন লোকদের পরিষ্কারকারী।
নিম্রোদ, বিরুদ্ধকারী।
নিহিমিয়, পরমেশ্বরের কৃত সান্ত্বনা।
নোদ্‌, দুষ্ট।
নোয়া, নোহ, সান্ত্বনা, বিশ্রাম।
পদ্দন-অরাম, অরামের ক্ষেত্র, বা স্থান।
পিতর, পর্ব্বত, বা প্রস্তর।
পিনিন্না, মুক্তা, বা বহুমূল্য প্রস্তর।
পিনূয়েল্‌, ঈশ্বরের মুখ, ঈশ্বরদর্শন।
পিস্‌গা, দুর্গ।
পীহ্‌হীরোৎ, হীরোতের পথ।
পোটীফর, এক পুষ্ট বৃষ।
পৌল, কর্ম্মকারক।
ফিলাদিল্‌ফিয়া, ভ্রাতৃপ্রেম।
ফিলিপ্‌, অশ্বপ্রেমকারী।
ফিলীমোন্‌, স্নেহশীল।
ফিরৌণ, প্রতিহিংসক, কুম্ভীর
ফীলিক্‌স, সুখী, ধন্য।
ফাষ্ট, হর্ষযুক্ত।
বর্ণবা, সান্ত্বনার পুত্ত্র।
বষ্টি, পানকর্ত্রী।
বাকা, তুত্‌বৃক্ষ।
বাবিল, ভাষা ভেদ।
বাল্‌, কর্ত্তা, প্রভু, প্রতিমা বিশেষ।
বালবিরীৎ, নিয়মের কর্ত্তা।

Digitized by Google

বালসিবূব, মক্ষিকেশ্বর।
বালাক্, উচ্ছেদকারী।
বালীম্, বিগ্রহসমূহ, প্রভু-
গণ, কল্পিত দেবগণ।
বিনেরেগশ, মেঘনাদের
পুত্র।
বিলিয়ম্, লোকধ্বংস।
বিলীয়াল্, দুষ্ট, ভূত।
বিয়ূলা, বিবাহিতা।
বের, কূপ।
বেল্, প্রাচীন, অবস্থ।
বেলশৎষর, ধনের কর্ত্তা।
বের্শেবা, দিব্যের কূপ।
বৈৎলেহম্, ভক্ষ্যের গৃহ।
বৈৎশেমশ, সূর্য্যের গৃহ।
বৈথনিয়া, নম্রতা বা গী-
তের গৃহ।
বৈথেল, ঈশ্বরের গৃহ।
বোখীম্, রোদনকারীগণ।
মত্তথিয়, প্রভু পরমেশ্বরের
দান।
মথি, পরমেশ্বরের দত্ত।
মর্কুরিয়, এক দেব বিগ্রহের
নাম।
মর্থা, মনোদুঃখিতা।

মর্দ্দিখয়, অনু তাপ
মরিয়ম, তিক্ততা বা সা-
মুদ্রিক কুন্দরু।
মরিয়ম বা মিরিয়ম, সা-
মুদ্রিক কুন্দুরু।
মল্‌কীষেদক, ধর্ম্মের রাজা।
মশীহ, অভিষিক্ত।
মসা, পরীক্ষা।
মানোহ, বিশ্রাম।
মার্ক, শিষ্টাচারী।
মিথূশেলহ, তিনি তাঁহার
মৃত্যু পাঠাইয়াছেন।
মিনশি, বিস্মরণ।
মিসর, দুঃখ, ক্লেশ।
মীখা, নম্র।
মীখায়েল, পরমেশ্বরের
তুল্য কে?
মূসা, জলহইতে আকর্ষিত।
মোয়াব, পিতার।
মোরিয়া, প্রভু পরমেশ্বরের
দর্শিত।
মোলক্, রাজা।
যাঃ, স্বয়ম্ভু, অনন্ত
যাকূব, ছলদ্বারা অন্যের
পদগ্রহণকারী।

Digitized by Google

যাবেষ, চিন্তা, বা দুঃখ।
যাসের, উপকারক।
যারবিয়াম্, লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী।
যিদীদিয়,ঈশ্বরের প্রিয়তম।
যিবূষ, ঘৃণা।
যিমীমা, দিবসের ন্যায় সুন্দরী।
যিরিমিয়,প্রভুর কৃত উন্নতি।
যিরুব্বাল, বালদেব যুদ্ধ করুক।
যিরূশালম্, শান্তির দর্শন।
যিশয়, আমার উপঢৌকন।
যিশূরূণ, সরল, যাথার্থিক।
যিশয়িয়, প্রভু পরমেশ্বর কৃত পরিত্রাণ।
যিহিষ্কেল্,পরমেশ্বর শক্তি।
যিহূদা, ধন্যবাদ যিহূদী, যিহূদা নিবাসী।
যিহোবাঃ, স্বয়ম্ভু।
যিহোবাঃ নিষি, প্রভু পরমেশ্বর আমার ধ্বজা।
যিহোবাঃযিরি, প্রভু পরমেশ্বর দেখিবেন, বা যোগাইবেন।
যিহোবাঃ শম্মা, পরমেশ্বর তথায় আছেন।
যিহোবাঃশালোম,পরমেশ্বর শান্তির আকর।
যিহোবাঃ সিদ্কেনূ, পরমেশ্বর আমাদের ধর্ম্মস্বরূপ।
যিহোয়াদা, পরমেশ্বরবিষয়ক জ্ঞান।
যিহোশাফট, পরমেশ্বরের কৃত বিচার।
যিহোশূয়, ত্রাণকর্ত্তা।
যীশু, ত্রাণকর্ত্তা।
যূপিতর, উপকারি পিতা, দেবপূজকদের দেবতা।
যূনস্, কপোত।
যূষফ্, বৃদ্ধি।
যোখেবদ্, পরমেশ্বরের তেজঃ।
যোব বা আয়ূব,রোদনকারী।
যোবেল্, তূরীর শব্দ।
যোয়েল্,ইচ্ছুক,দিব্যকারী।
যোহানন্,ঈশ্বরের অনুগ্রহ।
যোহানা, পরমেশ্বরের অনুগ্রহ বা দান।

Digitized by Google

রব্বি, গুরু।
রামৎ, উচ্চৈঃ।
রামিষয্, মেঘনাদ, বজ্র।
রাহব্, অহংকারী।
রাহেল্ মেষী।
রিব্কা, শান্ত।
রিহবিয়াম্, লোকদের উন্নতিকারী।
রুফ, রক্তবর্ণ।
রুবেন্, সূর্য্যের দর্শন।
রোদী, গোলাব পুষ্প।
রোমা, শক্তি।
লাবন্, উজ্জ্বল।
লায়দিকেয়া, যাথার্থিক।
লিমূয়েল, তাহাদের সহিত ঈশ্বর।
লূক্, দীপ্তিমান্।
লেবি, সংযুক্ত।
লেমক্, দরিদ্র, দুঃখী।
লোট, জড়িত কুন্দুরু।
লোয়ম্মী, আমার লোক নয়।
লোয়ী, শ্রেষ্ঠতর।
লোরুহাম, দয়া না পাইয়া।
শয়তান্, শত্রু।
শাম, নাম, খ্যাতি।
শারোণ, রাজকীয় ক্ষেত্র।
শালম্, শান্তি।
শিম্শোন, সূর্য্য।
শিমিয়োন্, শ্রবণকারী, আজ্ঞাকারী।
শিমূয়েল্, ঈশ্বরের নিকট যাচিত।
শেৎ, রক্ষিত।
শোমিরোণ, কারাগার।
শোশন্না, পদ্ম, গোলাব, আনন্দ।
শৌল, ক্ষমতাপূর্ব্বক চাহন, কবর।
সক্কেয়, সল্লোক, যাথার্থিক।
সাদোক্, ধার্ম্মিক।
সারা, রাজ্ঞী।
সিখরিয়, পরমেশ্বরের স্মরণ।
সিদিকীয়, পরমেশ্বরের কৃত পুণ্য।
সিপ্পোরা, সৌন্দর্য্য, তূরী।
সিফনীয়, পরমেশ্বরের নিগূঢ় কথা।
সিবদিয়, অধিকাংশ।
সিদোম্, তাহাদের গুপ্ত কথা।

Digitized by Google

স্তিফান, মুকুট।
সিয়োন, প্রস্তররাশি।
সিরুব্বাবিল, বাবিলের বিদেশি লোক।
সিব্বয়া, পরমেশ্বরের শৃঙ্খল।
সীদোন্, ব্যাধ, ধীবর।
সীন বা সীনয়, ঝোপ।
সীয়োন্ কলরব।
সীলতীয় বা কান্নীয়, উদ্‌যোগী।
সূরীশদ্দয়, সর্ব্বশক্তিমান্ আমার গিরি স্বরূপ।
সুলেমান্, শান্তিদায়ক।
সেয়ীর, ক্ষুদ্র, ছোট।
হগয়, এক ভারী পর্ব্ব।
হন্না, নম্র।
হনোক, উৎসৃষ্ট।
হবা, জীবতী।
হবক্কুক, মল্ল।
হলিলূয়ঃ, পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর।
হাজিরা, পলায়িনী।
হামন, চীৎকার, আয়োজন।
হিন্দিয়া, প্রশংসা।
হিফ্‌সীবা, তাহাতে আমার সন্তোষ।
হিষ্কিয়, পরমেশ্বরেতে বলবান্।
হীরম্, জীবনের উন্নতি।
হেবর্, পর্য্যটনকারী।
হেরোদ, ত্বকের তেজঃ।
হোরব্, প্রিয়।
হোরেব, শুষ্কতা, অরণ্য।
হোশেয়, ত্রাণকর্ত্তা বা পরিত্রাণ।

(সমাপ্ত)

Digitized by Google

ইব্রীয় পর্ব্বের ও সময়ের নির্ঘণ্ট।

ইব্রীয় মাস	ইংরাজি মাস	ধর্ম্মসংক্রান্ত বৎসর	ব্যবহারিক বৎসর	ঋতু	পর্ব্ব।
তিস্রি বা এথানীম্। ১ রা ৮ ; ২।	সেপ্টেম্বর	৭	১	অতিগ্রীষ্ম	১ তূরীবাদন উৎসব। ১০ প্রায়শ্চিত্তের দিন। ১৫ তাম্বুবাস পর্ব্ব। ২২ ইহার শেষ।
মার্চিস্বন বা বূল। ১ রা ৬ ; ৩৮।	আকটবর	৮	২	শস্যবপন	
সিস্লূ।	নবেম্বর	৯	৩		২৫ মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসব।
টেবেথ্। ইষ্ট ২ ; ১৬	ডিসেম্বর	১০	৪	শীত	
শিবাট্। সিখ ১ ; ৭।	জানুয়ারি	১১	৫		
অদর। ইষ্ট ৩ ; ৭। প্রয়োজন মতে বে-অদর মাসও ইহাতে সংযোগ করা যায়।	ফিব্রুয়ারি	১২	৬	বসন্ত	১৪ ও ১৫ পুরীম উৎসব। ইষ্ট ৯ ; ১৮—২১।

ইব্রীয় পর্ব্বেরও সময়ের নির্ঘণ্ট।

ইহার বিবরণ ৪১ পৃষ্ঠায় আছে।

ইব্রীয় মাস	ইংরাজি মাস	ধর্ম্ম সংক্রান্ত বৎসর	ব্যবহারিক বৎসর	ঋতু	পর্ব্ব।
আবীব্ বা নীশন। যা ১২; ২,১৮। —— ১৩; ৪। ইষ্ট ৩; ৭।	মার্চ	১	৭	বসন্ত	১৪ নিস্তার পর্ব্বের মেষ বলি। ১৫ নিস্তার পর্ব্ব। ১৬ প্রভুর উদ্দেশে যবশস্যোৎসর্গ। ১৭ নিস্তার পর্ব্বের শেষ।
টাইয়র বা সিব্। ১ রা ৬; ১।	এপ্রিল	২	৮	শস্যকর্ত্তন	
সীবন। ইষ্ট ৮; ৯।	মে	৩	৯		৬ পেন্তিকস্ত। প্রভুর উদ্দেশে গোধূমশস্যোৎসর্গ।
তম্মূষ।	জুন	৪	১০	গ্রীষ্ম	
অব।	জুলাই	৫	১১		
ইলূল। নিহ ৬; ১৫।	আগষ্ট	৬	১২	অতিগ্রীষ্ম	৯ এই দিবসে খলদীয় লোক কর্তৃক মন্দির অধিকৃত হয়। তৎপরে রোমীয়দের কর্তৃক অধিকৃত হয়।

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Österreichische Nationalbibliothek
+Z158183105

Digitized by Google

Digitized by Google